অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব:

১ বাদশাহ্‌নামা

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ১ বাদশাহ্‌নামা

ভূমিকা (১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা)

লেখক ও নামকরণ

কিতাব দুটোর শিরোনামেই প্রকাশ পায় যে, ১-২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবটি প্রাচীন ইসরাইলের বাদশাহী যুগের বর্ণনা দেয় (৯৭০-৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এই কিতাবে বাদশাহ্‌ তালুত ও বাদশাহ্‌ দাউদের রাজত্বকালের বর্ণনা বলতে গেলে প্রায় কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। ১-২ শামুয়েল কিতাবেই ইসরাইলের এই দুই মহান বাদশাহ্‌র জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং ১ বাদশাহ্‌ ১:১-২:১১ আয়াতের মধ্যেই বাদশাহ্‌ দাউদের রাজত্বের অবসানের বর্ণনা দিয়ে তা শেষ করা হয়েছে। প্রাচীন ইহুদী বিশ্বাস অনুসারে এই কিতাবের লেখক ইয়ারমিয়া, যদিও কিতাবগুলোতে লেখকের নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কিতাবের ভেতর থেকে এই আভাস পাওয়া যায় যে, লেখক বা লেখকগণ দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং তারা কিতাবটির ধর্মতত্ত্বীয় রূপরেখার ভিত্তি ধরে ইসরাইল জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা দিতে চেয়েছেন। এর স্পষ্ট উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই, দাউদ তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে সোলায়মানের কাছে যে বক্তব্য রেখেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২:১-৪) সেখানকার ভাষাগুলো যেন দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের ভাষারই উদ্ধৃতি: "তাঁর দেওয়া দায়িত্ব, তাঁর বিধি, তাঁর অনুশাসন ও তাঁর সমস্ত হুকুম সবসময় পালন করবে" (দ্বি.বি. ১১:১); "তাঁর পথে গমন ও তাঁকে ভয় করবে" (দ্বি.বি. ৮:৬); "তাঁর এই হুকুম ও সমস্ত নির্দেশ পালন কর" (দ্বি.বি. ২৯:২); "সমস্ত বিষয়ে যেন বুদ্ধিপূর্বক চলতে পার, এজন্য এই নিয়মের সমস্ত কথা পালন করো এবং সেই অনুসারে কাজ করো" (দ্বি.বি. ২৯:৯); "তোমার পূর্বপুরুষের কাছে কসম খেয়ে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সফল করবেন"(দ্বি.বি. ৯:৫); "সমস্ত অন্তর ও সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তাঁর খোঁজ করলে পাবে" (দ্বি.বি. ৪:২৯)। দ্বিতীয় বিবরণের ভাবসমৃদ্ধ ভাষা আমরা পরবর্তীতে আবারও ১-২ বাদশাহ্‌নামায় দেখতে পাই, যেখানে প্রথমত সোলায়মান নিজে (১ বাদশাহ্‌ ১১) এবং এরপর তার পরবর্তী ইসরাইল ও এহুদায় অধিষ্ঠিত প্রায় সকল বাদশাহ্‌কে মূসার শরীয়তের মাপকাঠি অনুসারে বিচার করা হয়েছিল এবং সকলের মাঝেই চরিত্রগত দিক থেকে কিছু না কিছুর অভাব দেখা গিয়েছিল (যেমন ইয়ারাবিম, ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৫-৩৩; ১৪:১-১৬; আহস ২ বাদশাহ্‌ ১৬:১-৪)। এই কারণে ১-২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের রচয়িতাগণকে অনেক সময় কিতাবুল মোকাদ্দসের শিক্ষার আধুনিক ধারা অনুসারে "দ্বিতীয় বিবরণ বিশেষজ্ঞ" বলা হয়ে থাকে।

এই ব্যাপারটি ছাড়া অবশ্য কিতাবটির রচয়িতার পরিচয় সম্পর্কে কোন কিছু বলা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, এই "দ্বিতীয় বিবরণ বিশেষজ্ঞরা" ছিলেন এক দল লেবীয় বা ইমাম। আবার অন্যান্যদের মতে তারা সকলে ছিলেন নবী। এর বাইরেও অনেকে রয়েছেন যাদের মতে এরা ছিলেন জেরুশালেম রাজসভার বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তি। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য আসলে কারোরই জানা নেই।

সময়কাল

বর্তমানে আমরা ১-২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবটি যেভাবে দেখি তাতে করে ধারণা করা যায় যে, এই কিতাব দুটি কোনভাবেই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে লেখা হয় নি, কারণ ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭-৩০ আয়াতে ৫৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের কথা বলা হয়েছে এবং সে কারণে কিতাবটি নিশ্চয়ই এর কিছু দিন পরে বা কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়েছে। খুব সম্ভবত (এবং অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তি তাই মনে করেন) ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে ইহুদীদের বন্দীদশা শুরু হওয়ার আগে এই কিতাবের একটি সংস্করণ রচিত হয়েছিল এবং বন্দীদশা শেষ হওয়ার পর সেই সংস্করণটির উপর ভিত্তি করে বন্দীদশার শেষ ভাগে বা বন্দীদশা পরবর্তী একটি সংস্করণ রচিত হয়। এ বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে যে, পার্সীয় যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৯-৩৩০) এই কিতাবের টেক্সটে অন্তত কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ এখানে বলা যেতে পারে "আরবীয় বাদশাহ্‌" ও "সমস্ত বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তার" কৌতূহলোদ্দীপক উল্লেখ (১ বাদশাহ্‌ ১০:১৫)। সম্ভবত তা ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম কূলকেই নির্দেশ করে, যা পার্সীয় বাদশাহ্‌র অধীনস্থ শাসনকর্তাদের অধীনে শাসিত হত (এ প্রসঙ্গে দেখুন উযায়ের ৮:৩৬; নহিমিয়া ২:৭,৯)।

বিষয়বস্তু

এই দুটি কিতাবে পাঠকদের সামনে দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের ধর্মতত্ত্বীয় রূপরেখার আলোকে ইসরাইলের রাজবংশীয় যুগের শেষ ভাগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যেন পাঠকরা তাদের সমসাময়িক কালে এক আল্লাহ্‌র উপরে দৃঢ় নির্ভরতা ও ঈমান রেখে পথ চলতে পারে, কারণ তিনি

একাধারে প্রকৃতি ও ইতিহাস উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করেন। এই কিতাবটিতে আমরা দেখি যে, মঙ্গলময় ও সর্বময় ক্ষমতাশালী আল্লাহ্‌ বহু আগেই তাঁর বেছে নেওয়া নগর ও এবাদতখানার ধ্বংস এবং ইসরাইল জাতির গুনাহ্‌গারিতার কারণে ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি তাদের জন্য ব্যাবিলনের বন্দীদশা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ১৭:৭–২৩; ২৪:১-৪)। তথাপি তাদের আশা আছে, কারণ আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্বাচিত বাদশাহী বংশের অবসান হওয়ার সময় এখনো আসে নি (২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭-৩০) এবং যারা গুনাহ্‌ থেকে মন পরিবর্তন করবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ প্রস্তুত আছেন (১ বাদশাহ্‌ ৮:২২-৬১)।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ এবং পটভূমি

৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিসরের ফেরাউন দ্বিতীয় নখো তার আশেরীয় মিত্র বাহিনীকে তাদের প্রতিপক্ষ ব্যাবিলনীয় ও তাদের মিত্র মাদিয়ানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মগিদ্দো নগরে এহুদার বাদশাহ্‌ ইউসিয়া তার মুখোমুখি হন। সম্ভবত ইউসিয়া ব্যাবিলনীয়দের পক্ষে দাঁড়িয়ে তৎকালীন ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠা মিসরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজ জাতির স্বাধীনতা লাভের আশা করছিলেন। মিসরীয়দের সাথে এই যুদ্ধে ইউসিয়া নিহত হন এবং এহুদা রাজ্য তার স্বাধীনতা হারায়। নতুন বাদশাহ্‌ যিহোয়াহস মিসরে বন্দী অবস্থায় নীত হন এবং তাঁর ভাই ইলিয়াকীম যিহোয়াকীম নাম ধারণ করে মিসরের প্রতিনিধি হিসেবে এহুদা রাজ্য শাসন করেন।

তবে ৬০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে যিহোয়াকীম ব্যাবিলনের প্রতি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এর কয়েক বছর পর তিনি ব্যাবিলনীয় বাদশাহ্‌ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এর ফলশ্রুতিতে ৫৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের শেষে বছর ব্যাবিলনীয় সেনাবাহিনী জেরুশালেম নগরী ঘেরাও করে, তখন মিসরীয় বাহিনী কোনভাবেই সাহায্য করতে আসে নি। ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নগরটি ব্যাবিলনীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত নাগরিক ও নেতৃবর্গের সাথে বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমকেও বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার তখন যিহোয়াকীমের চাচা মত্তনিয়কে সিংহাসনে বসান এবং তার নাম দেন সিদিকীয়। সিদিকীয় তাঁর শাসনামলের শুরু থেকেই তাঁর সাথে থাকা লোকদের সাথে বিপ্লবের সম্ভাব্যতা নিয়ে কথা বলতেন এবং ফলশ্রুতিতে এক সময় তিনি বিপ্লব ঘটান। আবারও ব্যাবিলনীয় বাহিনী জেরুশালেম আক্রমণ করে। তবে নতুন মিসরীয় ফেরাউন এ্যাপ্রিস প্যালেষ্টাইনে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করার কারণে সাময়িকভাবে ব্যাবিলনীয়রা জেরুশালেমের দখল ছেড়ে দেয়। কিন্তু মিসরীয় বাহিনী তাদের অবস্থান ত্যাগ করার সাথে সাথে ব্যাবিলনীয়রা আবার ফিরে আসে। দুই বছর বন্দী অবস্থায় থাকার পর ধীরে ধীরে সমস্ত খাবার শেষ হয়ে আসার কারণে ৫৮৭ বা ৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেম নগরটি পতিত হয়।

জেরুশালেমের পতন এবং এর পরবর্তী ঘটনাবলী এহুদার জনগণের উপরে এক বিরাট আঘাত বয়ে নিয়ে আসে। জেরুশালেম পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। সাধারণ ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে রাজকীয় প্রাসাদ সবই ধ্বংস করা হয় এবং নগরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয় হচ্ছে, ইসরাইলে ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র উপস্থিতির চিহ্নস্বরূপ যে এবাদতখানা, তা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। প্রচুর মানুষকে হত্যা করা হয় এবং অন্য আরও অনেককে ব্যাবিলনে ক্ষেতে কাজ করার জন্য ও দাপ্তরিক কাজের জন্য বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন এহুদার সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগত যারা ব্যাবিলনে ইতোমধ্যে বন্দী বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীম ও অন্যান্যদের সাথে যোগ দেন। এহুদাতে অবশিষ্ট যারা রয়ে গিয়েছিল তারা ছিল সবচেয়ে “দীন দরিদ্র লোক” (২ বাদশাহ্‌ ২৫:১২; আরও দেখুন ইয়ারমিয়া ৩৯:১০; ৫২:১৬), যাদেরকে পাহারা দেওয়ার জন্য জেরুশালেমে একটি সৈন্য শিবির মোতায়েন করা হয়। তবে শুরুতে দাউদের বংশধর নন এমন একজন এহুদীয় নেতা এই পাহারা দেওয়ার কাজটি করেন। তার নাম ছিল গদলিয়। তার আবাসস্থল ছিল পূর্ববর্তী রাজধানী থেকে ৭.৫ মাইল (১২ কিলোমিটার) দূরে মিস্পাহ নগরীতে। সেই সময়কার যন্ত্রণা ও শোকের কথা মাতম ১:১ আয়াতে খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে: “হায়, সেই নগরী কেমন একাকিনী বসে আছে যে লোকে পরিপূর্ণা ছিল। সে বিধবার মত হয়েছে, যে জাতিদের মধ্যে প্রধানা ছিল। প্রদেশগুলোর মধ্যে যে রাজ্ঞী ছিল, সে কর্মাধীনা বাঁদী হয়েছে।” এর অর্থ আসলে কী? ইসরাইলের আল্লাহ্‌ কি প্রকৃতি ও ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণকর্তা ছিলেন না, যা মূসার শরীয়তে বলা হয়েছে? ব্যাবিলনে কি আরও শক্তিশালী কোন দেবতা ছিল যার নেতৃত্বে ব্যাবিলনীয়রা ইসরাইলের উপরে জয়লাভ করতে পেরেছিল? যদি মূসার আল্লাহ্‌ সত্যিই থেকে থাকেন এবং তিনিই যদি সবচেয়ে শক্তিশালী ও সর্বোত্তম হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া নগরী ও এবাদতখানা কি করে ধ্বংস হল? এভাবেই যদি অবসান হবে, তাহলে কি করে এই রাজবংশ (দাউদের বংশ) আল্লাহ্‌র নির্বাচিত হল?

বাদশাহ্‌নামা কিতাবটি এই পটভূমিতে উপলব্ধি করতে হবে। এই কিতাব দুটো এ ধরনের প্রশ্নের বিপরীতে নির্ভরযোগ্য উত্তর দেয় এবং ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইসরাইলে সত্যিকার অর্থে যা ঘটেছিল তা পাঠকরা এখান থেকে জানতে পারবেন। নিঃসন্দেহে ইসরাইলের আল্লাহ্‌ই প্রকৃতি ও ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। তাঁর চেয়ে শক্তিশালী আর কোন দেবতার কোথাও কোন প্রকার অস্তিত্ব নেই। বস্তুত মঙ্গলময় ও সর্বময় শক্তিশালী আল্লাহ্‌

স্বয়ং তাঁর নগর ও এবাদতখানার ধ্বংস সাধন এবং ব্যাবিলনে তাঁর বেছে নেওয়া জাতির লোকদের বন্দীদশাকে সর্বাংশে অনুমোদন দিয়েছেন। এই পরিণতির মূল কারণ হচ্ছে ইসরাইল জাতির অতিমাত্রার গুনাহ্‌গারিতা। সোলায়মানের শাসনকালের পর থেকেই ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌কে মান্য করতো না এবং তাঁর প্রেরিত নবীদের কোন কথাই গ্রাহ্য করতো না।

বাদশাহ্‌ সোলায়মান এক ও সত্য আল্লাহ্‌র এবাদত ত্যাগ করে ভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করা শুরু করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২:১২–১১:৪৩)। নাবলের পুত্র ইয়ারাবিম উত্তর ইসরাইলকে সোলায়মানের পুত্র রহবিয়ামের শাসন এবং এহুদা রাজ্যের আওতা থেকে মুক্ত করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১২:১-২৪) এবং পুরো ভূখণ্ডটিতে ইয়ারাবিমের তৈরি করা দেবতাদের মূর্তিপূজা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয় (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৫-৩৩) এবং বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকেও বিভিন্ন দেবতার পূজার প্রচলন ইসরাইলে শুরু হয় (১ বাদশাহ্‌ ১৬:২৯ – ২ বাদশাহ্‌ ১০:৩১)। অবশেষে উত্তর রাজ্যের বংশগুলো আশেরীয়দের হাতে বন্দী হয় (২ বাদশাহ্‌ ১৭ অধ্যায়)। যদিও এহুদার ধর্মীয় পরিস্থিতি প্রাথমিকভাবে ইসরাইলের চেয়ে কোন অংশে ভাল ছিল না (১ বাদশাহ্‌ ১৪:২২-২৪; ১৫:৩-৫), তথাপি এহুদায় পরবর্তীতে আরও ক্রমাগতভাবে ধর্মচ্যুতি দেখা যায় না। মন্দ বাদশাহ্‌দের শাসনামলের মাঝেও কখনো কখনো কিছু ভাল বাদশাহ্‌র আবির্ভাব ঘটেছে এবং তারা সুশাসন করেছেন (১ বাদশাহ্‌ ১৫:৯ – ২২:৫০; ২ বাদশাহ্‌ ১২:১ – ১৫:৩৮); এবং রাজবংশের শেষ সময় পর্যন্ত সর্বকালের অন্যতম সেরা দুই বাদশাহ্‌ শাসন করেছেন (হিষ্কিয়, ২ বাদশাহ্‌ ১৮:১ – ২০:২১; ইউসিয়া, ২ বাদশাহ্‌ ২২:১ – ২৩:৩০)। ক্রমেই ইসরাইল জাতির গুনাহ্‌র পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে এবং এরই ফলশ্রুতিতে এহুদা রাজ্যও বন্দীদশায় পতিত হয়। তথাপি এখানে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাদের জন্য আশা রয়েছে, কারণ আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া জাতি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি (২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭-৩০) এবং যারা মন পরিবর্তন করবে তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য সব সময় আল্লাহ্‌ প্রস্তুত আছেন। এভাবেই ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ঘটনাবলীর মূল কারণ এবং ইসরাইল জাতির উদ্ধার পাওয়ার প্রত্যাশার চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে আল্লাহ্‌কে "এক" আল্লাহ্‌ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন কিছুই তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারবে না।

প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

১. ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ হলেন একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌। জীবন্ত আল্লাহ্‌ কেবল একজনই আছেন এবং তিনিই হলেন মাবুদ (১ বাদশাহ্‌ ১৮:১৫; ২ বাদশাহ্‌ ৫:১৫)। ইসরাইল ও অন্যান্য জাতির লোকেরা যে সমস্ত তথাকথিত দেবতা হিসেবে পূজা করতো, এই মাবুদ তাদের মত নন, কারণ সে সব দেবতা নেহায়েত মানুষের হাতে সৃষ্ট (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৫-৩০; ২ বাদশাহ্‌ ১৭:১৬; ১৯:১৪-১৯)। সেই সকল দেবতাও মহান মাবুদ আল্লাহ্‌রই সৃষ্টির একটি অংশ। তারা সেই মানুষদের মতই শক্তিহীন ও নশ্বর সত্তা, যারা এই দেব-দেবতাদেরকে সৃষ্টি করেছে (১ বাদশাহ্‌ ১৬:১৩; ১৮:২২-৪০; ২ বাদশাহ্‌ ১৭:১৫; ১৮:৩৩-৩৫)। এর বিপরীতে মাবুদ আল্লাহ্‌ অতুলনীয়, কারণ তিনিই বেহেশত ও দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা (১ বাদশাহ্‌ ৮:২৩; ২ বাদশাহ্‌ ১৯:১৫)। তিনি সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব অনুসারে তাঁর সৃষ্ট দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা (এ প্রসঙ্গে দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৮:৯, ১৪-২১, ২৭-৩০ আয়াত, যেখান থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ শরীয়ত সিন্দুক বা এবাদতখানা কোনটির ভেতরেই বসবাস করেন না। আবার ১৮:২৬-৩৮ আয়াতে আমরা দেখি, বাল দেবতার পুরোহিতরা তাদের পূজা অর্চণার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে এটি বুঝিয়েছিল যে, তাদের প্রতিটি কাজের সাথে একটি দৈব শক্তির যোগসূত্র আছে, বা তারা নিজেরাই সেই দৈব শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে; কিন্তু নবী ইলিয়াসের আচরণ ঠিক তার বিপরীত ধারণাটি প্রকাশ করে, অর্থাৎ সমস্ত শক্তি ও কর্তৃত্ব যে মাবুদের কাছ থেকেই আসে তা প্রকাশ পেয়েছিল ইলিয়াসের আচরণে)। একই সাথে মাবুদ এই দুনিয়াতে তাঁর সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে অধিষ্ঠিত। আর কেউ নয়, একমাত্র তিনিই এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন (১ বাদশাহ্‌ ১৭–১৯ অধ্যায়; ২ বাদশাহ্‌ ১:২-১৭; ৪:৮-৩৭; ৫:১-১৮; ৬:১-৭,২৭)।

২. ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করেন। কোন মূর্তিরূপ দেবতা নয়, কোন বাদশাহ্‌ নয়, কোন নবী নয়, একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌ই ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করেন (১ বাদশাহ্‌ ১১:১৪,২৩; ১৪:১-১৮; ২২:১-৩৮; ২ বাদশাহ্‌ ৫:১-১৮; ১০:৩২-৩৩; ১৮:১৭ – ১৯:৩৭)। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে বর্ণিত নবীদের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌ কী করতে চলেছেন সে সম্পর্কে নবীরা আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন (১ বাদশাহ্‌ ১১:২৯-৩৯; ১৩:১-৩২; ১৬:১-৪; ২০:১৩-৩৪; ২ বাদশাহ্‌ ১৯:৬-৭, ২০-৩৪)। কোন কিছুই নবীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সাধনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, যদিও আল্লাহ্‌ নিজে তাঁর নিজ ইচ্ছা সাধনের জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিবর্তন সাধন করে নিজের মত করে তা পরিপূর্ণ করতে পারেন (এ প্রসঙ্গে দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ২১:১৭-২৯; ২ বাদশাহ্‌ ৩:১৫-২৭, যেখানে কাহিনীর শেষ অংশটি কিছুটা অপ্রত্যাশিত ছিল)।

৩. ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ চান মানুষ যেন একমাত্র তাঁরই এবাদত করে। একমাত্র জীবন্ত আল্লাহ্‌ হওয়ার কারণে মাবুদ চান যেন মানুষ শুধু তাঁরই এবাদত ও বন্দেগী করে। তিনি অন্য কোন দেবতার সাথে তাঁর স্থান ভাগ করতে দেবেন না, কিংবা অন্য কোন দেবতাকে তাঁর জায়গা নিয়ে

নিতেও দেবেন না। তিনি কখনোই তাঁর স্থানে তাঁরই সৃষ্ট কোন বস্তুকে অবস্থান করতে দেবেন না। কি ইসরাইলীয়, কি ভিন্ন জাতির লোক প্রত্যেককেই একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবাদত করতে হবে (১ বাদশাহ্‌ ৮:৪১-৪৩,৬০; ২ বাদশাহ্‌ ৫:১৫-১৮; ১৭:২৪-৪১)।

৪. প্রকৃত এবাদতের বিষয়বস্তু ও স্থান। এবাদতের জন্য কোনটি ন্যায়সঙ্গত তা নিয়ে ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে বেশ কিছু বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। সবচেয়ে বেশি যা উঠে এসেছে তা হচ্ছে এবাদতের বিষয়বস্তু। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এবাদতে কোন প্রকার মূর্তি বা প্রতিকৃতি থাকতে পারবে না, যা অন্য জাতির লোকদের দেবতাদের পূজায় অবশ্যম্ভাবী ছিল (১ বাদশাহ্‌ ১১:১-৪০; ১২:২৫ – ১৩:৩৪; ১৪:২২ -২৪; ১৬:২৯-৩৩; ২ বাদশাহ্‌ ১৬:১-৪; ১৭:৭-২৩; ২১:১-৯)। এবাদতের স্থান নিয়েও কিছু কথা রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে এক্ষেত্রে জেরুশালেমের এবাদতখানার কথা বলা হয়েছে, কোন স্থানীয় “উঁচু স্থান” নয়, যা পৌত্তলিকেরা তাদের দেবতাদের পূজা ও বলি দেওয়ার কাজে ব্যবহার করতো (১ বাদশাহ্‌ ৩:২; ৫:১ – ৯:৯; ১৫:১৪; ২২:৪৩; ২ বাদশাহ্‌ ১৮:৪; ২৩:১-২০)।

৫. মিথ্যা এবাদতের ফলাফল। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাব দুটি সেই সকল নৈতিকতা লঙ্ঘনের বিষয়েও কথা বলে, যার সাথে যুক্ত রয়েছে মিথ্যা বা ভণ্ডামিপূর্ণ এবাদত। কিতাব দুটিতে দাবী করা হয়েছে যে, সব সময়ই আল্লাহ্‌র সত্যিকার এবাদত আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্যতার সাথে সংযুক্ত। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র চোখে অনৈতিক ও গুনাহ্‌পূর্ণ কাজ করা। এ প্রসঙ্গে ১ বাদশাহ্‌ ২১ অধ্যায় দেখুন, যেখানে হিজরত ২০ অধ্যায়ের মত আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করার কারণে আরও বহু অনৈতিকতা ও শরীয়ত লঙ্ঘনের অবতারণা ঘটেছিল (২ বাদশাহ্‌ ১৬:১-৪, বিশেষ করে আয়াত ৩; ২ বাদশাহ্‌ ২১:১-১৬, বিশেষ করে আয়াত ৬ ও ১৬)। একইভাবে চিন্তা করলে সত্যিকার এবাদত ও অন্তরের সর্বাঙ্গীন বাধ্যতার সাথে সত্যিকার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জড়িত থাকার বিষয়টিও ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে প্রকাশ পেয়েছে। একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা যায় না (এ প্রসঙ্গে ১ বাদশাহ্‌ ১-১১ অধ্যায় দেখুন, যেখানে আমরা প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারব)।

৬. ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ ন্যায্য ও মহানুভব শাসনকর্তা। মহান আল্লাহ্‌ আমাদেরকে শরীয়ত দিয়েছেন। তাই তিনি চান যেন আমরা তাঁর সত্য এবাদত করি, ন্যায্য চিন্তা করি ও উপযুক্ত আচরণ করি। মাবুদ আল্লাহ্‌ সমস্ত অন্যায়কারীকে তার পাওনা শাস্তি দিয়ে থাকেন। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের দুনিয়া ছিল এক নৈতিক দুনিয়া, যেখানে অন্যায়ের শাস্তি ছিল অবধারিত। এক্ষেত্রে সেই অন্যায়কারী হতে পারে একজন বাদশাহ্‌ (১ বাদশাহ্‌ ১১:৯-১৩ আয়াতে সোলায়মান; ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১-১৮ আয়াতে ইয়ারাবিম), বা একজন নবী (১ বাদশাহ্‌ ১৩:৭-২৫ আয়াতের নাম উল্লেখ না করা সেই এহুদীয় নাগরিক; ১ বাদশাহ্‌ ২০:৩৫-৪৩ আয়াতের অবাধ্য ব্যক্তি), কিংবা কোন সাধারণ ইসরাইলীয় নাগরিক (২ বাদশাহ্‌ ৫:১৯-২৭ আয়াতে গেহসী; ২ বাদশাহ্‌ ৭:১৭-২০ আয়াতে ইসরাইলীয় কর্মকর্তা)। তৎকালীন দুনিয়াতে আজকের দুনিয়ার মত গুনাহ্‌ করে তা থেকে পালিয়ে বাঁচবার কোন উপায় ছিল না। আজকের দুনিয়াতে যেমন প্রত্যেকটি গুনাহ্‌ ধরে ধরে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা নানাভাবে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি, সেই সময় তেমনটা হত না। বাদশাহ্‌নামা কিতাবদ্বয়ে গুনাহ্‌ ও বিচারের মধ্যে কোন আপোষ ছিল না, যদিও লোকদেরকে বলা হত যে, তারা যদি আল্লাহ্‌র বাধ্য হয় তাহলে তিনি তাদেরকে দোয়া করবেন (যেমন – ১ বাদশাহ্‌ ২:১-৪ আয়াতে সোলায়মান; ১ বাদশাহ্‌ ১১:৩৮ আয়াতে ইয়ারাবিম)। এর কারণ হচ্ছে মূলত কাজীগণের সহানুভূতিশীল হৃদয়, যারা চাইতেন না যে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষের উপর চূড়ান্ত শাস্তি নেমে আসুক (২ বাদশাহ্‌ ১৩:২৩; ১৪:২৭) এবং অনেক সময় তারা শাস্তি দিতে বিলম্ব করতেন বা শাস্তি প্রশমন করতেন (১ বাদশাহ্‌ ২১:২৫-২৯; ২ বাদশাহ্‌ ২২:১৫-২০)। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের সর্বত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় (১ বাদশাহ্‌ ১১:৯-১৩; ১৩:১-৫; ২ বাদশাহ্‌ ৮:১৯), যেন এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র শরীয়ত ও আইন উপলব্ধি করা পাঠকের জন্য সহজ হয়। তবে গুনাহ্‌ কখনোই এমন পর্যায়ে যেতে পারে না যার কারণে আল্লাহ্‌র বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। অর্থাৎ কখনোই কিছু মানুষের গুনাহ্‌র কারণে সকল মানুষ বা সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মুছে ফেলা হবে না; দোষীদের সাথে সাথে নির্দোষরাও শাস্তি পাবে না (২ বাদশাহ্‌ ১৭:১-২৩; ২৩:২৯ – ২৫:২৬)।

৭. ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ একজন ওয়াদাকারী আল্লাহ্‌। ইসরাইলের আল্লাহ্‌ শুধু যে শাসনব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন করেছেন তা নয়। বরং সেই সাথে তিনি একজন ওয়াদা প্রদানকারীও বটে। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে মাবুদের লোকদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ আচরণের মাঝে প্রায়শই তাঁর ওয়াদা খুঁজে পাওয়া যাবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি বেহেশতী ওয়াদার একটি করা হয়েছিল ইসরাইলীয়দের আদিপিতাদের কাছে, অর্থাৎ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে, এবং আরেকটি করা হয়েছিল বাদশাহ্‌ দাউদের কাছে।

ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের প্রতি আল্লাহ্‌র কৃত ওয়াদা – অগণিত বংশধর এবং কেনান দেশের চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার । নিঃসন্দেহে এই ওয়াদাটি কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র আচরণকে প্রভাবিত করেছিল (২ বাদশাহ্‌ ১৩:২৩; পরোক্ষভাবে দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৪:২০-২১,২৪; ১৮:৩৬)। ১ বাদশাহ্‌ ৮:২২-

৫৩ আয়াতে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মুনাজাতের প্রেক্ষাপটও ছিল এই ওয়াদা, কারণ সোলায়মান আল্লাহ্‌র বিচারে ক্ষমা লাভের জন্য প্রত্যাশা করছিলেন। এই অংশে ওয়াদাগুলোর ভবিষ্যতের প্রতি কেন্দ্রিকতা বেশ কৌতূহল উদ্দীপক বিষয়, কারণ ২ বাদশাহ্‌ ২৫ অধ্যায়ে কাহিনীর শেষ অংশে এই ওয়াদা বেশ সংশয়ের মুখেই পড়েছিল। আমরা দেখি যে, মানুষের গুনাহ্‌র কারণে তাদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল এবং ভিন্ন এক দেশে বন্দী হিসেবে জীবন কাটাতে হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারি যে, এই ওয়াদার প্রকৃত পরিপূর্ণতা ঘটবে ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে, যদিও অতীতে এই ওয়াদা একবার তার পূর্ণতা অর্জন করেছে।

বাদশাহ্‌ দাউদের প্রতি আল্লাহ্‌র কৃত ওয়াদা – দাউদের মধ্য দিয়ে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ওয়াদাও সংশয়ের মুখে পড়েছিল এবং ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে এই রাজবংশের যে রূপ আমরা দেখতে পাই তা আসলেই আল্লাহ্‌র এই ওয়াদার পূর্ণতা কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয়। অন্যান্য রাজবংশ স্থায়ী না হলেও কেন দাউদের রাজবংশ চিরস্থায়ী হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা এও দেখতে পাই যে, দাউদের ও তাঁর বংশধরদের অবাধ্যতা সত্ত্বেও এই ওয়াদা আল্লাহ্‌ তুলে নেন নি (১ বাদশাহ্‌ ১১:৩৬; ১৫:৪; ২ বাদশাহ্‌ ৮:১৯)। অন্য কথায় এই ওয়াদাটিকে নিঃশর্ত ওয়াদা হিসেবে আল্লাহ্‌ গণ্য করেছেন। এহুদার নিয়তি ইসরাইলের মত হবে না, ঠিক যেভাবে জেরুশালেমে নিয়তি সামেরিয়ার মত হবে না, কারণ আল্লাহ্‌ দাউদের কাছে এক প্রদীপের ওয়াদা করেছেন, এক বংশধরের ওয়াদা করেছেন, যে তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে। কাজেই সোলায়মান যখন গুনাহ্‌ করলেন, তখন দাউদের বংশধর তার সিংহাসন চিরতরে হারিয়ে ফেলে নি, বরং তা একটি বংশের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকল (১ বাদশাহ্‌ ১১:৩৬)। অন্য দিকে ভবিষ্যতে তাদের হারিয়ে ফেলা অধিকারও ভবিষ্যতে ফেরত পাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হল (১ বাদশাহ্‌ ১১: ৩৯)। একই ভাবে অবিয়াম যখন গুনাহ্‌ করল তখনও তার সন্তানেরা এহুদার সিংহাসন ধরে রেখেছিল (১ বাদশাহ্‌ ১৫:৪)।

এখানকার প্রেক্ষাপট হচ্ছে ২ শামুয়েল ৭ অধ্যায়ে দাউদের প্রতি কৃত ওয়াদা, যেখানে দাউদের বংশধরদের গুনাহ্‌র শাস্তি "মানুষের সন্তানদের প্রহার" দ্বারা দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তালুত যেভাবে আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন তেমনটা আর ঘটবে না (২ শামু ৭:১৪-১৬)। এই ওয়াদাটিই পুরো বাদশাহ্‌নামা কিতাব জুড়ে দাউদীয় রাজবংশ এবং অন্যান্য রাজবংশের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছে। সেই সাথে উত্তরের রাজবংশগুলো পানিতে কাঁপতে থাকা নলখাগড়ার মত বলা হলেও এহুদার রাজবংশকে করে তোলা হয়েছে দৃঢ় ও অপ্রতিরোধ্য (১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৫)। এই রাজবংশ দাউদের বংশধরদের অবাধ্যতা সত্ত্বেও বিনষ্ট হয় নি। যদিও এর আগে দাউদের পূর্বপুরুষদের বাধ্যতার উপরেই রাজবংশের টিকে থাকা বা না থাকা নির্ভর করেছে (১ বাদশাহ্‌ ২:৪; ৮:২৫; ৯:৪-৫)। তখন ওয়াদাকে দেখা হয়েছে শর্তযুক্ত হিসেবে। কিন্তু যতই আমরা কিতাবটির গভীরে প্রবেশ করবো ততই দেখতে পাব যে, অপরিমেয় গুনাহ্‌গারিতা এই নিঃশর্ত ওয়াদাটিকে ঠেলে দিয়েছে এক গভীর সংশয়ের দিকে এবং সব শেষে এহুদার উপরে ইসরাইলের মতই আল্লাহ্‌র ন্যায্য ও ভয়ঙ্কর বিচার নেমে এসেছে (২ বাদশাহ্‌ ১৬:১-৪; ২১:১-১৫; ২৩:৩১ – ২৫:২৬)।

তবে যিহোয়াখীন বেঁচে ছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭-৩০)। এই তথ্যটি উল্লেখ করার প্রয়োজন বাদশাহ্‌নামা কিতাবের লেখকদের অনুভূত হয় নি। হয়তো যিহোয়াখীন সিদিকিয়ের কাছে গৃহবন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৮ – ২৫:৭), যিনি নবী ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ব্যাবিলনে একজন খোজা হয়ে শেষ জীবনটা কাটান (২ বাদশাহ্‌ ২০:১৮)। শেষ দিনগুলোতে তিনি বেঁচে ছিলেন একজন বিকলাঙ্গ মানুষ হয়ে, যার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার মত কোন উত্তরাধিকারীও আর অবশিষ্ট ছিল না। যিহোয়াখীন সম্পর্কে এই বক্তব্যের ইঙ্গিত ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের প্রথম দিকে একটি অংশে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তুলনামূলকভাবে ধার্মিক দুই বাদশাহ্‌র (আসা ও যিহোশাফট) রাজত্বের পর এহুদা রাজ্য বাদশাহ্‌ আহাবের দুই পুত্রের মাঝে বিভক্ত হয়ে শাসিত হতে থাকে (যিহোরাম ও অহসিয়) এবং তারা আবার তাদের পিতার মত মূর্তিপূজার দিকে মন ফিরায় (২ বাদশাহ্‌ ৮:১৬-২৯)। তথাপি আল্লাহ্‌ দাউদকে জেরুশালেমের জন্য এক চিরস্থায়ী "প্রদীপ" দানের ওয়াদা করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ৮:১৯; এই প্রসঙ্গে দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১১:৩৬; ১৫:৪), এক চিরস্থায়ী রাজবংশের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই কারণে ২ বাদশাহ্‌ ৯-১০ অধ্যায়ে আহাবের রাজবংশের অবসান ঘটলেও দাউদের রাজবংশের অবসান ঘটে নি। যদিও অহসিয় মারা যাবার পর তার মা অথলিয়া পুরো রাজ পরিবারের চিহ্ন মুছে ফেলতে চেয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ১১:১), তথাপি একজন মাত্র রাজপুত্র অলৌকিকভাবে বেঁচে ছিল বংশের চিহ্ন ও উত্তরাধিকার ধরে রাখার জন্য (২ বাদশাহ্‌ ১১:২)। যোয়াশ তার দাদীর ছয় বছরের শাসনামল নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে অবশেষে বাদশাহ্‌ হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন এবং দেশকে সকল প্রকার বিদেশী দেব-দেবতার উপাসনা ও পূজা অর্চণা থেকে মুক্ত করেন (২ বাদশাহ্‌ ১১:৩-২০)।

পরবর্তীতে ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামার ধারাবর্ণনায় "সমগ্র রাজ পরিবার" বিনাশ হওয়ার পর বাদশাহ্‌ যোয়াশের

আবির্ভাবের ক্রান্তিলগ্নে আবারও বিস্ময়করভাবে যিহোয়াখীনের উদয় ঘটে (২ বাদশাহ্‌ ১১:১)। যোয়াশের মত তিনিও পালিয়ে থেকে অদ্ভুতভাবে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। অথলিয়ার রাজত্বের সময় যোয়াশ যেমন বেঁচে থেকে দাউদের রাজবংশ রক্ষা করেছিলেন, তেমনি যিহোয়াখীনও পরবর্তীতে কোন এক সময় বাদশাহ্‌ দাউদের বংশ রক্ষায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। দাউদের বংশ সম্পূর্ণরূপে কখনোই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নি। এহুদা রাজবংশের শেষ বাদশাহ্‌র (সিদিকিয়) মৃত্যু ঘটার মানে এই নয় যে, দাউদের আর কোন বংশধর রইল না। ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭-৩০ আয়াতে এই আভাস পাওয়া যায় যে, জেরুশালেম ও দাউদের বংশের উপরে আল্লাহ্‌র মহা ক্রোধ ও বিচার নেমে আসার পরও দাউদের প্রতি আল্লাহ্‌র কৃত এই নিঃশর্ত ওয়াদা এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয় নি। একইভাবে ১ বাদশাহ্‌ ৮:২২-৫৩ আয়াতে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মুনাজাত এই বন্দীদশার আরও পরবর্তী সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে, যেখানে রয়েছে আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ এবং ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে কৃত তাঁর ওয়াদার কারণে সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে ইসরাইল জাতির গৌরবময় প্রত্যাবর্তনের জন্য এক দারুন প্রত্যাশা (আরও দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১৮:৩৬-৩৭; ২ বাদশাহ্‌ ১৩:২৩; ১৪:২৭)। সোলায়মান তাঁর মুনাজাতে এ কথাও মানতে নারাজ যে, আল্লাহ্‌ তাঁর জাতি, নগর ও এবাদতখানা পরিত্যাগ করা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন (যেমন ২ বাদশাহ্‌ ২১:১৪; ২৩:২৭) তা ছিল তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭-৩০ আয়াতের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই প্রত্যাশা প্রকাশ পায় যে, সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্‌ যেমন ছিলেন, আবারও তিনি ঠিক তেমনই একজন অনুগ্রহের আল্লাহ্‌ হয়ে উঠবেন, তিনি আর শুধুমাত্র শাস্তি বিধানকারী ও বিচারকারী আল্লাহ্‌ থাকবেন না। উপরন্তু দাউদের একজন বংশধর এই পৃথিবীতে একদিন তাঁর ধার্মিকতার শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবতীর্ণ হবেন।

নাজাতের সারসংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইসরাইল জাতির প্রতিষ্ঠার পেছনে আল্লাহ্‌র নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ জাতির লোকদের বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য তাঁর মহান অনুগ্রহ প্রকাশ করা। লোকদেরকে বিশ্বস্ততায় পরিচালনা করানোর জন্য তিনি দাউদীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে ইসরাইল জাতির যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক: রাজ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়, ফলে ইসরাইলের উত্তর রাজ্য দাউদের রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে; উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের অধিকাংশ বাদশাহ্‌ই বিশ্বস্ততা ও বিজ্ঞতার সাথে শাসন কাজ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন; এবং সব শেষে প্রথমে উত্তর ও এরপর দক্ষিণ রাজ্য বন্দীদশায় পতিত হয়। তথাপি আল্লাহ্‌ তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হন নি: পরজাতীয় বাদশাহ্‌রা দাউদের বংশধরদের প্রতি সদয় হয়েছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭-৩০), যার কারণে দাউদের রাজবংশ রক্ষার একটি সুযোগ ঘটে, যার মধ্য দিয়ে দাউদের চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী মসীহের আগমনের নিশ্চয়তা তৈরি হয় এবং এই প্রত্যাশা জন্ম নেয় যে, কশাঘাতে জর্জরিত এক ইসরাইল তার দুর্দশা থেকে জাগ্রত হবে এবং এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ কতৃ´ক তার প্রতি যে আহ্বান তাতে সে সাড়া দেবে। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রথম ও দ্বিতীয় বাদশাহ্‌নামা কিতাব দুটি লেখা হয়েছে ইতিহাসের ধারা বর্ণনার আদলে – বিশেষ করে একটি রাজবংশের উত্তরাধিকারীদের ক্রমানুসারিক বিবরণ তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। এই ইতিহাসের সারসংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে আমরা দেখি প্রত্যেক বাদশাহ্‌র শাসনকাল ও জীবন; এর মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক বাদশাহ্‌র নাম, তিনি যে রাজ্য শাসন করেছেন তার উল্লেখ (ইসরাইল বা এহুদা), তার সিংহাসনে আরোহণের তারিখ, তার রাজত্বের সময়কাল, তার ধর্মীয় ও অন্যান্য নীতিসমূহ, তার মৃত্যুর বিস্তারিত বর্ণনা এবং তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নাম। তবে এই কিতাবের রচয়িতাগণ যতটা ইতিহাসবেত্তা, ঠিক ততটাই ধর্মতাত্ত্বিক। তারা প্রত্যেকটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে চান নি। এ কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা পাঠকদেরকে আরও তথ্য জানার জন্য অন্য কোন উৎসের সাহায্য নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। কিতাব দুটির লেখকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মতত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরাইলের ইতিহাস বর্ণনা করা। ইসরাইলের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতারা সত্য এক আল্লাহ্‌র এবাদত করা থেকে সরে গিয়ে মিথ্যা দেবতাদের পূজা করতে শুরু করায় যে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর বিবরণ তুলে ধরাই ছিল লেখকদের উদ্দেশ্য।

সোলায়মান হলেন ১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের প্রথমার্ধের মূল চরিত্র এবং দ্বিতীয়ার্ধের মূল চরিত্র হলেন নবী ইলিয়াস। এই দুই মূল চরিত্রের সাথে বর্ণিত হয়েছে আরও কিছু বাদশাহ্‌র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পুরো কিতাবটি জুড়ে এই বিষয়টিও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রত্যেক বাদশাহ্‌কে এবং সেই সাথে পুরো জাতিকেও অবশ্যই আল্লাহ্‌র এবাদত করা ও দেবতাদের পূজা করার মধ্যে একটিকে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে বেছে নিতে হবে। তবে কিতাবটির ধারাবর্ণনা দেখলে আমরা বুঝি যে, অধিকাংশ চরিত্রই প্রথমে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে জীবনের শেষ ভাগে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন, যেমনটা দেখা

গেছে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের জীবনে। তাঁর উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের জীবনেও এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। মন্দ বাদশাহ্‌ হিসেবে বহু চরিত্রের সমাগম রয়েছে এই কিতাবে। বাদশাহ্‌ দাউদের মত চরিত্র তাঁর প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর মধ্যে দেখতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা হলেও তাদের মধ্যে এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে আমরা বারবারই ব্যর্থ হয়েছি। ১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে আরও যে বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে বিভিন্ন চরিত্রের বিদায়ী বক্তব্য, বিভিন্ন শাসনকর্তার তালিকা, বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনার বিবরণ, বিভিন্ন ব্যক্তির মুনাজাত, ধন ভাণ্ডারের বর্ণনা, বিভিন্ন ব্যক্তির উপরে নেমে আসা বদদোয়া, অলৌকিক ঘটনাসমূহের বর্ণনা, বাজি ধরা ও বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি ভর্ৎসনার তিরস্কারের বর্ণনা।

১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের মত ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবটিও নানা দিক থেকে তথ্য সমৃদ্ধ। এখানে প্রায় ৩০ জন বাদশাহ্‌র জীবনী ও শাসনকালের সার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ধারা বর্ণনার এই সংকলনে নবী আল-ইয়াসার বিস্তারিত জীবনীর বিবরণ হচ্ছে ব্যতিক্রম। ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবটি মূলত শোকগাথা ধরনের, অর্থাৎ একটি মহান জাতি কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল সেটাই এই কিতাবের বর্ণনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই কিতাবের বেশ কিছু অংশ স্বভাবত অপেক্ষাকৃত অধিক বর্ণনামুখর এবং এখানে আরও বেশ কিছু বিষয়বস্তুর অবতারণা ঘটেছে, যেমন: শত্রুতা, চিকিৎসা, সিংহাসনে আরোহণ, উত্তরাধিকারী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ, রাজ্য পুনরুদ্ধার, যুদ্ধ, বীরত্ব, অলৌকিক ঘটনা, পুনরুত্থানের প্রতিরূপ, হত্যা, প্রতিশোধ, মুনাজাত, ভবিষ্যদ্বাণী, পুনর্জাগরণ ও বন্দীত্বের বর্ণনা। শুধুমাত্র তথ্যগুলো উল্লেখ না করে লেখকগণ আমাদেরকে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো কিতাবটির সমস্ত ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন, নাটকীয় ভঙ্গি আনার জন্য একজন গল্পকথকের কথনশৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে তা মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন পালকীয় পরিচর্যাকারীর রূপ ধারণ করেছেন। কিতাবটির প্রধান বৈশিষ্ট্য বংশবৃত্তান্ত মূলক, যেখানে প্রায় ৩০০ বছরের রাজকীয় ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। যে সমস্ত বাদশাহ্‌দের জীবন ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তাদের সংখ্যা প্রচুর হলেও রাজ্যের পুনর্গঠন, ভাঙ্গন ও আল্লাহ্‌ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে পুরো কিতাবটি ইতিহাসের ধারা বর্ণনা থেকে রূপ নিয়েছে এক অতুলনীয় সাহিত্যকর্মে।

প্রধান আয়াত: আর তোমার পিতা দাউদ যেমন চলতেন, তেমনি তুমিও যদি অন্তরের সিদ্ধতা ও সরলতায় আমার সাক্ষাতে চল, আমি তোমাকে যে সমস্ত হুকুম দিয়েছি, যদি সেই অনুসারে কাজ কর এবং আমার বিধি ও সমস্ত অনুশাসন পালন কর, তবে 'ইসরাইলের সিংহাসনে বসতে তোমার (বংশে) লোকের অভাব হবে না,' এই বলে তোমার পিতা দাউদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলাম, সেই অনুসারে আমি ইসরাইলে তোমার রাজ-সিংহাসন চিরকালের জন্য স্থির করবো" (৯:৪-৫)।

প্রধান প্রধান লোক: দাউদ, সোলায়মান, রহবিয়াম, ইয়ারবিয়াম, ইলিয়াস, আহাব ও ঈষেবল।

১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবটির রূপরেখা:

১. বাদশাহ্‌ সোলায়মানের রাজত্ব কাল (১:১-১১:৪৩)
   ক. সোলায়মান বাদশাহ্‌ হলেন (১:১-২:৪৬)
   খ. জ্ঞানের জন্য বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মুনাজাত (৩:১-২৮)
   গ. ইসরাইলের উপরে সোলায়মানের রাজত্ব (৪:১-২০)
   ঘ. সোলায়মান ও অন্যান্য জাতি (৪:২১-৩৪)
   ঙ. এবাদতখানা নির্মাণের আয়োজন (৫:১-১৮)
   চ. বাদশাহ্‌ সোলায়মানের এবাদতখানা ও অট্টালিকা নির্মাণ (৬:১-৭:৫১)
   ছ. এবাদতখানার প্রতিষ্ঠা (৮:১-২১)
   জ. বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মুনাজাত (৮:২২-৫৩)
   ঝ. এবাদতখানার বর্ণনার শেষ (৮:৫৪-৯:৯)
   ঞ. বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মহিমার উপর ঘন অন্ধকার (৯:১০-১০:২৯)
   ট. বাদশাহ্‌ সোলায়মানের গুনাহ্‌ বিরোধিতা ও মৃত্যু (১১:১-৪৩)

২. রাজ্য ভাগ হয়ে যাওয়া (১২:১-১৪:৩১)
   ক. রাজ্য চিরে নেওয়া (১২:১-৩৩)
   খ. এহুদার এক জন নবীর বিবরণ (১৩:১-৩৪)
   গ. ইয়ারাবিমের রাজত্বকালের শেষ হওয়া (১৪:১-২০)
   ঘ. রহবিয়ামের রাজত্বকালের শেষ হওয়া (১৪:২১-৩১)
   ঙ. বাদশাহ্‌ অবিয়াম ও আশা (১৫:১-২৪)

৩. নাদব থেকে আহাব (১৫:২৫-১৬:৩৪)

৪. হযরত ইলিয়াস ও আহাব (১৭:১-২২:৪০)
   ক. হযরত ইলিয়াস ও দুর্ভিক্ষ (১৭:১-২৪)
   খ. হযরত ইলিয়াস ও বাল দেবতার নবীরা (১৮:১-৪৬)
   গ. হযরত ইলিয়াস ও মাবুদ (১৯:১-২১)
   ঘ. বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদের সামেরিয়া আক্রমণ (২০:১-৪৩)
   ঙ. নাবোতের আঙ্গুরক্ষেত (২১:১-২৯)
   চ. যুদ্ধে বাদশাহ্‌ আহাবের মৃত্যু (২২:১-৪০)

৫. বাদশাহ্‌ যিহোশাফট ও অহসিয় (২২:৪১-৫৩)

১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের প্রধান প্রধান স্থান

দাউদের পুত্র বাদশাহ্ সোলায়মান ইসরাইলকে এক স্বর্ণযুগে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্পদ ও জ্ঞান সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ বয়েসে তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর আইন-কানুনকে তাঁর জীবন থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখিছিলেন।

দাউদ এবং সোলায়মানের রাজ্যের মানচিত্র

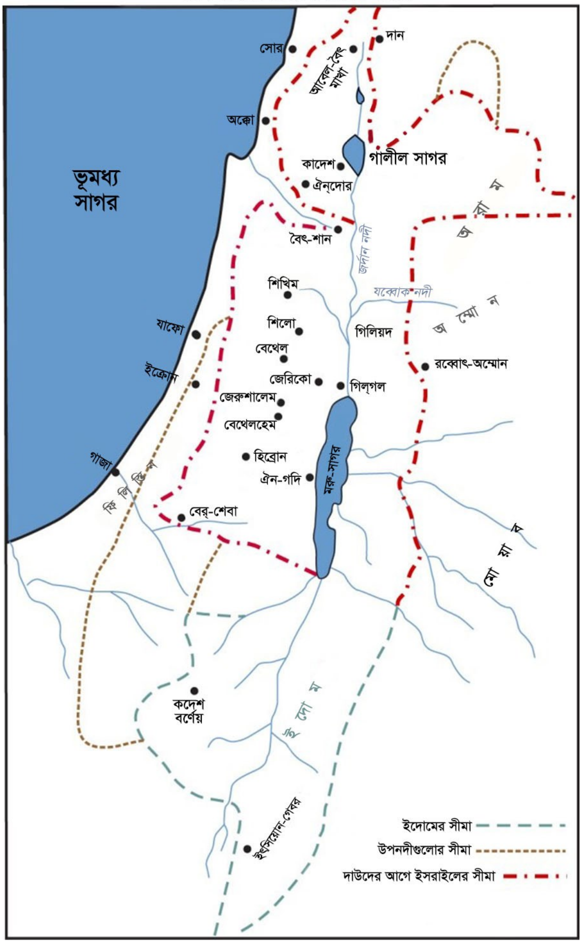

শিখিম:- সোলায়মানের মৃত্যুর পর ইসরাইলরা শিখিমে একত্রিত হয়েছিল তাঁর পুত্র রহ-বিয়ামের রাজ্যাভিষেকের জন্য। যাহোক, রহ-বিয়াম বোকামীর করে লোকদের রাগিয়ে তুলেছিলেন এই কথা বলে যে, তিনি তাঁর পিতার চেয়ে আরও বেশী করের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দেবেন (১১:২৬-১২:১৯)।

ইসরাইল:- বিদ্রোহীদের নেতা ইয়ারবিয়ামকে ইসরাইলের বাদশাহ্ করা হয়, যাকে এখন উত্তরের রাজ্য বলা হয়। ইয়ারবিয়াম শিখিমকে তাঁর রাজ্যের রাজধানী করেন (১২:২০, ২৫)।

এহুদা:- মাত্র এহুদা বংশ ও বিনইয়ামীনের একাংশ রহবিয়ামের পক্ষে থাকে। এই দুই বংশকে নিয়ে দক্ষিণের রাজ্য গড়ে ওঠে। রহ-বিয়াম শিখিম থেকে এহুদায় ফিরে আসে ও বিদ্রোহীদের দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে কিন্তু একজন নবী এই দমন করার ব্যবস্থাকে রহিত করে দেন (১২:২১-২৪)।

জেরুশালেম:- জেরুশালেম ছিল এহুদার রাজধানী। এর বায়তুল মোকাদ্দস বাদশাহ্ সোলায়মান নির্মাণ করেছিলেন, যা ছিল ইহুদীদের এবাদতের কেন্দ্রীয় স্থান। এটা ইয়ারবিয়ামের জন্য ভয়ের ব্যাপার ছিল। কিভাবে তিনি তার লোকদের তার পক্ষে ধরে রাখবেন যদি তারা এবাদতের জন্য সব সময় রহবিয়ামের রাজ্যে যাতায়াত করে (১২:২৬-২৭)?

দান: ইয়ারবিয়াম এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেই একটি এবাদতের স্থান ঠিক করলেন। দু'টি স্বর্ণের গরুর মূর্তি নির্মাণ করে তাদেরকে ইসরাইলের আল্লাহ্ বলে ঘোষণা দিলেন। তিনি এর একটিকে দানে রাখলেন এবং ইসরাইলদের বললেন যেন তারা জেরুশালেমের পরিবর্তে দানে এসে এবাদত করে (১২:২৮-২৯)।

বেথেল:- স্বর্ণের অন্য গরুর মূর্তিটিকে বেথেলে স্থাপন করা হয়েছিল। উত্তরের রাজ্যের লোকদের জন্য তাদের নিজেদের দেশে দুটি জায়গা পেয়েছিল এবাদত করার জন্য। কিন্তু তাদের এই মূর্তিপুজা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল। এদিকে জেরুশালেমের রহবিয়াম মূর্তিপুজা শুরু করে দিয়েছিল। ভাগ হয়ে যাওয়া দুই দেশ সব সময়েই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকতো ১২:২৯-১৫:২৬)।

তির্ষা:- ইয়ারবিয়াম তার রাজধানী তির্ষাতে স্থানান্তরিত করেন (১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৭)। পরবর্তীতে, নাদবকে হত্যা করে বাশা ইসরাইলের বাদশাহ্‌ হন (১৫:২৭-১৬:২২)।

সামেরিয়া:- ইসরাইলে অবিরত ভাবেই নানা রকম ষড়যন্ত্র, হত্যাযজ্ঞ, ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নতুন বাদশাহ্‌র আগমন ও পুরানো বাদশাহ্‌ বিদায়ের মধ্য দিয়ে এগুতে থাকে। অম্রি যখন বাদশাহ্‌ হন তখন তিনি একটি পাহাড় ক্রয় করে সেখানে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। তার নাম দেন সামেরিয়া। অম্রির ছেলে আহাব ছিলেন ইসরাইলের সবচেয়ে দুষ্ট রাজা। তাঁর স্ত্রী ইষেবেল ছিলেন বাল দেবতার উপাসক। আহাব সামেরিয়াতে বাল দেবতার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেন (১৬:২৩-৩৪)।

কর্মিল পর্বত:- বড় বড় মন্দতার প্রায়ই এমন বিখ্যাত লোকের জন্ম হয় যারা তার বিরোধিতা করেন। নবী ইলিয়াস বাল দেবতার ও আশেরা দেবীর নবীদের কর্মিল পর্বতে চ্যালেঞ্জ করেন এবং সেখানে তিনি প্রমাণ করেন যে, তারা ভণ্ড নবী। নবী ইলিয়াস সেখানে তাদের ভীষণ ভাবে অপমান করেন ও পরে তাদের হত্যা করেন (১৭:১-১৮:৪৬)।

যিষ্রিয়েল:- ইলিয়াস সেখান থেকে যিষ্রিয়েলে গমন করেন। কিন্তু রাণী ইষেবেল তার নবীদের হত্যা করার জন্য ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ও নবী ইলিয়াসকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেন। ইলিয়াস তার জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করেন কিন্তু আল্লাহ তাঁর যত্ন নেন ও উৎসাহ দেন। তাঁর এই যাত্রা পথে অরাম দেশের নতুন বাদশাহ্‌ ও ইসরাইলের নতুন বাদশাহ্‌র অভিষেক দান করেন ও ভবিষ্যতের নবী হিসাবে আল-ইয়াসাকে অভিষেক দেন, যিনি তাঁর পরে নবী হয়েছিলেন (১৯:১-২১)।

রামোৎ গিলিয়ৎ:- অরামের বাদশাহ্‌ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও দুইটি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। কিন্তু আরামের লোকেরা রামোৎ-গিলিয়দ অধিকার করে নেয়। বাদশাহ্‌ আহাব ও যিহোশাফট যৌথ ভাবে যুদ্ধে গমন করেন সেই নগর পুনরুদ্ধার করার জন্য। এই যুদ্ধে আহাব নিহত হন। পরে যিহোশাফটও মারা যান (২০:১-২২:৫৩)।

নবীগণ - ভণ্ড এবং সত্য নবী	
ভণ্ড নবীগণ	**সত্য নবীগণ**
নিজেদের সুবিধার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশে কাজ করেছে	আল্লাহ্‌ এবং মানুষের সেবার জন্য রূহানিক উদ্দেশে কাজ করেছেন
প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল	অল্প জিনিসের অধিকারী ছিলেন অথবা কিছুই ছিল না
মিথ্যা বাণী দিত	শুধুই সত্য বাণী প্রকাশ করতেন
শুধুই তা-ই বলতো যা মানুষ শুনতে চাইত	শুধু আল্লাহ্‌ যা চাইতেন তা-ই বলতেন– তা যত অপ্রিয়ই হোক না কেন
ভণ্ড নবীরা ছিল আল্লাহ্‌র কালাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। তারা সেইসকল বাণী বলতো যা সত্য নবীদের বলা বাণীদের সাথে পরস্পর বিরোধী ছিল। তারা এমন বাণী দিত যারা মানুষের গুণাস্বভাবকে আকর্ষণ করত এবং তাদের ভয়কে স্বাধীনতা দান করত। ভণ্ড নবীরা তাই শুধু বলতো যা মানুষ শুনতে চাইত। সত্য নবীরা আল্লাহ্‌র সত্য প্রকাশ করতেন।	

আদোনিয়ের বাদশাহ্‌ হবার চেষ্টা

১ ১ বাদশাহ্‌ দাউদ বৃদ্ধ হয়েছিলেন ও তাঁর
অনেক বয়স হয়েছিল এবং লোকেরা তাঁর
শরীরে অনেক কাপড় দিলেও তা উষ্ণ হত না।
২ এজন্য তাঁর গোলামেরা তাঁকে বললো,
আমাদের মালিক বাদশাহ্‌র জন্য একটি যুবতী
কুমারীর খোঁজ করা হোক; সে বাদশাহ্‌র সম্মুখে
দাঁড়িয়ে তাঁর সেবা-যত্ন করুক এবং আমাদের
মালিক বাদশাহ্‌র শরীর যেন উষ্ণ হয়, সেজন্য
তাঁর বক্ষঃস্থলে শয়ন করুক। ৩ পরে লোকেরা
ইসরাইলের সমস্ত অঞ্চলে সুন্দরী যুবতী মেয়ের
খোঁজ করলো ও শূনেমীয়া অবীশগকে পেয়ে
বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে গেল। ৪ সেই যুবতী খুব
সুন্দরী ছিল, আর সে বাদশাহ্‌র সেবা-যত্ন ও তাঁর
পরিচর্যা করতো কিন্তু বাদশাহ্‌ তার পরিচয়
নিলেন না।

হযরত সোলায়মানের রাজ্যাভিষেক

৫ আর হগীতের পুত্র আদোনিয় এই বলে
বড়াই করতে লাগল, আমিই বাদশাহ্‌ হব।
সেজন্য সে নিজের জন্য রথ, ঘোড়সওয়ার ও
তার আগে আগে দৌড়াবার জন্য পঞ্চাশ জন
লোক প্রস্তুত করলো। ৬ তার পিতা কোন সময়ে
তাকে এই কথা বলে অসন্তুষ্ট করেন নি যে, তুমি
কেন এমন করেছ? সেও পরম সুন্দর পুরুষ
ছিল; আর অবশালোমের পরে তার জন্ম
হয়েছিল। ৭ সে সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ও ইমাম
অবিয়াথরের সঙ্গে পরামর্শ করলো; আর তাঁরা
আদোনিয়ের অনুগামী হয়ে তার সাহায্য
করলেন। ৮ কিন্তু ইমাম সাদোক, যিহোয়াদার
পুত্র বনায়, নবী নাথন, শিমিয়ি, রেয়ি ও দাউদের
বীরেরা আদোনিয়ের পক্ষে যান নি।
৯ পরে আদোনিয় ঐন্-রোগেলের পাশে
অবস্থিত সোহেলৎ পাথরের কাছে অনেক ভেড়া,
ষাঁড় ও হৃষ্টপুষ্ট বাছুর কোরবানী করলো এবং
তার সমস্ত ভাইদের, সমস্ত রাজপুত্র ও এহুদার
সমস্ত কর্মকর্তাদের দাওয়াত করলো। ১০ কিন্তু

[১:৩] ২শামু ৩:৭; ১বাদশাহ্‌ ২:১৭, ২২।
[১:৫] ২শামু ৩:৪।
[১:৬] ১শামু ৩:১৩।
[১:৭] ২শামু ২:১৩, ১৮।
[১:৮] ১শামু ২:৩৫; ২শামু ৮:১৭।
[১:৯] ২শামু ১৭:১৭।
[১:১০] ২শামু ১২:২৪।

১:১ দাউদ বৃদ্ধ হয়েছিলেন। ২ শামুয়েল ৫:৪ আয়াতের বক্তব্য অনুসারে বাদশাহ্‌ দাউদ ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২:১১ আয়াত দেখুন)।

১:২ বাদশাহ্‌র শরীর যেন উষ্ণ হয়। ইহুদী ইতিহাসবেত্তা যোসেফাস (মসীহের জন্মের পরবর্তী প্রথম শতক) এবং গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেন (মসীহের জন্মের পরবর্তী দ্বিতীয় শতক) দুজনেই এমন এক প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন যাতে একজন স্বাস্থ্যবান মানুষের শরীরের দ্বারা একজন অসুস্থ মানুষের শরীর উষ্ণ রাখা হতো।

১:৩ শূনেমীয়া অবীশগ। সোলায়মানের গজল কিতাবের ৬:১৩ আয়াত দেখুন। অবীশগ শূনেমের অধিবাসী ছিল (২ বাদশাহ্‌ ৪:৮; ইউসা ১৯:১৮; ১ শামু ২৮:৪), যার অবস্থান ছিল ঈষাখর গোষ্ঠীর আওতাধীন যিষ্রিয়েল সমভূমিতে (মানচিত্র দেখুন)।

১:৪ বাদশাহ্‌ তার পরিচয় নিলেন না। তার সাথে কোন শারীরিক সম্পর্ক ছিল না। এর সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, বাদশাহ্‌ দাউদের মৃত্যুর পর আদোনিয় অবীশগকে বিয়ে করতে চেয়েছিল (২:১৭,২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৫ আদোনিয়। বাদশাহ্‌ দাউদের চতুর্থ পুত্র (২ শামু ৩:৪ আয়াত দেখুন), সেই সময় তার বয়স ছিল ৩৫ বছর। আপাতদৃষ্টিতে সে-ই ছিল বাদশাহ্‌ দাউদের জীবিত সবচেয়ে বড় ছেলে (২ শামু ১৩:২৮; এছাড়াও ২ শামু ১৮:১৪ আয়াতের নোট দেখুন), কাজেই সে নিজেকে সিংহাসনের দাবীদার হিসেবে মনে করে এগিয়ে এসেছিল। বাদশাহ্‌ দাউদ তাঁর নিজ উত্তরাধিকারীকে মনোনীত করে গেছেন জানার পরও সে সিংহাসন দখলের জন্য একপেশে প্রচেষ্টা চালায় (সম্ভবত সে অন্তত এটুকু জানতো যে, দাউদ সোলায়মানকে পরবর্তী বাদশাহ্‌ হওয়ার জন্য মনোনীত করে গেছেন; ১০ আয়াত দেখুন)। যদি সে সিংহাসনে আরোহণ করতে সফল হতো, তাহলে সোলায়মানকে একাধারে আল্লাহ্‌ ও দাউদ যে মনোনয়ন দিয়েছেন তার অবমাননা করা হতো (আয়াত ১৩,১৭,৩০; ১ খান্দান ২২:৯-১০; এছাড়াও ২ শামু ১২:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। সে তার আগে আগে পঞ্চাশ জন মানুষকে দিয়ে দৌড়িয়েছিল। এক্ষেত্রে আদোনিয় তার বড় ভাই অবশালোমকে অনুকরণ করেছে (২ শামু ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৬ তার পিতা ... অসন্তুষ্ট করেন নি। পাক-কিতাবে আমরা দেখি বাদশাহ্‌ দাউদ তাঁর পুত্রদেরকে শাসন করার ক্ষেত্রে বেশ নির্বিকার ছিলেন (২ শামু ১৩:২১; ১৬:১২; ২ শামু ১৪:২৫ দেখুন)। সে অত্যন্ত সুদর্শন ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য শারীরিক সৌন্দর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হতো (১ শামু ৯:২; ১৬:১২; ২ শামু ১৪:২৫ দেখুন)।

১:৭ সরূয়ার পুত্র যোয়াব। ১ শামু ২৬:৬; ২ শামু ২:১৩; ১৯:১৩; ২০:১০,২৩ আয়াতের নোট দেখুন। সম্ভবত বনায়ের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থাকার কারণে আদোনিয়ের সাথে যোয়াবের মিত্রতা খুব সহজে ঘটেছিল (আয়াত ৮; ২ শামু ৮:১৮; ২০:২৩; ২৩:২০-২৩ দেখুন)। যোয়াব যত না সেনাবাহিনীতে থাকার কারণে, তার চেয়ে বেশি দাউদের আনুকূল্য ও বিশ্বস্ততা অর্জন করার কারণে এই অবস্থানে আসতে পেরেছিল। ২ শামু ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৮ ইমাম সাদোক। ২ শামু ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

যিহোয়াদার পুত্র বনায়। ২ শামু ২৩:২০ আয়াতে নোট দেখুন।

নবী নাথন। ২ শামু ১২:১-২৫ আয়াতে নোট দেখুন।

শিমিয়ি। ২:৮, ৪৬; ২ শামু ১৬:৫-৮ আয়াতে শিমিয়ি নয়, সম্ভবত এলার পুত্র শিমিয়ি (৪:১৮)।

রেয়ি। কিংবা সম্ভবত "তার বন্ধুরা"। এখানে রেয়ি বলতে কারও নাম বোঝানো হয়ে থাকলে তার বিষয়ে পুরাতন নিয়মের আর কোথাও কোন উল্লেখ নেই।

দাউদের বীরেরা। দাউদের বিশেষ রক্ষী। ২ শামু ২৩:৮-৩৯ আয়াত দেখুন।

১:৯ ঐন্-রোগেল। এর অর্থ "রোগেলের ঝর্ণাধারা;" এর অবস্থান ছিল জেরুশালেমের দক্ষিণে কিদ্রোন উপত্যকায়। সম্ভবত ঝর্ণাধারা সম্বলিত এই স্থানটি আদোনিয়ের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করার জন্য আপাতদৃষ্টিতে বিশেষভাবে উপযোগী ছিল (৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

ভেড়া, ষাঁড় ও হৃষ্টপুষ্ট বাছুর কোরবানী করলো। এখানে আদোনিয় (৫ আয়াতের নোট দেখুন) তার ভাই অবশালোমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল (২ শামু ১৫:৭-১২ আয়াত দেখুন)।

নাথন নবী, বনায়, বীরদের ও আপন ভাই
সোলায়মানকে দাওয়াত করলো না।
১১ তখন নাথন সোলায়মানের মা বৎশেবাকে
বললেন, আপনি কি শোনেন নি যে, হগীতের পুত্র
আদোনিয় রাজত্ব করছে, আর আমাদের মালিক
বাদশাহ্‌ দাউদ তা জানেন না? ১২ আরজ করি,
এখনই আসুন, আমি আপনাকে পরামর্শ দিই,
যেন আপনি নিজের প্রাণ ও আপনার পুত্র
সোলায়মানের প্রাণ বাঁচাতে পারেন। ১৩ চলুন,
বাদশাহ্‌ দাউদের কাছে গিয়ে তাঁকে বলুন, হে
আমার মালিক বাদশাহ্‌, আপনি কি শপথ করে
আপনার বাঁদীকে বলেন নি, আমার পরে তোমার
পুত্র সোলায়মান রাজত্ব করবে, সেই আমার
সিংহাসনে বসবে? তবে আদোনিয় রাজত্ব করে
কেন? ১৪ দেখুন, সেই স্থানে বাদশাহ্‌র সঙ্গে
আপনার কথা শেষ না হতে হতেই আমিও
আপনার পিছনে এসে আপনার কথায় সায় দেব।
১৫ পরে বৎশেবা অভ্যন্তরে বাদশাহ্‌র কাছে
গেলেন; সেই সময় বাদশাহ্‌ অতি বৃদ্ধ হয়েছিলেন
এবং শূনেমীয়া অবীশগ বাদশাহ্‌র পরিচর্যা কর-
ছিল। ১৬ তখন বৎশেবা উবুড় হয়ে বাদশাহ্‌কে
সালাম করলেন। বাদশাহ্‌ জিজ্ঞাসা করলেন,
তোমার বাসনা কি? ১৭ তিনি বললেন, হে আমার
মালিক, আপনি আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদের নামে
শপথ করে আপনার বাঁদীকে বলেছিলেন, 'আমার
পরে তোমার পুত্র সোলায়মান রাজত্ব করবে,
সেই আমার সিংহাসনে বসবে'। ১৮ কিন্তু এখন,
দেখুন, আদোনিয় রাজত্ব করছে, আর হে আমার
মালিক বাদশাহ্‌, আপনি এই বিষয়ে কিছুই
জানেন না। ১৯ সে বিস্তর ষাঁড়, হৃষ্টপুষ্ট বাছুর ও
ভেড়া কোরবানী করে সমস্ত রাজপুত্র, অবিয়াথর
ইমাম ও সেনাপতি যোয়াবকে দাওয়াত করেছে,
কিন্তু আপনার গোলাম সোলায়মানকে দাওয়াত
করে নি। ২০ হে আমার মালিক বাদশাহ্‌, সমস্ত
ইসরাইলের দৃষ্টি আপনারই উপরে আছে,
আপনার পরে আমার মালিক বাদশাহ্‌র
সিংহাসনে কে বসবে, তা আপনি লোকদের
জানিয়ে দিন; ২১ নতুবা আমার মালিক বাদশাহ্‌
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলে আমি ও আমার
পুত্র সোলায়মান অপরাধী বলে গণিত হবো।
২২ আর দেখ, তিনি বাদশাহ্‌র সঙ্গে কথা
বলছেন, ইতোমধ্যে নবী নাথন আসলেন।
২৩ তখন কেউ বাদশাহ্‌কে বললো, দেখুন, নবী
নাথন। পরে নাথন বাদশাহ্‌র সম্মুখে এসে
ভূমিতে উবুড় হয়ে বাদশাহ্‌কে সালাম করলেন।
২৪ আর নাথন বললেন, হে আমার মালিক
বাদশাহ্‌, আপনি কি এমন কথা বলেছেন যে,
আমার পরে আদোনিয় রাজত্ব করবে ও আমার
সিংহাসনে সেই বসবে? ২৫ সে তো আজই গিয়ে
বিস্তর ষাঁড়, হৃষ্টপুষ্ট বাছুর ও ভেড়া কোরবানী
করে সমস্ত রাজপুত্র, সেনাপতিদের ও ইমাম
অবিয়াথরকে দাওয়াত করেছে; আর দেখুন,
তারা তার সাক্ষাতে ভোজন পান করছে ও
বলছে, বাদশাহ্‌ আদোনিয় চিরজীবী হোন।
২৬ কিন্তু আপনার গোলাম যে আমি, আমাকে ও
ইমাম সাদোককে এবং যিহোয়াদার পুত্র বনায় ও
আপনার গোলাম সোলায়মানকে সে দাওয়াত
করে নি। ২৭ এই কাজ কি আমার মালিক
বাদশাহ্‌র হুকুমে হয়েছে? আর আমার মালিক
বাদশাহ্‌র পরে কে আপনার সিংহাসনে বসবে,
তা আপনার গোলামদের জানান নি?

হযরত সোলায়মান বাদশাহ্‌ হলেন

২৮ তখন বাদশাহ্‌ দাউদ জবাবে বললেন,
বৎশেবাকে আমার কাছে ডেকে আন। তিনি

[১:১১] ২শামু ১২:২৪।
[১:১২] মেসাল ১৫:২২।
[১:২১] পয়দা ১৫:১৫; ১বাদশাহ্‌ ২:১০।

১:১১ সোলায়মানের মা বৎশেবা। রাজসভায় রাজমাতা বৎশেবার বিশেষ গুরুত্ব ও প্রভাব ছিল (১ বাদশাহ্‌ ২:১৯; ১৫:১৩; ২ বাদশাহ্‌ ১০:১৩; ২ খান্দান ১৫:১৬ আয়াত দেখুন)। বাদশাহ্‌ হয়েছে। যদিও এর পূর্ববর্তী ঘটনার ধারাবর্ণনায় এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না যে, আদোনিয় সত্যিকার অর্থে বাদশাহ্‌ হিসেবে অভিষেক পেয়েছে কি না, কিন্তু ঘটনাটি অনুমান করে নেওয়া যায় (আয়াত ২৫; ২:১৫; ২ শামু ১৫:১০ দেখুন)।

১:১২ যেন আপনি নিজের প্রাণ ও আপনার পুত্র সোলায়মানের প্রাণ বাঁচাতে পারেন। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে সিংহাসন দখল করার জন্য একজন ব্যক্তি সিংহাসনের যে কোন সম্ভাব্য দাবীদারকে সরিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করত না (আয়াত ১৫:২৯; ২ বাদশাহ্‌ ১০:১১; ১১:১ দেখুন)।

১:১৩ আপনি কি শপথ করে আপনার বাঁদীকে বলেন নি। যদিও ২ শামুয়েল কিতাবে এ কথা বলা হয় নি যে, দাউদ সোলায়মানকে তাঁর উত্তরাধিকারী বাদশাহ্‌ করার ব্যাপারে কোন ওয়াদা করেছিলেন কি না, তথাপি এ কথা আমরা জেনেছি যে সোলায়মানই সেই সন্তান যাকে মাবুদ দাউদের চিরন্তন রাজবংশের পরবর্তী উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনীত করেছেন (৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:১৫ শূনেমীয়া। ৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১৭ আল্লাহ্‌ মাবুদের নামে শপথ করে আপনার বাঁদীকে বলেছিলেন। মাবুদের নামে কোন কসম খেলে তা কখনো ভাঙ্গা যেত না (হিজ ২০:৭; লেবীয় ১৯:১২; ইউসা ৯:১৫, ১৮, ২০; কাজী ১১:৩০,৩৫; হেদায়েত ৫:৪-৭)।

১:২১ পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলে। মৃত্যু বোঝানোর জন্য একটি প্রকাশভঙ্গি (পয়দা ৪৭:৩০; দ্বি.বি. ৩১:১৬)।

১:২৪ আপনি কি এমন কথা বলেছেন ... সিংহাসনে সেই বসবে? নবী নাথন দাউদের সামনে কূটনৈতিক ভঙ্গিতে প্রশ্ন তোলার মধ্য দিয়ে বস্তুত এই সমস্যার একটি সমাধান দিয়েছেন। সম্ভবত দাউদ গোপনে বা পরোক্ষভাবে আদোনিয়কে বাদশাহ্‌ হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাতে করে তিনি বৎশেবা ও সোলায়মানের প্রতি করা তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন (২৭ আয়াত দেখুন), কিংবা আদোনিয় তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

১:২৫ ও বলছে, বাদশাহ্‌ আদোনীয় চিরজীবী হোন। নতুন বাদশাহ্‌র প্রতি স্বীকৃতি ও প্রশংসা জ্ঞাপনের অভিব্যক্তি (১ শামু ১০:২৪; ২ শামু ১৬:১৬; ২ বাদশাহ্‌ ১১:১২)।

বৎশেবা

বৎশেবা নামের অর্থ, শপথের কন্যা। তাকে বৎ-সূয়া নামেও ডাকা হত। তিনি ছিলেন ইলিয়ামের মেয়ে ও হিট্টীয় উরিয়ার স্ত্রী (২ শামু ১১:৩)। বাদশাহ্‌ দাউদ তাঁর সঙ্গে জোর করে জেনা করেছিলেন (২ শামু ১১:৪,৫; জবুর ৫১:১)। এই জেনার ফলে বৎশেবার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল সে মারা গিয়েছিল (২ শামু ১২:১৫-১৯)। তার স্বামী হিট্টীয় উরিয়া ছিল বাদশাহ্‌ দাউদের সৈন্যদলের একজন যোদ্ধা। বাদশাহ্‌ দাউদ চিঠি লিখে যোয়াবের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে উরিয়াকে হত্যা করান এবং পরে বৎশেবাকে বাদশাহ্‌ দাউদ বিয়ে করেন (২ শামু ১১:২৭)। বাদশাহ্‌ দাউদের ঔরসে তার গর্ভে সোলায়মানের জন্ম হয়েছিল (২ শামু ১২:২৪; ১ বাদশাহ্‌ ১:১১; ২:১৩)। সোলায়মানকে বাদশাহ্‌ হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে বৎশেবা ও নবী নাথনের সাহায্য একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি নবী নাথনের সঙ্গে ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করেছিলেন। বাদশাহ্‌ দাউদ তাঁর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সোলায়মানকে বাদশাহ্‌ করার ব্যাপারে তাঁকে রাজী করিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১:১১,১৬-২১)। নাথন ও বাদশাহ্‌ দাউদ উভয়েই ঈসা মসীহের পূর্বপুরুষ (মথি ১:৬; লূক ৩:৩১)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তাঁর ছেলে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সঙ্গে তিনিও রাজপ্রাসাদে খুবই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন।
- বনি-ইসরাইলের সবচেয়ে জ্ঞানী বাদশাহ্‌র মা ছিলেন ও ঈসা মসীহের পূর্বপুরুষ ছিলেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- বাদশাহ্‌ দাউদ তাঁর সংগেই জেনা করেছিলেন ও তাঁর স্ত্রী হয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যদিও আমরা কোন কোন সময়ে অনুভব করি যে, আমরা বিভিন্ন ঘটনায় জড়িয়ে পরি, তার মধ্য দিয়েও আমাদের যে সব দায়-দায়িত্ব থাকে আমাদের তা পালন করতে হয়।
- কোন কোন সময় কোন পাপ ছোট মনে হলেও তার জন্য এত বড় বড় ফল ভোগ করতে হয় যে, তা মাপা যায় না।
- এমন কি জীবনের অনেক মন্দ সময়েও যদি আমরা সত্যিই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসি তখন আল্লাহ্‌ আমাদের জীবনে অনেক মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসেন।
- আমরা যে সব পাপ করি সেজন্য অনেক প্রাকৃতিক ফল আমাদের ভোগ করতে হয়, কিন্তু সব মিলিয়েই আল্লাহ্‌ আমাদের ক্ষমা করেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **কাজ:** রাণী ও বাদশাহ্‌র মা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: ইলিয়াম, স্বামী: দাউদ, ছেলে: সোলায়মান
- **সমসাময়িক:** নবী নাথন, যোয়াব, আদনীয়

মূল আয়াত: "আর উরিয়ের স্ত্রী তাঁর স্বামী উরিয়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে স্বামীর জন্য শোক করতে লাগল। পরে শোক করার সময় অতীত হলে দাউদ লোক পাঠিয়ে তাকে তাঁর বাড়িতে আনালেন, তাতে সে তাঁর স্ত্রী হল ও তাঁর জন্য পুত্র প্রসব করলো। কিন্তু দাউদের কৃত এই কাজ মাবুদের দৃষ্টিতে মন্দ বলে গণ্য হল" (২ শামু ১১:২৬, ২৭)।

বৎশেবার কথা ২ শামুয়েলের ১১, ১২ ও ১ বাদশাহ্‌ ১ ও ২ অধ্যায়ে লেখা আছে। এছাড়া, জবুর ৫১ জবুরটি তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে।

বাদশাহ্‌র কাছে এসে বাদশাহ্‌র সম্মুখে
দাঁড়ালেন। ২৯ বাদশাহ্‌ শপথ করে বললেন, যিনি
সমস্ত সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ মুক্ত করেছেন,
সেই জীবন্ত মাবুদের কসম, ৩০ আমার পরে
তোমার পুত্র সোলায়মান রাজত্ব করবে, সেই
আমার পদে আমার সিংহাসনে বসবে, তোমার
কাছে আমি ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের নাম
নিয়ে এই যে শপথ করেছি, আজই সেরকম কাজ
করবো। ৩১ তখন বৎশেবা আনত মাথায়, ভূমিতে
মুখ দিয়ে বাদশাহ্‌র কাছে ভূমিতে উবুড় হয়ে
বললেন; আমার মালিক বাদশাহ্‌ দাউদ চিরজীবী
হোন!
৩২ পরে বাদশাহ্‌ দাউদ বললেন, ইমাম
সাদোককে, নাথন নবী ও যিহোয়াদার পুত্র
বনায়কে আমার কাছে ডেকে আন। তাঁরা
বাদশাহ্‌র সম্মুখে আসলেন। ৩৩ বাদশাহ্‌ তাঁদের
বললেন, তোমরা তোমাদের প্রভুর গোলামদেরকে
সঙ্গে নিয়ে আমার পুত্র সোলায়মানকে আমার
নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে গীহোনে যাও।
৩৪ সেই স্থানে ইমাম সাদোক ও নাথন নবী তাকে
ইসরাইলের বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক করুন এবং
তোমরা সকলে তূরী বাজিয়ে বল, বাদশাহ্‌
সোলায়মান চিরজীবী হোন! ৩৫ পরে তার পেছন
পেছন এসো; সে এসে আমার সিংহাসনে বসবে,

[১:২৯] ২শামু ৪:৯।
[১:৩০] ১খান্দান ২৩:১।
[১:৩২] ১শামু ২:৩৫।
[১:৩৩] ২খান্দান ৩২:৩০; ৩৩:১৪।
[১:৩৪] ১শামু ২:৩৫; ১০:১।
[১:৩৭] ইউসা ১:৫, ১৭।
[১:৩৮] ১শামু ৩০:১৪; ২শামু ১৫:১৮।
[১:৩৯] হিজ ২৯:৭; ১শামু ১০:১; ২বাদশাহ্‌ ১১:১২; জবুর ৮৯:২০।
[১:৪০] ১শামু ১০:৫।
[১:৪১] ২খান্দান ২৩:১২-১৩।

কেননা সে আমার পদে বাদশাহ্‌ হবে; আমি
ইসরাইল ও এহুদার উপরে তাকে নায়ক করে
নিযুক্ত করলাম। ৩৬ তাতে যিহোয়াদার পুত্র বনায়
বাদশাহ্‌কে জবাবে বললেন, আমিন, আমার
মালিক বাদশাহ্‌র আল্লাহ্‌ মাবুদও এ-ই বলুন।
৩৭ মাবুদ যেমন আমার মালিক বাদশাহ্‌র সহবর্তী
হয়ে এসেছেন, তেমনি সোলায়মানের সহবর্তী
থাকুন এবং আমার মালিক দাউদ বাদশাহ্‌র
সিংহাসন থেকে তাঁর সিংহাসন স্থায়ী করুন।
৩৮ তখন ইমাম সাদোক, নাথন নবী,
যিহোয়াদার পুত্র বনায় এবং করেথীয় ও
পলেথীয়রা গিয়ে দাউদ বাদশাহ্‌র ঘোড়ায়
সোলায়মানকে আরোহণ করিয়ে গীহোনে নিয়ে
গেলেন। ৩৯ পরে সাদোক ইমাম (পবিত্র) তাঁবুর
মধ্য থেকে তেলের শিংগাটি নিয়ে সোলায়মানকে
অভিষেক করলেন; আর তূরী বাজালে সমস্ত
লোক বললো, বাদশাহ্‌ সোলায়মান চিরজীবী
হোন! ৪০ আর সমস্ত লোক তাঁর পেছন পেছন
উঠে এল এবং জনগণ এমনভাবে বাঁশী বাজাতে
ও আনন্দে চিৎকার করতে লাগল যে, তার শব্দে
দুনিয়া কেঁপে উঠল।
৪১ তখন আদোনিয় ও তার সঙ্গে যারা
দাওয়াত পেয়েছিল তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ
করা মাত্র সেই ধ্বনি শুনতে পেল। আর যোয়াব

১:৩১ আমার মালিক বাদশহ্‌ দাউদ চিরজীবী হোন! রাজসভায় দাউদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন হিসেবে বৎশেবা এই ভাষায় তাঁর অভিব্যক্তি উপস্থাপন করেছিলেন (নহি ২:৩; দানি ২:৪; ৩:৯; ৫:১০; ৬:২১)।

১:৩৩ তোমাদের প্রভুর গোলামদেরকে। সম্ভবত এদের মধ্যে রয়েছে করেথীয় ও পলেথীয়রা (৩৮ আয়াত দেখুন)। আমার নিজের খচ্চরে। যদিও মূসার শরীয়ত অনুসারে দুই ধরনের প্রাণীর শঙ্কর প্রজাতি করা নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ১৯:১৯), তথাপি খচ্চর (সম্ভবত আমদানি করা হয়েছিল; ইহিস্কেল ২৭:১৪) দাউদের আমলে ব্যবহার করা হতো, অন্ততপক্ষে রাজপরিবারের কারও চরার জন্য (২ শামু ১৩:২৯; ১৮:১৯)। বাদশাহ্‌ দাউদের নিজের খচ্চরে চরার মানে হচ্ছে সোলায়মানকে প্রকাশ্যে দাউদের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর সিংহাসনে স্থলাভিষিক্ত করার ঘোষণা দেওয়া (পয়দা ৪১:৪৩; ইষ্টের ৬:৭-৮ দেখুন)।

গীহোন। সিয়োন পর্বতের পূর্ব দিকের ঢালে অবস্থিত একটি ঝর্ণা (৯ আয়াত এবং ২ শামু ৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৩৪ ইসরাইলের বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক করুন। ১ শামু ২:১০; ৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

তূরী বাজিয়ে। ২ বাদশাহ্‌ ৯:১৩; ২ শামু ১৫:১০; ২০:১ দেখুন।

বাদশাহ্‌ সোলায়মান চিরজীবী হোন!। ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৩৫ ইসরাইল ও এহুদার উপরে। ইসরাইল ও এহুদার মধ্যকার পার্থক্য এদের ভিন্ন অবস্থানের কারণে তৈরি হয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে দাউদ এই দুটি বংশের উপরেই বাদশাহ্‌ হয়েছিলেন (২ শামু ২:৪; ৫:৩)।

১:৩৬ আমিন। আমাদের প্রভু মহারাজের মাবুদ আল্লাহ্‌ তা-ই করুন। ইয়ারমিয়া ২৮:৬ দেখুন।

১:৩৭ দাউদ বাদশাহ্‌র সিংহাসন থেকে তাঁর সিংহাসন স্থায়ী করুন। এখানে দাউদের অর্জনকে খাটো করে দেখা হচ্ছে না, বরং দাউদ ও সোলায়মানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। বনায় এখানে সোলায়মানকে বাদশাহ্‌ করার পেছনে দাউদের যে ইচ্ছা রয়েছে তার সাথে পূর্ণ সহমত পোষণ করেছেন (৪৭-৪৮ আয়াত দেখুন)।

১:৩৮ করেথীয় ও পলেথীয়। ২ শামু ৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৩৯ সাদোক ইমাম ... অভিষেক করলেন। আল্লাহ্‌র লোকদের উপরে শাসন করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌ যে সকল বাদশাহ্‌কে বেছে নিয়েছেন তাদের মধ্যে যারা রাজবংশের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার অনুসারে ক্ষমতায় আসেন নি, তাদেরকে নবীরা অভিষেক দিয়েছেন (তালুত, ১ শামু ৯:১৬; দাউদ, ১ শামু ১৬:১২; যেহূ, ২ বাদশাহ্‌ ৯)। যারা রাজবংশের উত্তরাধিকার অনুসারে ক্ষমতায় এসেছেন তাদেরকে অভিষেক দিয়েছেন ইমামেরা (সোলায়মান, এই আয়াতে; যোয়াশ, ২ বাদশাহ্‌ ১১:১২)। এই পার্থক্যের তাৎপর্য হল, ইমামেরা প্রচলিত বিধান অনুসারে দায়িত্ব পালন করতেন, কিন্তু নবীরা আল্লাহ্‌র নতুন কোন ইচ্ছা সাধনের জন্য কাজ করতেন।

তেলের শিংগা। সম্ভবত এর মধ্যে অভিষেকের পবিত্র তেল থাকত, যার সম্পর্কে হিজরত ৩০:২২-৩৩ আয়াতে জানা যায়।

পবিত্র তাঁবু। যে তাঁবুটি দাউদ শরীয়ত সিন্দুকের গৃহ নির্মাণের জন্য জেরুশালেমে তৈরি করেছিলেন (২ শামু ৬:১৭ দেখুন) যা অনেকটা গিবিয়োনের তাঁবুর মত ছিল (৩:৪; ২ খান্দান ১:৩ দেখুন)।

১:৪১ সেই ধ্বনি শুনতে পেল। যদিও ঐন্‌-রোগেল থেকে

তূরীধ্বনি শুনে বললেন, নগরে এত কলরব কেন
হচ্ছে? [42] তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ,
ইমাম অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন উপস্থিত হল।
আদোনিয় তাকে বললেন, এসো, তুমি ভদ্রলোক,
সুসংবাদ এনেছ। [43] যোনাথন জবাবে
আদোনিয়কে বললো, মোটেই না, আমাদের
মালিক বাদশাহ্‌ দাউদ সোলায়মানকে বাদশাহ্‌র
পদে নিযুক্ত করেছেন; [44] বাদশাহ্‌ ইমাম
সাদোককে, নবী নাথনকে ও যিহোয়াদার পুত্র
বনায়কে এবং করেথীয় ও পলেথীয়দের তাঁর
সঙ্গে প্রেরণ করেছেন; আর তাঁরা তাঁকে বাদশাহ্‌র
ঘোড়ায় আরোহণ করালেন; [45] আর ইমাম সাদোক
ও নবী নাথন তাঁকে গীহোনে বাদশাহ্‌র পদে
অভিষেক করেছেন; এবং তাঁরা সেই স্থান থেকে
এমন আনন্দ করতে করতে এসেছেন যে, নগর
প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে; তোমরা যে ধ্বনি
শুনলে, এ সেই ধ্বনি। [46] আর সোলায়মান
রাজ্যের সিংহাসনেও বসেছেন। [47] এছাড়া,
বাদশাহ্‌র গোলামেরা এসে আমাদের মালিক
বাদশাহ্‌ দাউদকে এই বলে দোয়া করেছে,
আপনার আল্লাহ্‌ সোলায়মানের নাম আপনার
নামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ করুন ও তাঁর সিংহাসন
আপনার সিংহাসনের চেয়েও মহৎ করুন; তখন
বাদশাহ্‌ বিছানার উপরে সেজ্‌দা করলেন।
[48] বাদশাহ্‌ আরও এই কথা বললেন, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌ মাবুদ ধন্য হোন, তিনি আজ আমার
সিংহাসনে বসবার জন্য এক ব্যক্তিকে দিলেন
এবং আমার দু'চোখ তা দেখতে পেল।
[49] তখন আদোনিয়ের সঙ্গে যারা দাওয়াত
পেয়েছিল তারা সকলে ভয় পেয়ে প্রত্যেকে উঠে
যার যার পথে চলে গেল। [50] আর আদোনিয়
সোলায়মানের ভয়ে ভীত হল এবং উঠে গিয়ে
কোরবানগাহ্‌র শিং ধরে থাকলো। [51] পরে
সোলায়মানের কাছে কেউ এই কথা বললো,
দেখুন, আদোনিয় বাদশাহ্‌ সোলায়মানের ভয়ে
ভীত হয়েছে, কেননা দেখুন, সে কোরবানগাহ্‌র
শিং ধরে আছে এবং বলছে, বাদশাহ্‌ সোলায়মান
তাঁর গোলামকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করবেন
না, আমার কাছে আজ এই শপথ করুন।
[52] তাতে সোলায়মান বললেন, যদি সে নিজেকে
ভদ্রলোক দেখায়, তবে তার একটি কেশও
ভূমিতে পড়বে না; কিন্তু যদি তার মধ্যে
নাফরমানী পাওয়া যায়, তবে সে মারা পড়বে।
[53] পরে বাদশাহ্‌ সোলায়মান লোক প্রেরণ করলে
তারা তাকে কোরবানগাহ্‌ থেকে নামিয়ে
আনলো; তাতে সে এসে বাদাশাহ্‌ সোলায়মানের
সম্মুখে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম করলো এবং
সোলায়মান তাকে বললেন, তুমি তোমার ঘরে
যাও।

হযরত দাউদের শেষ নির্দেশ

২ [1] পরে দাউদের মৃত্যুর সময় সন্নিকট হল;
আর তিনি তাঁর পুত্র সোলায়মানকে হুকুম
দিয়ে বললেন, [2] সমস্ত মর্ত্যলোকের যে পথ,
আমি সেই পথে গমন করছি; তুমি বলবান হও
ও পুরুষত্ব প্রকাশ কর। [3] আর তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের রক্ষণীয় বিধান রক্ষা করে তাঁর পথে
চল, মূসার শরীয়তে লেখা তাঁর বিধি, তাঁর
হুকুম, তাঁর অনুশাসন ও তাঁর সমস্ত সাক্ষ্য পালন
কর; যেন তুমি যে কোন কাজ কর ও যে কোন
দিকে ফের, বুদ্ধিপূর্বক চলতে পার; [4] যেন মাবুদ

[১:৪৬] দ্বি:বি ১৭:১৮।
[১:৪৮] ১বাদশাহ্‌ ৩:৬।
[১:৫০] হিজ ২৭:২।
[১:৫২] ১শামু ১৪:৪৫।
[২:১] পয়দা ২৭:২; শুমারী ২৭:১৩।
[২:২] ইউসা ২৩:১৪।
[২:৩] দ্বি:বি ৪:৬; ১০:১২; ১৭:১৪-২০; ইউসা ১:৭।
[২:৪] ২বাদশাহ্‌ ১৮:৩-৬; ২০:৩; জবুর ২৬:১-৩;

গীহোন দেখা যেত না, তথাপি দুটো স্থানের দূরত্ব খুব বেশি ছিল না এবং কিদ্রোন উপত্যকা বেয়ে এই শব্দ ভেসে এসেছিল।

১:৪২ অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন। ২ শামু ১৭:১৭-২১ দেখুন।

১:৪৭ সোলায়মানের নাম আপনার নামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ করুন। ৩৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৪৮ আমার সিংহাসনে বসবার জন্য এক ব্যক্তিকে দিলেন। সোলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করার কারণে দাউদ ২ শামু ৭:১২, ১৬ আয়াতের ওয়াদার পরিপূর্ণতা দেখতে পেলেন।

১:৪৯ উঠে যার যার পথে চলে গেল। আদোনিয়কে বাদশাহ্‌ করার ষড়যন্ত্র সফল হচ্ছে না দেখে কেউ আর তার সঙ্গী হিসেবে চিহ্নিত হতে চাইল না।

১:৫০ কোরবানগাহ্‌র শৃঙ্গ ধরে থাকলো। কোরবানগাহ্‌র চার কোণে খাড়াভাবে এই শৃঙ্গগুলো বসানো ছিল। পঞ্চকিতাবে কোরবানগাহে আশ্রয় নেওয়ার বিধানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (হিজ ২১:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)। কোরবানী উৎসর্গের আনুষ্ঠানিকতা চলাকালে ইমাম কোরবানগাহ্‌র শৃঙ্গের উপরে কোরবানীকৃত পশুর রক্ত ছিটিয়ে দিতেন (হিজ ২৯:১২; লেবীয় ৪:৭, ১৮, ২৫, ৩০, ৩৪ দেখুন)। এভাবেই আদোনিয় তার নিজের নিয়তি আল্লাহ্‌র সুরক্ষার অধীনে সমর্পণ করল।

১:৫২ যদি সে নিজেকে ভদ্রলোক দেখায়। যদি সে সোলায়মানকে বাদশাহ্‌ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ও তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। যদি তার মধ্যে নাফরমানী পাওয়া যায়। যদি কখনো তার মধ্যে সোলায়মান ও তাঁর সিংহাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সামান্যতম আভাস দেখা যায়।

২:১ সোলায়মানকে হুকুম দিয়ে বললেন। মূসা (দ্বি.বি. ৩১:১-৮), ইউসা (ইউসা ২৩:১-১৬) এবং শামুয়েল (১ শামু ১২:১-২৫), আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের প্রতিনিধি হিসেবে মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁদের সর্বশেষ নির্দেশনা ও উপদেশ দান করে গেছেন।

২:২ সমস্ত মর্ত্যলোকের যে পথ। কবরের পথ (ইউসা ২৩:১৪ দেখুন)।

বলবান হও। দ্বি.বি. ৩১:৭, ২৩; ইউসা ১:৬-৭, ৯, ১৮ দেখুন।

২:৩ আল্লাহ্‌ মাবুদের রক্ষণীয় বিধান। পয়দা ২৬:৫; লেবীয় ১৮:৩০; দ্বি.বি. ১১:১।

তাঁর পথে চল। দ্বিতীয় বিবরণ কিতাব অনুসারে শরীয়তের বাধ্যবাধকতার প্রতি অনুগত থাকার ব্যাপারে একটি অভিব্যক্তি (দ্বি.বি. ৫:৩৩; ৮:৬; ১০:১২; ১১:২২; ১৯:৯; ২৬:১৭; ২৮:৯; ৩০:১৬)।

তাঁর হুকুম, তাঁর অনুশাসন ও তাঁর সমস্ত সাক্ষ্য। এই চারটি শব্দ দ্বারা এক সাথে সাধারণত শরীয়ত পালন করাকেই বুঝিয়ে থাকে (৬:১২; ৮:৫৮; ২ বাদশাহ্‌ ১৭:৩৭; দ্বি.বি. ৮:১১;

আমার সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা রক্ষা করেন;
তিনি বলেছেন, তোমার সন্তানেরা যদি সমস্ত
অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সঙ্গে আমার সম্মুখে
বিশ্বস্ত আচরণ করতে নিজেদের পথে সাবধানে
চলে, তবে– তিনি বলেন, ইসরাইলের সিংহাসনে
তোমার বংশে লোকের অভাব হবে না।
৫ আর সরূয়ার পুত্র যোয়াব আমার প্রতি যা
করেছে, ফলত ইসরাইলের দুই সেনাপতির প্রতি,
নেরের পুত্র অব্‌নের ও যেথরের পুত্র অমাসার
প্রতি যা করেছে, তাও তুমি জান; সে তাদের
মেরে ফেলে শান্তির সময়ে যুদ্ধের রক্তপাত
করেছে এবং যুদ্ধের রক্ত তার কোমরবন্ধনীতে ও
পায়ের জুতাতে লেগেছে। ৬ অতএব তুমি
বুদ্ধিসহকারে তার প্রতি ব্যবহার করবে; তাকে
পাকা চুলে শান্তিতে পাতালে নামতে দিও না।
৭ কিন্তু গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের পুত্রদের প্রতি সদয়
ব্যবহার করো এবং তোমার সঙ্গে ভোজনকারী
লোকদের মধ্যে তাদেরকে স্থান দিও; কেননা
তোমার ভাই অবশালোমের সম্মুখ থেকে আমার
পলায়নকালে তারা সেভাবেই আমার কাছে
এসেছিল। ৮ আর দেখ, তোমার কাছে
বিন্‌ইয়ামীনীয় গেরার পুত্র বহূরীম-নিবাসী শিমিয়ি
আছে; আমার মহনয়িমে যাবার দিন সেই ব্যক্তি
আমাকে নিদারুণ বদদোয়া দিয়েছিল; কিন্তু সে
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে জর্ডানে এসেছিল,
আর আমি মাবুদের কসম খেয়ে তাকে
বলেছিলাম, আমি তোমাকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা
করবো না। ৯ কিন্তু তুমি এখন তাকে নিরপরাধ
জ্ঞান করবে না; কেননা তুমি বুদ্ধিমান, তার প্রতি
তোমার যা কর্তব্য, তা বুঝবে; তাকে পাকা
চুলের সঙ্গে রক্তপাতের মধ্য দিয়েই পাতালে
নামাবে।

হযরত দাউদের মৃত্যু

১০ পরে দাউদ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
নিদ্রাগত হলেন এবং দাউদ-নগরে তাঁকে দাফন
করা হল। ১১ দাউদ ইসরাইলে চল্লিশ বছর
রাজত্ব করেন– তিনি হেবরনে সাত বছর ও
জেরুশালেমে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন।
১২ পরে সোলায়মান তাঁর পিতা দাউদের
সিংহাসনে বসলেন এবং তাঁর রাজ্য দৃঢ়ভাবে
স্থাপিত হল।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের রাজত্ব দৃঢ়ীকরণ

১৩ পরে হগীতের পুত্র আদোনিয় সোলায়-
মানের মা বৎশেবার কাছে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা

১৩২:১২।
[২:৫] ১শামু ১৪:৫০; ২শামু ৩:২৭।
[২:৭] ২শামু ১৭:২৭; ১৯:৩১-৩৯।
[২:৮] ২শামু ১৬:৫-১৩।
[২:১০] প্রেরিত ২:২৯।
[২:১১] ২শামু ৫:৪, ৫।
[২:১২] ১খান্দান ১৭:১৪; ২৯:২৩; ২খান্দান ৯:৮।
[২:১৩] ২শামু ৩:৪।

১১:১; ২৬:১৭; ২৮:১৫, ৪৫; ৩০:১০, ১৬)।

যেন তুমি ... বুদ্ধিপূর্বক চলতে পার। দ্বি.বি. ২৯:৯ আয়াত দেখুন।

২:৪ যেন মাবুদ আমার সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা রক্ষা করেন। দাউদ এখানে সেই চুক্তির অধীন ওয়াদার বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে আল্লাহ্‌ নবী নাথনের মধ্য দিয়ে দাউদের কাছে এক চিরন্তন রাজবংশের ওয়াদা করেছিলেন (২ শামু ৭:১১-১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। যদিও শরীয়তের ওয়াদা দাউদের কাছে ছিল নিঃশর্ত, তথাপি সিনাই পর্বতে মূসার কাছে প্রদত্ত শরীয়তের প্রতি বাধ্যতা ও আনুগত্যের উপর দাউদের রাজবংশের উত্তরাধিকারীদের ব্যক্তিগত অনুগ্রহ ও দোয়া লাভের অংশী হওয়াটা নির্ভর করছিল (২ খান্দান ৭:১৭-২২ দেখুন)।

সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সঙ্গে। দ্বি.বি. ৪:২৯; ৬:৫; ১০:১২; ৩০:৬ দেখুন। ইসরাইলের সিংহাসনে তোমার (বংশে) লোকের অভাব হবে না। সোলায়মান এবং তাঁর উত্তরসূরীরা প্রত্যেকেই এই শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এক সময় উত্তর ও দক্ষিণের উভয় রাজ্য বন্দীদশায় পতিত হয়। একমাত্র মসীহের আগমনের মধ্য দিয়ে দাউদের পতিত তাঁবু আবারও পুনঃস্থাপিত হয়েছে (আমোস ৯:১১-১৫; প্রেরিত ১৫:১৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তখন দাউদের চিরন্তন রাজবংশ চূড়ান্তভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করবে। যখন জাতি এবং তার বাদশাহ্‌ সিনাই পর্বতে প্রদত্ত শরীয়তের শর্তাবলী পূরণ করতে ব্যর্থ হবে, তখন তারা দোয়ার পাবার বদলে বদদোয়া পাবে; কিন্তু এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ ইব্রাহিম ও দাউদের প্রতি তাঁর চুক্তির ওয়াদার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন (লেবীয় ২৬:৪২-৪৫; ইশা ৯:৬-৭; ১১:১-১৬; ১৬:৫; ৫৫:৩; ইয়ার ২৩:৫-৬; ৩০:৯; ৩৩:১৭, ২০-২২, ২৫-২৬; ইহি ৩৪:২৩-২৪; ৩৭:২৪-২৮)।

নেরের পুত্র অব্‌নের। ২ শামু ৩:২৫-৩২ আয়াতের নোট দেখুন।

যেথরের পুত্র অমাসা। ২ শামু ২০:১০ আয়াত দেখুন।

শান্তির সময়ে যুদ্ধের রক্তপাত করেছে। যোয়াবের এই কাজ ছিল একেবারেই অনৈতিক হত্যাকাণ্ড (দ্বি.বি. ১৯:১-১৩; ২১:১-৯) এবং সে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র তার নিজের স্বার্থ উদ্ধার করেছে। এর পাশাপাশি সে দাউদের পুত্র অবশালোমকেও হত্যা করেছে (২ শামু ১৮:১৪-১৫) এবং সিংহাসন দখলের জন্য আদোনিয়ের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছে (১:৭, ১৯ আয়াত দেখুন)।

২:৭ বর্সিল্লয়ের পুত্রদের প্রতি। ২ শামু ১৭:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। তোমার সঙ্গে ভোজনকারী লোকদের মধ্যে তাদেরকে স্থান দিও। সম্মানজনক একটি অবস্থান যার সাথে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও জড়িত (১৮:১৯; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৯; ২ শামু ৯:৭; ১৯:২৮; নহিমিয়া ৫:১৭)।

২:৮ বিন্‌ইয়ামীনীয় গেরার পুত্র বহূরীম-নিবাসী শিমিয়ি। গেরা সম্ভবত শিমিয়ির নিজের পিতা ছিলেন না, বরং শিমিয়ির রক্ত সম্পর্কীয় কোন একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন (পয়দা ৪৬:২১; কাজী ৩:১৫ দেখুন)। পয়দা ১০:২; দানিয়াল ৫:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৯ তুমি এখন তাকে নিরপরাধ জ্ঞান করবে না। মূসার শরীয়ত অনুসারে একজন শাসককে বদদোয়া দেওয়া ছিল মারাত্মক অপরাধ (২১:১০; হিজ ২২:২৮)।

২:১০ দাউদ-নগরে। ২ শামু ৫:৭ আয়াত ও নোট দেখুন। প্রেরিত পিতরের ধারণা অনুসারে বর্তমানে বাদশাহ্‌ দাউদের কবরের অবস্থান অজানা (প্রেরিত ২:২৯)।

২:১১ চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। ২ শামু ৫:৪-৫ আয়াত দেখুন। বাদশাহ্‌ দাউদ ১০১০ থেকে ৯৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন (১ শামুয়েল কিতাবের ভূমিকা দেখুন)।

২:১৩ হগীতের পুত্র আদোনিয়। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

করলেন, তুমি শান্তিভাবে এসেছো তো? সে
জবাবে বললো, শান্তিভাবে। ১৪ সে আরও
বললো, আপনার কাছে আমার কিছু বলবার
আছে। ১৫ বৎশেবা বললেন, বল। সে বললো,
আপনি জানেন, রাজ্য আমারই ছিল এবং আমি
বাদশাহ্‌ হব বলে সমস্ত ইসরাইল আমার প্রতি
উন্মুখ হয়েছিল; কিন্তু রাজত্ব ঘুরে গেল, আমার
ভাইয়ের হল; কেননা তা মাবুদ হতেই তার হল।
১৬ এখন আমি আপনার কাছে একটি বিষয়
যাচ্ঞা করি, আপনি আমাকে অস্বীকার করবেন
না। ১৭ তিনি বললেন, বল। তখন আদোনিয়
বললো, মেহেরবানী করে বাদশাহ্‌ সোলায়-
মানকে বলুন– তিনি তো আপনার কথা অস্বীকার
করবেন না– তিনি যেন আমার সঙ্গে শূনেমীয়া
অবীশগের বিয়ে দেন। ১৮ বৎশেবা বললেন,
ভাল, আমি তোমার জন্য বাদশাহ্‌কে বলবো।
১৯ পরে বৎশেবা আদোনিয়ের জন্য বলতে
বাদশাহ্‌ সোলায়মানের কাছে গেলেন; আর
বাদশাহ্‌ উঠে তাঁর সম্মুখে ভূমিতে উবুড় হয়ে
সালাম করলেন। পরে তিনি তাঁর সিংহাসনে
বসলেন এবং রাজমাতার কারণ আসন স্থাপন
করালে তিনিও তাঁর ডান পাশে বসলেন। ২০ আর
তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে একটি ক্ষুদ্র
বিষয় যাচ্ঞা করি, আমার কথা অস্বীকার করো
না। বাদশাহ্‌ বললেন, মা, যাচ্ঞা কর, আমি
তোমার কথা অস্বীকার করবো না। ২১ তখন তিনি
বললেন, তোমার ভাই আদোনিয়ের সঙ্গে
শূনেমীয়া অবীশগের বিয়ে দিতে হবে।

[২:১৭] ১বাদশাহ্‌ ১:৩।
[২:১৯] ১বাদশাহ্‌ ১৫:১৩; ২বাদশাহ্‌ ১০:১৩; ২৪:১৫; ২খান্দান ১৫:১৬; ইয়ার ১৩:১৮; ২২:২৬; ২৯:২।
[২:২২] পয়দা ২২:২৪; ১বাদশাহ্‌ ১:৩।
[২:২৩] রূত ১:১৭।
[২:২৪] ২শামু ৭:১১।
[২:২৫] ২শামু ৮:১৮।
[২:২৬] ১শামু ২২:২০।
[২:২৭] ১শামু ২:২৭ -৩৬।

২২ বাদশাহ্‌ সোলায়মান উত্তরে তাঁর মাকে
বললেন, তুমি আদোনিয়ের জন্য শূনেমীয়া
অবীশগকে কেন যাচ্ঞা কর, তার জন্য রাজ্যও
যাচ্ঞা কর, কেননা সে আমার জ্যেষ্ঠ ভাই; তার
ও ইমাম অবিয়াথরের ও সরূয়ার পুত্র যোয়াবের
জন্য রাজ্য যাচ্ঞা কর। ২৩ পরে বাদশাহ্‌
সোলায়মান মাবুদের কসম খেয়ে বললেন,
আদোনিয় যদি নিজের প্রাণের বিরুদ্ধে এই কথা
বলে না থাকে, তবে আল্লাহ্‌ যেন আমাকে
সেরকম ও তার চেয়েও বেশি শাস্তি দেন।
২৪ আর এখন যিনি তাঁর ওয়াদা অনুসারে
আমাকে সুস্থির করে আমার পিতা দাউদের
সিংহাসনে বসিয়েছেন ও আমার জন্য কুল নির্মাণ
করেছেন, সেই জীবন্ত মাবুদের কসম, আজই
আদোনিয়ের প্রাণদণ্ড হবে। ২৫ তখন বাদশাহ্‌
সোলায়মান যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে প্রেরণ
করলে, তিনি তাকে আক্রমণ করে হত্যা
করলেন।
২৬ পরে বাদশাহ্‌ ইমাম অবিয়াথরকে বললেন,
তুমি অনাথোতে তোমার স্থানে ফিরে যাও
কেননা তুমিও মৃত্যুর পাত্র তবুও আমি আজ
তোমার প্রাণদণ্ড করবো না, কারণ তুমি আমার
পিতা দাউদের সম্মুখে সার্বভৌম মাবুদের সিন্দুক
বহন করেছিলে এবং আমার পিতার সমস্ত
দুঃখভোগে অংশী হয়েছিলেন। ২৭ এভাবে
সোলায়মান অবিয়াথরকে মাবুদের ইমামের পদ
থেকে দূর করে দিলেন; এতে মাবুদের কালাম,
শীলোতে আলীর কুলের বিপক্ষে তিনি যা

তুমি শান্তিভাবে এসেছো তো? এই প্রশ্ন (১ শামু ১৬:৪; ২ বাদশাহ্‌ ৯:২২) প্রকাশ করে আদোনিয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বৎশেবার সন্দেহকে (১:৫ দেখুন)।

২:১৫ রাজ্য আমারই ছিল। ১:১১ দেখুন। আমি বাদশাহ্‌ হব বলে সমস্ত ইসরাইল আমার প্রতি উন্মুখ হয়েছিল। প্রচণ্ড ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ (১:৭-৮ দেখুন)।

কেননা তা মাবুদ হতেই তার হল। আদোনিয় এ কথা স্বীকার করলে যে, সোলায়মানের বাদশাহ্‌ পদ আল্লাহ্‌র কর্তৃক অভিষিক্ত হয়েছে এবং তার যে আর সিংহাসন লাভের কোন উদ্দেশ্য নেই সে কথাও সে ব্যক্ত করল।

২:১৭ তিনি যেন আমার সঙ্গে শূনেমীয়া অবীশগের বিয়ে দেন। আদোনিয়ের এই অনুরোধে দোষের কিছু নেই (কিন্তু ২২ আয়াতের নোট দেখুন), যেহেতু অবীশগ যত দিন বাদশাহ্‌ দাউদের সেবা করেছিল তত দিন সে কুমারীই ছিল (১:১-৪; দ্বি.বি. ২২:৩০ দেখুন)।

২:১৯ তাঁর ডান পাশে বসলেন। সম্মানের অবস্থান (জবুর ১১০:১; মথি ২০:২১ দেখুন)।

২:২০ ক্ষুদ্র বিষয় যাচ্ঞা করি। বৎশেবা আদোনিয়ের এই অনুরোধকে আপাত দৃষ্টিতে ততটা গুরুত্ব সহকারে দেখেন নি।

২:২২ তার জন্য রাজ্যও যাচ্ঞা কর। সোলায়মান তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আদোনিয় এই অনুরোধের মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে সিংহাসন দখল করার জন্য পুনঃপ্রচেষ্টা চালাচ্ছে। রাজকীয় হারেমের অধিকার লাভকে সিংহাসনের অধিকার লাভের তাৎপর্যপূর্ণ চিহ্ন হিসেবে দেখা হতো (২ শামু ৩:৭; ১২:৮; ১৬:২১)। যদিও অবীশগ কুমারী ছিল, তথাপি জনগণ তাকে বাদশাহ্‌ দাউদেও হেরেমের অধিকার বলেই বিবেচনা করত; সে কারণে অবীশগকে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে আদোনিয়ের সিংহাসন দাবী করার যুক্তি আরও জোরালো হতো।

ইমাম অবিয়াথরের ও সরূয়ার পুত্র যোয়াবের জন্য। ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন। সোলায়মান ধারণা করেছিলেন যে, অবিয়াথর এবং যোয়াব এখনও আদোনিয়ের এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত রয়েছে।

২:২৩ আল্লাহ্‌ যেন আমাকে সেরকম ও তার চেয়েও বেশি শাস্তি দেন। প্রচলিত বদদোয়া (১ শামু ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:২৪ তাঁর ওয়াদা অনুসারে। ১ খান্দান ২২:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন।

আমার জন্য কুল নির্মাণ করেছেন। সোলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করার কিছু দিন পরেই তাঁর পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রহবিয়াম জন্মগ্রহণ করে (১১:৪২; ১৪:২১)।

২:২৫ যিহোয়াদার পুত্র বনায়। ১:৭; ২ শামু ২৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২৬ সার্বভৌম মাবুদের সিন্দুক বহন করেছিলে। ২ শামু ১৫:২৪-২৫, ২৯; ১ খান্দান ১৫:১১-১২ দেখুন। আমার পিতার সমস্ত দুঃখভোগে অংশী হয়েছিলে। ১ শামু ২২:২০-২৩; ২৩:৬-৯; ৩০:৭; ২ শামু ১৭:১৫; ১৯:১১।

২:২৭ শীলোতে আলীর কুলের বিপক্ষে তিনি যা বলেছিলেন তা

বলেছিলেন তা সিদ্ধ হল।
২৮ পরে সেই ঘটনার খবর যোয়াবের কাছে
উপস্থিত হল; যোয়াব যদিও অবশালোমের পক্ষ
হন নি, তবুও আদোনিয়ের পক্ষ হয়েছিলেন। এখন
যোয়াব মাবুদের তাঁবুতে পালিয়ে গিয়ে
কোরবানগাহ্‌র শিং ধরে রইলেন। ২৯ পরে
বাদশাহ্‌ সোলায়মানের কাছে এই সংবাদ এল
যে, যোয়াব মাবুদের তাঁবুতে পালিয়ে গেছেন,
আর দেখুন, তিনি কোরবানগাহ্‌র পাশে আছেন।
তাতে সোলায়মান যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে
প্রেরণ করলেন, বললেন, যাও, তাকে আক্রমণ
কর। ৩০ তাতে বনায় মাবুদের তাঁবুতে গমন করে
তাঁকে বললেন, বাদশাহ্‌ এই কথা বলেন, তুমি
বাইরে এসো। তিনি বললেন, তা হবে না, আমি
এই স্থানে মরবো। তখন বনায় বাদশাহ্‌কে
সংবাদ জানিয়ে বললেন, যোয়াব অমুক কথা
বলেছেন এবং আমাকে অমুক জবাব দিয়েছেন।
৩১ তখন বাদশাহ্‌ বললেন, সে যা বলেছে, সেই
অনুসারে কর, তাকে আক্রমণ করে হত্যা কর,
আর তাকে দাফন কর; তা হলে যোয়াব অকারণে
যে রক্তপাত করেছে, তার অপরাধ তুমি আমার ও
আমার পিতৃকুল থেকে দূর করবে। ৩২ আর মাবুদ
তার রক্তপাতের অপরাধ তারই মাথায় বর্তাবেন;
কেননা সে আমার পিতা দাউদের অজ্ঞাতসারে
তার থেকেও ধার্মিক ও সৎ দুই ব্যক্তিকে,
ইসরাইলের সেনাপতি নেরের পুত্র অব্‌নের ও
এহুদার সেনাপতি যেথরের পুত্র অমাসাকে
আক্রমণ করে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করেছিল।
৩৩ তাদের রক্তপাতের অপরাধ যোয়াবের মাথায়
ও যুগে যুগে তার বংশের মাথায় বর্তাবে; কিন্তু
দাউদের, তাঁর বংশের, তাঁর কুলের ও তাঁর
সিংহাসনের প্রতি মাবুদের কাছ থেকে যুগে যুগে
শান্তি বর্ষিত হবে। ৩৪ তখন যিহোয়াদার পুত্র
বনায় গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করলেন;

[২:২৮] হিজ ২৭:২।
[২:২৯] হিজ ২১:১৪।
[২:৩০] ২বাদশাহ্‌ ১১:১৫।
[২:৩১] দ্বি:বি ১৯:১৩।
[২:৩২] পয়দা ৪:১৪; কাজী ৯:২৪।
[২:৩৪] ২শামু ২:১৮।
[২:৩৫] ১শামু ২:৩৫।
[২:৩৬] ২শামু ১৬:৫।
[২:৩৭] ২শামু ১৫:২৩; ইউ ১৮:১।
[২:৩৯] ১শামু ২৭:২।
[২:৪২] ২শামু ১৯:২৩।

পরে মরুভূমির কাছে তাঁর বাড়িতে তাঁকে দাফন
করা হল। ৩৫ আর বাদশাহ্‌ তাঁর পদে
যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে সেনাপতি করলেন
এবং বাদশাহ্‌ অবিয়াথরের পদ ইমাম সাদোককে
দিলেন।
৩৬ আর বাদশাহ্‌ লোক পাঠিয়ে শিমিয়িকে
ডেকে এনে বললেন, তুমি জেরুশালেমে তোমার
জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করে এই স্থানে বাস
কর, এই স্থান থেকে বের হয়ে অন্য কোন স্থানে
যেও না। ৩৭ তুমি যেদিন বের হয়ে কিদ্রোণ
স্রোত পার হবে, সেদিন অবশ্যই হত হবে; এই
কথা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও; তোমার
রক্তপাতের অপরাধ তোমারই মাথায় বর্তাবে।
৩৮ তাতে শিমিয়ি বাদশাহ্‌কে বললো, এই
কথা ভাল; আমার মালিক বাদশাহ্‌ যেমন
বললেন, আপনার এই গোলাম তা-ই করবে।
পরে শিমিয়ি অনেক দিন পর্যন্ত জেরুশালেমে
বাস করলো। ৩৯ কিন্তু তিন বছর পরে শিমিয়ির
দুই গোলাম পালিয়ে গিয়ে মাখার পুত্র আখীশ
নামে গাতীয় বাদশাহ্‌র কাছে গেল। তাতে কেউ
শিমিয়িকে বললো, দেখ, তোমার গোলামেরা
গাতে রয়েছে। ৪০ তখন শিমিয়ি গাধা সাজিয়ে
তার গোলামদের সন্ধানে গাতে আখীশের কাছে
গেল, গিয়ে শিমিয়ি গাৎ থেকে তার
গোলামদেরকে ফিরিয়ে আনলো। ৪১ পরে
সোলায়মানকে কেউ সংবাদ দিল, শিমিয়ি
জেরুশালেম থেকে গাতে গিয়েছিল, এখন ফিরে
এসেছে; ৪২ বাদশাহ্‌ লোক পাঠিয়ে শিমিয়িকে
ডেকে এনে বললেন, আমি কি তোমাকে মাবুদের
কসম দিয়ে তোমার বিপক্ষে এই সাক্ষ্য দিই নি
যে, নিশ্চিতভাবে জেনে নাও তুমি যেদিন বাইরে
যাবে, স্থানান্তরে ভ্রমণ করবে, সেদিন তোমার
মৃত্যু হবেই? আর তুমি আমাকে বলেছিলে, আমি
যে কথা শুনলাম, তা ভাল কথা। ৪৩ তবে তুমি

সিদ্ধ হল। ১ শামু ২:৩০-৩৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২৮ খবর। আদোনিয়ের মৃত্যু ও অবিয়াথরের নির্বাসনের খবর। তিনি আদোনিয়ের পক্ষ হয়েছিলেন। ১:৭ দেখুন।

মাবুদের তাঁবু। ১:৩৯ আয়াতের নোট দেখুন।

কোরবানগাহ্‌র শৃঙ্গ ধরে রইলেন। ১:৫০ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২৯ যাও, তাকে আক্রমণ কর। কোরবানগাহে আশ্রয় নেওয়ার অধিকার শুধু তাদেরই ছিল যারা দুর্ঘটনাবশত কারও মৃত্যুর কারণ হতো (হিজ ২১:১৪ দেখুন)। যোয়াবকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে সোলায়মান ন্যায় বিচার করেছেন, তবে তা শুধুমাত্র আদোনিয়ের ষড়যন্ত্রের সাথে যোয়াব যুক্ত হয়েছিলেন বলে নয়, বরং সেই সাথে তিনি অবনের ও অমাসাকে হত্যা করেছিলেন বলে (৩১-৩৩ আয়াত দেখুন)। এই ঘটনায় সোলায়মান তাঁর পিতা দাউদের নির্দেশনা অনুসরণ করার এক দারুন সুযোগ পান (৫-৬ আয়াত দেখুন)।

২:৩২ দুই ব্যক্তিকে, ইসরাইলের সেনাপতি ... হত্যা করেছিল। দেখুন ২ শামু ৩:২৭; ২০:৯-১০। ইসরাইলের সেনাপতির জন্য দেখুন ২ শামু ২:৮-৯ আয়াত। এহুদার সেনাপতির বিষয়ে ২ শামু ২০:৪ আয়াত দেখুন।

২:৩৪ মরুভূমির কাছে তাঁর বাড়িতে। যোয়াবের পিতার কবরের অবস্থান ছিল জেরুশালেমের নিকটে (২ শামু ২:৩২)।

২:৩৫ যিহোয়াদার পুত্র বনায়। ২ শামু ২৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন। ইমাম সাদোকের জন্য ১ শামু ২:৩৫; ২ শামু ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৩৬ এই স্থান থেকে বের হয়ে অন্য কোন স্থানে যেও না। জেরুশালেমে গৃহবন্দী করে রাখার কারণে বাদশাহ্‌ তালুতের অন্য কোন অবশিষ্ট অনুসারীর সাথে হাত করে শিমিয়ির সোলায়মানের রাজ্য দখল করার সম্ভাবনা অনেকটা কমে গিয়েছিল (আয়াত ৮ দেখুন)।

২:৩৯ মাখার পুত্র আখীশ নামে গাতীয় বাদশাহ্‌। গাত ছিল ফিলিস্তিনের অন্যতম প্রধান একটি নগরী (ইউসা ১৩:৩; ১ শামু ৬:১৬-১৭ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত বংশ পরম্পরায় গাত শাসন

BACIB International Bible CHURCH

মাবুদের কসম ও তোমাকে দেওয়া আমার হুকুম
কেন পালন কর নি? ৪৪ বাদশাহ্ শিমিয়িকে
আরও বললেন, আমার পিতা দাউদের প্রতি
তোমার কৃত যে সমস্ত নাফরমানীর বিষয়ে
তোমার মন সাক্ষ্য দেয়, তা তুমি জান; অতএব
মাবুদ তোমার সেই কাজের ফল তোমার মাথায়
বর্তাবেন। ৪৫ কিন্তু বাদশাহ্ সোলায়মানের উপর
দোয়া থাকবে হবে ও মাবুদের সম্মুখে দাউদের
সিংহাসন যুগ যুগ অক্ষুণ্ন থাকবে। ৪৬ পরে
বাদশাহ্ যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে হুকুম করলে
তিনি গিয়ে তাকে আক্রমণ করে হত্যা করলেন।
আর সোলায়মানের হাতে রাজ্য সুস্থির হল।

[২:৪৪] ২শামু ১৬:৫-১৩।
[২:৪৫] ২শামু ৭:১৩।
[২:৪৬] ২শামু ৮:১৮।
[৩:১] ১বাদশাহ্ ৭:৮; ১১:১-১৩।
[৩:১] ১বাদশাহ্ ৯:২৪; ২খান্দান ৮:১১।
[৩:২] লেবীয় ১৭:৩-৫; ২৬:৩০; দ্বি:বি ১২:১৪।
[৩:৩] দ্বি:বি ৬:৫; জবুর ৩১:২৩; ১৪৫:২০।
[৩:৪] ইউসা ৯:৩।

জ্ঞানের জন্য বাদশাহ্ সোলায়মানের মুনাজাত

৩ ১ সোলায়মান মিসরের বাদশাহ্
ফেরাউনের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলেন, তিনি
ফেরাউনের কন্যাকে বিয়ে করলেন এবং যে
পর্যন্ত তাঁর বাড়ি এবং মাবুদের গৃহ ও
জেরুশালেমের চারদিকের প্রাচীর-নির্মাণ সমাপ্ত
না করলেন, সেই পর্যন্ত তাঁকে দাউদ-নগরে এনে
রাখলেন। ২ আর লোকেরা নানা উচ্চস্থলীতে
কোরবানী করতো, কেননা সেই সময় পর্যন্ত
মাবুদের নামের উদ্দেশে গৃহ নির্মিত হয় নি।
৩ সোলায়মান মাবুদকে মহব্বত করতেন, তাঁর
পিতা দাউদের বিধি অনুসারে চলতেন, তবুও
উচ্চস্থলীতে কোরবানী করতেন ও ধূপ
জ্বালাতেন। ৪ একদিন বাদশাহ্ কোরবানী করার
জন্য গিবিয়োনে যান, কেননা সেই স্থানটি ছিল

করতেন মায়োক, ১ম আখীশ (১ শামু ২৭:২), মাখা ও ২য় আখীশ (এই আয়াতে); ১ শামু ২১:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৪৩ ৩৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৪৬ আক্রমণ করে হত্যা করলেন। বনায় কর্তৃক সম্পাদিত তৃতীয় হত্যাকাণ্ড (২৫, ৩৪ আয়াত দেখুন)। এর মধ্য দিয়ে বাদশাহ্ দাউদ তাঁর মৃত্যুর আগে সোলায়মানকে যে কাজগুলো করতে বলেছিলেন সেগুলো সুসম্পন্ন হল (৬, ৯ আয়াত দেখুন)।

৩:১ সোলায়মান মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউনের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলেন। আপাত দৃষ্টিতে এই বিয়ের মধ্য দিয়ে সোলায়মান ফেরাউন সিয়ামুনের (Siamun) সাথে মিত্রতা স্থাপন করলেন, যিনি একবিংশ মিসরীয় রাজবংশের শেষ ফেরাউনদের মধ্যে একজন ছিলেন। (সিয়ামুন ৯৭৮-৯৫৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মিসরের ফেরাউন ছিলেন)। এই মিত্রতা স্থাপনের মধ্য দিয়ে ইসরাইলের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গুরুত্ব ও শক্তির প্রতি মিসরের স্বীকৃতি প্রকাশ পেল (৭:৮; ৯:১৬, ২৪ দেখুন)। ১ বাদশাহ্ ৯:১৬ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ফেরাউন তার মেয়ের সাথে সোলায়মানের বিয়ে দেওয়ার সময় কেনানীয় নগর গেষর যৌতুক হিসেবে দান করেছিলেন। গেষরের অবস্থান ছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথের মধ্যবর্তী স্থানে। একটি ছিল গেষরের পশ্চিমে, যেটি মিসরের উত্তরাঞ্চল থেকে এসেছিল এবং তা মিসরের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অন্যটি ছিল গেষরের উত্তরে, যা জেরুশালেম থেকে শুরু হয়ে ভূমধ্যসাগর ও যাফো বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তাটি সোলায়মানের সমস্ত নির্মাণ কাজের সামগ্রী বহনের জন্য খুবই উপকারী ছিল। বিয়ের মধ্য দিয়ে এই মিত্রতা স্থানের ঘটনাটি সোলায়মান ও ফেরাউন উভয়ের জন্য বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সুফলজনক ছিল। এই বিয়ের নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি, তবে সম্ভবত সোলায়মানের রাজত্বের তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে এই ঘটনা ঘটে (২:৩৯ আয়াত দেখুন)। সোলায়মান তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বছরে বায়তুল মোকাদ্দস নির্মাণের কাজ শুরু করেন (৬:১) এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গেষর অঞ্চল অধিকারে থাকাটা তাঁর জন্য খুবই আবশ্যক ছিল।

ফেরাউনের কন্যাকে বিয়ে করলেন। সোলায়মান এর আগেই রহবিয়ামের মা নামাহকে বিয়ে করেছিলেন (১৪:২১, ৩১ আয়াত দেখুন) এবং সেই সাথে সম্ভবত তাঁর আরও স্ত্রী ছিল (১১:১-৩)। **দাউদ নগর।** পৃথক একটি প্রাসাদ নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত মিসরের রাজকন্যাকে এই পুরাতন প্রাসাদে সাময়িকভাবে বসবাসের জন্য রাখা হয় (২ শামু ৫:৭ দেখুন)। নতুন প্রাসাদটি নির্মাণ করতে প্রায় ২০ বছর সময় লেগে গিয়েছিল (৭:৮; ৯:১০; ২ খান্দান ৮:১১)।

৩:২ উচ্চস্থলী। কেনান দেশে প্রবেশ করার পর থেকে ইসরাইলীয়রা অনেক সময় কেনানীয়দের রীতি অনুসরণ করে উঁচু পর্বতের উপরে, সম্ভবত যেখানে বাল দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়া হতো সেখানে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী উৎসর্গ করতো। এই সমস্ত উঁচু স্থানে আল্লাহ্‌র এবাদত করা ও কোরবানী উৎসর্গ করার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি অনেক দিন ধরেই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। এটি স্পষ্ট যে, মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য পৌত্তলিকদের বেদী ও উঁচু স্থান ব্যবহার করা ইসরাইলীয়দের জন্য নিষিদ্ধ ছিল (শুমারী ৩৩:৫২; দ্বি.বি. ৭:৫; ১২:৩)। সেই সাথে এই বিষয়টিও স্পষ্ট যে, কোরবানগাহ্ শুধুমাত্র খোদায়ী অভিষিক্ত স্থানে নির্মাণ করা যেত (দ্বি.বি. ১২:৫,৮,১৩-১৪ দেখুন)। তবে এটি স্পষ্ট নয় যে, উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুসারে এই কোরবানগাহ্‌গুলো ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কি না (১৯:১০,১৪; লেবীয় ২৬:৩০-৩১; দ্বি.বি. ১২; ১ শামু ৯:১২ দেখুন)। তবে আপাত দৃষ্টিতে ধারণা করা যায় যে, বাদশাহ্ সোলায়মানের সময়েও পৌত্তলিকদের এই উচ্চস্থলীগুলো মাবুদের এবাদত করার স্থান হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় নি। এর ফলে রাজ্যে দেখা দেয় ধর্মচ্যুতি ও ঈমানহীনতার প্রাদুর্ভাব এবং তাতে করে ইসরাইল জাতির উপরে আল্লাহ্‌র ক্রোধ নেমে আসে (২ বাদশাহ্ ১৭:৭-১৮; ২১:২-৯; ২৩:৪-২৫)। কেননা সেই সময় পর্যন্ত মাবুদের নামের উদ্দেশে গৃহ নির্মিত হয় নি। এবাদতখানা নির্মাণের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে এবাদত ও কোরবানী উৎসর্গ করাকে খুব স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে দেখা হতো (কাজী ৬:২৪; ১৩:১৯; ১ শামু ৭:১৭; ৯:১২-১৩)। *মাবুদের নামের উদ্দেশে* দ্বি.বি. ১২:৫; জবুর ৫:১১ আয়াত দেখুন।

৩:৩ তবুও উচ্চস্থলীতে কোরবানী করতেন ও ধূপ জ্বালাতেন। সোলায়মানের রাজত্বের অন্যতম বড় এটি ভুল ছিল এই যে, তিনি নির্দিষ্ট ও অভিষিক্ত স্থানে মাবুদের এবাদত ও কোরবানী উৎসর্গ করার মূসায়ী শরীয়ত যথাযথভাবে পালন করেন নি।

৩:৪ গিবিয়োন। কেনান দেশ অধিকার করার সময় গিবিয়োনীয়রা ইউসা ও ইসরাইল জাতির সাথে শান্তি চুক্তি করে

প্রধান উচ্চস্থলী, সোলায়মান সেখানকার
কোরবানগাহে এক হাজার পোড়ানো-কোরবানী
করলেন। ৫ গিবিয়োনে মাবুদ রাতের বেলায়
স্বপ্নযোগে সোলায়মানকে দর্শন দিলেন। আল্লাহ্‌
বললেন, যাচ্‌ঞা কর, আমি তোমাকে কি দেব?
৬ সোলায়মান বললেন, তোমার গোলাম আমার
পিতা দাউদ বিশ্বস্ততায়, ধার্মিকতায় ও তোমার
উদ্দেশে হৃদয়ের সরলতায় তোমার সাক্ষাতে
যেমন চলতেন, তুমি তাঁর প্রতি তদনুরূপ অটল
মহব্বত দেখিয়েছ, আর তাঁর প্রতি এই অটল
মহব্বত প্রকাশ করেছ যে তাঁর সিংহাসনে বসবার
জন্য একটি পুত্র তাঁকে দিয়েছ, যেমন আজ
রয়েছে। ৭ এখন, হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্‌, তুমি
আমার পিতা দাউদের পদে তোমার এই
গোলামকে বাদশাহ্‌ করলে; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র
বালকমাত্র, বাইরে যেতে ও ভিতরে আসতে জানি
না। ৮ আর তোমার গোলাম তোমার মনোনীত
লোকদের মধ্যে রয়েছে, তারা একটি মহাজাতি,
আর তারা সংখ্যায় এত বেশি যে, তাদের গণনা
করা যায় না। ৯ অতএব তোমার লোকদের বিচার
করতে ও কোনটি সঠিক বা কোনটি ভুল তা
জানতে তোমার এই গোলামকে বুঝবার জ্ঞান
দাও; কারণ তোমার এমন মহা লোকবৃন্দের
বিচার করা কার সাধ্য?

[৩:৫] মথি ২৭:১৯। [৩:৬] পয়দা ১৭:১। [৩:৭] শুমারী ২৭:১৭; ১খান্দান ২২:৫; ২৯:১; ইয়ার ১:৬। [৩:৮] পয়দা ১২:২; ১৫:৫; ১খান্দান ২৭:২৩। [৩:৯] ২শামু ১৪:১৭; ইয়াকুব ১:৫। [৩:১১] ইয়াকুব ৪:৩। [৩:১২] ২শামু ১৪:২০; ১বাদশাহ্‌ ৪:২৯, ৩০, ৩১; ৫:১২; ১০:২৩; হেদা ১:১৬। [৩:১৩] ১বাদশাহ্‌ ১০:২৩; ২খান্দান ৯:২২; নহি ১৩:২৬। [৩:১৪] ১বাদশাহ্‌ ৯:৪; জবুর ২৫:১৩; ১০১:২; ১২৮:১; মেসাল ৩:১-২, ১৬। [৩:১৫] পয়দা

১০ সোলায়মান এই বিষয় যাচ্‌ঞা করলেন
দেখে তা প্রভুর দৃষ্টিতে তা তুষ্টিকর হল। ১১ আর
আল্লাহ্‌ তাঁকে বললেন, তুমি এই বিষয় যাচ্‌ঞা
করেছ, নিজের জন্য দীর্ঘায়ু যাচ্‌ঞা কর নি,
নিজের জন্য ঐশ্বর্য যাচ্‌ঞা কর নি এবং তোমার
দুশমনদের প্রাণ যাচ্‌ঞা কর নি; কিন্তু সুবিচার
করবার জন্য বুঝবার ক্ষমতা যাচ্‌ঞা করেছ;
১২ এই কারণ দেখ, আমি তোমার কথা
অনুসারেই করলাম। দেখ, আমি তোমার অন্তরে
এমন জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি দিলাম যে, তোমার
আগে তোমার মত কেউ হয় নি এবং পরেও
তোমার মত কেউ জন্ম লাভ করবে না।
১৩ আবার তুমি যা যাচ্‌ঞা কর নি তাও তোমাকে
দিলাম, এমন ঐশ্বর্য ও গৌরব দিলাম যে,
তোমার জীবনকালে বাদশাহ্‌দের মধ্যে কেউ
তোমার মত হবে না। ১৪ আর তোমার পিতা
দাউদ যেমন চলতো, তেমনি তুমি যদি আমার
সমস্ত হুকুম ও আমার সমস্ত বিধি পালন করতে
আমার পথে চল, তবে আমি তোমার আয়ু দীর্ঘ
করবো।
১৫ পরে সোলায়মান ঘুম থেকে জেগে
উঠলেন, আর দেখ, সেটি স্বপ্ন। পরে তিনি
জেরুশালেমে গিয়ে মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুকের
সম্মুখে দাঁড়িয়ে পোড়ানো-কোরবানী ও মঙ্গল-

পরে আবার তা ভঙ্গ করে (ইউসা ৯:৩-২৭ দেখুন)। পরবর্তীতে এই নগরটি বিন্‌ইয়ামীনীয় গোষ্ঠীকে দেওয়া হয় এবং এর পরে তা লেবীয়দের জন্য পৃথক করে রাখা হয় (ইউসা ১৮:২৫; ২১:১৭)। বাদশাহ্‌ তালুতের সাত বংশধরকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে গিবিয়োনীয়রা এই শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করায় দাউদ তাদের উপরে প্রতিশোধ নেন (২ শামু ২১:১-৯ দেখুন)।

প্রধান উচ্চস্থলী। গিবিয়োনের এই তাৎপর্যের কারণ ছিল সেখানকার শরীয়ত তাঁবু ও পোড়ানো কোরবানীর কোরবানগাহ্‌ (১ খান্দান ২১:২৯; ২ খান্দান ১:২-৬ দেখুন)। ফিলিস্তিনীদের দ্বারা শীলোহ ধ্বংস হওয়ার পর নিশ্চয়ই এগুলো উদ্ধার করা হয়েছিল (১ শামু ৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:৫ স্বপ্নযোগে। পুরাতন নিয়মের অন্যান্য স্থানে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রত্যাদেশ বা দর্শন লাভের ঘটনা দেখা যায় (পয়দা ২৮:১২; ৩১:১১; ৪৬:২; শুমারী ১২:৬; কাজী ৭:১৩; দানিয়াল ২:৪; ৭:১), সেই সাথে ইঞ্জিল শরীফেও দেখা যায় (যেমন মথি ১:২০; ২:১২, ২২, ইত্যাদি)।

৩:৬ অটল মহব্বত। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে অনেক সময় আল্লাহ্‌র চুক্তির অনুগ্রহ বোঝানো হয়ে থাকে (২ শামু ৭:১৫; জবুর ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। দাউদের প্রতি চুক্তির ওয়াদা রক্ষার জন্য সোলায়মান মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছেন (২ শামু ৭:৮-১৬)। তাঁর সিংহাসনে বসবার জন্য একটি পুত্র তাঁকে দিয়েছ। ২ শামু ২২:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৭ আমি ক্ষুদ্র বালকমাত্র। বাদশাহ্‌ দাউদের ৪০ বছরের রাজত্বের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে সোলায়মানের জন্ম হয়, অর্থাৎ সোলায়মান যখন রাজত্ব হাতে পান তখন তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর (২:১১-১২ দেখুন) এবং তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট ঘাটতি ছিল (ইয়ার ১:৬)।

৩:৮ মহাজাতি, আর তারা সংখ্যায় এত বেশি যে, তাদের গণনা করা যায় না। মিসরে একটি ক্ষুদ্র পরিবার থেকে শুরু করে (পয়দা ৪৬:২৬-২৭; দ্বি.বি. ৭:৭) ইসরাইলীয়রা এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছিল যা ইব্রাহিমের কাছে (পয়দা ১৩:১৬; ২২:১৭-১৮) এবং ইয়াকুবের কাছে (পয়দা ৩২:১২) আল্লাহ্‌র কৃত ওয়াদার পরিপূর্ণতা সাধনের খুব কাছে চলে গিয়েছিল। ৪:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৯ বুঝবার জ্ঞান। এই অংশটির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে একটি ঘটনার সমস্ত দিক বিবেচনা করে ন্যায্য ও জ্ঞানপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা – সাধারণত প্রাচীন কালে মধ্য প্রাচ্যে উত্তম বাদশাহ্‌ ও শাসকদের জন্য এটি একটি আবশ্যকীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হতো (ইশা ১১:২-৫)।

৩:১১ দীর্ঘায়ু ... ঐশ্বর্য ... তোমার দুশমনদের প্রাণ। সাধারণত মধ্য প্রাচ্যের বাদশাহ্‌ ও সম্রাটেরা যে ধরনের জিনিস প্রত্যাশা করতেন।

৩:১২ তোমার আগে তোমার মত কেউ হয় নি এবং পরেও তোমার মত কেউ জন্ম লাভ করবে না। ৪:২৯-৩৪; ১০:১-১৩ দেখুন।

৩:১৩ তুমি যা যাচ্‌ঞা কর নি তাও তোমাকে দিলাম। লূক ১২:৩১ আয়াতে ঈসা মসীহের ওয়াদা দেখুন।

৩:১৪ তুমি যদি আমার সমস্ত হুকুম ... আয়ু দীর্ঘ করবো। দ্বি.বি. ৬:২; ১৭:২০; ২২:৭ আয়াতের প্রতিধ্বনি। দুর্ভাগ্যবশত দাউদ যেভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াদার চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন সেভাবে সোলায়মান বিশ্বস্ত থাকতে পারেন নি (১১:৬) এবং তাঁর আয়ু ৬০ বছরের বেশি দীর্ঘায়িত হয় নি (৭ আয়াতের নোট দেখুন; এ প্রসঙ্গে ১১:৪২ আয়াত দেখুন)।

৩:১৫ মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক। ৬:১৯; ২ শামু ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB
International Bible CHURCH

অবীশগ

অবীশগ নামের অর্থ, ভুলের পিতা অথবা পিতা আশ্চর্য। শূনেমীয়া এক যুবতী, যে তার সৌন্দর্যের জন্য সুপরিচিত ছিল। সে এত সুন্দর ছিল যে, বর্তমান দিনে সে হয়তো মিস ওয়ার্ল্ড এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে এটা সত্যি যে, সে সেই সময়ে মিস ইসরাইল ছিল এবং রাজ দরবার তার বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল। তাই বাদশাহ্‌ দাউদের বৃদ্ধ বয়সে তাঁর সেবা করার জন্য যখন একজনকে খোঁজা হচ্ছিল তখন তার কথাই সামনে চলে আসে এবং অবশেষে তাকে রাজ প্রসাদে নিয়ে আসা হয়। বাদশাহ্‌ তখন খুব বৃদ্ধ হলেও যেহেতু বাদশাহ্‌র শরীর তার শরীরের উষ্ণতায় উষ্ণ করে তোলবার কাজ দেওয়া হয়েছিল, তাই তার সঙ্গে দাউদের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে সে বাদশাহ্‌ দাউদের স্ত্রী হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ১:৩,৪, ১৫)। কিন্তু সে দাউদের স্ত্রী হলেও দাউদ তার সঙ্গে সহবাস করেন নি। বাদশাহ্‌র বৃদ্ধ বয়েসে যখন রাজপ্রাসাদে রাজ সিংহাসন নিয়ে রাজনীতি চলছিল তখন অবীশগও ক্ষমতার পালাপদলে একজন ভূমিকা গ্রহণকারী হয়ে ওঠেছিল।

বাদশাহ্‌ দাউদের মৃত্যুর আগেই সোলায়মান সিংহাসনে বসেছিলেন। আর দাউদের মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আদোনিয় অবীশগকে বিয়ে করার জন্য বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মায়ের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল। এটাও একটা রাজনীতির খেলা ছিল কিন্তু বৎশেবা তা বুঝতে পারেন নি। সোলায়মানের মা বৎশেবা এই অনুরোধ সোলায়মানকে করেছিলেন যেন অবীশগকে অদোনিয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু অদোনিয়ের বদমতলব বুঝতে পেরে সোলায়মান অদোনিয়কে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২:১৭-২৫)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- দৃশ্যত বাদশাহ্‌ দাউদের সেবিকা হিসাবেই দয়া ও অনুগ্রহের সঙ্গে নীরবে তাঁর সেবা-যত্ন করেছিল।
- দাউদ সোলায়মানকে বাদশাহ্‌ করার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন সে তার একজন সাক্ষী ছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- অন্যেরা আমাদের অবমূল্যায়ন করতেই পারে বা যে মর্যদায় দেখা দরকার সেভাবে নাও দেখতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌ সঠিক সময়ে সঠিক ভাবেই মূল্যায়ন করে থাকেন।
- আমরা প্রায়ই আমাদের জীবনের কোন কোন ঘটনার সামান্যতম কোন দিক নিয়েই গুরুত্ব দিয়ে থাকি কিন্তু কোন কোন সময় জীবনের সেই ছোট অংশই আল্লাহ্‌র মহান পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** শুনেম
- **কাজ:** বাদশাহ্‌ দাউদের সেবিকা ও সঙ্গী
- **সমসাময়িক:** বৎসেবা, নবী নাথন, সোলায়মান ও আদোনীয়।

মূল আয়াত: "সেই যুবতী খুব সুন্দরী ছিল, আর সে বাদশাহ্‌র সেবা-যত্ন ও তাঁর পরিচর্যা করতো কিন্তু বাদশাহ্‌ তার পরিচয় নিলেন না" (১ বাদশাহ্‌ ১:৪)

১ বাদশাহ্‌ ১:১-৪; ২ বাদশাহ্‌ ১৩-২৪ অধ্যায়ে অবীশগের কথা পাওয়া যায়।

কোরবানী করলেন এবং তাঁর সমস্ত গোলামের
জন্য একটি ভোজ দিলেন।

বাদশাহ্ সোলায়মানের বিজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য

[16] সেই সময়ে দু'জন পতিতা স্ত্রীলোক
বাদশাহ্‌র কাছে এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালো।
[17] একটি স্ত্রীলোক বললো, হে আমার প্রভু, আমি
ও এই স্ত্রীলোকটি উভয়ে একটি ঘরে থাকি এবং
সে যখন ঘরে ছিল তখন আমি একটি পুত্র প্রসব
করি। [18] আমার প্রসবের পর তিন দিনের দিন
এই স্ত্রীলোকটিও একটি পুত্র প্রসব করলো; তখন
আমরা একত্রে ছিলাম, ঘরে আমাদের সঙ্গে কোন
অন্য লোক ছিল না, কেবল আমরা দু'জন ঘরে
ছিলাম। [19] আর রাতে এই স্ত্রীলোকটির সন্তানটি
মারা গেল, কারণ সে তার সন্তানের উপরে শয়ন
করেছিল। [20] তাতে সে মাঝ রাতে উঠে যখন
আপনার বাঁদী আমি ঘুমিয়ে ছিলাম তখন আমার
পাশ থেকে আমার সন্তানটিকে নিয়ে নিজের
কোলে শুইয়ে রাখল এবং নিজের মৃত সন্তানটিকে
আমার কোলে শুইয়ে রাখল। [21] খুব ভোরে আমি
আমার সন্তানটিকে বুকের দুধ দিতে উঠলাম,
আর দেখলাম ছেলেটি মৃত; কিন্তু সকালে তার
প্রতি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম সে আমার
গর্ভের সন্তান নয়। [22] অন্য স্ত্রীলোকটি বললো,
না, জীবিত সন্তান আমার, মৃত সন্তান তোমার।
প্রথম স্ত্রী বললো, না, না, মৃত সন্তান তোমার,
জীবিত সন্তান আমার। এভাবে তারা দু'জনে
বাদশাহ্‌র সম্মুখে বাদানুবাদ করতে লাগল।
[23] তখন বাদশাহ্ বললেন, এক জন বলছে,
এই জীবিত সন্তান আমার, মৃত সন্তান তোমার;
অন্য জন বলছে, না মৃত সন্তান তোমার, জীবিত
সন্তান আমার। [24] পরে বাদশাহ্ বললেন, আমার
কাছে একটা তলোয়ার আন। তাতে বাদশাহ্‌র
কাছে তলোয়ার আনা হল। [25] বাদশাহ্ বললেন,
এই জীবিত ছেলেটিকে দুই খণ্ড করে ফেল এবং
এক জনকে অর্ধেক ও অন্য জন্যকে অর্ধেক
দাও। [26] তখন জীবিত ছেলেটি যার সন্তান, সেই
স্ত্রীলোকটি সন্তানের জন্য তার অন্তঃকরণ ব্যাকুল
হওয়াতে বাদশাহ্‌কে বললো, হে আমার প্রভু,
আরজ করি, জীবিত ছেলেটি ওকে দিয়ে দিন,
ছেলেটিকে কোন মতে হত্যা করবেন না। কিন্তু
অপর জন বললো, সে আমারও না হোক,
তোমারও না হোক, দুই খণ্ড কর। [27] তখন
বাদশাহ্ জবাবে বললেন, জীবিত ছেলেটি ওকে
দাও, কোন মতে হত্যা করো না; সে ঐ
ছেলেটির মা। [28] বাদশাহ্ বিচারের যে নিষ্পত্তি
করলেন, তা শুনে সমস্ত ইসরাইলদের মনে
বাদশাহ্ সম্পর্কে ভয় জেগে উঠলো; কেননা
তারা দেখতে পেল, বিচার করার জন্য তাঁর
অন্তরে আল্লাহ্‌দত্ত জ্ঞান আছে।

বাদশাহ্ সোলায়মানের কর্মকর্তারা

৪ [1] বাদশাহ্ সোলায়মান সমগ্র ইসরাইলে
রাজত্ব করতেন। [2] তাঁর প্রধান কর্মকর্তাদের
নাম এই– সাদোকের পুত্র অসরিয় ইমাম;
[3] শীশার পুত্র ইলীহোরফ ও অহিয় লেখক;
অহীলুদের পুত্র যিহোশাফট ইতিহাস লেখক;
[4] আর যিহোয়াদার পুত্র বনায় সেনাপতি এবং

২৮:১৬।

[৩:১৫] ইষ্টের ১:৩, ৯; ২:১৮; ৫:৮; ৬:১৪; ৯:১৭; দানি ৫:১।

[৩:২৬] জবুর ১০২:১৩; ইশা ৪৯:১৫; ৬৩:১৫; ইয়ার ৩:১২; ৩১:২০; হোশেয় ১১:৮।

[৩:২৮] ২শামু ১৪:২০; কল ২:৩।

[৪:২] ১বাদশাহ ১২:৬; আইউ ১২:১২।

[৪:৩] ২শামু ৮:১৭।

[৪:৪] ২শামু ৮:১৮।

মঙ্গল-কোরবানী। ১ শামু ১১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১৬ দু'জন পতিতা স্ত্রীলোক বাদশাহ্‌র কাছে এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালো। সম্ভবত ইসরাইলীয়রা (এবং উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা) নিম্ন পর্যায়ের বিচার ব্যবস্থা এড়িয়ে গিয়ে (দ্বি.বি. ১৬:১৮) সরাসরি বাদশাহ্‌র কাছে বিচার নিয়ে আসতে পারত (২ বাদশাহ্ ৮:৩; ২ শামু ১৫:২ দেখুন)।

৩:১৭ উভয়ে একটি ঘরে থাকি। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন নগরে পতিতালয়ের অবস্থান একটি সাধারণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো।

৩:২৫ জীবিত ছেলেটিকে দুই খণ্ড করে ফেল। যদিও বাদশাহ্ সোলায়মান তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের পরিচায়ক হিসেবে এই রাজকীয় আদেশ দান করেছিলেন, তথাপি তিনি এর মধ্য দিয়ে যেমন এই জটিল বিচার কার্য নিখুঁতভাবে সম্পাদন করেছিলেন, তেমনি পরবর্তী সময়ে তাঁর মূর্খতার ফল হিসেবে যা ঘটতে চলেছে তার আভাস দিয়েছিলেন। কিতাবের পরবর্তী অংশে আমরা দেখতে পাই যে, সোলায়মানের বিপথগামিতার কারণে আল্লাহ্ অখণ্ড ইসরাইল সাম্রাজ্যকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলে একটি খণ্ডের শাসনভার সোলায়মানের উপর ন্যস্ত করেন এবং অপর খণ্ডে শাসক হিসেবে ইয়ারাবিমকে বসান (১১:৯-১৩ দেখুন)। কিতাবুল মোকাদ্দসের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই দুটি রাজ্যকে অনেক সময় দুই পতিতার সাথে তুলনা করা হয় (আয়াত ১৬ দেখুন; আরও দেখুন ইয়ার ৩:৬-১২; উযায়ের ১৬:১৫-৪৬; ২৩:৩-৫; হোসিয়া ১:২ আয়াতের নোট)।

৩:২৮ কেননা তারা দেখতে পেল, বিচার করার জন্য তাঁর অন্তরে আল্লাহ্‌দত্ত জ্ঞান আছে। এই ঘটনাটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিল যে, বুঝবার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কামনা করে সোলায়মান যে মুনাজাত আল্লাহ্‌র কাছে করেছিলেন, আল্লাহ্ তার উত্তর দান করেছেন (আয়াত ৯, ১২)।

৪:১ সমগ্র ইসরাইলে রাজত্ব করতেন। সোলায়মান তাঁর পিতা দাউদের মত একটি অবিভক্ত রাজ্যের উপরে শাসন পরিচালনা করতেন (২ শামু ৮:১৫ দেখুন)।

৪:২ পুত্র। ২ শামু ১৫:২৭ ও ১ খান্দান ৬:৮-৯ আয়াত অনুসারে অসরিয় ছিলেন অহীমসের পুত্র এবং সাদোকের প্রপৌত্র (২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত সাদোকের পুত্র অহীমস মারা যাওয়ায় সাদোকের পরে পদাভিষিক্ত হন তার নাতি অসরিয়।

সাদোক। ২:২৭, ৩৫ আয়াত দেখুন।

৪:৩ শীশা। ২ শামু ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। লেখক। ২ শামু ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

অহীলুদের পুত্র যিহোশাফট। তিনি দাউদের রাজদরবারে কাজ করেছিলেন (২ শামু ৮:১৬)।

ইতিহাস লেখক। ২ শামু ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৪ বনায়। যোয়াবের স্থানে তিনি সেনাপতি হিসেবে

সাদোক ও অবিয়াথর ইমাম; [৫] এবং নাথনের পুত্র
অসরিয় কর্মকর্তাদের প্রধান ও নাথনের পুত্র
সাবূদ ইমাম ও বাদশাহ্‌র বন্ধু ছিলেন। [৬] আর
অহীশার বাড়ির নেতা এবং অব্দের পুত্র
অদোনীরাম বাদশাহ্‌র কর্মাধীন গোলামদের নেতা
ছিলেন।
[৭] আর সমস্ত ইসরাইলে সোলায়মানের নিযুক্ত
বারো জন কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁরা বাদশাহ্‌ ও
রাজপ্রাসাদের জন্য খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন
করতেন; বছরের মধ্যে এক এক মাসের জন্য
আয়োজন করার ভার এক এক জনের উপরে
ন্যস্ত ছিল। [৮] তাঁদের নাম এরকম: পর্বতময়
আফরাহীম প্রদেশে বিন্‌হূর। [৯] মাকসে,
শালবীমে, বৈৎ-শেমশে ও এলোন-বৈৎহাননে বিন্‌-
দেকর। [১০] অরুব্বোতে বিন্‌-হেষদ; সোখো ও
হেফর প্রদেশের সমস্ত জায়গা তাঁর অধীন ছিল।
[১১] সমস্ত দোর পাহাড়ী এলাকাটা বিন্‌-
অবীনাদবের অধীন ছিল; তিনি সোলায়মানের
কন্যা টাফৎকে বিয়ে করেন। [১২] তানকে ও
মগিদ্দোতে এবং সর্তনের কাছে ও যিষ্রিয়েলের
নিম্নে অবস্থিত সমস্ত বৈৎ-শানে, অর্থাৎ বৈৎ-শান
থেকে আবেল-মহোলা ও যক্‌মিয়ামের পার পর্যন্ত
অহীলূদের পুত্র বানা। [১৩] রামোৎ-গিলিয়দে বিন্‌-
গেবর; গিলিয়দস্থ মানশা-সন্তান যায়ীরের সমস্ত
গ্রাম এবং বাশনস্থ অর্গোব অঞ্চল, প্রাচীরবেষ্টিত
ও ব্রোঞ্জের অর্গলবিশিষ্ট ষাটটি বড় নগর তাঁর
অধীন ছিল। [১৪] মহনয়িমে ইদ্দোর পুত্র
অহীনাদব। [১৫] নপ্তালিতে অহীমাস; তিনিও
সোলায়মানের এক কন্যা, বাসমৎকে বিয়ে
করেন। [১৬] আশেরে ও বালোতে হূশয়ের পুত্র
বানা। [১৭] ইষাখরে পারূহের পুত্র যিহোশাফট।
[১৮] বিন্যামীনে এলার পুত্র শিমিয়ি। [১৯] গিলিয়দ
দেশে অর্থাৎ আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোনের ও
বাশনের বাদশাহ্‌ উজের দেশে ঊরির পুত্র গেবর;
সেই দেশে তিনিই একমাত্র কর্মকর্তা ছিলেন।

রাজপ্রাসাদের প্রত্যেক দিনের খাবার

[২০] এহুদা ও ইসরাইলের লোকসংখ্যা
সমুদ্রতীরস্থ বালুকণার মত বহুসংখ্যক ছিল, তারা
ভোজন পান করতো ও সুখী ছিল। [২১] আর
(ফোরাত) নদী থেকে ফিলিস্তিনীদের দেশ ও
মিসরের সীমা পর্যন্ত যাবতীয় রাজ্যে সোলায়মান
কর্তৃত্ব করতেন; সোলায়মানের সমস্ত জীবনকালে
তারা তাঁকে উপঢৌকন দিত এবং তাঁর সেবা
করতো।

[৪:৬] পয়দা ৪১:৪০। [৪:৮] ইউসা ২৪:৩৩। [৪:৯] কাজী ১:৩৫। [৪:১০] ইউসা ১৫:৩৫। [৪:১১] ইউসা ১১:২। [৪:১২] ইউসা ১৭:১১। [৪:১৩] শুমারী ৩২:৪১। [৪:১৪] ইউসা ১৩:২৬। [৪:১৫] ২শামু ১৫:২৭। [৪:১৬] ২শামু ১৫:৩২। [৪:১৮] ১বাদশাহ্‌ ১:৮। [৪:১৯] দ্বি:বি ৩:৮-১০; ইউসা ১২:৪। [৪:২০] পয়দা ১২:২; ৩২:১২। [৪:২১] ২খান্দান ৯:২৬; উজা ৪:২০;

স্থলাভিষিক্ত হন (২:৩৫; ২ শামু ৮:১৮ দেখুন)।

সাদোক ও অবিয়াথর। সোলায়মানের রাজত্বের শুরুতে অবিয়াথরকে নির্বাসনে পাঠানো হয় (২:২৭, ৩৫) এবং সাদোকের পরে তার নাতি অসরিয় পদাভিষিক্ত হয় (আয়াত ২)।

৪:৫ নাথন। সম্ভবত নবী নাথন (১:১১) কিংবা দাউদের পুত্র (২ শামু ৫:১৪)।

কর্মকর্তা। আয়াত ৭-১৯ দেখুন।

ইমাম। ২ শামু ৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

বাদশাহ্‌র বন্ধু। ২ শামু ১৫:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৬ বাড়ির নেতা। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামায় প্রায়শ ব্যবহৃত হয়েছে এমন একটি বিশেষ পদ সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের অন্য কোন স্থানে এই প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় (১ বাদশাহ্‌ ১৬:৯; ১৮:৩; ২ বাদশাহ্‌ ১৮:১৮, ৩৭; ১৯:২)। সম্ভবত এই পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ ছিল রাজপ্রাসাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং বাদশাহ্‌র সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করা।

অদোনীরাম। শুধুমাত্র যে সোলায়মানের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছেন তা নয়, বরং সেই সাথে তিনি এর আগে দাউদের অধীনেও কাজ করেছেন (২ শামু ২০:২৪) এবং তার পরে রহবিয়াম দায়িত্ব পালন করেছেন (১ বাদশাহ্‌ ১২:১৮)।

কর্মাধীন গোলাম। ৯:১৫; ২ শামু ২০:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৭ সোলায়মানের নিযুক্ত বারো জন কর্মকর্তা ছিলেন। বারো জন কর্মকর্তা বারোটি প্রদেশের উপরে নিযুক্ত ছিলেন। তবে এই বারোটি প্রদেশ বারোটি গোষ্ঠীর অধিকৃত অঞ্চল বোঝায় না, কারণ কৃষিকাজের দিক থেকে এই বারোটি গোষ্ঠীর ব্যাপ্তির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। কিন্তু সোলায়মানের এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ইসরাইলের বারো গোষ্ঠীর সীমানা লঙ্ঘন করে এবং গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার আদিম প্রতিযোগিতা ও দলাদলিকে জাগিয়ে তোলে, যা পরবর্তীতে অখণ্ড ইসরাইল রাজ্য বিভক্ত করার মত পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৪:৮ বিন্‌-হূর। হিব্রু ভাষায় ‘বিন’ নামের অর্থ “অমুকের পুত্র”।

৪:১১ বিন্‌-অবীনাদব। খুব সম্ভবত দাউদের ভাই অবীনাদবের ছেলে (১ শামু ১৬:৮; ১৭:১৩ দেখুন), যিনি সোলায়মানের খুব কাছের জ্ঞাতি ভাই ছিলেন (সেই সাথে তিনি সোলায়মানের জামাতাও ছিলেন)।

৪:১২ অহীলূদের পুত্র বানা। সম্ভবত ইতিহাস লেখক যিহোশাফটের একজন ভাই (আয়াত ৩)।

৪:১৬ হূশয়ের পুত্র বানা। সম্ভবত দাউদের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হূশয়ের পুত্র (২ শামু ১৫:২১, ৩৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:১৮ এলার পুত্র শিমিয়ি। সম্ভবত ১:৮ আয়াতে এই শিমিয়ির কথাই বলা হয়েছে।

৪:২০ সমুদ্রতীরস্থ বালুকণার মত বহুসংখ্যক ছিল। ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে দেখুন আয়াত ২৯; পয়দা ২২:১৭; ২ শামু ১৭:১১; ইশা ১০:২২; ইয়ার ৩৩:২২; হোসিয়া ১:১০; এ প্রসঙ্গে দেখুন পয়দা ৪১:৪৯; ইউসা ১১:৪; কাজী ৭:১২; জবুর ৭৮:২৭।

তারা ভোজন পান করতো ও সুখী ছিল। তৎকালে এহুদা ও ইসরাইল সমৃদ্ধশালী জাতি ছিল (৫:৪ দেখুন)।

৪:২১ ফোরাত নদী থেকে ফিলিস্তিনীদের দেশ ও মিসরের সীমা পর্যন্ত। ইব্রাহিমের কাছে যেমন ওয়াদা করা হয়েছিল ঠিক সে অনুসারেই সোলায়মানের রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছিল (২ শামু ৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। তবে ইদোম (১১:১৪-২১) ও দামেস্কে (১১:২৩-২৫ আয়াতে) বিদ্রোহ ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল।

উপঢৌকন দিত। ইসরাইলের সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরেও যে সমস্ত রাজ্য দাউদ যুদ্ধে জয় করেছিলেন সেগুলোর লোকেরা সোলায়মানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত (জবুর ২:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২ সোলায়মানের প্রত্যেক দিনের আয়োজনীয়
দ্রব্য ছিল এই: ত্রিশ কোর মিহি সুজি ও ষাট
কোর ময়দা; ২৩ দশটা পুষ্ট গরু ও মাঠ থেকে
আনা কুড়িটা গরু ও এক শত ভেড়া; এছাড়া
হরিণ, মৃগী, কালসার ও পুষ্ট পাখি। ২৪ ফলে,
তিনি তিপ্‌সহ থেকে গাজা পর্যন্ত (ফোরাত) নদীর
এই পারস্থ সমস্ত দেশের, নদীর এই পারস্থ সকল
বাদশাহ্‌র উপরে কর্তৃত্ব করতেন; আর তাঁর
চারদিকের সমস্ত অঞ্চলে শান্তি ছিল।
২৫ সোলায়মানের সমস্ত রাজত্বকালে দান থেকে
বের্-শেবা পর্যন্ত এহুদা ও ইসরাইল প্রত্যেকে
যার যার আঙ্গুরলতা ও নিজ নিজ ডুমুর গাছের
তলে নির্ভয়ে বাস করতো। ২৬ সোলায়মানের
রথের জন্য চল্লিশ হাজার আস্তাবল ও বারো
হাজার ঘোড়সওয়ার ছিল। ২৭ আর বাদশাহ্‌
সোলায়মানের জন্য ও বাদশাহ্‌ সোলায়মানের
সঙ্গে ভোজনকারীদের জন্য সেই কর্মকর্তারা
প্রত্যেকে যার যার নির্ধারিত মাসে খাদ্য দ্রব্যের
আয়োজন করতেন, কিছুরই ত্রুটি করতেন না।
২৮ তাঁরা প্রত্যেক জন স্ব স্ব কার্যভার অনুসারে
ঘোড়া ও দ্রুতগামী বাহনগুলোর জন্য যথাস্থানে
যব ও ঘাস আনতেন।

জবুর ৭২:১১; মাতম ১:১।
[৪:২২] ১বাদশাহ্‌ ১০:৫।
[৪:২৩] নহি ৫:১৮।
[৪:২৪] ২বাদশাহ্‌ ১৫:১৬।
[৪:২৫] দ্বি:বি ৮:৮; যেয়েল ২:২২; মীখা ৪:৪; জাকা ৩:১০।
[৪:২৬] দ্বি:বি ১৭:১৬।
[৪:২৯] ১বাদশাহ্‌ ৩:১২।
[৪:৩০] পয়দা ২৫:৬; কাজী ৬:৩; দানি ১:২০; মথি ২:১।
[৪:৩১] ১বাদশাহ্‌ ৩:১২।
[৪:৩২] মেসাল ১:১; ১০:১; ২৫:১; হেদা ১২:৯।
[৪:৩৩] লেবীয় ১৪:৪৯।
[৪:৩৪] ২খান্দান ৯:২৩।
[৫:১] ২শামু ৫:১১।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের জ্ঞানের সুনাম

২৯ আর আল্লাহ্‌ সোলায়মানকে বিপুল জ্ঞান ও
সুক্ষ্মবুদ্ধি এবং সমুদ্রতীরস্থ বালুকণার মত
অন্তরের বিস্তীর্ণতা দিলেন। ৩০ তাতে পূর্বদেশের
সমস্ত লোকের জ্ঞান ও মিসরীয়দের যাবতীয়
জ্ঞান থেকে সোলায়মানের বেশি জ্ঞান হল।
৩১ ফলে, তিনি সকল লোক থেকে জ্ঞানবান,
ইষ্রাহীয় এথন এবং মাহোলের পুত্র হেমন,
কল্‌কোল ও দর্দা, এঁদের থেকেও বেশি জ্ঞানবান
হলেন। চারদিকের সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর
সুখ্যাতি হল। ৩২ তিনি তিন হাজার প্রবাদ বাক্য
বলতেন ও তাঁর এক হাজার পাঁচটি গজল ছিল।
৩৩ আর তিনি লেবাননের এরস গাছ থেকে
প্রাচীরের গাত্রে উৎপন্ন এসোব ঘাস পর্যন্ত
গাছগুলোর বর্ণনা করতেন এবং পশু, পাখি,
বুকে-হাঁটা প্রাণী ও মাছের বর্ণনা করতেন।
৩৪ আর দুনিয়ার যেসব বাদশাহ্‌ সোলায়মানের
জ্ঞানের সংবাদ শুনেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে
সর্বদেশীয় লোক সোলায়মানের জ্ঞানের উক্তি
শুনতে আসত।

এবাদতখানা নির্মাণের আয়োজন

৫ ১ আর টায়ারের বাদশাহ্‌ হীরম
সোলায়মানের কাছে তাঁর গোলামদেরকে

৪:২২ সোলায়মানের প্রত্যেক দিনের আয়োজনীয় দ্রব্য। তাঁর আবাসগৃহ, তাঁর প্রাসাদের পরিচারকেরা এবং তাঁর রাজদরবারের কর্মকর্তারা ও তাদের পরিবারবর্গ সকলের জন্য।

৪:২৪ তিপ্‌সহ। ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি নগরী।

গাজা। ফিলিস্তিনের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের সবচেয়ে নিকটবর্তী নগরী।

৪:২৫ দান থেকে বের্-শেবা। ১ শামু ৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:২৬ চল্লিশ হাজার আস্তাবল। ১ বাদশাহ্‌ ১০:২৬ এবং ২ খান্দান ১:১৪ আয়াত এই ইঙ্গিত দেয় যে, সোলায়মানের ১,৪০০ রথ ছিল, অর্থাৎ তার প্রত্যেকটি রথের জন্য দুটি করে ঘোড়ার প্রয়োজন হতো। কাজেই তাঁর প্রায় ১,২০০ ঘোড়া মজুদ রাখতে হতো। এর সাথে তুলনা করলে সোলায়মানের রাজত্বের এক শতাব্দী পরে ৮৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কারাকারের যুদ্ধে আশেরীয়দের হিসাব অনুসারে দামেস্ক থেকে ১,২০০ রথ, হামাথ থেকে ৭০০ রথ এবং ইসরাইল (উত্তরের রাজ্য) থেকে ২,০০০ রথ আনা হয়।

ঘোড়সওয়ার। ২ শামু ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:২৯ সমুদ্রতীরস্থ বালুকণার মত অন্তরের বিস্তীর্ণতা। ২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৩০ পূর্বদেশের সমস্ত লোক। এই অংশের মধ্য দিয়ে সাধারণ-ভাবে সমস্ত মেসোপটেমিয়ার (পয়দা ২৯:১) এবং আরবের লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে (ইয়ার ৪৯:২৮; ইহি ২৫:৪, ১০) – যাদের অবস্থান ছিল ইসরাইলের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব দিকের অঞ্চলে, ঠিক যেমন মিসর ছিল ইসরাইলের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রধান অঞ্চল। মেসোপটেমীয় সভ্যতার বহু জ্ঞানপূর্ণ সাহিত্যের নিদর্শন আবিষ্কার করা হয়েছে।

মিসরীয়দের যাবতীয় জ্ঞান। পয়দা ৪১:৮; হিজ ৭:১১; প্রেরিত ৭:২২। তাহোতেপ (Ptahhotep, ২৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং আমেনিমোপ (Amenemope) এর মেসালে মিসরীয় সাহিত্যের জ্ঞানের নিদর্শন পাওয়া যায় (মেসাল কিতাবের ভূমিকা দেখুন)।

৪:৩১ তিনি সকল লোক থেকে জ্ঞানবান। ঈসা মসীহের আগমনের আগ পর্যন্ত তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত ছিলেন (লূক ১১:৩১ দেখুন)।

ইষ্রাহীয় এথন। ৮৯ জবুরের শিরোনাম দেখুন।

হেমন, কল্‌কোল ও দর্দা। ১ খান্দান ২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

চারদিকের সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর সুখ্যাতি হল। ১০:১ আয়াত দেখুন।

৪:৩২ তিন হাজার প্রবাদ বাক্য। এগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েকটি মেসাল কিতাবের সংরক্ষিত হয়েছে।

৪:৩৩ লেবাননের এরস গাছ। ৫:৬; কাজী ৯:১৫; ইশা ৯:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

এসোব ঘাস। হিজ ১২:২২ আয়াতের নোট দেখুন। পশু, পাখি, বুকে-হাঁটা প্রাণী ও মাছের জন্য মেসাল ৬:৬-৮; ২৬:২-৩; ১১; ২৭:৮; ২৮:১, ১৫ আয়াত দেখুন। এই সমস্ত জীবজন্ত সম্পর্কে সোলায়মানের জ্ঞানের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

৪:৩৪ দুনিয়ার যেসব বাদশাহ্‌ ... সর্বদেশীয় লোক। সাধারণ ভাবে সমগ্র মধ্য প্রাচ্যের সমস্ত দেশ ও জাতির কথা বোঝানো হয়েছে (এ প্রসঙ্গে পয়দা ৪১:৫৭ আয়াত দেখুন), ৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:১ টায়ারের বাদশাহ্‌ হীরম। হীরম ৯৭৮-৯৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত টায়ার শাসন করেন। এছাড়া তিনি ৯৩৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তার পিতা অবীবালের সাথে একত্রে রাজত্ব করেন।

পাঠালেন; কেননা লোকেরা তাঁর পিতার স্থানে
তাঁকেই বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক করেছে, তিনি
এই কথা শুনেছিলেন; বাস্তবিক হীরম দাউদকে
বরাবর মহব্বত করতেন। ২ পরে সোলায়মান
হীরমকে এই কথা বলে পাঠালেন, ৩ আপনি
জানেন, আমার পিতা দাউদ তাঁর চারদিকে যুদ্ধের
দরুন তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদের নামের উদ্দেশে গৃহ
নির্মাণ করতে পারেন নি; কিন্তু শেষে মাবুদ
সেসব তাঁর পদানত করলেন। ৪ আর এখন
আমার আল্লাহ্‌ মাবুদ চারদিকে আমাকে বিশ্রাম
দিয়েছেন; বিপক্ষ কেউ নেই, বিপদ-ঘটনাও
কিছুই নেই। ৫ আর দেখুন, আমি আমার আল্লাহ্‌
মাবুদের নামের উদ্দেশে একটি গৃহ নির্মাণ করার
সঙ্কল্প করছি, কেননা মাবুদ সেই বিষয়ে আমার
পিতা দাউদকে এই কথা বলেছিলেন, আমি
তোমার স্থানে তোমার যে পুত্রকে তোমার
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবো, সেই আমার নামের
উদ্দেশে একটি গৃহ নির্মাণ করবে। ৬ অতএব
এখন আপনি আপনার লোকদেরকে আমার জন্য
লেবাননে গিয়ে এরস গাছ কাটতে হুকুম করুন,
আর আমার গোলামেরা আপনার গোলামদের
সঙ্গে থাকবে; আর আপনি যা বলবেন, সেই
অনুসারেই আমি আপনার গোলামদেরকে বেতন
দেব; কেননা আপনি জানেন, কাঠ কাটতে
সীদোনীয়দের মত দক্ষ লোক আমাদের মধ্যে
কেউ নেই।

[৫:৩] ২শামু ২২:৪০; জবুর ৮:৬; ১১০:১; মথি ২২:৪৪; ১করি ১৫:২৫।
[৫:৪] ইউসা ১৪:১৫; ১খান্দান ২২:৯; লূক ২:১৪।
[৫:৫] দ্বিঃবি ১২:৫; ১খান্দান ১৭:১২; ১করি ৩:১৬; প্রকা ২১:২২।
[৫:৬] ১খান্দান ১৪:১; ২২:৪।
[৫:৭] ১বাদশাহ্‌ ১০:৯; ইশা ৬০:৬।
[৫:৯] ইহি ২৭:১৭; প্রেরিত ১২:২০।
[৫:১২] ইউসা ৯:৭; ১বাদশাহ্‌ ১৫:১৯; আমোস ১:৯।
[৫:১৩] পয়দা ৪৯:১৫; লেবীয় ২৫:৩৯; ১বাদশাহ্‌ ৯:১৫।

৭ সোলায়মানের কথা শুনে হীরম বড়
আনন্দিত হয়ে বললেন, আজ মাবুদ ধন্য হোন,
যেহেতু তিনি দাউদকে জ্ঞানবান পুত্র দিয়ে এই
মহাজাতির নেতা করেছেন। ৮ পরে হীরম
সোলায়মানের কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন,
আপনি আমার কাছে যে কথা বলে পাঠিয়েছেন,
তা আমি শুনলাম; আমি এরস কাঠ ও দেবদারু
কাঠ সম্বন্ধে আপনার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ করবো।
৯ আমার গোলামেরা লেবানন থেকে তা নামিয়ে
সমুদ্রে আনবে, পরে আমি ভেলা বেঁধে সমুদ্রপথে
আপনার নির্ধারিত স্থানে প্রেরণ করবো, আর
সেই স্থানে তা খুলে দেব, তখন আপনি তা গ্রহণ
করবেন। তবে আপনি আমার বাড়ির জন্য
খাদ্যদ্রব্যের যোগান দিয়ে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ
করবেন। ১০ এভাবে হীরম সোলায়মানের সমস্ত
বাসনা অনুসারে এরস কাঠ ও দেবদারু কাঠ
দিতে লাগলেন। ১১ আর সোলায়মান হীরমের
বাড়ির খাদ্যদ্রব্যের জন্য তাঁকে বিশ হাজার কোর
গম ও বিশ কোর ছেঁচা জলপাইয়ের তেল
দিতেন; এভাবে সোলায়মান প্রতি বছর হীরমকে
দিতেন। ১২ আর মাবুদ তাঁর ওয়াদা অনুসারে
সোলায়মানকে জ্ঞান দিলেন। আর হীরম ও
সোলায়মানের মধ্যে শান্তি ছিল এবং তাঁরা
দু'জনে চুক্তি করলেন।
১৩ আর বাদশাহ্‌ সোলায়মান সমস্ত ইসরাইল
থেকে তাঁর কর্মাধীন গোলাম সংগ্রহ করলেন;

সোলায়মানের জন্মের পূর্বে হীরম দাউদের প্রাসাদ নির্মাণের জন্য কাঠ ও শ্রমিক সরবরাহ করেন (২ শামু ৫:১১)।

৫:৩ আল্লাহ্‌ মাবুদের নামের উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ করতে পারেন নি। যদিও দাউদকে বায়তুল মোকাদ্দস নির্মাণ করার সুযোগ আল্লাহ্‌ দেন নি, তথাপি তিনি এর পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন এবং নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাড় করে রেখেছিলেন (১ খান্দান ২২:২-৫; ২৮:২ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৩০ জবুরের শিরোনাম ও নোট দেখুন)।

৫:৪ বিশ্রাম। এখানে বিশ্রাম বলতে বোঝানো হয়েছে "বিপক্ষ কেউ নেই, বিপদ-ঘটনাও কিছুই নেই।" লোকদের প্রতি (হিজ ৩৩:১৪; দ্বি.বি. ২৫:১৯; ইউসা ১:১৩, ১৫) এবং দাউদের প্রতি (২ শামু ৭:১১) আল্লাহ্‌র ওয়াদা এখন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে (৮:৫৬ আয়াতের নোট দেখুন), যাতে করে ইসরাইলীয়রা মহান বাদশাহ্‌র রাজকীয় বাসভবন নির্মাণে পূর্ণ শক্তি ও সম্পদ নিয়ে মনোনিবেশ করতে পারে (২ শামু ৭:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:৫ মাবুদের নাম। ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন। আমার পিতা দাউদকে এই কথা বলেছিলেন। ২ শামু ৭:১২-১৩; ১ খান্দান ২২:৮-১০ দেখুন।

৫:৬ অতএব ... হুকুম করুন। ২ খান্দান ২:৩-১০ আয়াতে সোলায়মানের অনুরোধ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পাওয়া যায়।

লেবাননের এরস গাছ। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে এবাদতখানা ও প্রাসাদ নির্মাণে এরস গাছ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।

৫:৭ মাবুদ ধন্য হোন। বহুত্ববাদের সংস্কৃতিতে এক জাতির দেবতার সম্মানের অন্য জাতির লোকদের স্বীকৃতি ও ভক্তি প্রদর্শন খুব সাধারণ ও প্রচলিত বিষয় ছিল (১০:৯; ১১:৫) এবং তারা এমন কি অন্য জাতির দেবতাদের নির্দিষ্ট কোন ক্ষমতার প্রতি সাহায্যও কামনা করতো (২ বাদশাহ্‌ ১৮:২৫; ২ খান্দান ২:১২ দেখুন)।

৫:৯ আপনার নির্ধারিত স্থানে প্রেরণ করবো। যাফো বন্দর (২ খান্দান ২:১৬; ১ বাদশাহ্‌ ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

আমার বাড়ির জন্য খাদ্যদ্রব্যের যোগান দিয়ে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করবেন। হীরমের বাড়ির লোকদের ও কর্মচারীদের জন্য খাদ্যদ্রব্যের যোগান দেওয়ার মধ্য দিয়ে সম্ভবত শুধুমাত্র সরবরাহকৃত কাঠের দাম পরিশোধ করা সম্ভব ছিল। এর পাশাপাশি ফিনিশীয় শ্রমিকদের পারিশ্রমিকও সোলায়মানের দিতে হতো (আয়াত ৬)। ১১ আয়াতের সাথে ২ খান্দান ২:১০ আয়াতের তুলনা করলে বোঝা যায় যে, হীরমের রাজপ্রাসাদের জন্য সোলায়মান গম ও জলপাই তেল ছাড়াও শ্রমিকদের মজুরি হিসেবে যব ও আঙ্গুর রস পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবত এই সমস্ত সামগ্রীর কিছু অংশ বিক্রি করে হীরম শ্রমিকদের মজুরি দিয়েছিলেন। ৯:১১ আয়াতের নোটও দেখুন।

৫:১১ বিশ হাজার কোর গম। তুলনা করলে সোলায়মানের প্রাসাদের জন্য বার্ষিক ১০,৯৫০ কোর গম ও ২১,৯০০ কোর যব আমদানি করা হতো (৪:২২; ২ খান্দান ২:১০ আয়াত দেখুন)।

৫:১৩ কর্মাধীন গোলাম। ৯:১৫; ২ শামু ২০:২৪ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইলের মধ্য হতে এ ধরনের কর্মাধীন বা বাধ্যতামূলক গোলাম সংগ্রহ করার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং এ কারণে

সোলায়মান

সোলায়মানের নামের অর্থ শান্তি। তিনি বেৎশেবার গর্ভে বাদশাহ্‌ দাউদের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর আরেকটি নাম ছিল *“যিদীদীয়”* অর্থাৎ “ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ যাদের মহব্বত করেন”। বৎশেবার কাছে বাদশাহ্‌ দাউদ কসম খেয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রই তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন। তিনি তাঁর পিতা বাদশাহ্‌ দাউদের মাবুদের হুকুম মত পথে চলতেন, কিন্তু সে সময় আল্লাহ্‌র ঘর ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট এবাদতখানা ছিল না। তিনি গিবিয়োনের উঁচু স্থানে মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী দেন। এক হাজার পশু পোড়ানো কোরবানী দেওয়ার পর মাবুদ তাঁকে দেখা দেন এবং তাঁকে সবচেয়ে উত্তম বিষয়টি বেছে নেবার জন্য বলেন। তিনি শিশুদের মত সরল রূহানিক জ্ঞান চান, যেন ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারেন। মাবুদ তাকে বেহেশতী জ্ঞান দেন এবং এর পাশাপাশি যা তিনি চাননি সেই ধন, সম্মান দান করেন।

বাদশাহ্‌ সোলায়মান নির্মিত দালান-কোঠার মধ্যে বিখ্যাত ছিল এশিয়া মাইনরের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রান্তরে অবস্থিত তদ্‌মোর বা পালমিরা, এবং হামা এলাকায় ছিল তাঁর ধন-সম্পদ রাখার জন্য ভাণ্ডার শহর। ফিলিস্তিন ও মিসরের সীমানায় তিনি বৈৎ-হারণ তৈরি করে তাঁর রাজ্য শক্তিশালী করেন। বাদশাহ্‌ সোলায়মানের নৌবহরের নাবিকরা তর্শীশ থেকে বাদশাহ্‌ হীরমের নাবিকদের নিয়ে ভূমধ্যসাগরে যেত এবং প্রতি তিন বছর পর পর সেই জাহাজগুলোতে সোনা, রূপা, হাতির দাঁত, বানর ও বেবুন নিয়ে ফিরে আসত।

তাঁর কর্মের মধ্যে বায়তুল-মোকাদ্দস এবং তাঁর রাজবাড়ি ছিল সবচেয়ে বড় জাঁক্‌জমকপূর্ণ দালান। বাদশাহ্‌ সোলায়মান বায়তুল-মোকাদ্দস প্রতিষ্ঠার মুনাজাত করেন, শরীয়ত-সিন্দুক মহাপবিত্র স্থানে বসানোর পর এবং মাবুদের মহিমা মেঘের ভিতরে দেখা দেয় এবং স্থানটি পবিত্র করে দেয়; তিনি হাঁটু গেড়ে মুনাজাত করার পর বাদশাহ্‌ সোলায়মান দাঁড়ান এবং মাবুদের রহমত সব বনি-ইসরাইলদের দেন এবং সাথে সাথে মাবুদের কাছে মিনতি করেন যেন তাঁর প্রতি বনি-ইসরাইলদের অন্তর থাকে এবং যে কোন উপায়ে হোক তা যেন রক্ষা করে।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের অন্তরে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞানপূর্ণ কথা শোনার জন্য দুনিয়ার সব দেশের লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করতো। সাবা দেশের রাণী মাবুদের গৌরবের কথা শুনে তাঁকে দেখতে আসেন; তাঁর জীবনের শেষের দিকে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের স্বধর্মত্যাগ এবং মূর্তিপূজা করার জন্য মাবুদ তাঁর উপরে রেগে যান, কারণ যিনি তাঁকে দু’বার দেখা দিয়েছিলেন এবং যিনি তাঁকে অনেক রহমত করেছিলেন সেই মাবুদ আল্লাহ্‌র দিক থেকে তাঁর মন ফিরে গিয়েছিল (১ করি ১০: ১২)। ঐ সময়ে বাদশাহ্‌ সোলায়মান বৃদ্ধ ছিলেন, মারা যাওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল ষাট বছর।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ইসরাইলের তৃতীয় বাদশাহ্‌, দাউদের বেছে নেওয়া উত্তরাধিকারী ও সবচেয়ে জ্ঞানী বাদশাহ্‌ ছিলেন।
- তিনি হেদায়েত, সোলায়মানের গান ও অনেক মেসাল ও কিছু জবুর লিখেছেন।
- জেরুশালেমে আল্লাহ্‌র এবাদতখানা নির্মাণ করেন।
- তিনি একজন কূটনৈতিক, ব্যবসায়ী, সংগ্রাহক ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোশক ছিলেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- অইহুদী রাজকন্যাদের বিয়ে করে অনেক বৈদেশিক চুক্তির সীলমোহর করেছিলেন।
- আল্লাহর প্রতি তাঁর যে অনুগত্য ছিল তার স্ত্রীদের কারণে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।
- জনগণের উপর বেশী করের বোঝা চাপিয়ে ছিলেন ও তাদের জোরপূর্বক শ্রম দিতে ও সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- কার্যকর নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে যদি কার্যকর ব্যক্তিগত জীবন প্রতিষ্ঠিত না হয়।
- সোলায়মান আল্লাহ্‌র বাধ্য হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তের আগ পর্যন্ত তিনি অনুতাপ করার শিক্ষা গ্রহণ করেন নি।
- শুধু জ্ঞান থাকাটাই যথেষ্ট নয় কিন্তু তার কার্যকর ব্যবহারই সত্যিকারের ফল বয়ে নিয়ে আসে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **কাজ:** ইসরাইলের বাদশাহ্‌
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা-মাতা: দাউদ, ও বৎশেবা, ভাই: অবশালোম, অদনিয়, বোন: তামর, পুত্র: রহমিয়াম।

মূল আয়াত: “ইসরাইলের বাদশাহ্‌ সোলায়মান এসব কাজ করে কি অপরাধী হন নি? কিন্তু অনেক জাতির মধ্যে তার মত কোন বাদশাহ্‌ ছিল না; আর তিনি তার আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং আল্লাহ্‌ তাঁকে সমস্ত ইসরাইলের উপরে বাদশাহ্‌ করেছিলেন; তবুও বিজাতীয় স্ত্রীরা তাঁকেও গুনাহ্‌ করিয়েছিল” (নহিমিয়া ১৩:২৬)।

সোলায়মানের কাহিনী ২ শামুয়েল ১২:২৪-১ বাদশাহ্‌ ১১:৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়া তাঁর কথা ১ খান্দান ২৮:২৯ অধ্যায়ে; ২ খান্দান ১-১০ অধ্যায়ে; নহিমিয়া ১৩:২৬; জবুর ৭২; এবং মথি ৬:২০; ১২ ৪২ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেই গোলামদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার।
[১৪] আর তিনি মাসিক পালাক্রমে তাদের দশ
হাজার জনকে লেবাননে প্রেরণ করতেন; তারা
এক এক মাস লেবাননে থাকতো ও দুই মাস
বাড়িতে থাকতো। বাদশাহ্‌র কর্মাধীন সেই
লোকদের নেতা ছিলেন অদোনীরাম। [১৫] আর
সোলায়মানের সত্তর হাজার ভারবাহক ও পর্বতে
আশি হাজার পাথর কাটার লোক ছিল।
[১৬] এছাড়া সোলায়মানের কাজের লোকদের
উপরে কর্তৃত্বকারী তিন হাজার তিন শত প্রধান
কার্যাধ্যক্ষ ছিল। [১৭] আর মসৃণ করা পাথর দ্বারা
গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করার জন্য তারা বাদশাহ্‌র
হুকুম অনুসারে বড় বড় পাথর ও বহুমূল্য পাথর
কেটে আনলো। [১৮] পরে সোলায়মানের রাজমিস্ত্রি
ও হীরমের রাজমিস্ত্রিরা এবং গিব্লীয়েরা সেসব
মসৃণ করলো; এভাবে তারা গৃহ নির্মাণ করার
জন্য কাঠ ও সমস্ত পাথর প্রস্তুত করলো।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের এবাদতখানা নির্মাণ

৬ [১] মিসর দেশ থেকে বনি-ইসরাইলদের বের
হয়ে আসার পর চার শত আশি বছরে,
ইসরাইলের উপরে সোলায়মানের রাজত্বের চতুর্থ
বছরের সিব মাসে অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসে
সোলায়মান মাবুদের উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ করতে
আরম্ভ করলেন। [২] বাদশাহ্‌ সোলায়মান মাবুদের
উদ্দেশে যে গৃহ নির্মাণ করলেন, তা লম্বায় ষাট
হাত, চওড়ায় বিশ হাত ও উচ্চতায় ত্রিশ হাত।
[৩] আর সেই গৃহের প্রধান কক্ষের অর্থাৎ পবিত্র
স্থানের সম্মুখে একটি বারান্দা ছিল, তা গৃহের
চওড়া অনুসারে কুড়ি হাত লম্বা ও গৃহের সম্মুখে
দশ হাত চওড়া। [৪] আর গৃহের জন্য তিনি সরু
ছিদ্রবিশিষ্ট জানালা প্রস্তুত করলেন। [৫] আর তিনি
গৃহের দেয়ালের গায়ে চারদিকে, পবিত্র স্থান ও
অন্তর্গৃহের দেয়ালের গায়ে চারদিকে থাক এবং
চারদিকে কুঠরী নির্মাণ করলেন। [৬] তার নিচেও
থাক পাঁচ হাত চওড়া ও মধ্যের থাক ছয় হাত
চওড়া এবং তৃতীয় থাক সাত হাত চওড়া;
কেননা কড়িকাঠ যেন দেয়ালের মধ্যে বদ্ধ না
হয়, এজন্য তিনি গৃহের চারদিকে দেয়ালের
বাইরের দিকে সোপানাকার করলেন।
[৭] আর গৃহের নির্মাণকালে সঠিক মাপের পাথর
দ্বারা তা নির্মিত হল; নির্মাণকালে গৃহের মধ্যে
হাতুড়ি, বাটালি বা আর কোন লোহার অস্ত্রের

[৫:১৪] ২শামু ২০:২৪; ১বাদশাহ্‌ ৪:৬; ২খান্দান ১০:১৮।
[৫:১৬] ১বাদশাহ্‌ ৯:২৩।
[৫:১৭] ১বাদশাহ্‌ ৬:৭।
[৫:১৮] ২শামু ৫:১১।
[৬:১] উজা ৩:৮।
[৬:২] হিজ ২৬:১।
[৬:৩] ইহি ৪০:৪৯।
[৬:৪] ইহি ৪১:১৬।
[৬:৫] ইয়ার ৩৫:২; ইহি ৪১:৫-৬।
[৬:৭] হিজ ২০:২৫।
[৬:৯] সোলায় ১:১৭।

সোলায়মানের রাজত্ব তাঁর মৃত্যুর পর পরই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে (১২:১-১৮)।

৫:১৫ সত্তর হাজার ভারবাহক ও আশি হাজার পাথর কাটার লোক। বাদশাহ্‌ দাউদ ন-ইসরাইলীয় যে সমস্ত মানুষকে অধিকৃত করেছিলেন এবং তাঁর রাজ্যের অংশ করেছিলেন তাদেরকে নিয়ে এই শ্রমিকদের দল সৃষ্টি করা হয়েছিল (২ খান্দান ২:১৭-১৮)।

পর্বত। যেখান থেকে পাথর উত্তোলন করা হতো তার চার পাশ শ্বেতপাথরের পর্বত দ্বারা ঘেরা ছিল।

৫:১৬ তিন হাজার তিন শত প্রধান কার্যাধ্যক্ষ। ১ বাদশাহ্‌ ৯:২৩ আয়াতে বলা হয়েছে ৫৫০ "প্রধান নেতা ... কর্মরত লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করতো।" যদি এই দুটি পদ পৃথক হয়ে থাকে তাহলে এদের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৩,৮৫০ জন। ২ খান্দান ২:২ আয়াতে বলা হয়েছে ৩,৬০০ কার্যাধ্যক্ষ এবং ২ খান্দান ৮:১০ আয়াতে বলা হয়েছে ২৫০ জন প্রধান নেতা, যা আবারও মোট ৩,৮৫০ জন তত্ত্বধানকারীর কথা প্রকাশ করে।

৫:১৭ বড় বড় পাথর ও বহুমূল্য পাথর। ৭:১০ আয়াতে এই পাথরগুলোর আকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। জেরুশালেম পর্যন্ত এই পাথরগুলো বহন করে নিয়ে আসার জন্য প্রচুর মানুষের প্রয়োজন হতো।

৫:১৮ গিব্লীয়েরা। উযায়ের ২৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১ চার শত আশি বছরে ... চতুর্থ বছরে। পরবর্তী সময়ের ইসরাইলীয় বাদশাহ্‌দের রাজত্বকালের ঘটনাবলী এবং আশেরীয় খান্দাননামার ইতিহাস তুলনা করলে দেখা যায় এই ঘটনা ঘটেছিল ৯৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সোলায়মানের রাজত্বের চতুর্থ বছরে (খান্দাননামা কিতাবের ভূমিকা দেখুন)। ইসরাইল জাতির হিজরত ৯৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ৪৮০ বছর আগে সংঘটিত হয়ে থাকলে এই ঘটনার সময়কাল হওয়ার কথা ১৪৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (এই অধ্যয়ন কিতাবে অনুসারিত টাইমলাইন অনুসারে), ১৮তম রাজবংশের মিসরীয় ফেরাউন তৃতীয় তুতমোস সে সময় মিসর শাসন করছিলেন। হিজরত ১:১১ আয়াত এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনা বিবেচনা করে অবশ্য অনেকে এই ধারণা করে থাকেন যে, ঊনবিংশ রাজবংশের ফেরাউন দ্বিতীয় রামেষিষের রাজত্বকালে, অর্থাৎ ১২৭৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিজরত সংঘটিত হয়েছিল (পয়দা ৪৭:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। সুতরাং এই আয়াতে উল্লিখিত ৪৮০ হয় ভাবার্থমূলক সংখ্যা (সম্ভবত তা প্রচলিত ১২ গোষ্ঠীর প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যা, অর্থাৎ একেকটি গোষ্ঠীর জন্য ৪০ বছর করে গণনা করা হয়েছে, যদিও সব ক্ষেত্রে তা সমান হারে গণনা করা হয় নি) নতুবা সংখ্যাটিকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে (বিভিন্ন ঘটনার সম্মিলিত সময়কাল, যে ঘটনাগুলো বাস্তবে সমান্তরালভাবে সংঘটিত হয়েছে, যে ঘটনাগুলোর বিবরণ মিসরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার ইতিহাসে পাওয়া যায়)। হিজরত কিতাবের ভূমিকা দেখুন।

৬:২ বাদশাহ্‌ সোলায়মান মাবুদের উদ্দেশে যে গৃহ নির্মাণ করলেন। এবাদত গৃহটি শরীয়ত তাঁবুর নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছিল (সেই সাথে উক্ত সময়ে বিদ্যমান অন্যান্য এবাদতখানার নকশা দ্বারাও এই নকশাটি প্রভাবিত হয়েছিল)। এবাদতখানাটি তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল: মহা পবিত্র স্থান, পবিত্র স্থান এবং বাইরের প্রাঙ্গন। এবাদতখানার মধ্যস্থিত মহা পবিত্র স্থানটি ছিল দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও গভীরতায় বর্গাকৃতির, যেমনটা ছিল শরীয়ত তাঁবুতেও। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবাদতখানার বর্ণনা শুনে মনে হয় যে, শরীয়ত তাঁবুর তুলনায় এর আকৃতি ছিল দ্বিগুণ (হিজ ২৬:১৫-৩০; ৩৬:২০-৩৪)।

৬:৬ কড়িকাঠ যেন দেয়ালের মধ্যে বদ্ধ না হয়। বায়তুল মোকাদ্দসের দেয়ালে যেন কোন ধরনের গর্ত করতে না হয় সেজন্য কয়েকটি থাক নির্মাণ করা হয়েছিল, যার উপরে পাশের কুঠরীগুলোর মেঝে বসানোর জন্য থাম তৈরি করা হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি মেঝের কামরাগুলোর বিভিন্ন প্রশস্ততার কথা বোঝানো হয়েছে।

আওয়াজ শোনা গেল না।
৮ মধ্যের থাকের দরজা গৃহের দক্ষিণ দিকে
ছিল এবং লোকে পেঁচাল সিঁড়ি দিয়ে মধ্যতলাতে
ও মধ্যতলা থেকে তৃতীয়তলাতে উঠে যেত।
৯ এভাবে তিনি গৃহ নির্মাণ করলেন, তা সমাপ্ত
করলেন এবং এরস কাঠের কড়ি ও সারি সারি
(ফলক) দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন করলেন। ১০ আর
গৃহের সর্বগাত্রে পাঁচ পাঁচ হাত উঁচু কুঠরীর থাক
করলেন, তা এরস কাঠ দ্বারা গৃহের সঙ্গে সংযুক্ত
ছিল।
১১ পরে সোলায়মানের কাছে মাবুদের এই
কালাম নাজেল হল, ১২ তুমি এই গৃহ নির্মাণ
করছো; ভাল, যদি আমার সমস্ত বিধি-পথে চল,
আমার সমস্ত অনুশাসন পালন কর ও আমার
সমস্ত হুকুম গ্রহণ করে সেই অনুসারে চল, তবে
আমি তোমার পিতা দাউদকে যা বলেছি, আমার
সেই কালাম তোমার পক্ষে সফল করবো।
১৩ আর আমি বনি-ইসরাইলদের মধ্যে বাস
করবো, আমার লোক ইসরাইলকে ত্যাগ করবো
না।
১৪ এভাবে সোলায়মান গৃহ নির্মাণ করলেন, তা
সমাপ্ত করলেন। ১৫ আর তিনি ভিতরে গৃহের
দেয়ালগুলোর গায়ে এরস কাঠের তক্তা দিলেন;
তিনি ভিতরে গৃহের মেঝে থেকে দেয়ালের ছাদ
পর্যন্ত ঐ কাঠ দিয়ে আচ্ছাদন করলেন এবং

[৬:১১] ১বাদশাহ্‌ ১২:২২; ১৩:২০; ১৬:১, ৭; ১৭:২; ২১:১৭; ইয়ার ৪০:১।
[৬:১২] ২শামু ৭:১২-১৬; ১বাদশাহ্‌ ৯:৫।
[৬:১৩] লেবীয় ২৬:১১; দ্বি:বি ৩১:৬; ইউ ১৪:১৮; ইব ১৩:৫।
[৬:১৪] ১খান্দান ২৮:২০; ২খান্দান ৫:১।
[৬:১৫] ইহি ৪১:১৫-১৬।
[৬:১৬] হিজ ২৬:৩৩।
[৬:১৮] জবুর ৭৪:৬; ইহি ৪১:১৮।
[৬:১৯] হিজ ২৫:১০; ১শামু ৩:৩।
[৬:২০] ইহি ৪১:৩-৪।
[৬:২৩] হিজ ৩৭:১-৯।

গৃহের মেঝে দেবদারু কাঠের তক্তা দ্বারা
আচ্ছাদন করলেন। ১৬ আর বিশ হাত পরিমিত
গৃহের যে পশ্চাদ্ভাগ, তা মেঝে থেকে দেয়ালের
ছাদ পর্যন্ত এরস কাঠের তক্তা দ্বারা আচ্ছাদন
করলেন এবং ভিতরে অন্তর্গৃহ অর্থাৎ মহা-পবিত্র
স্থানের জন্য তা প্রস্তুত করলেন। ১৭ তাতে গৃহ,
অর্থাৎ সম্মুখস্থ পবিত্র স্থানটি চল্লিশ হাত লম্বা
হল। ১৮ আর গৃহের মধ্যে এরস কাঠে বার্তাকী
ও বিকশিত ফুল খোদাই করা হল; সকলই এরস
কাঠের হল, কিছুমাত্র পাথর দেখা গেলো না।
১৯ আর আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুক স্থাপন করার
জন্য পবিত্র স্থানের ভিতরে তিনি একটি অন্তর্গৃহ
প্রস্তুত করলেন। ২০ তিনি পবিত্র স্থানের ভিতরে
বিশ হাত লম্বা ও বিশ হাত চওড়া ও বিশ হাত
উঁচু করে খাঁটি সোনা দিয়ে এবং কোরবানগাহ্‌
এরস কাঠ দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন। ২১ সোলায়মান
খাঁটি সোনা দিয়ে গৃহের ভিতরের ভাগ মুড়িয়ে
দিলেন এবং অন্তর্গৃহের সম্মুখে সোনার শিকল
রাখলেন, আর অন্তর্গৃহ সোনা দিয়ে মুড়িয়ে
দিলেন। ২২ তিনি সমস্ত গৃহটি সোনা দিয়ে
মুড়িয়ে দিলেন, যে পর্যন্ত সমস্ত গৃহের কাজ শেষ
না হল এবং অন্তর্গৃহের নিকটস্থ সমস্ত ধূপগাহ্‌টি
সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন।
২৩ আর তিনি অন্তর্গৃহের মধ্যে দশ দশ হাত
উঁচু জলপাই কাঠের দু'টি কারুবী নির্মাণ

৬:৮ মধ্যের থাকের দরজা। পাশের কুঠরীর দরজা।

৬:১১ সোলায়মানের কাছে মাবুদের এই কালাম নাজেল হল। বায়তুল মোকাদ্দস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার কিছু দিন আগে মাবুদ আল্লাহ্‌ সম্ভবত একজন অজ্ঞাত নবীর মধ্য দিয়ে এই কালাম নাজেল করেন (৩:৫, ১১-১৫; ৯:২-৯ আয়াত দেখুন)।

৬:১২ যদি আমার সমস্ত বিধি-পথে চল ... আমার সেই কালাম তোমার পক্ষে সফল করবো। দাউদের কাছে আল্লাহ্‌ ঠিক এ ধরনের কথাই ওয়াদার মধ্য দিয়ে বলেছিলেন (২:১-৪ আয়াতের নোট দেখুন), যার পুনরাবৃত্তি করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ সোলায়মানের রাজত্বের দীর্ঘস্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দিলেন (২ শামু ৭:১২-১৬ দেখুন)। কিন্তু যদি সোলায়মান তাঁর পিতা দাউদের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পাদিত চুক্তির ওয়াদার পরিপূর্ণ ফল ভোগ করতে চান তাহলে তাঁকে অবশ্যই সিনাই পর্বতে সম্পাদিত চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

৬:১৩ আমি বনি-ইসরাইলদের মধ্যে বাস করবো। যে এবাদতখানাটি নির্মিত হচ্ছে সেখানে (৯:৩ দেখুন)। ইসরাইলীয়দের মাঝে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বিষয়ক যে কোন দ্বিধা এড়ানোর জন্য (জবুর ৭৮:৬০; ইয়ার ২৬:৬, ৯; ১ শামু ৭:১ আয়াতের নোট দেখুন), মাবুদ আল্লাহ্‌ এই নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিনি তাদের মাঝে বসবাস করবেন (৮:১০-১৩; হিজ ২৫:৮; লেবীয় ২৬:১১)।

৬:১৬ মহা-পবিত্র স্থান। শরীয়ত তাঁবুর একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত পবিত্র স্থানটিকেও ঠিক এই নামে সম্বোধন করা হতো (হিজরত ২৬:৩৩-৩৪; লেবীয় ১৬:২, ১৬-১৭, ২০, ২৩ আয়াত দেখুন)।

৬:১৯ আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুক। দশ হুকুমনামাকে হিজ ৩৪:২৮ আয়াতে বলা হয়েছে "নিয়মের কালাম।" যে দুটি পাথরের ফলকের উপরে দশ হুকুমনামা খোদাই করে লেখা হয়েছিল সেগুলোকে দ্বি.বি. ৯:৯ আয়াতে বলা হয়েছে "শরীয়তের পাথরের ফলক।" যে সিন্দুকের মধ্যে এই পাথরের ফলকগুলোকে রাখা হয়েছিল (হিজ ২৫:১৬, ২১; ৪০:২০; দ্বি.বি. ১০:১-৫) সেগুলোকে কোন কোন সময়ে বলা হয়েছে "মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক" (দ্বি.বি. ১০:৮; ৩১:৯, ২৫; ইউসা ৩:১১)। অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে "শরীয়ত-সিন্দুক" (ইউসা ৩:১৩; ৪:১১), "নিয়ম-সিন্দুক" (হিজ ৩০:৬; ৩১:৭) এবং "আল্লাহ্‌র-সিন্দুক" (১ শামু ৩:৩; ৪:১১, ১৭, ২১; ৫:১-২)।

৬:২০ খাঁটি সোনা। খাঁটি সোনার বহুল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সম্ভবত আল্লাহ্‌ ও তাঁর বেহেশতী এবাদতখানার গৌরব ও মহিমার প্রতীক প্রকাশ করা হয়েছে (প্রকাশিত কালাম ২১:১০-১১, ১৮, ২১)।

৬:২১ সোনার শিকল। মহা পবিত্র স্থানটিকে ঘিরে রাখা পর্দাগুলো সম্ভবত এই সোনার শিকল দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো (২ খান্দান ৩:১৪; মথি ২৭:৫১; ইবরানী ৬:১৯)।

৬:২২ অন্তর্গৃহের নিকটস্থ সমস্ত ধূপগাহ্‌। ধূপ কোরবানগাহ্‌ (৭:৪৮; হিজ ৩০:১, ৬; ৩৭:২৫-২৮; ইবরানী ৯:৩-৪ দেখুন)।

৬:২৩ দশ হাত উঁচু। মহা পবিত্র স্থান, যেখানে কারুবী দাঁড়িয়ে থাকত, সেখানকার উচ্চতা ছিল বিশ হাত (আয়াত ১৬)।

কারুবী। হিজরত ২৫:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। এরা সিন্দুকের দুই পাশে প্রহরী হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকত – একটির ডানা আরেকটির ডানা স্পর্শ করে পুরো সিন্দুকটিকে ঢেকে রাখত (হিজ ২৫:১৭-২২)।

BACIB | International Bible CHURCH

করলেন। ২৪ একটি কারুবীর একটি পাখা পাঁচ
হাত ও অন্য পাখাটি পাঁচ হাত ছিল; একটি
পাখার প্রান্তভাগ থেকে অন্য পাখার প্রান্তভাগ
পর্যন্ত দশ হাত হল। ২৫ আর দ্বিতীয় কারুবীও
দশ হাত ছিল; দুই কারুবীর সম পরিমাণ ও সম
আকার ছিল। ২৬ প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই কারুবীই
দশ দশ হাত উঁচু ছিল। ২৭ পরে তিনি সেই দুই
কারুবীকে ভিতরের গৃহে স্থাপন করলেন এবং
কারুবীদের পাখা এমনভাবে প্রসারিত হল যে,
একটির পাখা এক দেয়াল, অন্যটির পাখা অন্য
দেয়াল স্পর্শ করলো এবং তাদের পাখা গৃহের
মধ্যে পরস্পর স্পর্শ করলো। ২৮ পরে তিনি
কারুবী দু'টিকে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন।
২৯ আর কারুবীর, খেজুর গাছের ও বিকশিত
ফুলের মূর্তিতে বাড়ির সমস্ত দেয়ালের গায়ে
ভিতরে বাইরে চারদিকে খোদাই করলেন;
৩০ এবং গৃহের মেঝে ভিতরে বাইরে সোনা দিয়ে
ঢেকে দিলেন। ৩১ আর তিনি অন্তর্গৃহের প্রবেশ-
দ্বারে জলপাই কাঠের দরজা তৈরি করলেন এবং
কপালী ও বাজু (দেয়ালের) পঞ্চমাংশ হল। ৩২ ঐ
জলপাই কাঠের দু'টি কবাটে কারুবীর, খেজুর
গাছের ও বিকশিত পুষ্পের আকৃতি খোদাই করে
সোনা দিয়ে তা আচ্ছাদন করলেন; আর কারুবী
ও খেজুর গাছের উপরে সোনার পাত করে
দিলেন।
৩৩ একইভাবে তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসের
দ্বারের জন্য (দেয়ালের) চতুর্থাংশে জলপাই
কাঠের চৌকাঠ করলেন। ৩৪ আর দেবদারুকাঠের
দু'টি দরজা তৈরি করলেন, একটি দরজার দু'টি
পাল্লা যেমন কব্‌জাতে খেলত, অন্য দরজার দু'টি
পাল্লাও তেমনি কব্‌জাতে খেলত। ৩৫ আর তিনি
তার উপরে কারুবী, খেজুর গাছ ও প্রস্ফুটিত ফুল
খোদাই করে সেই খোদাইকৃত কর্মসুদ্ধ তা সোনা
দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন। ৩৬ আর তিনি তিন সারি
মসৃণ পাথর ও এক সারি এরস কাঠের কড়ি দ্বারা
ভিতর প্রাঙ্গণ নির্মাণ করলেন।
৩৭ চতুর্থ বছরের সিব মাসে মাবুদের গৃহের
ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়। ৩৮ আর একাদশ বছরের
বূল মাসে, অর্থাৎ অষ্টম মাসে নির্ধারিত সমস্ত
আকার অনুসারে সর্বাংশে গৃহের নির্মাণ সমাপ্ত
হয়; তিনি ঐ গৃহ নির্মাণে সাত বছর ব্যাপৃত
ছিলেন।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের অট্টালিকা নির্মাণ

৭ ১ আর সোলায়মান তের বছর তাঁর নিজের
বাড়ি নির্মাণে ব্যাপৃত থাকলেন; পরে তাঁর
বাড়ির সমস্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করলেন।
২ আর তিনি লেবানন অরণ্যের বাড়ি নির্মাণ
করলেন; তার লম্বা একশত হাত চওড়া পঞ্চাশ
হাত ও উচ্চতা ত্রিশ হাত ছিল, তা চার শ্রেণী
এরস কাঠের স্তম্ভের উপরে স্থাপিত এবং
স্তম্ভগুলোর উপরে এরস কাঠের কড়ি বসান
ছিল। ৩ স্তম্ভগুলোর উপরে প্রত্যেক শ্রেণীতে
পনের, সবসুদ্ধ পঁয়তাল্লিশটি কুঠরী স্থাপিত হল,
তার উপরে এরস কাঠের ছাদ হল। ৪ আর
বাতাযুক্ত [চৌকাঠের] তিন শ্রেণী ছিল এবং
পরস্পর অনুরূপ জানালার তিন সারি ছিল।
৫ আর সমস্ত দরজা ও চৌকাঠ চারকোনা বিশিষ্ট
ও বাতাযুক্ত এবং পরস্পর অনুরূপ জানালার
তিন সারি ছিল।
৬ আর তিনি স্তম্ভশ্রেণীর একটি বারান্দা প্রস্তুত
করলেন, তা লম্বায় পঞ্চাশ হাত ও চওড়ায় ত্রিশ

[৬:২৭] পয়দা ৩:২৪; হিজ ২৫:১৮।
[৬:২৯] ইহি ৪১:১৮, ২৫।
[৬:৩২] ইহি ৪১:২৩।
[৬:৩৮] ১খান্দান ২৮:১৯।
[৬:৩৮] হিজ ২৫:৯; ইব ৮:৫।
[৭:১] ২শামু ৭:২।
[৭:২] ১বাদশাহ্‌ ১০:১৭; ২খান্দান ৯:১৬; ইশা ২২:৮; ৩৭:২৪; ইয়ার ২২:৬, ২৩।

৬:২৯ কারুবীর ... চারদিকে খোদাই করলেন। এতে করে হুকুমনামার দ্বিতীয় হুকুমটি লঙ্ঘন করা হয় নি, যেখানে আল্লাহ্‌র যে কোন প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে তার এবাদত করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (হিজ ২০:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

খেজুর গাছের ও বিকশিত ফুলের মূর্তি। কারুবী এবং সুন্দর গাছ ও ফুলের খোদাই করার মধ্য দিয়ে আদন উদ্যানের প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেখান থেকে আদম ও হাওয়াকে গুনাহ্‌র কারণে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল (পয়দা ৩:২৪)। প্রতীকী অর্থে আল্লাহ্‌র বেহেশতী উদ্যানে প্রবেশ করা এখন সম্ভব একমাত্র তাঁর এবাদতখানায় গুনাহ্‌র জন্য কাফ্‌ফারা দেবার মধ্য দিয়ে (হিজ ২৬:১ আয়াতের নোট দেখুন, "আবাস তাঁবু")। প্রাচীন ইহুদী সমাজগৃহগুলোও এ ধরনের বিষয়বস্তু দ্বারা অলঙ্করণ করা হতো।

৬:৩৬ ভিতর প্রাঙ্গণ। এর দ্বারা ধারণা করা যায় বাইরেও একটি প্রাঙ্গণ ছিল (৮:৬৪)। ২ খান্দান ৪:৯ আয়াতে "ইমামদের প্রাঙ্গণ" (ভেতরের) এবং "বড় প্রাঙ্গণ" (বাইরের) উল্লেখ করা হয়েছে। ভেতরের প্রাঙ্গণকে আরও বলা হয় "উপরস্থিত প্রাঙ্গণ" (ইয়ার ৩৬:১০), কারণ বায়তুল মোকাদ্দসের উপরের দিকে এর অবস্থান ছিল।

৬:৩৭ চতুর্থ বছর। সোলায়মানের রাজত্বের চতুর্থ বছর (১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:৩৮ একাদশ বছর। সোলায়মানের রাজত্বের একাদশ বছর (৯৫৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

৭:১ তেরো বছর। সোলায়মান তাঁর নিজ বাসগৃহ নির্মাণ করতে বায়তুল মোকাদ্দস নির্মাণের প্রায় দ্বিগুণ সময় ব্যয় করেছিলেন (৬:৩৮; হগয় ১:২-৪ আয়াত দেখুন)।

৭:২ লেবানন অরণ্যের বাড়ি। প্রাসাদে চার সারি এরস কাঠের স্তম্ভ ব্যবহার করায় একটি বৃহৎ অরণ্যের চিত্র ফুটে উঠেছিল। লম্বা একশত হাত চওড়া পঞ্চাশ হাত ও উচ্চতা ত্রিশ হাত। এই পরিমাপের সাথে ৬:২ আয়াতের বায়তুল মোকাদ্দসের পরিমাপ তুলনা করুন।

৭:৩ প্রত্যেক শ্রেণীতে পনের, সবসুদ্ধ পঁয়তাল্লিশটি কুঠরী। সম্ভবত ভবনটির নিচ তলায় ছিল মূল সম্মেলন কক্ষ এবং এর উপরে আরও তিনটি তলা অবস্থিত ছিল। ভবনটিতে অস্ত্রশস্ত্র মজুদ রাখার ভাণ্ডারও ছিল (১০:১৬-১৭ দেখুন)।

৭:৬ বারান্দা। সম্ভবত লেবাননের অরণ্য প্রাসাদের প্রবেশ করার জন্য একটি হাঁটা পথ। এর দৈর্ঘ্যের সাথে (৫০ হাত) প্রাসাদের প্রস্থ মিলে যায়।

BACIB International Bible CHURCH

হাত এবং তাদের সম্মুখে আর একটি বারান্দা
করলেন, তাতেও স্তম্ভশ্রেণী ও তার সম্মুখে
গোবরাট ছিল।
৭ আর যে বারান্দার সিংহাসনে বসে তিনি
বিচার করবেন, সেই বিচারের বারান্দা প্রস্তুত
করলেন ও মেঝের এক দিক থেকে অন্য দিক
পর্যন্ত এরস কাঠ দিয়ে ঢেকে দিলেন।
৮ আর তাঁর বাসগৃহ ও বারান্দার ভিতরে অন্য
প্রাঙ্গণ ঠিক একই রকম ছিল। আর সোলায়মান
যাঁকে বিয়ে করেছিলেন ফেরাউনের সেই কন্যার
জন্য ঐ বারান্দার মত একটি বাড়ি নির্মাণ
করলেন।
৯ এর ভিত্তিমূল থেকে শুরু করে আলিসা পর্যন্ত
ভিতরে ও বাইরে মসৃণ পাথরের পরিমাণ
অনুসারে করাত দিয়ে কাটা দামী পাথরে নির্মিত
হয়েছিল এবং বাইরে বড় প্রাঙ্গণ পর্যন্ত একই
রকম করা হল। ১০ আর বহুমূল্য যে পাথর দিয়ে
ভিত্তিমূল নির্মিত হয়েছিল, সেসব পাথর বেশ বড়
বড় ছিল, কোন কোনটা দশ হাত ও কোন
কোনটা আট হাত। ১১ তার উপরে দামী পাথর,
পরিমাণ অনুসারে মসৃণ পাথর ও এরস কাঠ
ছিল। ১২ আর যেমন মাবুদের গৃহের মধ্য প্রাঙ্গণে
ও গৃহের বারান্দাতে, তেমনি বড় প্রাঙ্গণের
চারদিকে তিন শ্রেণী মসৃণ পাথর ও এক শ্রেণী
এরস কাঠ ছিল।

এবাদতখানার আসবাবপত্র ও সাজসজ্জা

১৩ আর বাদশাহ্‌ সোলায়মান লোক প্রেরণ করে
টায়ার থেকে হীরমকে আনালেন। ১৪ সে নপ্তালি
বংশীয় এক জন বিধবার পুত্র এবং তার পিতা
টায়ার নগরস্থ এক জন কাংস্যকার, ব্রোঞ্জের সমস্ত
কাজ করতে সে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যায় পরিপূর্ণ
ছিল; সে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের কাছে এসে
তাঁর সমস্ত কাজ করলো।
১৫ সে ব্রোঞ্জের দু'টি স্তম্ভ নির্মাণ করলো; তার
এক এক স্তম্ভ আঠার হাত উঁচু এবং বারো হাত
পরিমিত সুতা দু'টি স্তম্ভ বেষ্টন করলো। ১৬ আর
দুই স্তম্ভের মাথায় স্থাপন করার জন্য মাথায় সে
ছাঁচে ঢালা ব্রোঞ্জের দু'টি মাথলা তৈরি করলো,
একটি মাথলার উচ্চতা পাঁচ হাত, দ্বিতীয়
মাথলার উচ্চতাও পাঁচ হাত। ১৭ স্তম্ভের উপরিস্থ
সেই মাথলার জন্য জালকার্যের জাল ও শিকলের
কাজের পাকানো দড়ি ছিল; এক মাথলার জন্য
সাতটি, অন্য মাথলার জন্যও সাতটি। ১৮ এভাবে
সে স্তম্ভ দু'টি নির্মাণ করলো; আর স্তম্ভের উপরিস্থ
মাথলা আচ্ছাদনের জন্য জাল কাজের উপরে
বেষ্টন করতে দু'টি শ্রেণী তৈরি করলো; এবং
অন্য মাথলার জন্যও তা করলো। ১৯ আর
বারান্দাতে দু'টি স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলা চার হাত
পর্যন্ত শোশন ফুলের আকৃতিবিশিষ্ট ছিল।
২০ আর দু'টি স্তম্ভের উপরে জাল কাজের নিকটস্থ
মোটাভাগের কাছে মাথলা ছিল; এবং অন্য
মাথলার উপরে চারদিকে শ্রেণীবদ্ধ দুই শত
ডালিম ছিল। ২১ পরে সে ঐ দু'টি স্তম্ভ বায়তুল-
মোকাদ্দসের বারান্দাতে স্থাপন করলো এবং ডান
দিকের স্তম্ভটি স্থাপন করে তার নাম যাখীন [তিনি
সুস্থির করবেন] রাখল এবং বাম দিকের স্তম্ভটি
স্থাপন করে তার নাম বোয়স [এতেই বল]
রাখল। ২২ ঐ দু'টি স্তম্ভের উপরে শোশন ফুলের
আকৃতি ছিল; এভাবে দু'টি স্তম্ভের কাজ সমাপ্ত
হল।
২৩ পরে সে ছাঁচে ঢালা একটি গোলাকার
সমুদ্র-পাত্র তৈরি করলো, তা এক প্রান্ত থেকে

[৭:৭] ১শামু ৭:১৫; জবুর ১২২:৫; মেসাল ২০:৮।
[৭:৮] ১বাদশাহ্‌ ৩:১।
[৭:১২] ১বাদশাহ্‌ ৬:৩৬।
[৭:১৩] ২খান্দান ২:১৩; ৪:১৬।
[৭:১৪] হিজ ৩১:২-৫; ৩৫:৩১।
[৭:১৫] ২বাদশাহ্‌ ১১:১৪; ২৩:৩; ২৫:১৭; ২খান্দান ৩:১৫; ২৩:১৩; ৩৪:৩১; ইয়ার ২৭:১৯; ৫২:১৭, ২১; ইহি ৪০:৪৯।
[৭:১৬] ইয়ার ৫২:২২।
[৭:২০] ২খান্দান ৩:১৬; ৪:১৩।
[৭:২১] ২খান্দান ৩:১৭।
[৭:২২] ২বাদশাহ্‌ :১৭।
[৭:২৩] ২বাদশাহ্‌ :১৩; ১খান্দান ১৮:৮; ২খান্দান ৪:১৮; ইয়ার ৫২:১৭; প্রকা

৭:৭ বিচারের বারান্দা। এটি স্পষ্ট নয় যে, বিচারের বারান্দা (যে বারান্দায় সিংহাসন ছিল), সোলায়মানের নিজের বাসস্থান (আয়াত ৮) এবং ফেরাউনের কন্যার জন্য নির্মিত প্রাসাদ (আয়াত ৮) পৃথক ভবন ছিল, না কি লেবাননের অরণ্য প্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

৭:৯ ভিতরে ও বাইরে মসৃণ পাথর। ইসরাইলের পবিত্র ভূমিতে পাওয়া রক্তাভ সাদা শ্বেত পাথর যখন উত্তোলন করা হতো তখন তা যথেষ্ট নরম থাকত, কিন্তু আলো বাতাসের সংস্পর্শে আসার পর তা ধীরে ধীরে দৃঢ় ও শক্ত হতে শুরু করতো।

৭:১২ বড় প্রাঙ্গণ। বায়তুল মোকাদ্দসের ভেতরের প্রাঙ্গণের মত করেই এটি নির্মাণ করা হয়েছিল (৬:৩৬)।

৭:১৩ বাদশাহ্‌ সোলায়মান লোক প্রেরণ করলেন। বায়তুল মোকাদ্দস এবং সোলায়মানের প্রাসাদ নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগে (২ খান্দান ২:৭, ১৩-১৪)। হীরম। তার পুরো নাম হচ্ছে হীরম-আবি (Huram-Abi; ২ খান্দান ২:১৩)।

৭:১৪ নপ্তালি বংশীয় এক জন বিধবা। ২ খান্দান ২:১৪ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, হীরম-আবির মা দান গোষ্ঠী থেকে এসেছিলেন। সম্ভবত তিনি উত্তর ইসরাইলের দান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন, যার নিকটবর্তী ছিল তার স্বামীর জন্মস্থল নপ্তালি। তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি টায়ারের একজন পুরুষকে বিয়ে করেন।

ব্রোঞ্জের সমস্ত কাজ। হীরম-আবির অনেক ধরনের গুণ ও যোগ্যতার সম্ভার ছিল (২ খান্দান ২:৭, ১৪)।

৭:১৫ ব্রোঞ্জের দু'টি স্তম্ভ। বায়তুল মোকাদ্দসের মূল প্রবেশ দ্বারের দুই পাশে এই দুটি স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছিল (আয়াত ২১)। নিশ্চয়ই স্তম্ভ দুটি কারুকাজ করা ছিল এবং সম্ভবত সেখানে এমন কিছু নকশা স্থাপন করা হয়েছিল যা আমাদের কাছে অজানা। অনেকে মনে করেন যে, স্তম্ভগুলো শুধুমাত্র শোভা বর্ধনের জন্য বসানো হয়েছিল, যেমনটা মধ্য প্রাচ্যের কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে দেখতে পাওয়া যায়। অন্যরা মনে করেন স্তম্ভ দুটি দ্বারা বায়তুল মোকাদ্দসের প্রবেশ স্থলের ছাদ বসানো হয়েছিল।

৭:১৬ পাঁচ হাত। ২ বাদশাহ্‌ ২৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:২১ ডান দিকের স্তম্ভ। অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে। শরীয়ত তাঁবুর মত বায়তুল মোকাদ্দসও পূর্ব দিকে মুখ করে নির্মাণ করা হয়েছিল (ইহি ৮:১৬ দেখুন)।

৭:২৩ ছাঁচে ঢালা একটি গোলাকার সমুদ্র-পাত্র। ব্রোঞ্জের তৈরি বিশালাকৃতির এই জলাধারটি শরীয়ত তাঁবুর জন্যও নির্মাণ করা হয়েছিল (হিজ ৩০:১৭-২১; ৩৮:৮ দেখুন)। এর পানি দিয়ে ইমামগণ পাক-সাফ করার আনুষ্ঠানিকতাগুলো সম্পন্ন করতেন

অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দশ হাত ও তার উচ্চতা পাঁচ হাত ও তার পরিধি ত্রিশ হাত ছিল। ২৪ আর চার প্রান্তের নিচে সমুদ্র-পাত্র বেষ্টনকারী বার্তাকীর শ্রেণী ছিল, প্রত্যেক হাত পরিমাণের মধ্যে দশটি করে বার্তাকী ছিল; বার্তাকীর দুই শ্রেণী ছিল, ঐ পাত্র ঢালবার সময়ে সেসব ছাঁচে ঢালা গিয়েছিল। ২৫ ঐ পাত্রটি বারোটি গরুর উপরে স্থাপিত ছিল; তাদের তিনটি উত্তরমুখ, তিনটি পশ্চিমমুখ, তিনটি দক্ষিণমুখ ও তিনটি পূর্বমুখ ছিল; এভাবে সমুদ্রপাত্র তাদের উপরে স্থাপিত হল; তাদের সকলের পিছনের ভাগ ভিতরে থাকলো। ২৬ ঐ পাত্রটি চার আঙ্গুল পুরু ও তার প্রান্ত পানপাত্রের প্রান্তের মত, শোশন পুষ্পের পাপড়ির মত ছিল; তাতে দুই হাজার বাৎ পানি ধারণ করতো।

২৭ পরে সে ব্রোঞ্জের দশটি পীঠ তৈরি করলো। এক একটি পীঠ চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া ও তিন হাত উঁচু ছিল। ২৮ সেসব পীঠের গঠন এরকম; তাদের পাটা ছিল, সেসব পাটা বিটের মধ্যে ছিল। ২৯ আর বিটের পাটায় সিংহ, গরু ও কারুবী ছিল এবং উপরিভাগে বিট সকলের উপরে ভিত্তি ছিল এবং সিংহ ও গরুগুলোর নিচে ঝুলান মালার মত কাজ ছিল। ৩০ প্রত্যেক পীঠের ব্রোঞ্জের চারটি চাকা ও ব্রোঞ্জের আল ছিল এবং চার পায়াতে স্থাপিত অবলম্বন ছিল, সেসব অবলম্বন ধোবার পাত্রের নিচে ঢালা ছিল ও প্রত্যেকের পাশে মালা ছিল। ৩১ আর মাথলার মধ্যে ও তার উপরে তার মুখ এক হাত, কিন্তু তার মুখ বৈঠকের আকৃতির মত গোল ও দেড় হাত পরিমিত; এবং তার মুখের উপরেও শিল্পকর্ম ছিল; এবং তার সমস্ত পাটা গোল নয়, চারকোনা বিশিষ্ট ছিল। ৩২ আর পাটার নিচে চারটি চাকা; ঐ চাকার আল পীঠের সঙ্গে সংযুক্ত; তার প্রত্যেক চাকা দেড় হাত উঁচু। ৩৩ আর চাকাগুলোর গঠন রথের চাকার গঠনের মত এবং আল, নেমি, আড়া ও সমস্ত নাভি ছাঁচে ঢালা

৪:৬।

[৭:২৫] ইয়ার ৫২:২০।

[৭:২৭] ২বাদশাহ্‌ ১৬:১৭।

[৭:৩০] ২বাদশাহ্‌ ১৬:১৭।

[৭:৩৮] হিজ ৩০:১৮।

[৭:৪০] হিজ ২৭:৩; ইয়ার ৫২:১৮।

[৭:৪৫] হিজ ২৭:৩; ইয়ার ৫২:১৮।

ছিল। ৩৪ আর প্রত্যেক পীঠের চার কোণে স্থাপিত চার অবলম্বন ছিল; সেই অবলম্বন মূল পীঠের সঙ্গে নির্মিত ছিল। ৩৫ ঐ পীঠের উপরিস্থ অর্ধেক হাত উঁচু বর্তুলাকার হাতল এবং পীঠের উপরিস্থ অবলম্বন ও পাটা তার সঙ্গে নির্মিত ছিল। ৩৬ আর সে তার অবলম্বনের প্রদেশে ও তার ধারে প্রত্যেকের স্থান-পরিমাণ অনুসারে কারুবী, সিংহ ও খেজুর গাছ খোদাই করে চারদিকে মালা দিল। ৩৭ এভাবে সে দশটি পীঠ তৈরি করলো; সবগুলোই এক ছাঁচে, এক পরিমাণে ও এক আকারে নির্মিত।

৩৮ পরে সে ব্রোঞ্জের দশটি ধোবার পাত্র তৈরি করলো, তার প্রত্যেক পাত্রে চল্লিশ বাৎ পানি ধরতো এবং প্রত্যেক পাত্র চার হাত পরিমিত ছিল; আর ঐ দশটি পীঠের মধ্যে এক এক পীঠের উপরে এক একটি ধোবার পাত্র থাকতো। ৩৯ আর সে গৃহের দক্ষিণ পাশে পাঁচ পীঠ ও বাম পাশে পাঁচ পীঠ রাখল; আর গৃহের দক্ষিণ পাশে পূর্ব দিকে দক্ষিণ দিকের সম্মুখে সমুদ্র-পাত্র স্থাপন করলো।

৪০ হীরম ঐ সমস্ত ধোবার পাত্র, হাতা ও বাটি তৈরি করলো।

এভাবে হীরম বাদশাহ্‌ সোলায়মানের জন্য মাবুদের গৃহের যেসব কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেসব সমাপ্ত করলো; ৪১ অর্থাৎ দু'টি স্তম্ভ ও সেই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দু'টি গোলাকার আচ্ছাদন করার দু'টি জালকার্য; ৪২ আর দু'টি জালকার্যের জন্য চার শত ডালিমের আকার, অর্থাৎ স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দু'টি গোলাকার আচ্ছাদন করার এক এক জালকার্যের জন্য দুই শ্রেণী ডালিমের আকার; ৪৩ আর দশটি পীঠ ও পীঠের উপরে দশটি ধোবার পাত্র; ৪৪ এবং একটি সমুদ্র-পাত্র ও সমুদ্র-পাত্রের নিচে বারোটি গরু; ৪৫ এবং পাত্র, হাতা ও বাটি; এই যেসব পাত্র হীরম বাদশাহ্‌ সোলায়মানের জন্য মাবুদের

(২ খান্দান ৪:৬)।
ত্রিশ হাত। সুনির্দিষ্ট করে বললে পাত্রটির পরিধি ছিল ৩১.৪১৬ হাত, কারণ পাত্রটির উপরিভাগের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ ব্যাস ছিল দশ হাত। পূর্ণ সংখ্যা উল্লেখ করার জন্য এখানে ত্রিশ হাত বলা হয়েছে।
৭:২৪ প্রত্যেক হাত পরিমাণের মধ্যে দশটি করে বার্তাকী। প্রত্যেক হাতে দশটি করে বার্তাকী থাকার অর্থ হল, পুরো পাত্রটি ঘিরে ফেলতে ৩০০ বার্তাকীর প্রয়োজন ছিল। সুতরাং দুই শ্রেণীতে মোট ৬০০টি বার্তাকী ছিল।
৭:২৬ দুই হাজার বাৎ। ২ খান্দান ৪:৫ আয়াতের নোট দেখুন।
৭:২৭ ব্রোঞ্জের দশটি পীঠ। পানির পাত্রটি ধরে রাখার জন্য এই দশটি ব্রোঞ্জের তৈরি অপসারণযোগ্য পীঠ বা পায়া তৈরি করা হয়েছিল (আয়াত ৩৮)। ব্রোঞ্জের সমুদ্রপাত্রের তুলনায় এর আকৃতি ছোট ছিল। পোড়ানো কোরবানীর উদ্দেশে আনা জবাই করা প্রাণীগুলোর দেহের নির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য এই পাত্র থেকে পানি নিয়ে ব্যবহার করা হতো (লেবীয় ১:৯, ১৩; ২ খান্দান ৪:৬ দেখুন)।
৭:৩৬ কারুবী, সিংহ ও খেজুর গাছ খোদাই করে চারদিকে মালা দিল। ৬:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।
৭:৪০ সমস্ত ধোবার পাত্র। সম্ভবত মঙ্গল কোরবানীর সাথে সম্পৃক্ত ভোজনযোগ্য খাবার রান্না করার জন্য ব্যবহৃত হতো (লেবীয় ৭:১১-১৭ ; ২২:২১-২৩ দেখুন)। *হাতা।* কোরবনগাহ্‌ থেকে ছাই সরানোর জন্য ব্যবহৃত হতো। *বাটি।* এবাদতের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় ইমামেরা রক্ত বা পানি ছিটাতে এই বাটিগুলো ব্যবহার করতেন (হিজ ২৭:৩ দেখুন)।
৭:৪১ আচ্ছাদন করার দু'টি জালকার্য। ১৭ আয়াত দেখুন।
৭:৪২ চার শত ডালিম। ১৮, ২০ আয়াত দেখুন।
৭:৪৩ দশটি পীঠ ও পীঠের উপরে দশটি ধোবার পাত্র। ২৭-৩৭ আয়াত দেখুন।
৭:৪৪ একটি সমুদ্র-পাত্র ও সমুদ্র-পাত্রের নিচে বারোটি গরু: ২৩-২৬ আয়াত দেখুন।
৭:৪৫ পাত্র, হাতা ও বাটি। ৪০ আয়াতের নোট দেখুন।

গৃহের জন্য প্রস্তুত করলো, সেসবই তেজোময়
ব্রোঞ্জ দ্বারা তৈরি করলো। ৪৬ বাদশাহ্ জর্ডানের
অঞ্চলে সুক্কোৎ ও সর্তনের মধ্যস্থিত কাদা মাটিতে
তা ঢালাই করলেন। ৪৭ আর ঐ সমস্ত পাত্র এত
বেশি ছিল, যে সোলায়মান তা ওজন করলেন না;
ব্রোঞ্জের পরিমাণ নির্ণয় করা গেল না।
৪৮ সোলায়মান মাবুদের গৃহস্থিত সমস্ত পাত্র
তৈরি করালেন; সোনার ধূপগাহ্ ও দর্শনরুটি
রাখার সোনার টেবিল; ৪৯ এবং অন্তর্গৃহের সম্মুখে
ডানে পাঁচটি ও বামে পাঁচটি খাঁটি সোনার
প্রদীপ-আসন এবং সোনার ফুল, প্রদীপ ও
চিমটা; ৫০ আর খাঁটি সোনার বাটি, কর্তরী,
গামলা, চামচ ও অঙ্গার-পাত্র; এবং ভিতরের
গৃহের অর্থাৎ মহা-পবিত্র স্থানের দরজার জন্য
এবং গৃহের অর্থাৎ বায়তুল-মোকাদ্দসের দরজার
জন্য সোনার কব্জা করালেন।
৫১ এভাবে মাবুদের গৃহের জন্য বাদশাহ্
সোলায়মানের কৃত সমস্ত কাজ সম্পন্ন হল। আর
সোলায়মান তাঁর পিতা দাউদের পবিত্রীকৃত সমস্ত
দ্রব্য, অর্থাৎ রূপা, সোনা ও সমস্ত পাত্র আনিয়ে
মাবুদের গৃহস্থিত ধনাগারগুলোতে রাখলেন।

এবাদতখানার প্রতিষ্ঠা

৮ ১ পরে সোলায়মান দাউদ-নগর অর্থাৎ
সিয়োন থেকে মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক
উঠিয়ে আনবার জন্য ইসরাইলের প্রাচীন নেতৃ
বর্গদের ও সমস্ত গোষ্ঠীপতি, অর্থাৎ বনি-
ইসরাইলদের পিতৃকুলের নেতৃবর্গকে জেরুশালেমে
বাদশাহ্ সোলায়মানের কাছে উপস্থিত করলেন।
২ তাতে এথানীম মাসে, অর্থাৎ সপ্তম মাসে,
উৎসব সময়ে ইসরাইলের সমস্ত লোক বাদশাহ্
সোলায়মানের কাছে জমায়েত হল। ৩ পরে
ইসরাইলের সমস্ত প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হলে
ইমামেরা সিন্দুকটি উঠাল। ৪ আর তারা মাবুদের
সিন্দুক, জমায়েত-তাঁবু ও তাঁবুর মধ্যস্থিত সমস্ত
পবিত্র পাত্র উঠিয়ে আনলো; ইমামেরা ও
লেবীয়েরা এসব উঠিয়ে আনলো। ৫ আর
বাদশাহ্ সোলায়মান এবং তাঁর কাছে সমাগত
সমস্ত ইসরাইলদের মধ্য তাঁর সঙ্গে সিন্দুকের
সম্মুখে থেকে অনেক ভেড়া ও গরু কোরবানী
করলেন; সেসব এত বেশি ছিল যে, তাদের
সংখ্যা গণনা করা গেল না। ৬ পরে ইমামেরা
মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক নিয়ে গিয়ে স্বস্থানে,
গৃহের অন্তর্গৃহে, মহা-পবিত্র স্থানে, দুই কারুবীর
পাখার নিচে স্থাপন করলো। ৭ সেই কারুবীরা
সিন্দুকের স্থানের উপরে পাখা মেলে রইলো,
আর উপরে কারুবীরা সিন্দুক ও তার দু'টি বহন-
দণ্ড আচ্ছাদন করে রইলো। ৮ সেই দুই বহন-দণ্ড
এত দীর্ঘ ছিল যে, তার অগ্রভাগ অন্তর্গৃহের
সম্মুখে পবিত্র স্থান থেকে দেখা যেত, তবুও তা
বাইরে দেখা যেত না; আজ পর্যন্ত তা সেই স্থানে

[৭:৪৬] পয়দা ১৩:১০।
[৭:৪৭] ১খান্দান ২২:৩; ইয়ার ৫২:২০।
[৭:৪৮] হিজ ৩৯:৩২-৪৩।
[৭:৪৯] হিজ ২৫:৩১-৩৮।
[৭:৫০] ২বাদশাহ্ :১৩; ইয়ার ৫২:১৯।
[৭:৫১] ২বাদশাহ্ ১২:১৩; ২৪:১৩; ইয়ার ২৭:১৯।
[৮:১] ১শামু ৩:৩; প্রকা ১১:১৯।
[৮:২] লেবীয় ২৩:৩৬; নহি ৮:১৭।
[৮:৩] ইউসা ৩:৩।
[৮:৪] লেবীয় ১৭:৪।
[৮:৫] ২শামু ৬:১৩; ২খান্দান ৩০:২৪।
[৮:৬] হিজ ২৬:৩৩; ২শামু ৬:১৭; প্রকা ১১:১৯।
[৮:৭] হিজ ২৫:২০।

৭:৪৬ সুক্কোৎ। জর্ডানের পূর্ব দিকে (পয়দা ৩৩:১৭; ইউসা ১৩:২৭; কাজী ৮:৪-৫) যব্বোক নদীর ঠিক উত্তরে অবস্থিত অঞ্চল। এই অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, রাজবংশের আমলে সুক্কোৎ ছিল খনি থেকে ধাতু উত্তোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল।

সর্তন। আদম (ইউসা ৩:১৬) এবং হাবিল মহোলার (৪:১২) নিকটে অবস্থিত ছিল।

৭:৪৮ সোনার ধূপগাহ্। ৬:২২ দেখুন।

সোনার মেজ। মাবুদের দর্শন রুটি এই মেজ বা টেবিলের উপরে রাখা হতো (হিজ ২৫:২৩-৩০; ১ খান্দান ৯:৩২; ২ খান্দান ১৩:১১; ২৯:১৮ দেখুন)। ১ খান্দান ২৮:১৬ এবং ২ খান্দান ৪:৮, ১৯ আয়াতের এ ধরনের দশটি সোনার মেজের কথা বলা হয়েছে, যার পাঁচটি রাখা হতো এবাদতখানার উত্তর পাশে এবং অন্য পাঁচটি রাখা হতো দক্ষিণ পাশে।

৭:৪৯ খাঁটি সোনার প্রদীপ-আসন। শরীয়ত তাঁবুতে দর্শন রুটির মেজের বিপরীত দিকে সাতটি বাহু বিশিষ্ট একটিমাত্র প্রদীপ আসন রাখা হতো (হিজ ২৫:৩১-৪০; ২৬:৩৫)। বায়তুল মোকাদ্দসে দশটি প্রদীপ আসন রাখা হয়েছিল, যার পাঁচটি ছিল উত্তর দিকে এবং অন্য পাঁচটি ছিল দক্ষিণ দিকে। এই দশটি প্রদীপ আসন পবিত্র স্থানে একটি আলোকময় পথ তৈরি করেছিল। *সোনার ফুল* হিজ ২৫:৩৩ আয়াত দেখুন। *প্রদীপ* হিজ ২৫:৩৭ আয়াত দেখুন। *চিমটা* ২ খান্দান ৪:২১; ইশা ৬:৬ আয়াত দেখুন।

৭:৫০ অঙ্গার-পাত্র। ২ বাদশাহ্ ২৫:১৫; ২ খান্দান ৪:২২; ইয়ার ৫২:১৮-১৯ আয়াত দেখুন।

৭:৫১ পিতা দাউদের পবিত্রীকৃত সমস্ত দ্রব্য। যুদ্ধে অধিকৃত বা বাদশাহ্ দাউদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনস্বরূপ কোন দেশের বাদশাহ্ বা শাসকের প্রদত্ত মূল্যবান বস্তু, যেমন সোনা বা রূপা (২ শামু ৮:৯-১২; ১ খান্দান ১৮:৭-১১; ২ খান্দান ৫:১)।

মাবুদের গৃহস্থিত ধনাগার। ১৫:১৮; ২ বাদশাহ্ ১২:১৮; ১ খান্দান ৯:২৬; ২৬:২০-২৬; ২৮:১২ দেখুন।

৮:১ দাউদ-নগর অর্থাৎ সিয়োন। ২ শামু ৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক উঠিয়ে আনবার জন্য। এর আগে বাদশাহ্ দাউদ ওবেদ-ইদোমের ঘর থেকে শরীয়ত-সিন্দুক জেরুশালেমে নিয়ে এসেছিলেন (২ শামু ৬ অধ্যায় দেখুন)।

৮:২ উৎসব। সম্ভবত ১১ মাস অপেক্ষা করেছিলেন (৬:৩৮ আয়াত দেখুন) যেন তিনি আবাস তাঁবুর উৎসবের সময় বায়তুল মোকাদ্দস উৎসর্গ করেন, যা বছরের সপ্তম মাসে অনুষ্ঠিত হতো (লেবীয় ২৩:৩৪; দ্বি.বি. ১৬:১৩-১৫)।

সপ্তম মাস। সম্ভবত বাদশাহ্‌র সোলায়মানের রাজত্বের দ্বাদশ বছরে এই ঘটনা ঘটে।

৮:৪ জমায়েত তাঁবু। এই তাঁবুটির অবস্থান ছিল গিবিয়োনে (৩:৪; ১ শামু ৭:১; ২ খান্দান ৫:৪-৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:৬ দুই কারুবীর পাখার নিচে স্থাপন করলো। ৬:২৩-২৮ আয়াত দেখুন।

৮:৮ তার অগ্রভাগ অন্তর্গৃহের সম্মুখে পবিত্র স্থান থেকে দেখা যেত। বহনকারী দণ্ড দুটো সব সময় সিন্দুকের স্বর্গের চক্রের মধ্যে অবস্থান করতো (হিজ ২৫:১৫)। আজ পর্যন্ত তা সেই স্থানে আছে। যারা বাদশাহ্‌নামা কিতাবটি শেষ পর্যায় পর্যন্ত সঙ্কলিত করেছেন তারা নয়, বরং যিনি এই কিতাবের মূল রচয়িতা তিনিই এই কথাটি বলছেন (কিতাবটির ভূমিকা দেখুন;

আছে। ৯ সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল সেই দু'খানা পাথর-ফলক ছিল যা মূসা হোরেবে তার মধ্যে রেখেছিলেন; সেই সময়ে, মিসর থেকে বনি-ইসরাইলদের বের হয়ে আসার পর, মাবুদ বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে নিয়ম করেছিলেন। ১০ আর পবিত্র স্থানের মধ্য থেকে ইমামদের বের হবার সময়ে মাবুদের গৃহ মেঘে এমন পরিপূর্ণ হল যে, ১১ মেঘের দরুন ইমামেরা পরিচর্যা করার জন্য দাঁড়াতে পারল না; কেননা মাবুদের গৃহ মাবুদের প্রতাপে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

১২ তখন সোলায়মান বললেন, মাবুদ বলেছেন যে, তিনি ঘোর অন্ধকারে বাস করবেন। ১৩ আমি সত্যিই তোমার একটি বাস-গৃহ নির্মাণ করালাম; এটি চিরকাল তোমার নিবাসস্থান।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের ভাষণ

১৪ পরে বাদশাহ্‌ মুখ ফিরিয়ে সমস্ত ইসরাইল-সমাজকে দোয়া করলেন; আর সমস্ত ইসরাইল-সমাজ দণ্ডায়মান হল। ১৫ আর তিনি বললেন, মাবুদ ধন্য হোন, ইসরাইলের আল্লাহ্‌। তিনি আমার পিতা দাউদের কাছে নিজের মুখে এই কথা বলেছিলেন এবং নিজের হাত দিয়ে এটা সফল করেছেন, ১৬ যথা, যেদিন আমার লোক ইসরাইলকে মিসর থেকে বের করে এনেছি, সেদিন থেকে আমি আমার নাম স্থাপনের জন্য গৃহ নির্মাণার্থে ইসরাইলের সমস্ত বংশের মধ্যে কোন নগর মনোনীত করি নি; কিন্তু আমার লোক ইসরাইলের নেতা হবার জন্য দাউদকে মনোনীত করেছি। ১৭ আর ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের নামের উদ্দেশে একটি গৃহ নির্মাণ করতে আমার পিতা দাউদের বাসনা ছিল। ১৮ কিন্তু মাবুদ আমার পিতা দাউদকে বললেন, আমার নামের উদ্দেশে একটি গৃহ নির্মাণ করতে তোমার বাসনা হয়েছে; তোমার এরকম মনস্থ করা ভালই বটে। ১৯ তবুও তুমি সেই গৃহ নির্মাণ করবে না, কিন্তু

[৮:৮] হিজ ২৫:১৩-১৫।
[৮:৯] হিজ ১৬:৩৪; ২৫:১৬; ইব ৯:৪।
[৮:১০] হিজ ১৬:১০; লেবীয় ১৬:২; প্রকা ১৫:৮।
[৮:১১] ২খান্দান ৭:২; প্রকা ১৫:৮।
[৮:১২] হিজ ৪০:৩৪; ২শামু ২২:১০।
[৮:১৩] হিজ ১৫:১৭; জবুর ১৩২:১৩; ১৩৫:২১; মথি ২৩:২১।
[৮:১৪] হিজ ৩৯:৪৩।
[৮:১৫] ১খান্দান ১৬:৩৬; লূক ১:৬৮।
[৮:১৬] ১শামু ৯:১৬; ১৬:১।
[৮:১৭] ২শামু ৭:২৭; ১খান্দান ২২:৭; জবুর ২৬:৮; ১৩২:৫।
[৮:১৯] ২শামু ৭:৫।
[৮:২০] ২শামু ৭:১২।
[৮:২২] হিজ ৯:২৯।
[৮:২৩] দ্বি:বি ৭:৯, ১২; নহি ১:৫;

তোমার বংশ থেকে উৎপন্ন পুত্রই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ করবে। ২০ মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন, তা সফল করলেন; মাবুদের ওয়াদা অনুসারে আমি আমার পিতা দাউদের পদ লাভ করে ও ইসরাইলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের নামের উদ্দেশে এই গৃহ নির্মাণ করেছি। ২১ আর মাবুদ আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করার সময়ে তাদের সঙ্গে যে নিয়ম করেছিলেন, তার আধার যে সিন্দুক, সেই সিন্দুকের জন্য আমি এখানে একটি স্থান নির্ধারণ করেছি।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মুনাজাত

২২ পরে সোলায়মান সমস্ত ইসরাইল-সমাজের সাক্ষাতে মাবুদের কোরবানগাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়ে বেহেশতের দিকে দু'হাত তুললেন; ২৩ আর তিনি বললেন, হে মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, উপরিস্থ বেহেশতে বা নিচস্থ দুনিয়াতে তোমার মত আর আল্লাহ্‌ নেই। সর্বান্তঃকরণে যারা তোমার সাক্ষাতে চলে, তোমার সেই গোলামদের পক্ষে তুমি নিয়ম পালন ও অটল মহব্বত প্রকাশ করে থাক; ২৪ তুমি তোমার গোলাম আমার পিতা দাউদের কাছে যা ওয়াদা করেছিলে তা পালন করেছ, যা নিজের মুখে বলেছিলে তা নিজের হাতে সিদ্ধ করেছ, যেমন আজ দেখা যাচ্ছে। ২৫ এখন, হে মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, তুমি তোমার গোলাম আমার পিতা দাউদের কাছে যা ওয়াদা করেছিলে, তা রক্ষা কর; তুমি বলেছিলে, আমার দৃষ্টিতে ইসরাইলের সিংহাসনে বসতে তোমার (বংশে) লোকের অভাব হবে না; কেবলমাত্র যদি আমার সাক্ষাতে তুমি যেমন চলেছ, তোমার সন্তানরা আমার সাক্ষাতে তেমনি চলবার জন্য যার যার পথে সাবধান থাকে। ২৬ এখন, হে ইসরাইলের আল্লাহ্‌, আরজ করি, তোমার গোলাম আমার পিতা দাউদের কাছে যে

সেই সাথে ২ খান্দান ৫:৯ আয়াত দেখুন)।

৮:৯ দু'খানা পাথর-ফলক। হিজ ২৫:১৬; ৪০:২০ আয়াত দেখুন।

মাবুদ বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে নিয়ম করেছিলেন। হিজরত ২৪ অধ্যায় দেখুন।

৮:১০ মাবুদের গৃহ মেঘে পরিপূর্ণ হল। সিনাই পর্বতে শরীয়ত তাঁবুর উপরে মাবুদের উপস্থিতির নির্দশনস্বরূপ যেমন দৃশ্যমান মেঘ নেমে এসেছিল, ঠিক সেভাবে বায়তুল মোকাদ্দসেও মাবুদ অবস্থান করার জন্য অবতরণ করলেন (হিজ ৪০:৩৩-৩৫; ইহি ১০:৩-৫, ১৮-১৯; ৪৩:৪-৫ আয়াত দেখুন)।

৮:১২ তিনি ঘোর অন্ধকারে বাস করবেন। হিজ ১৯:৯; ২৪:১৫, ১৮; ৩৩:৯-১০; ৩৪:৫; লেবীয় ১৬:২; দ্বি.বি. ৪:১১; ৫:২২; জবুর ১৮:১০-১১।

৮:১৫ নিজের মুখে এই কথা বলেছিলেন। ২ শামু ৭:৫-১৬ আয়াত দেখুন।

৮:১৬ কোন নগর মনোনীত করি নি। দ্বি.বি. ১২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

আমার নাম। ৩:২ আয়াত দেখুন।

৮:২১ মাবুদ ... যে নিয়ম করেছিলেন। দশ হুকুমনামা লিপিবদ্ধকৃত দুটি পাথরের ফলক (হিজ ২৫:১৬; ইব ৯:৪ আয়াত দেখুন)।

৮:২২ বেহেশতের দিকে দু'হাত তুললেন। মুনাজাত করার জন্য (হিজ ৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:২৩ তোমার মত আর আল্লাহ্‌ নেই। ইসরাইলের আল্লাহ্‌র মত করে আর কোন দেবতা এমন ইতিহাস সৃষ্টি করে নি, এমন আশ্চর্য অলৌকিক কাজ করে নি এবং আল্লাহ্‌র এমন দৃশ্যমান উপস্থিতিও এর আগে দৃশ্যমান হয় নি। কাজেই এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি ও পরম শক্তিমত্তা বায়তুল মোকাদ্দসের মধ্যে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল যে, ইসরাইল জাতির প্রতি তাঁর দোয়া ও রহমতের উৎস সুনিশ্চিত হয়েছিল (ইয়ার ৭:৪-১৪; মিকাহ্‌ ৩:১১)। সোলায়মান স্বীকার করেছিলেন যে, যদিও আল্লাহ্‌ অত্যন্ত বিশেষ ও স্থানীয় উপায়ে তাঁর লোকদের মধ্যে বসবাস করতে চেয়েছেন, তথাপি এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টজগতকে স্পর্শ করেছেন।

BACIB
International Bible CHURCH

কথা তুমি বলেছিলে, তা সফল হোক।
২৭ কিন্তু আল্লাহ্‌ কি সত্যি সত্যিই দুনিয়াতে
বাস করবেন? দেখ, বেহেশত ও বেহেশতের
বেহেশত তোমাকে ধারণ করতে পারে না, তবে
আমার নির্মিত এই গৃহ কি পারবে? ২৮ তবুও হে
মাবুদ, আমার আল্লাহ্‌, তুমি তোমার গোলামের
মুনাজাতে ও বিনতিতে মনোযোগ দাও, তোমার
গোলাম আজ তোমার কাছে যে কাতরোক্তি ও
মুনাজাত করছে, তা শোন। ২৯ যে স্থানের বিষয়ে
তুমি বলেছ, ‘আমার নাম সেই স্থানে থাকবে;’
সেই স্থানের অর্থাৎ এই গৃহের প্রতি তোমার চোখ
দিনরাত উন্মীলিত থাকুক এবং এই স্থানের
অভিমুখে তোমার গোলাম যে মুনাজাত করে, তা
শুনো। ৩০ আর তোমার গোলাম ও তোমার লোক
ইসরাইল যখন এই স্থানের উদ্দেশে মুনাজাত
করবে, তখন তাদের বিনতিতে কান দিও; তোমার
নিবাস-স্থান বেহেশতে তা শুনো এবং শুনে তা
মাফ করো।
৩১ কেউ তাঁর প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করলে
যদি তাকে কসম খেয়ে শপথ করাবার জন্য বাধ্য
করা হয়, আর সে এসে এই গৃহে তোমার
কোরবানগাহ্‌র সম্মুখে সেই কসম খায়; ৩২ তবে
তুমি বেহেশতে তা শুনো এবং নিষ্পত্তি করে
তোমার গোলামদের বিচার করো; দোষীকে দোষী
করে তার কাজের ফল তার মাথায় বর্তিয়ে এবং
ধার্মিককে ধার্মিক করে তার ধার্মিকতা অনুযায়ী
ফল দিও।

৯:৩২; দানি ৯:৪।
[৮:২৫] ২শামু ৭:১৫; ১খান্দান ১৭:২৩।
[৮:২৬] ২শামু ৭:২৫।
[৮:২৭] জবুর ১৩৯:৭-১৬; ইশা ৬৬:১; ইয়ার ২৩:২৪।
[৮:২৯] ২বাদশাহ্‌ ১৯:১৬; জবুর ৫:১; ৩১:২; ইশা ৩৭:১৭।
[৮:৩০] লেবীয় ২৬:৪০; দানি ৯:৪।
[৮:৩১] হিজ ২২:১১।
[৮:৩২] দ্বি:বি ২৫:১; ইহি ১৮:২০।
[৮:৩৩] লেবীয় ২৬:১৭।
[৮:৩৫] দ্বি:বি ২৮:২৪; ২শামু ১:২১।
[৮:৩৬] জবুর ৫:৮; মেসাল ১১:৫; ইশা ৪৫:১৩; ইয়ার ৬:১৬।
[৮:৩৭] হিজ ৩০:১২; লেবীয় ২৬:২৫।

৩৩ তোমার লোক ইসরাইল তোমার বিরুদ্ধে
গুনাহ্‌ করার দরুন দুশমনের সম্মুখে আহত
হওয়ার পর যদি পুনর্বার তোমার দিকে ফেরে
এবং এই গৃহে তোমার নামের প্রশংসা-গজল
করে তোমার কাছে মুনাজাত ও ফরিয়াদ করে;
৩৪ তবে তুমি বেহেশতে তা শুনো এবং তোমার
লোক ইসরাইলের গুনাহ্‌ মাফ করো, আর
তাদের পূর্বপুরুষদের এই যে দেশ দিয়েছ,
এখানে পুনর্বার তাদেরকে এনো।
৩৫ তোমার বিরুদ্ধে তাদের গুনাহ্‌র দরুন যদি
আসমান রুদ্ধ হয়, বৃষ্টি না হয়, আর লোকেরা
যদি এই স্থানের উদ্দেশে মুনাজাত করে, তোমার
নামের প্রশংসা-গজল করে এবং তোমা থেকে
দুঃখ পাওয়াতে যার যার গুনাহ্‌ থেকে ফিরে;
৩৬ তবে তুমি বেহেশতে তা শুনো এবং তোমার
গোলামদের ও তোমার লোক ইসরাইলের গুনাহ্‌
মাফ করো ও তাদের গন্তব্য সৎপথ তাদেরকে
দেখিও; এবং তুমি তোমার লোকদের যে দেশ
অধিকার হিসেবে দিয়েছ, তোমার সেই দেশে
বৃষ্টি পাঠিও।
৩৭ দেশে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি মহামারী হয়,
যদি শস্যের শোষ বা ম্লানি, পঙ্গপাল বা কীট হয়,
যদি তাদের দুশমনেরা তাদের দেশে, নগরে
নগরে, তাদের অবরোধ করে, যদি কোন মারী
বা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; ৩৮ তা হলে কোন ব্যক্তি
বা তোমার সমস্ত লোক ইসরাইল, যারা প্রত্যেকে
নিজ নিজ মনের কষ্ট জানে এবং এই গৃহের প্রতি

৮:২৯ আমার নাম। ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৩০ এই স্থানের উদ্দেশে মুনাজাত করবে। যখন ইসরাইলীয়রা বায়তুল মোকাদ্দসে মুনাজাত করতে অসমর্থ ছিল তখন তারা সেই স্থানের দিকে মুখ করে মুনাজাত করতো যেখানে তিনি তাঁর লোকদের মধ্যে উপস্থিত থাকার জন্য অবস্থান করেছিলেন (দানিয়াল ৬:১০)।

তোমার নিবাস-স্থান বেহেশতে। ২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৩১ তাকে কসম খেয়ে শপথ করাবার জন্য বাধ্য করা হয়। শপথ করার ক্ষেত্রে কোন ভুল করলে (হিজ ২২:১০-১২) বা ইচ্ছাকৃতভাবে জেনা করলে (শুমারী ৫:১১-৩১) সেই অপরাধের অভিযুক্ততা প্রমাণের জন্য যদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণ না থাকে, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র এবাদত করার স্থানের সামনে এসে তার নিজের নির্দোষিতার সপক্ষে শপথ উচ্চারণ করতে হতো। এই শপথ এবং তার সাথে যুক্ত দোয়া বা বদদোয়া তার নির্দোষিতা বা অপরাধ নিরূপণ করার জন্য বেহেশতী পদ্ধতি বলে বিবেচনা করা হতো, যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তির পরবর্তী জীবন তার নিজের করা দোয়া বা বদদোয়া দ্বারা প্রভাবিত হতো এবং তা ঘটতো উরীম ও তুম্মীমের দ্বারা বেহেশতী প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে (হিজ ২৮:২৯-৩০; লেবীয় ৮:৮; শুমারী ২৭:২১)।

৮:৩২ তুমি বেহেশতে তা শুনো। এটি সুস্পষ্ট যে, সোলায়মান এই শপথকে দেখেছিলেন আল্লাহ্‌র কাছে কোন কার্য সাধনের জন্য আবেদন হিসেবে, জাদু বা ভোজবাজির মত কাজ করে এমন কোন স্বয়ংক্রিয় শক্তি নয়।

৮:৩৩ তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করার দরুন দুশমনের সম্মুখে আহত হওয়ার পর . . .। দ্বি.বি. ২৮:২৫ আয়াতে শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হওয়াকে দেখানো হয়েছে এমন এক বদদোয়া হিসেবে যা কেবল মাত্র ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র অবাধ্য হলে তাদের উপরে নেমে আসবে। আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের সাথে যে নিয়ম স্থাপন করেছেন, সোলায়মানের মুনাজাতে সেই নিয়মের প্রতি পূর্ণ ভক্তি এবং সেই সাথে এই নিয়মের প্রতি বাধ্যতা ও অবাধ্যতার পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞানও প্রকাশিত হয়েছে।

৮:৩৪ এই যে দেশ দিয়েছ, এখানে পুনর্বার তাদেরকে এনো। যুদ্ধে যে সমস্ত লোককে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের কথা বলা হয়েছে।

৮:৩৫ বৃষ্টি না হয়। ইসরাইল জাতির জন্য অনাবৃষ্টি বা খরা ছিল শরীয়ত ভিত্তিক আরেকটি বদদোয়া, যার কথা দ্বি.বি. ২৮:২২-২৪ আয়াতে পাওয়া যায়।

৮:৩৬ তাদের গন্তব্য সৎপথ তাদেরকে দেখিও। শরীয়তের নিয়ম অনুসারে চলা (দ্বি.বি. ৬:১৮; ১২:২৫; ১৩:১৮; ১ শামু ১২:২৩)।

৮:৩৭ দুর্ভিক্ষ। দ্বি.বি. ৩২:২৪ দেখুন। *মহামারী* দ্বি.বি. ২৮:২১-২২; ৩২:২৪। *পঙ্গপাল বা কীট* দ্বি.বি. ২৮:৩৮, ৪২। *যদি তাদের দুশমনেরা তাদের দেশে ... অবরোধ করে* দ্বি.বি. ২৮:৫২। *মারী বা রোগের প্রাদুর্ভাব* দ্বি.বি. ২৮:৬১; ৩১:২৯; ৩২:২৩-২৫ আয়াত দেখুন।

৮:৩৮ প্রত্যেকে নিজ নিজ মনের কষ্ট জানে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জানে, সেই সাথে

দু'হাত তুলে কোন মুনাজাত বা ফরিয়াদ করে;
৩৯ তবে তুমি তোমার নিবাস-স্থান বেহেশতে তা
শুনো এবং মাফ করো, কাজ করো এবং প্রত্যেক
জনকে স্ব স্ব পথ অনুযায়ী প্রতিফল দিও– তুমি
তো তাদের অন্তঃকরণ জান, কেননা একমাত্র
তুমিই যাবতীয় মানুষের অন্তঃকরণের খবর জান–
৪০ যেন আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে তুমি যে দেশ
দিয়েছ, এই দেশে তারা যত দিন জীবিত থাকবে,
তত দিন তোমাকে ভয় করে।
৪১ এছাড়া তোমার লোক ইসরাইল গোষ্ঠীর
নয়, এমন কোন বিদেশী যখন তোমার নামের
অনুরোধে দূর দেশ থেকে আসবে– ৪২ কারণ
তারা তোমার মহানাম, তোমার শক্তিমান হাত ও
তোমার বাড়িয়ে দেওয়া বাহুর কথা শুনবে– যখন
সে এসে এই গৃহের উদ্দেশে মুনাজাত করবে,
৪৩ তখন তুমি তোমার নিবাস-স্থান বেহেশতে তা
শুনো; এবং সেই বিদেশী তোমার কাছে যে কিছু
মুনাজাত করবে, সেই অনুসারে করো; যেন
তোমার লোক ইসরাইলের মত তোমাকে ভয়
করার জন্য দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার নাম
জানতে পারে এবং তারা জানতে পায় যে, আমার
নির্মিত এই গৃহের উপরে তোমারই নাম কীর্তিত।
৪৪ তুমি তোমার লোকদেরকে কোন পথে
প্রেরণ করলে যদি তারা তাদের দুশমনদের সঙ্গে
যুদ্ধ করতে বের হয় এবং তোমার মনোনীত
নগরের অভিমুখে ও তোমার নামের জন্য আমার
নির্মিত গৃহের অভিমুখে মাবুদের কাছে মুনাজাত
করে; ৪৫ তবে তুমি বেহেশতে তাদের মুনাজাত
ও ফরিয়াদ শুনো এবং তাদের বিচার নিষ্পত্তি
করো।
৪৬ তারা যদি তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করে–
কেননা গুনাহ্‌ না করে এমন কোন মানুষ নেই
এবং তুমি যদি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে দুশমনের
হাতে তাদেরকে তুলে দাও ও দুশমনেরা
তাদেরকে বন্দী করে দূরস্থ কিংবা নিকটস্থ শত্রু-
দেশে নিয়ে যায়; ৪৭ তবুও যে দেশে তাদের
বন্দী হিসেবে নেওয়া হয়েছে, সেই দেশে যদি
মনে মনে বিবেচনা করে ও ফিরে এবং যারা
তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে গেছে, তাদের দেশে
যদি তোমার কাছে ফরিয়াদ করে বলে, আমরা
গুনাহ্‌ করেছি; অপরাধী হয়েছি, অবাধ্য হয়েছি;
৪৮ যে দুশমনেরা তাদেরকে নিয়ে গেছে, তাদের
দেশে যদি সমস্ত অন্তঃকরণ ও অকৃত্রিম ইচ্ছা
নিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসে এবং তুমি
তাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে দেশ দিয়েছ, তাদের
সেই দেশের জন্য, তোমার মনোনীত নগরের
জন্য ও তোমার নাম উপলক্ষে আমার নির্মিত
গৃহের জন্য যদি তোমার কাছে মুনাজাত করে;
৪৯ তবে তুমি তোমার নিবাসস্থান বেহেশতে
তাদের মুনাজাত ও ফরিয়াদ শুনো এবং তাদের
বিচার নিষ্পত্তি করো; ৫০ আর তোমার যে
লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছে,
তাদেরকে মাফ করো এবং তোমার বিরুদ্ধে কৃত
তাদের সমস্ত অধর্ম মার্জনা করো; আর যারা
তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়, তাদের করুণার
পাত্র করো, তারা যেন এদের প্রতি করুণা করে।
৫১ কেননা এরা তোমারই লোক ও তোমারই
অধিকার; তুমি এদেরকে মিসর থেকে, লোহার

[৮:৩৮] হিজ ৯:২৯। [৮:৩৯] জবুর ৪৪:২১; ইউ ২:২৪; প্রকা ২:২৩। [৮:৪০] দ্বি:বি ৬:১৩। [৮:৪১] পয়দা ৩১:১৫; ইশা ৫৬:৩, ৬; ৬১:৫। [৮:৪২] ১বাদশাহ্‌ ১০:১; ইশা ৬০:৩; প্রেরিত ৮:২৭। [৮:৪৩] ইউসা ৪:২৪; ১শামু ১৭:৪৬। [৮:৪৪] ১খান্দান ৫:২০। [৮:৪৫] জবুর ৯:৪; ১৪০:১২। [৮:৪৬] জবুর ১৩০:৩; মেসাল ২০:৯; রোমীয় ৩:৯। [৮:৪৭] লেবীয় ৫:৫; উজা ৯:১৫; নহি ১:৬; ইয়ার ১৪:২০। [৮:৪৮] দ্বি:বি ৪:৩০। [৮:৪৮] দ্বি:বি ১২:১১-১৪। [৮:৫০] ২খান্দান ৩০:৯; জবুর ১০৬:৪৬; দানি ১:৯।

অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের মনোভাব এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশাও তাদের মধ্যে রয়েছে (২ খান্দান ৬:২৯; জবুর ৩৮:১৭-১৮; ইয়ার ১৭:৯)।

৮:৩৯ প্রত্যেক জনকে স্ব স্ব পথ অনুযায়ী প্রতিফল দিও। যারা গুনাহ্‌ করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ার কথা এখানে বলা হয় নি (ক্ষমা এবং শাস্তি এখানে পরস্পরের বিপরীত), বরং আল্লাহ্‌ যেন তাঁর লোকদেরকে তাঁর প্রজ্ঞা অনুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন এবং তাঁর নিয়মের অধীনে তাদেরকে পরিচালিত করেন সেই অনুরোধ এখানে করা হয়েছে (আয়াত ৪০; মেসাল ৩:১১; ইব ১২:৫-১৫)।

৮:৪০ তোমাকে ভয় করে। অর্থাৎ, শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সাথে তোমার সেবা করে (পয়দা ২০:১১; মেসাল ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন দ্বি.বি. ৫:২৯; ৬:১-২; ৮:৬; ৩১:১৩; ২ খান্দান ৬:৩১; জবুর ১৩০:৪)।

৮:৪১ ইসরাইল গোষ্ঠীর নয়, এমন কোন বিদেশী। যে ব্যক্তি ভিন্ন কোন দেশ থেকে ইসরাইলের মাবুদের এবাদত করার জন্য বায়তুল মোকাদ্দসে আসবে; পরজাতীয় যে সমস্ত লোকেরা ইসরাইলীয়দের মধ্যে বাস করতো তাদের থেকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

৮:৪২ তারা ... শুনবে। ৯:৯ আয়াত দেখুন (সার্বিকভাবে অন্য সকল জাতি); ১০:১ (সাবা বা দেশের রাণী); ইউসা ২:৯-১১ (রাহব); ১ শামু ৪:৬-৮ (ফিলিস্তিনীরা)।

তোমার মহানাম, তোমার শক্তিমান হাত ও তোমার বাড়িয়ে দেওয়া বাহু। আল্লাহ্‌র মহা শক্তি, যা তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেছে (দ্বি.বি. ৪:৩৪; ৫:১৫; ৭:১৯; ১১:২; ২৬:৮ আয়াত দেখুন)।

৮:৪৪ তুমি তোমার লোকদেরকে ... দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বের হয়। খোদায়ী অনুমোদনক্রমে সামরিক অভিযান সম্পাদনের কথা বোঝানো হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন লেবীয় ২৬:৭; দ্বি.বি. ২০ অধ্যায়; ২১:১০; ১ শামু ১৫:৩; ২৩:২,৪; ৩০:৮; ২ শামু ৫:১৯,২৪)।

তোমার মনোনীত নগরের অভিমুখে। ৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৪৬ গুনাহ্‌ না করে এমন কোন মানুষ নেই। গুনাহ্‌ যে সর্বময় ব্যাপৃত এ সম্পর্কে এক চমকপ্রদ স্বীকৃতি (জবুর ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে দেখুন পয়দা ৬:৫; ৮:২১; রোমীয় ৩:১০-২৩)।

দুশমনেরা তাদেরকে বন্দী করে ... নিয়ে যায়। লেবীয় ২৬:৩৩-৪৫; দ্বি.বি. ২৮:৬৪-৬৮; ৩০:১-৫ আয়াত অনুসারে সোলায়মান জানতেন যে, গোঁড়ামি ও অবাধ্যতার কারণে ইসরাইল জাতিকে প্রতিজ্ঞাত দেশ হতে বিতাড়িত হয়ে বন্দীদশায় যেতে হবে।

৮:৫১ লোহার হাপড়। দ্বি.বি. ৪:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

হাপরের মধ্য থেকে বের করে এনেছ। ৫২ এভাবে
তোমার এই গোলামের বিনতিতে ও তোমার
লোক ইসরাইলের বিনতিতে তোমার চোখ
উন্মীলিত হোক, আর তারা যে কোন বিষয়ে
তোমাকে ডাকে, তুমি তাদের কথায় কান দিও।
৫৩ কেননা হে সার্বভৌম মাবুদ, যখন তুমি
আমাদের পূর্বপুরুষদের মিসর থেকে বের করে
এনেছিলে, তখন তোমার গোলাম মূসার মধ্য
দিয়ে যেমন বলেছিলে, তেমনি তুমিই তোমার
অধিকার বলে তাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত জাতি
থেকে পৃথক করেছ।

ইসরাইল সমাজের জন্য বাদশাহ্ সোলায়মানের দোয়া

৫৪ মাবুদের কাছে এ সব মুনাজাত ও ফরিয়াদ
শেষ করলেন এবং সোলায়মান এতক্ষণ যে
মাবুদের কোরবানগাহ্‌র সম্মুখে জানু পেতে ও
বেহেশতের দিকে দু'হাত তুলেছিলেন তা থেকে
উঠলেন। ৫৫ আর তিনি দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত
ইসরাইল-সমাজকে দোয়া করলেন, বললেন;
৫৬ মাবুদ ধন্য হোন, যিনি তাঁর সকল ওয়াদা
অনুসারে তাঁর লোক ইসরাইলকে বিশ্রাম
দিয়েছেন; তিনি তাঁর গোলাম মূসার মধ্য দিয়ে যে
ওয়াদা করেছিলেন, সেই উত্তম প্রতিজ্ঞার একটি
কথাও অন্যথা হয় নি। ৫৭ আমাদের আল্লাহ্
মাবুদ যেমন আমাদের পূর্বপুরুষদের সহবর্তী
ছিলেন, তেমনি আমাদেরও সহবর্তী থাকুন, তিনি
আমাদেরকে ত্যাগ না করুন, ছেড়ে না যান।
৫৮ তাঁর সমস্ত পথে চলতে ও আমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে তিনি যা যা হুকুম করেছিলেন,
তাঁরা সেসব হুকুম, বিধি ও অনুশাসন পালন
করতে আমাদের অন্তর তাঁর প্রতি আকর্ষণ
করুন। ৫৯ আর এই যেসব কথার দ্বারা আমি
মাবুদের কাছে অনুরোধ করলাম; আমার এসব
কথা দিনরাত আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের সম্মুখে
থাকুক; এবং দিন দিন যেমন প্রয়োজন তেমনি
তিনি তাঁর গোলাম ও তাঁর লোক ইসরাইলের
বিচার সিদ্ধ করুন; ৬০ যেন দুনিয়ার সমস্ত জাতি
জানতে পারে যে, মাবুদই আল্লাহ্, আর কেউ
নেই। ৬১ অতএব তাঁর বিধিপথে চলতে ও তাঁর
হুকুম পালন করতে আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের
কাছে তোমাদের অন্তঃকরণ একাগ্র হোক, যেমন
আজ দেখা যাচ্ছে।

এবাদতখানার উদ্বোধন

৬২ পরে বাদশাহ্ ও তাঁর সঙ্গে সমস্ত ইসরাইল
মাবুদের সম্মুখে কোরবানী করলেন।
৬৩ সোলায়মান মাবুদের উদ্দেশে বাইশ হাজার
গরু ও এক লক্ষ বিশ হাজার ভেড়া মঙ্গল-
কোরবানী হিসেবে কোরবানী করলেন। এভাবে
বাদশাহ্ ও সমস্ত বনি-ইসরাইল মাবুদের গৃহ
প্রতিষ্ঠা করলেন। ৬৪ সেদিন বাদশাহ্ মাবুদের
গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্র করলেন,
কেননা তিনি সেই স্থানে পোড়ানো-কোরবানী ও
শস্য-উৎসর্গ এবং মঙ্গল-কোরবানীর চর্বি উৎসর্গ
করলেন; কারণ পোড়ানো-কোরবানী ও শস্য-
উৎসর্গ; এবং মঙ্গল-কোরবানীর চর্বি গ্রহণের
জন্য মাবুদের সম্মুখস্থ ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্
ছোট ছিল।
৬৫ এভাবে সেই সময়ে সোলায়মান ও তাঁর
সঙ্গে সমস্ত ইসরাইল, হমাতের প্রবেশ-স্থান
থেকে মিসরের স্রোত পর্যন্ত (দেশবাসী)

[৮:৫১] হিজ ১:১৩; ইশা ৪৮:১০; ইয়ার ১১:৪।
[৮:৫২] আইউ ৩০:২০; জবুর ৩:৪; ২২:২; ৭৭:১; ১৪২:১।
[৮:৫৩] হিজ ১৯:৫; ৩৪:৯।
[৮:৫৫] হিজ ৩৯:৪৩; শুমারী ৬:২৩।
[৮:৫৬] হিজ ৩৩:১৪; দ্বি:বি ১২:১০; ইব ৪:৮।
[৮:৫৭] দ্বি:বি ৪:৩১; ৩১:৬; মথি ২৮:২০; ইব ১৩:৫।
[৮:৫৮] ইউসা ২৪:২৩।
[৮:৬০] দ্বি:বি ৪:৩৫।
[৮:৬১] ১বাদশাহ্ ৯:৪; ২খান্দান ১৬:৯; ১৭:৬; ২৫:২; জবুর ১১৯:৮০; ইশা ৩৮:৩।
[৮:৬২] ২শামু ৬:১৩; ।
[৮:৬৩] উজা ৬:১৬।
[৮:৬৪] হিজ ২৭:১; ২বাদশাহ্ ১৬:১৪; ২খান্দান ৪:১; ৮:১২; ১৫:৮; ইহি ৪৩:১৩-১৭।

৮:৫৩ তুমিই তোমার অধিকার বলে তাদেরকে ... পৃথক করেছ। বাদশাহ্ সোলায়মান আল্লাহ্‌র সাথে দাউদের স্থাপিত চুক্তির উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তাঁর মুনাজাত শুরু করেছেন (আয়াত ২৩-৩০), এবং তিনি মুনাজাতটি শেষ করলেন সিনাই পর্বতে স্থাপিত নিয়মের উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে (হিজ ১৯:৫; লেবীয় ২০:২৪,২৬; দ্বি.বি. ৭:৬; ৩২:৯ আয়াত দেখুন)।

৮:৫৪ জানু পেতে। আয়াত ২২; ২ খান্দান ৬:১৩; ২ শামু ৭:১৮; ১ খান্দান ১৭:১৬; লূক ২২:৪১; ইফি ৩:১৪ দেখুন।

৮:৫৬ মাবুদ ধন্য হোন। সোলায়মান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই দিনটি আল্লাহ্‌র চুক্তির বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য বহনের এক ঐতিহাসিক দিন হয়ে উঠবে। তাঁর লোক ইসরাইলকে বিশ্রাম দিয়েছেন। ইউসার অধীনে কেনান দেশ বিজয় করার পর মাবুদ কিছু কালের জন্য তাঁর জাতি ইসরাইলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার দিয়েছিলেন (ইউসা ১১:২৩; ২১:৪৪; ২২:৪), যদিও তাদের আরও অনেক ভূমি অধিকার করা বাকি ছিল (ইউসা ১৩:১; কাজী ১ অধ্যায়)। দাউদ একাধিক যুদ্ধ জয় করার পরই কেবল সমগ্র ইসরাইলের ভূখণ্ড অধিকৃত হয় এবং সুরক্ষিত হয় (২ শামু ৭:১; ১ বাদশাহ্ ৫:৪ দেখুন)।

যে ওয়াদা করেছিলেন। দ্বি.বি. ১২:৯-১০ দেখুন।

উত্তম প্রতিজ্ঞা। ইউসা ২১:৪৪-৪৫ দেখুন।

৮:৫৮ আমাদের অন্তর তাঁর প্রতি আকর্ষণ করুন। সোলায়মান চেয়েছিলেন যেন তাঁর প্রজাদের অন্তরে এক বেহেশতী অনুগ্রহের কাজ সাধিত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে যেন তারা আল্লাহ্‌র নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে (দ্বি.বি. ৩০:৬; জবুর ৫১:১০; ফিলিপীয় ২:১৩ দেখুন)।

৮:৫৯ তাঁর গোলাম। বাদশাহ্ সোলায়মান, যিনি আল্লাহ্ কর্তৃক অভিষিক্ত হয়ে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর লোকদের উপরে শাসন করেছেন (জবুর ২:১,৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:৬০ যেন দুনিয়ার ... আর কেউ নেই। জবুর ৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৬৩ মঙ্গল-কোরবানী। এর সাথে যুক্ত ছিল একটি সহভোগিতামূলক প্রীতি ভোজ (১ শামু ১১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। বাইশ হাজার গরু ও এক লক্ষ বিশ হাজার ভেড়া। যদিও এই সংখ্যা অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়েছিল এবং এই অনুষ্ঠান ১৪ দিন ধরে চলেছিল (আয়াত ১-২,৬৫ দেখুন)।

৮:৬৫ হমাত। ইহি ৪৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

মিসরের স্রোত। সম্ভবত এটি ওয়াদি আল-আরিশ (পয়দা ১৫:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)। সোলায়মানের রাজ্যের

মহাসমাজ, সাত দিন আর সাত দিন, চৌদ্দ দিন
আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সম্মুখে উৎসব
করলেন। ৬৬ অষ্টম দিনে তিনি লোকদের বিদায়
করলেন ও তারা বাদশাহ্‌কে দোয়া করলো এবং
মাবুদ তাঁর গোলাম দাউদ ও তাঁর লোক
ইসরাইলের যেসব মঙ্গল করেছিলেন, সেই সবের
জন্য আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে
চলে গেল।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের কাছে আল্লাহ্‌র ওয়াদা

৯ ১ সোলায়মান মাবুদের গৃহ ও রাজপ্রাসাদ
নির্মাণ এবং তাঁর বাসনামত যেসব কাজ
করতে স্থির করেছিলেন তা সমাপ্ত করলে,
২ মাবুদ যেমন গিবিয়োনে দর্শন দিয়েছিলেন,
তেমনি সোলায়মানকে দ্বিতীয় বার দর্শন দিলেন।
৩ মাবুদ তাঁকে বললেন, তুমি আমার কাছে যে
মুনাজাত ও ফরিয়াদ করেছ তা আমি শুনেছি; এই
যে গৃহ তুমি নির্মাণ করেছ, এর মধ্যে চিরকালের
জন্য আমার নাম স্থাপনার্থে আমি এটি পবিত্র
করলাম এবং এই স্থানে প্রতিনিয়ত আমার চোখ
ও আমার অন্তর থাকবে। ৪ আর তোমার পিতা
দাউদ যেমন চলতেন, তেমনি তুমিও যদি
অন্তরের সিদ্ধতা ও সরলতায় আমার সাক্ষাতে
চল, আমি তোমাকে যে সমস্ত হুকুম দিয়েছি, যদি
সেই অনুসারে কাজ কর এবং আমার বিধি ও
সমস্ত অনুশাসন পালন কর, ৫ তবে ‘ইসরাইলের
সিংহাসনে বসতে তোমার বংশে লোকের অভাব
হবে না,’ এই বলে তোমার পিতা দাউদের কাছে
যে ওয়াদা করেছিলাম, সেই অনুসারে আমি
ইসরাইলে তোমার রাজ-সিংহাসন চিরকালের
জন্য স্থির করবো।
৬ কিন্তু যদি তোমরা, বা তোমাদের সন্তানেরা,
কোনক্রমে আমার পিছনে চলা থেকে ফিরে যাও
ও তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত আমার হুকুম ও
বিধিগুলো পালন না কর, কিন্তু গিয়ে অন্য
দেবতাদের সেবা কর ও তাদের কাছে সেজ্‌দা
কর, ৭ তবে আমি ইসরাইলকে যে দেশ দিয়েছি,
তা থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করবো এবং আমার
নামের জন্য এই যে গৃহ পবিত্র করলাম, তা
আমার দৃষ্টিপথ থেকে দূর করে দেব এবং সমস্ত
জাতির মধ্যে ইসরাইল প্রবাদ ও উপহাসের পাত্র
হবে। ৮ আর এই গৃহ যদিও এত উঁচু, তবুও যে
কেউ এর কাছ দিয়ে গমন করবে, সে চমকে
উঠবে, শিস দেবে ও জিজ্ঞাসা করবে, এই
দেশের ও এই গৃহের প্রতি মাবুদ এমন কেন
করেছেন? ৯ আর লোকে বলবে, এর কারণ
হচ্ছে, যিনি এই লোকদের পূর্বপুরুষদের মিসর
দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, তারা তাদের
আল্লাহ্‌ সেই মাবুদকে ত্যাগ করেছে এবং অন্য
দেবতাদের অবলম্বন করে তাদের কাছে সেজ্‌দা
ও তাদের সেবা করেছে; এজন্য মাবুদ তাদের
উপর এসব অমঙ্গল উপস্থিত করলেন।
১০ বিশ বছর অতীত হল; এই সময়ের মধ্যে
সোলায়মান মাবুদের গৃহ ও রাজ-প্রাসাদ, এই
দু’টি গৃহ নির্মাণ করেন। ১১ টায়ারের বাদশাহ্‌
হীরম সোলায়মানের সমস্ত বাসনা অনুসারে এরস
কাঠ, দেবদারু কাঠ ও সোনা যুগিয়েছিলেন, তাই
তখন বাদশাহ্‌ সোলায়মান হীরমকে গালীল
দেশস্থ বিশটি নগর দিলেন। ১২ আর হীরম

[৮:৬৫] শুমারী ১৩:২১।
[৮:৬৬] হিজ ১৮:৯।
[৯:১] ২শামু ৭:২।
[৯:২] ১বাদশাহ্‌ ৩:৫।
[৯:৩] ১শামু ৯:১৬; ২বাদশাহ্‌ ১৯:২০; ২০:৫; জবুর ১০:১৭; ৩৪:১৭।
[৯:৪] ১বাদশাহ্‌ ৩:১৪; ১খান্দান ২৮:৯; মেসাল ৪:৪।
[৯:৫] ১খান্দান ২২:১০।
[৯:৬] দ্বি:বি ২৮:১৫; ২শামু ৭:১৪; ২বাদশাহ্‌ ১৮:১২; ইয়ার ১৭:২৭; ২৬:৪; ৩২:২৩; ৪৪:২৩।
[৯:৭] লেবীয় ১৮:২৪-২৮; দ্বি:বি ৪:২৬; ইউসা ২৩:১৩; ২বাদশাহ্‌ ১৭:২৩; ইয়ার ২৪:১০।
[৯:৮] দ্বি:বি ২৯:২৪; ইয়ার ৭:৪-১৫; মথি ২৩:৩৮।
[৯:৯] শুমারী ২৫:৩; ইয়ার ৪০:৩; ৪৪:২৩; মাতম ৪:১২।

পার্শ্ববর্তী সমস্ত অঞ্চল থেকে বায়তুল মোকাদ্দসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে লোকেরা এসেছিল (৪:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

সাত দিন আর সাত দিন, চৌদ্দ দিন। সম্ভবত বায়তুল মোকাদ্দসের উদ্বোধনের সাত দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষে আরও সাত দিন ব্যাপী শরীয়ত তাঁবুর উৎসব শুরু হয়েছিল (আয়াত ২ দেখুন), যা সপ্তম মাসের ১৫ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত পালন করা হতো। খান্দাননামা কিতাব অনুসারে এই উৎসবের শেষে একটি চূড়ান্ত সমাবেশ আয়োজিত হতো, যার উল্লেখ লেবীয় ২৩:৩৩-৩৬ আয়াতে পাওয়া যায়; এরপর মাসের ২৩ তারিখে লোকেরা তাদের বাড়ি ফিরে যেত (২ খান্দান ৭:৮-১০ দেখুন)।

৯:১ সোলায়মান ... তা সমাপ্ত করলে। সবচেয়ে সম্ভাব্য সময় হচ্ছে সোলায়মানের রাজত্বের ২৪তম বছর (৪ + ৭ + ১৩ = ২৪), অর্থাৎ ৯৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (৬:১, ৩৭-৩৮; ৭:১; ৯:১০ আয়াত দেখুন)।

৯:২ মাবুদ যেমন গিবিয়োনে ... দর্শন দিলেন। ৩:৪-১৫ আয়াত দেখুন।

৯:৩ চিরকালের জন্য আমার নাম স্থাপনার্থে। ৩:২; ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। এই স্থানে প্রতিনিয়ত আমার চোখ ও আমার অন্তর থাকবে। ৮:২৯ আয়াত দেখুন।

৯:৪-৫ তুমিও যদি অন্তরের সিদ্ধতা ও সরলতায় আমার সাক্ষাতে চল ... আমি ইসরাইলে তোমার রাজ-সিংহাসন চিরকালের জন্য স্থির করবো। ৮:২৫ আয়াত দেখুন এবং ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। আবারও আল্লাহ্‌ তাঁর নিয়মের বদদোয়া থেকে মুক্ত হয়ে অনুগ্রহ লাভ করার জন্য তাঁর প্রতি বাধ্য ও অনুগত থাকার গুরুত্বের উপর বিশেষভাবে সোলায়মানের কাছে আলোকপাত করলেন। এই নির্দেশনার খুবই প্রয়োজন ছিল, যেহেতু সোলায়ামের রাজত্ব প্রভাবশালিতা ও সম্পদের দিক থেকে ক্রমেই বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠছিল, সেই সাথে উদ্ভূত সমৃদ্ধির কারণে আল্লাহ্‌র নিয়মের শর্ত ভঙ্গের আশঙ্কাও ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল (দ্বি.বি. ৮:১২-১৪, ১৭; ৩১:২০; ৩২:১৫)।

৯:৬ অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের কাছে সেজ্‌দা কর। ১১:৪-৮ আয়াত দেখুন।

৯:৭ সমস্ত জাতির মধ্যে ইসরাইল প্রবাদ ও উপহাসের পাত্র হবে। দ্বি.বি. ২৮:৩৭ আয়াতে নিয়মের বদদোয়ার কথা পড়ুন।

৯:৯ এজন্য মাবুদ তাদের উপর এসব অমঙ্গল উপস্থিত করলেন। দ্বি.বি. ২৯:২২-২৮; ইয়ার ২২:৮-৩০।

৯:১১ বাদশাহ্‌ সোলায়মান হীরমকে গালীল দেশস্থ বিশটি নগর দিলেন। এই অধ্যায়ের ১০-১৪ আয়াতের সাথে ৫:১-১২ আয়াতের তুলনা করলে বোঝা যায় যে, সোলায়মানের রাজত্বের ২০ বছর ব্যাপী নির্মাণ কাজ চলাকালে তিনি হীরমের প্রতি তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির চেয়ে আরও বেশি সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিলেন এবং দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন (৫:৯ আয়াতের

সোলায়মানের দেওয়া সেসব নগর দেখবার জন্য
টায়ার থেকে আসলেন, কিন্তু সেগুলো তাঁর
দৃষ্টিতে তুষ্টিজনক হল না। ১৩ তিনি বললেন, হে
আমার ভাই, এসব কেমন নগর আমাকে দিলে?
আর তিনি সেগুলোর নাম কাবূল দেশ রাখলেন;
আজও সেই নাম রয়েছে। ১৪ আর হীরম এক
শত বিশ তালন্ত সোনা বাদশাহ্‌কে পাঠিয়ে
দিয়েছিলেন।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের অন্যান্য কাজ

১৫ আর সোলায়মান মাবুদের গৃহ, নিজের
বাড়ি, মিল্লো, জেরুশালেমের প্রাচীর, হাৎসোর,
মগিদ্দো ও গেষর গাঁথবার জন্য যে সমস্ত কর্মাধীন
গোলাম সংগ্রহ করেছিলেন তার বৃত্তান্ত এই:
১৬ মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউন এসে গেষর
অধিকার করে আগুনে পুড়িয়ে দেন এবং সেই
নগর-নিবাসী কেনানীয়দেরকে হত্যা করেন, পরে
তা যৌতুক হিসেবে তাঁর কন্যা সোলায়মানের
স্ত্রীকে দেন। ১৭ আর সোলায়মান গেষর ও
নিম্নস্থিত বৈৎ-হোরোণ, ১৮ এবং বালৎ, আর
দেশের মরুভূমিস্থ তামর, ১৯ এবং সোলায়মানের
সমস্ত ভাণ্ডার-নগর এবং তাঁর রথগুলো ও
ঘোড়সওয়ারদের সমস্ত নগর, আর
জেরুশালেমে, লেবাননে ও তাঁর অধিকার
দেশের সর্বত্র যা যা নির্মাণ করতে সোলায়মানের
বাসনা ছিল, তিনি সেসব নির্মাণ করলেন।
২০ আমোরীয়, হিট্টিয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও
যিবূষীয় যেসব লোক অবশিষ্ট ছিল, যারা বনি-
ইসরাইল নয়, ২১ যাদেরকে বনি-ইসরাইল
নিঃশেষে বিনষ্ট করতে পারেন নি, দেশে অবশিষ্ট
সেই লোকদের সন্তানদের সোলায়মান তাঁর
কর্মাধীন গোলাম করে সংগ্রহ করলেন; তারা
আজ পর্যন্ত তা-ই করছে। ২২ কিন্তু সোলায়মান
বনি-ইসরাইলদের মধ্যে কাউকেও গোলাম
করলেন না; তারা যোদ্ধা, তাঁর কর্মকর্তা,

[৯:১৩] ইউসা ১৯:২৭।
[৯:১৫] ১বাদশাহ্‌ ৫:১৩।
[৯:১৬] ১বাদশাহ্‌ ৩:১; জবুর ৪৫:১২; ৬৮:২৯; ৭২:১০।
[৯:১৭] ইউসা ১০:১০।
[৯:১৮] ইউসা ১৯:৪৪।
[৯:১৯] দ্বি:বি ১৭:১৬; ১বাদশাহ্‌ ৪:২৬; ২খান্দান ১:১৪; ৯:২৫।
[৯:২০] শুমারী ১৩:২৯।
[৯:২১] পয়দা ৪৯:১৫; হিজ ১:১১; দ্বি:বি ২০:১১।

নোট দেখুন)। নির্মাণ কাজের শুরুতে বাদশাহ্‌ সোলায়মান হীরমের সাথে শ্রমিকের (৫:৬) ও কাঠের (৫:১০-১১) জন্য চুক্তি করেছিলেন। ১১ ও ১৪ আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, কাঠ ও শ্রমিক ছাড়াও সোলায়মান হীরমের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা এনেছিলেন। সম্ভবত এই সোনার সমপরিমাণ মূল্য পরিশোধের জন্যই সোলায়মান হীরমকে ফিনিশীয়-গালীলীয় সীমান্তের ২০টি নগরী দান করেছিলেন। ২ খান্দান ৮:১-২ আয়াতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পরবর্তীতে কোন এক সময়ে সোলায়মানের স্বর্ণের মজুদ অনেক বেড়ে গিয়েছিল, সম্ভবত ওফীরে অভিযান শেষ করে ফিরে আসার পর (১ বাদশাহ্‌ ৯:২৬-২৮; ১০:১১) কিংবা শেবা দেশের রাণীর ইসরাইল পরিদর্শনের পর (১০:১-১৩)। তখন সোলায়মান হীরমের কাছ থেকে ২০টি নগরী ফিরিয়ে নিয়ে তাকে সম মূল্যের সোনা পরিশোধ করেন এবং দায়মুক্ত হন।

৯:১৩ হে আমার ভাই। সাধারণত তৎকালীন আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে সমান ক্ষমতা বা মর্যাদা সম্পন্ন দুটি রাষ্ট্রের শাসকবর্গের মিত্রতা বোঝানো হতো (২০:৩২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:১৫ কর্মাধীন গোলাম। ন-ইসরাইলীয়দেরকে স্থায়ী গোলাম হিসেবে নির্মাণ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। অপরদিকে ইসরাইলীয়দেরকে সাময়িক শ্রম দানের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, যাদের কথা আমরা ৫:১৩-১৬ আয়াতে জানতে পারি।

জেরুশালেমের প্রাচীর। সম্ভবত দাউদ নগরের উত্তরে গিরিখাদ পর্যন্ত জেরুশালেম নগরীর সীমানা সম্প্রসারণ করার কাজে এদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল (২ শামু ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

হাৎসোর। হাৎসোর, মগিদ্দো ও গেষরে সোলায়মানের নির্মাণ কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই সকল প্রাচীন ও যুদ্ধ কৌশলে উপযোগী নগরীগুলোর অবস্থান আরও সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করে তোলা। এই সময়ে নির্মিত সোলায়মানের দ্বার সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের মধ্য দিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। উত্তর গালীল এলাকায় হাৎসোর ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ, যা ফোরাত নদী থেকে মিসর পর্যন্ত সমস্ত বাণিজ্য পথ নিয়ন্ত্রণ করতো।

মগিদ্দো। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহত্তর বাণিজ্য পথের সাথে সংযুক্ত আরেকটি দুর্গ। যিষ্রিয়েল সমভূমি থেকে শুরু করে কর্মিল হয়ে শারোণের উপকূল পর্যন্ত সমস্ত বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড এখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো।

গেষর। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:১৬ ফেরাউন। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। সেই নগর-নিবাসী কেনানীয়দেরকে হত্যা করেন। যদিও ইউসা সেই সময়কার যুদ্ধ অভিযানে গেষরের রাজাকে হত্যা করেন (ইউসা ১০:৩৩; ১২:১২), তথাপি আফরাহীম গোষ্ঠীর লোকেরা এই এলাকার অধিবাসীদেরকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়েছিল (ইউসা ১০:১০; কাজী ১:২৯)।

৯:১৭ নিম্নস্থিত বৈৎ-হোরোণ। জেরুশালেমের নয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে উপকূলীয় সমভূমি থেকে এহুদা রাজ্যের উঁচু পার্বত্য অঞ্চল এবং জেরুশালেমে প্রবেশ করার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি নগরী।

৯:১৮ বালৎ। সম্ভবত এটি ইউসা ১৫:২৪ আয়াতে উল্লিখিত হেব্রোণের উত্তরে অবস্থিত এহুদা গোষ্ঠীর অধিকৃত বালৎ, কিংবা দান গোষ্ঠীর অধিকৃত ও বৈৎ-হোরোণের দক্ষিণে অবস্থিত বালৎ (ইউসা ১৯:৪৪)।

তামর। ২ খান্দান ৮:৪; ইহি ৪৭:১৯ আয়াত দেখুন।

৯:১৯ তাঁর রথগুলো ও ঘোড়সওয়ারদের সমস্ত নগর। এই নগরগুলোর নাম উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু কৌশলগত কারণে নিশ্চয়ই সারা দেশ জুড়ে নগরগুলোর অবস্থান বিস্তৃত ছিল। যদিও সোলায়মান অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন (১ খান্দান ২২:৯ আয়াতের নোট দেখুন), তথাপি তিনি যুদ্ধে জন্য সব সময় সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন (দ্বি.বি. ১৭:১৬-১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:২০ আমোরীয় ... যিবূষীয়। দ্বি.বি. ৭:১; ২০:১৭ আয়াত দেখুন; সেই সাথে পয়দা ১০:১৫-১৮; ১৩:৭; ১৫:১৬; ২৩:৯; ইউসা ৫:১; কাজী ৩:৩; ৬:১০; ২ শামু ২১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২২ সোলায়মান বনি-ইসরাইলদের মধ্যে কাউকেও গোলাম করলেন না। ১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জনাধ্যক্ষ, সেনানী এবং তাঁর রথগুলোর ও ঘোড়সওয়ারদের নেতা হল।
২৩ তাদের মধ্যে পাঁচ শত পঞ্চাশ জন সোলায়মানের কাজে নিযুক্ত প্রধান নেতা ছিল; তারা কর্মরত লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করতো।
২৪ আর ফেরাউনের কন্যা দাউদ-নগর থেকে তাঁর জন্য নির্মিত বাড়িতে উঠে আসলেন; সেই সময় সোলায়মান মিল্লো গাঁথলেন।
২৫ আর সোলায়মান মাবুদের জন্য যে কোরবানগাহ্‌ তৈরি করেছিলেন, তার উপরে বছরের মধ্যে তিন বার পোড়ানো-কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী করতেন এবং সেই সময়ে মাবুদের সম্মুখস্থ কোরবানগাহে ধূপ জ্বালাতেন। এভাবে তিনি গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত করলেন।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের বাণিজ্যিক কাজ

২৬ আর বাদশাহ্‌ সোলায়মান ইদোম দেশে লোহিত সাগরের তীরস্থ এলতের নিকটবর্তী ইৎসিয়োন-গেবরে কতকগুলো জাহাজ নির্মাণ করলেন। ২৭ পরে হীরম সোলায়মানের গোলামদের সঙ্গে সামুদ্রিক কাজে নিপুণ তাঁর নাবিক গোলামদেরকে সেসব জাহাজ প্রেরণ করলেন। ২৮ তারা ওফীরে গিয়ে সেই স্থান থেকে চার শত বিশ তালন্ত সোনা নিয়ে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের কাছে আনলো।

[৯:২২] লেবীয় ২৫:৩৯। [৯:২৩] ১বাদশাহ্‌ ৫:১৬। [৯:২৪] ২শামু ৫:৯; ১বাদশাহ্‌ ১১:২৭। [৯:২৫] হিজ ২৩:১৪। [৯:২৬] ১বাদশাহ্‌ ১০:২২; ২২:৪৮; ২খান্দান ২০:৩৭; ইশা ২:১৬। [৯:২৭] ইহি ২৭:৮। [৯:২৮] ১বাদশাহ্‌ ১০:১০, ১১, ১৪, ২১; ২খান্দান ১:১৫; হেদা ২:৮ ১ করহমং ১০।

[১০:১] পয়দা ১০:৭, ২৮; ২৫:৩; মথি ১২:৪২; লূক ১১:৩১। [১০:২] পয়দা ২৪:১০। [১০:৫] ১বাদশাহ্‌ ৪:২২। [১০:৭] পয়দা ৪৫:২৬।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের কাছে সাবা দেশের রাণী

১০ ১ আর সাবার রাণী মাবুদের নামের পক্ষে সোলায়মানের কীর্তি শুনে কঠিন কঠিন প্রশ্ন দ্বারা তাঁর পরীক্ষা করতে আসলেন। ২ তিনি অতি বিপুল ঐশ্বর্যসহ, সুগন্ধি দ্রব্য, বিপুল পরিমাণ সোনা ও মণিবাহক সমস্ত উট সঙ্গে নিয়ে জেরুশালেমে আসলেন এবং সোলায়মানের কাছে এসে তাঁর মনে যা ছিল তাঁকে সমস্তই বললেন। ৩ আর সোলায়মান তাঁর সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন; বাদশাহ্‌র বোধের অগম্য কিছুই ছিল না, তিনি তাঁকে সকলই বললেন। ৪ এভাবে সাবার রাণী সোলায়মানের সমস্ত জ্ঞান ও তাঁর নির্মিত বাড়ি, ৫ এবং তাঁর টেবিলের খাদ্যদ্রব্য ও তাঁর কর্মকর্তাদের উপবেশন ও দণ্ডায়মান পরিচারকদের শ্রেণী ও তাদের পরিচ্ছদ এবং তাঁর পানপাত্র-বাহকদের ও মাবুদের গৃহে উঠবার জন্য তাঁর নির্মিত সিঁড়ি, এসব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।
৬ আর তিনি বাদশাহ্‌কে বললেন, আমি নিজের দেশে থাকতে আপনার কথা ও জ্ঞানের বিষয় যে কথা শুনেছিলাম তা সমস্তই সত্য।
৭ কিন্তু আমি যতক্ষণ এসে স্বচক্ষে না দেখলাম, ততক্ষণ সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নি, আর দেখুন অর্ধেকও আমাকে বলা হয় নি; আমি যে

৯:২৩ পাঁচ শত পঞ্চাশ জন সোলায়মানের কাজে নিযুক্ত প্রধান নেতা। ৫:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২৫ বছরের মধ্যে তিন বার। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক উৎসবের সময়। খামিহীন রুটির উৎসব, শস্য কাটার উৎসব এবং আবাস তাঁবুর উৎসব (হিজ ২৩:১৪-১৭; ২ খান্দান ৮:১৩ আয়াত দেখুন)।

৯:২৬ জাহাজ। বৃহত্তর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হতো, যার মধ্য দিয়ে সোলায়মান প্রচুর অর্থ সম্পদ লাভ করেছিলেন (আয়াত ২৮; ১০:১১ দেখুন)।

ইৎসিয়োন-গেবর। আকাবা উপসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত ছিল (২২:৪৮; শুমারী ৩৩:৩৫; দ্বি.বি. ২:৮)।

লোহিত সাগর। এই নামের হিব্রু প্রতিশব্দ হচ্ছে ইয়াম সূফ (Yam Suph বা "নলখাগড়ার সমুদ্র")। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে সেই সমুদ্রের কথা, যা ইসরাইল জাতি তাদের হিজরতের সময় পার হয়েছিল (হিজ ১৩:১৮; ১৪:২ আয়াত দেখুন)। এ কারণে অনেক সময় সমুদ্রটির নাম উচ্চারণ করা হয় ইয়াম সোফ (Yam Soph) বা "সীমান্তবর্তী সমুদ্র," যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোহিত সাগরকেই নির্দেশ করে। বিশেষ করে এখানে সমুদ্রটির পূর্ব দিকের অংশের অর্থাৎ আকাবা উপসাগরের কথা বলা হয়েছে।

৯:২৮ ওফীর। সোনা (২ খান্দান ৮:১৮; আইউব ২৮:১৬; জবুর ৪৫:৯; ইশা ১৩:১২), চন্দন কাঠ ও মণি (১০:১১) এবং সোনা, রূপা, হাতির দাঁত, বানর ও ময়ূরের উৎসস্থল হিসেবে বিখ্যাত ছিল (১০:২২)। হিব্রু ভাষায় লিখিত একটি লিপিতে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় (ইয়ার ৩৪:৭ আয়াতে নোট দেখুন), যা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল। সেখানে এই কথা লেখা আছে। "বৈৎ-হোরোণের জন্য ওফীরের সোনা – ৩০ শেকেল।" তবে ওফীরের অবস্থান নিয়ে দ্বিমত আছে। সবচেয়ে প্রচলিত ধারণা অনুসারে ওফীরের অবস্থান যদি আরবে হয়ে থাকে, তাহলে তা আরও পূর্বের অন্যান্য দেশগুলো এবং সেই সাথে পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর পণ্যের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সোলায়মানের বাণিজ্য তরীর তিন বছরব্যাপী অভিযানের বিবরণ থেকে জানা যায় (১০:২২), ওফীর থেকে আরব্য উপকূলের দূরত্ব আরও অনেক বেশি ছিল।

১০:১ সাবা। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, সাবা ছিল বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী প্রাচীন একটি নগরী যা ৯০০-৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে বিকাশ লাভ করেছিল (পয়দা ১০:২৮; যোয়েল ৩:৮)। ভারতীয় উপমহাদেশ ও পূর্ব আফ্রিকার বাণিজ্য পথ ধরে আরব্য মরুভূমি হয়ে উত্তরে দামেস্ক ও গাজা পর্যন্ত বিলাস দ্রব্য রপ্তানি করার মধ্য দিয়ে সাবা দেশ প্রচুর লাভ করেছিল। সম্ভবত সোলায়মানের বাণিজ্য জাহাজ বহর সাবা দেশের একচ্ছত্র নৌ বাণিজ্যকে হুমকির মধ্যে ফেলেছিল।

সোলায়মানের কীর্তি। ৪:৩১ আয়াত দেখুন।

মাবুদের নামের পক্ষে। সাবা দেশের রাণী বুঝতে পেরেছিলেন যে, সোলায়মানের এই অপূর্ব জ্ঞান এবং তিনি যে আল্লাহ্‌র সেবা করেন তাঁর সাথে এক চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। মসীহের নিজের সময়কার লোকেরা তাদের মধ্যে "সোলায়মানের চেয়ে মহান" কেউ একজন যে উপস্থিত রয়েছেন তা উপলব্ধি করতে না পারায় তাদের কাছে সাবা দেশের রাণীর উদাহরণ টেনেছেন (মথি ১২:৪২; লূক ১১:৩১)।

খ্যাতি শুনেছিলাম তার চেয়েও আপনার জ্ঞান ও
ঐশ্বর্য অনেক বেশি। ৮ সুখী আপনার লোকেরা!
সুখী আপনার এই গোলামেরা, যারা নিয়মিত
ভাবে আপনার সম্মুখে দাঁড়ায়, যারা আপনার
জ্ঞানের উক্তি শোনে! ৯ আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ
ধন্য হোন, যিনি আপনাকে ইসরাইলের
সিংহাসনে বসাবার জন্য আপনার প্রতি সন্তুষ্ট
হয়েছেন; মাবুদ ইসরাইলকে চিরকাল মহব্বত
করেন, এজন্য বিচার ও ধর্ম প্রচলন করতে
আপনাকে বাদশাহ্‌ করেছেন। ১০ পরে তিনি
বাদশাহ্‌কে এক শত বিশ তালন্ত সোনা ও প্রচুর
সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিলেন। সাবার
রাণী বাদশাহ্‌ সোলায়মানকে যত সুগন্ধি দ্রব্য
দিলেন, তত বেশি সুগন্ধি দ্রব্য আর কখনও আসে
নি।
১১ আর হীরমের যেসব জাহাজ ওফীর থেকে
সোনা নিয়ে আসত, সেসব জাহাজ ওফীর থেকে
বিস্তর চন্দন কাঠ ও মণিও আনত। ১২ সেই চন্দন
কাঠ দ্বারা বাদশাহ্‌ মাবুদের গৃহ ও রাজপ্রাসাদের
জন্য গরাদিয়া ও গায়কদের জন্য বীণা এবং
নেবল প্রস্তুত করলেন; এত বেশি চন্দন কাঠ আর
কখনও আসে নি, দেখাও যায় নি।
১৩ আর বাদশাহ্‌ সোলায়মান সাবার রাণীর
বাসনা অনুসারে তাঁর যাবতীয় বাঞ্ছিত দ্রব্য
দিলেন, তা ছাড়া সোলায়মান তাঁর রাজকীয়
দানশীলতা অনুসারে তাঁকে আরও দিলেন। পরে
তিনি ও তাঁর গোলামেরা স্বদেশে ফিরে গেলেন।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের ঐশ্বর্য

১৪ এক বছরের মধ্যে সোলায়মানের কাছে ছয়
শত ছেষট্টি তালন্ত পরিমিত সোনা আসত।
১৫ এছাড়া বণিক, ব্যবসায়ী ও আরবীয়
বাদশাহ্‌দের সমস্ত বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তাদের
কাছ থেকে সোনার আমদানি হত। ১৬ তাতে
বাদশাহ্‌ সোলায়মান পিটানো সোনার দুই শত
বড় ঢাল প্রস্তুত করলেন, তার প্রত্যেক ঢালে ছয়
শত শেকল পরিমিত সোনা ছিল। ১৭ তিনি
পিটানো সোনা দিয়ে তিন শত ঢাল প্রস্তুত
করলেন; তার প্রত্যেক ঢালে তিন মানি করে
সোনা ছিল, পরে বাদশাহ্‌ লেবানন অরণ্যস্থ
বাড়িতে সেগুলো রাখলেন। ১৮ আর বাদশাহ্‌
হাতির দাঁতের একটি বড় সিংহাসন নির্মাণ করে
খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন। ১৯ ঐ
সিংহাসনের ছয়টি সিঁড়ি ছিল ও সিংহাসনের
উপরিস্থ ভাগ পিছনের দিকে গোলাকার ছিল
এবং আসনের উভয় পাশে হাতা ছিল, সেই
হাতার কাছে দুই সিংহমূর্তি দণ্ডায়মান ছিল।
২০ আর সেই ছয়টি সিঁড়ির উপরে দুই পাশে
বারোটি সিংহমূর্তি দণ্ডায়মান ছিল; এরকম
সিংহাসন আর কোন রাজ্যে নির্মিত হয় নি।
২১ বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সমস্ত পানপাত্র
সোনার ছিল ও লেবানন অরণ্যস্থ বাড়ির যাবতীয়
পাত্র খাঁটি সোনার ছিল; রূপার কিছুই ছিল না;
সোলায়মানের অধিকারে তা কিছুরই মধ্যে গণ্য
ছিল না। ২২ কেননা সমুদ্রে হীরমের জাহাজের
সঙ্গে বাদশাহ্‌রও তর্শীশের জাহাজ ছিল; সেই
তর্শীশের সমস্ত জাহাজ তিন বছরান্তে এক বার
সোনা, রূপা, হাতির দাঁত, বানর ও ময়ূর নিয়ে
আসত।

[১০:৮] মেসাল ৮:৩৪।
[১০:৯] ১বাদশাহ্‌ ৫:৭; ইশা ৪২:১০।
[১০:১০] ১বাদশাহ্‌ ৯:২৮; ইশা ৬০:৬।
[১০:১১] পয়দা ১০:২৯।
[১০:১৪] ১বাদশাহ্‌ ৯:২৮।
[১০:১৬] ২শামু ৮:৭।
[১০:১৭] ১বাদশাহ্‌ ৭:২।
[১০:২১] ইশা ৬০:১৭।
[১০:২২] ১বাদশাহ্‌ ৯:২৭; জবুর ৪৮:৭।

১০:৯ আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ ধন্য হোন। সাবা দেশের রাণীর এই বক্তব্য খুব সুন্দর করে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে মাবুদের সাথে ইসরাইলের নিয়মের অধীন সম্পর্কের প্রতি এক অনুপম উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তার নিজস্ব পৌত্তলিক ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসরাইল জাতির আল্লাহ্‌র প্রতি তার আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন (৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ২ খান্দান ২:১২; দানিয়াল ৩:২৮-২৯ আয়াত দেখুন)। এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি ইসরাইলের আল্লাহ্‌কে তার সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

১০:১০ এক শত বিশ তালন্ত সোনা। ৯:১১, ২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১১ হীরমের জাহাজ। ৯:২৬-২৮ আয়াত দেখুন। ইসরাইলের নির্মাণ কাজে যে সমস্ত কাঠ, নাবিক ও অন্যান্য দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল হীরম তা সরবরাহ করেছিলেন।

চন্দন কাঠ। ২ খান্দান ৯:১০-১১ আয়াত দেখুন। লেবানন ও ওফীর দুটি স্থান থেকেই এই কাঠ পাওয়া যেত (২ খান্দান ২:৮)।

১০:১৩ রাণীর বাসনা অনুসারে তাঁর যাবতীয় বাঞ্ছিত দ্রব্য। বাদশাহ্‌ সোলায়মান ও সাবা দেশের রাণীর মধ্যে উপহার বিনিময়ের ঘটনার মাধ্যমে তাদের মধ্যকার বাণিজ্য সম্পর্ক সৃষ্টির আভাস পাওয়া যায় (১ আয়াতের নোট দেখুন)। এক্ষেত্রে এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই যে, তিনি সোলায়মানের সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং সোলায়মানের ঔরসজাত সন্তানকে নিয়ে তিনি জেরুশালেম ত্যাগ করেন।

১০:১৫ আরবীয় বাদশাহ্‌দের ... সোনার আমদানি হত। ইসরাইলের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে তাদের মালামাল বহনকারী যান গমনের জন্য প্রদত্ত কর। সমস্ত বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তা। সম্ভবত ৪:৭-১৯ আয়াতে উল্লিখিত শাসনকর্তাগণ।

১০:১৬ বড় ঢাল। আয়তাকৃতির ঢাল, যা সর্বাধিক সুরক্ষা প্রদান করতো (ছোট গোলাকৃতির ঢালের তুলনায়)। এই সোনার তৈরি ঢালগুলো যুদ্ধে ব্যবহার করা হতো না। এগুলো সম্ভবত কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হতো, যা ইসরাইলের সম্পদ ও মহিমার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হতো। সোলায়মানের পুত্র রহবিয়ামের শাসনামলের পঞ্চম বছরে মিসরের বাদশাহ্‌ শীশক এই ঢালগুলো যুদ্ধে অধিকৃত সম্পদ হিসেবে মিসরে নিয়ে যান (১৪:২৫-২৬ দেখুন)।

১০:১৭ লেবানন অরণ্যস্থ বাড়ি। ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২২ সমস্ত জাহাজ। ২ খান্দান ৯:২১ আয়াত দেখুন। এই একই জাহাজ বহরের কথা পাওয়া যায় আয়াত ১১; ৯:২৬-২৮ আয়াতে। "তর্শীশের জাহাজ" বলতে শুধু যে তর্শীশে যে জাহাজগুলো যেত সেগুলোর কথা বলা হয়েছে তা নয় (ইউনুস ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। বরং এগুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে বড় বাণিজ্য জাহাজগুলোকে।

২৩ এভাবে ঐশ্বর্যে ও জ্ঞানে বাদশাহ্‌
সোলায়মান দুনিয়ার সকল বাদশাহ্‌র মধ্যে প্রধান
হলেন। ২৪ আর আল্লাহ্‌ সোলায়মানের চিত্তে যে
জ্ঞান দিয়েছিলেন, তাঁর সেই জ্ঞানের উক্তি শুনবার
জন্য সর্বদেশীয় লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
চেষ্টা করতো। ২৫ আর প্রত্যেকে নিজস্ব
উপঢৌকন, রূপার পাত্র, সোনার পাত্র, কাপড়-
চোপড়, অস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য, ঘোড়া ও খচ্চর
আনত; প্রতি বছর এরকম হত।
২৬ আর সোলায়মান অনেক রথ ও
ঘোড়সওয়ার সংগ্রহ করলেন; তাঁর এক হাজার
চার শত রথ ও বারো হাজার ঘোড়সওয়ার ছিল,
আর সেসব তিনি রথনগরগুলোতে এবং
জেরুশালেমে বাদশাহ্‌র কাছে রাখতেন।
২৭ বাদশাহ্‌ জেরুশালেমে রূপাকে পাথরের মত ও
এরস কাঠকে নিম্নভূমিস্থ ডুমুর গাছের মত প্রচুর
করলেন। ২৮ আর সোলায়মানের সমস্ত ঘোড়া
মিসর ও কুয়ে থেকে আনা হত; বাদশাহ্‌র
বণিকেরা কুয়ে থেকে মূল্য দিয়ে পালে পালে
ঘোড়া কিনে আনত। ২৯ আর মিসর থেকে আনা
এক এক রথের মূল্য ছয় শত শেকল রূপা ও
এক এক ঘোড়ার মূল্য এক শত পঞ্চাশ শেকল
ছিল। এইভাবে ওদের দ্বারা হিট্টিয় সমস্ত
বাদশাহ্‌র জন্য ও অরামীয় বাদশাহ্‌দের জন্যও
ঘোড়া আনা হত।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের গুনাহ্‌

১১ ১ বাদশাহ্‌ সোলায়মান ফেরাউনের
কন্যা ছাড়া আরও অনেক বিদেশী
রমণী, অর্থাৎ মোয়াবীয়া, অম্মোণীয়া, ইদোমীয়া,
সীদোনীয়া ও হিত্তীয়া রমণীকে মহব্বত
করতেন। ২ যে জাতিদের বিষয়ে মাবুদ বনি-
ইসরাইলদের বলেছিলেন, তোমরা তাদের কাছে
যেও না এবং তাদেরকে তোমাদের কাছে
আসতে দিও না, কেননা তারা নিশ্চয়ই
তোমাদের হৃদয়কে তাদের দেবতাদের পিছনে
চলে বিপথগামী করবে, সোলায়মান তাদেরই
প্রতি প্রেমাসক্ত হলেন। ৩ সাত শত রমণী তাঁর
পত্নী ও তিন শত তাঁর উপপত্নী ছিল; তাঁর সেই
স্ত্রীরা তাঁর হৃদয়কে বিপথগামী করলো। ৪ ফলে
এরকম ঘটলো, সোলায়মানের বৃদ্ধ বয়সে তাঁর
স্ত্রীরা তাঁর হৃদয়কে অন্য দেবতাদের পশ্চাতগামী
করে বিপথগামী করলো; তাঁর পিতা দাউদের
অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তেমনি তাঁর আল্লাহ্‌
মাবুদের ভক্তিতে তাঁর অন্তঃকরণ একাগ্র ছিল
না। ৫ কিন্তু সোলায়মান সীদোনীয়দের দেবী
অষ্টারত ও অম্মোনীয়দের ঘৃণ্য দেবতা মিল্‌কমের

[১০:২৩] ১বাদশাহ্‌ ৩:১৩; মথি ৬:২৯।
[১০:২৪] ২শামু ১৪:২০।
[১০:২৫] ১শামু ১০:২৭।
[১০:২৬] দ্বি:বি ১৭:১৬।
[১০:২৭] আইউ ২৭:১৬; ইশা ৬০:১৭।
[১০:২৯] শুমারী ১৩:২৯ ১ করহমং ১১।
[১১:১] ১বাদশাহ্‌ ১৪:২১, ৩১।
[১১:২] হিজ ৩৪:১৬; ১বাদশাহ্‌ ১৬:৩১।
[১১:৩] দ্বি:বি ১৭:১৭; নহি ১৩:২৬; মেসাল ৩১:৩।
[১১:৪] ১বাদশাহ্‌ ৮:৬১; ১খান্দান ২৯:১৯।
[১১:৫] লেবীয়

১০:২৬ রথ ও ঘোড়সওয়ার। ৪:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। মূসার শরীয়ত অনুসারে বাদশাহ্‌ কর্তৃক ঘোড়া সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল (দ্বি.বি. ১৭:১৬)।

১০:২৭ নিম্নভূমিস্থ ডুমুর গাছ। আমোস ৭:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২৯ হিট্টিয় সমস্ত বাদশাহ্‌র জন্য ... আনা হতো। বাদশাহ্‌ সোলায়মান তাঁর প্রতিনিধির মধ্য দিয়ে (আয়াত ২৮) দারুনভাবে আমদানি ও রপ্তানির বাণিজ্য করেছিলেন।

হিট্টিয়। পয়দা ১০:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

অরামীয়। পয়দা ১০:২২; দ্বি.বি. ২৬:৫; ১ খান্দান ১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:১ অনেক বিদেশী ... রমণীকে মহব্বত করতেন। নিঃসন্দেহে সোলায়মান অনেক বিয়ে করেছিলেন কেবল মাত্র ছোট বড় নানা ধরনের দেশের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ সুগম করার লক্ষ্যে, যা তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যের একটি সাধারণ রীতি ছিল। কিন্তু বহু স্ত্রীর অধিকারী না হওয়ার জন্য দ্বি.বি. ১৭:১৭ আয়াতের আদেশই যে শুধু তিনি লঙ্ঘন করেছেন তা নয়, বরং সেই সাথে যে সমস্ত পৌত্তলিক জাতি ইসরাইলীয়দের মধ্যে বসবাস করছিল তাদের মধ্য থেকে স্ত্রী গ্রহণ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞাও তিনি অমান্য করেছেন (হিজ ৩৪:১৬; দ্বি.বি. ৭:১-৩; ইউসা ২৩:১২-১৩; উযায়ের ৯:২; ১০:২-৩; নহিমিয়া ১৩:২৩-২৭)।

মোয়াবীয়া। পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন।

অম্মোণীয়া। পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ১৪:২১; দ্বি.বি. ২৩:৩ আয়াতও দেখুন।

ইদোমীয়া। পয়দা ২৫:২৬; ৩৬:১; আমোস ১:১১; ৯:১২; দ্বি.বি. ২৩:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

সীদোনীয়া। ১৬:৩১ আয়াত দেখুন।

হিত্তীয়া। পয়দা ১০:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:২ তারা নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়কে তাদের দেবতাদের পিছনে চলে বিপথগামী করবে। তারা ঠিক সে কাজটিই করেছিল (আয়াত ৪)। শুমারী ২৫:১-১৫ আয়াতে ইসরাইলের প্রথম দিককার ইতিহাসে এর একটি নিদর্শন দেখা যায়।

১১:৩ সাত শত ... তিন শত। সোলায়মানের গজল ৬:৮ আয়াত দেখুন।

উপপত্নী। পয়দা ২৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:৪ তাঁর স্ত্রীরা তাঁর হৃদয়কে অন্য দেবতাদের পিছনে চলে বিপথগামী করলো। আল্লাহ্‌ যে বিষয়ে সাবধান করেছিলেন ঠিক সেটাই ঘটেছিল (আয়াত ২)। তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদের ভক্তিতে তাঁর অন্তঃকরণ একাগ্র ছিল না। আয়াত ৮:৬১ আয়াত দেখুন। সোলায়মানের স্ত্রীদের মধ্য দিয়ে তাঁর আবাসস্থলে পৌত্তলিকতার প্রবেশ ঘটায় সোলায়মান ধীরে ধীরে পৌত্তলিক ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের অনুসারী হতে শুরু করেন।

১১:৫ অষ্টারত। আয়াত ৩৩; ১৪:১৫; ২ বাদশাহ্‌ ২৩:১৩ দেখুন; এর সাথে কাজী ২:১৩; ১ শামু ৭:৩ আয়াতও দেখুন।

মিল্‌কম। ২ শামু ১২:৩০ আয়াতের নোট দেখুন। মিল্‌কম ও মোলেক একই শব্দ থেকে উদ্ভূত নাম, যা সেমিটিক শব্দ "বাদশাহ্‌" থেকে এসেছে। এই দেবতার পূজা করার কারণে মাবুদের প্রতিনিধি হিসেবে ইসরাইলের উপরে বাদশাহী পদের কর্তৃত্ব মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। এমন কি সে সময় রাজ্যের সাধারণ প্রজারাও এই সব দেবতাদের পূজা করতে শুরু করেছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা শিশু বলিদানের মত নৃশংস প্রথা অবলম্বন করেছিল (২ বাদশাহ্‌ ১৬:৩; ১৭:১৭; ২১:৬; লেবীয় ১৮:২১; ২০:২-৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে পয়দা ১৫:১৬; কাজী ১০:৬ আয়াতের নোটও দেখুন)। অষ্টারত ও মিল্‌কম নাম দুটি থেকে হিব্রু শব্দ বোশেথ এর গঠন

অনুগামী হলেন। ৬ এভাবে সোলায়মান মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই করলেন; তাঁর পিতা দাউদের মত সম্পূর্ণভাবে মাবুদের অনুগামী হলেন না। ৭ সেই সময়ে সোলায়মান জেরুশালেমের সম্মুখস্থ পর্বতে মোয়াবের ঘৃণ্য দেবতা কমোশ ও অম্মোনীয়দের ঘৃণ্য দেবতা মোলাকের জন্য উচ্চস্থলী নির্মাণ করলেন। ৮ তাঁর যত বিদেশী স্ত্রী যার যার দেবতার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও পশু কোরবানী করতো, তাদের সকলের জন্য তিনি তা-ই করলেন।

৯ অতএব মাবুদ সোলায়মানের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন; কেননা তাঁর অন্তঃকরণ ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের দিকে না থেকে বিপথগামী হয়েছিল, যিনি দু'বার তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন, ১০ এই বিষয়ে মাবুদ তাঁকে হুকুম দিয়েছিলেন, যেন তিনি অন্য দেবতাদের অনুগামী না হন; কিন্তু মাবুদ যা হুকুম দিয়েছিলেন, তা তিনি পালন করলেন না। ১১ অতএব মাবুদ সোলায়মানকে বললেন, তোমার তো এই ব্যবহার, তুমি আমার নিয়ম ও আমার হুকুম করা সমস্ত বিধি পালন কর নি; এই কারণ আমি অবশ্য তোমা থেকে রাজ্য চিরে নিয়ে তোমার গোলামকে দেব। ১২ তবুও তোমার পিতা দাউদের জন্য তোমার বর্তমান কালে তা করবো না, কিন্তু তোমার পুত্রের হাত থেকে তা চিরে নেব। ১৩ যা হোক, সারা রাজ্য চিরে নেব না; কিন্তু আমার গোলাম দাউদের জন্য ও আমার মনোনীত জেরুশালেমের জন্য তোমার

১৮:২১; ইশা ৫৭:৯; সফ ১:৫।
[১১:৬] দ্বিঃবি ৪:২৫।
[১১:৭] ২বাদশাহ্‌ ২৩:১৩।
[১১:৭] লেবীয় ১৮:২১; ২০:২-৫; প্রেরিত ৭:৪৩।
[১১:৯] ১বাদশাহ্‌ ৩:৫।
[১১:১০] ১বাদশাহ্‌ ৬:১২।
[১১:১১] ১শামু ১৫:২৭; ২বাদশাহ্‌ ১৭:২১; মথি ২১:৪৩।
[১১:১২] জবুর ৮৯:৩৩।
[১১:১৩] ১বাদশাহ্‌ ১২:২০।
[১১:১৩] দ্বিঃবি ১২:১১।
[১১:১৪] ১বাদশাহ্‌ ৫:৪।
[১১:১৫] ১খান্দান ১৮:১২।
[১১:১৮] শুমারী ১০:১২।

পুত্রকে এক বংশ দেব।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের বিপক্ষ

১৪ পরে মাবুদ সোলায়মানের এক জন বিপক্ষ সৃষ্টি করলেন; তিনি ইদোমীয় হদদ; ইদোমের রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়। ১৫ দাউদ যখন ইদোমে ছিলেন, আর সেনাপতি যোয়াব নিহতদেরকে দাফন করতে উঠে গিয়েছিলেন ও ইদোমের প্রত্যেক পুরুষকে আঘাত করেছিলেন; ১৬ [কারণ যতদিন যোয়াব ইদোমের সমস্ত পুরুষকে উচ্ছিন্ন না করলেন, ততদিন অর্থাৎ, ছয় মাস পর্যন্ত তিনি ও সমস্ত ইসরাইল ইদোমে ছিলেন;] ১৭ সেই সময় ঐ হদদ ও তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতার গোলাম কয়েকজন ইদোমীয় পুরুষ মিসরে পালিয়ে গিয়েছিলেন; তখন হদদ নিতান্ত বালক ছিলেন; ১৮ তাঁরা মাদিয়ান থেকে পারণে যান; পরে পারণ থেকে লোক সঙ্গে নিয়ে মিসরে গিয়ে মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হন; তিনি তাঁকে একটি বাড়ি এবং তাঁর জন্য খাদ্য দেন ও তাঁকে ভূমি দান করেন। ১৯ আর হদদ ফেরাউনের কাছে অতিশয় অনুগ্রহ পান এবং ফেরাউন তাঁর সঙ্গে নিজের শ্যালিকার অর্থাৎ তহ্‌পনেষ রাণীর বোনের বিয়ে দেন। ২০ আর তহ্‌পনেষের বোন তাঁর জন্য গনুবৎ নামে একটি পুত্র প্রসব করেন এবং তহ্‌পনেষ ফেরাউনের বাড়িতে তার স্তন্য ত্যাগ করান, আর গনুবৎ ফেরাউনের বাড়িতে ফেরাউনের পুত্রদের মধ্যে ছিল। ২১ পরে যখন হদদ মিসরে শুনলেন যে,

---

সৃষ্টি হয়েছে, যার অর্থ "ঘৃণার্হ্য বস্তু"। অনেক সময় বাল দেবতার নামকে ঘৃণিত বোঝাতে বোশেথ শব্দটি ব্যবহৃত হয় (কাজী ৬:৩২; ইয়ার ৭:৩১)।

১১:৬ তাঁর পিতা দাউদের মত। যদিও দাউদ মহা গুনাহ্‌ করেছিলেন, তথাপি তিনি অনুশোচনা ও মন পরিবর্তন করলেন এবং কখনোই তিনি কোন ধরনের প্রতিমা পূজার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না।

১১:৭ উচ্চস্থলী। ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

কমোশ। ২ বাদশাহ্‌ ৩:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:৯ দু'বার তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। ৩:৪-৫; ৯:১-৯ আয়াত দেখুন।

১১:১১ তুমি আমার নিয়ম ও আমার হুকুম করা সমস্ত বিধি পালন কর নি। সোলায়মান নিয়মের সবচেয়ে প্রধান ও অপরিহার্য শর্তটিই ভঙ্গ করেছেন (হিজ ২০:২-৫ আয়াত দেখুন) এবং সে কারণে তিনি আল্লাহ্‌ ও তাঁর লোকদের মধ্যকার নিয়মের সম্পর্ককে সার্বিকভাবে ক্ষুণ্ন করেছেন।

১১:১২ তোমার পিতা দাউদের জন্য। মাবুদের প্রতি ও তাঁর সাথে আল্লাহ্‌র সম্পাদিত নিয়মের প্রতি দাউদের নিঃশর্ত আনুগত্যের কারণে (২ শামু ৭:১১-১৬ আয়াত দেখুন)।

১১:১৩ এক বংশ। এহুদা (আয়াত ৩১-৩২ ও ১২:২০ দেখুন)।

আমার মনোনীত জেরুশালেমের জন্য। ২ শামু ৭:১৩ আয়াত অনুসারে বাদশাহ্‌ দাউদের সন্তান কর্তৃক জেরুশালেমে বায়তুল মোকাদ্দস নির্মিত হয়েছিল, যে কারণে জেরুশালেম নগরী ও দাউদীয় রাজবংশের নিয়তি অনেকটা এক সূত্রে গাঁথা ছিল (২ বাদশাহ্‌ ১৯:৩৪; ২১:৭-৮; জবুর ১৩২ অধ্যায় দেখুন)। বায়তুল মোকাদ্দস ছিল আল্লাহ্‌র রাজকীয় প্রাসাদস্বরূপ, যেখানে তাঁর অনন্তকালীন সিংহাসন স্থাপিত ছিল এবং সেখানে ইসরাইলের সর্ব মহান বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তা হিসেবে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন (৯:৩)।

১১:১৪ হদদ। সেমিটিক কৃষ্টিতে ঝড়ের দেবতা (কাজী ২:১৩; জাকা ১২:১১), যা অনেক অরামীয় (১৫:১৮; ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন) এবং ইদোমীয় বাদশাহ্‌ (পয়দা ৩৫, ৩৯) তাদের রাজকীয় উপাধি হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

১১:১৫ দাউদ ... ইদোমের প্রত্যেক পুরুষকে আঘাত করেছিলেন। ২ শামু ৮:১৩-১৪ আয়াত দেখুন; এর পাশাপাশি মানচিত্র দেখুন।

১১:১৬ ইদোমের সমস্ত পুরুষ ... সমস্ত ইসরাইল। উভয় পক্ষের সমস্ত লোকেরা এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল।

১১:১৭ নিতান্ত বালক। সম্ভবত তাঁর কিশোর বয়সের কথা বোঝানো হয়েছে।

১১:১৮ মাদিয়ান। এ সময়ে মাদিয়ানীয়রা মোয়াব ও ইদোমের পূর্ব দিকের সীমান্তের কাছাকাছি একটি অঞ্চলে বসবাস করত।

পারণ। কাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সিনাই মরু অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি মরুভূমি এলাকা (শুমারী ১০:১২; ১২:১৬; ১৩:৩ দেখুন)।

মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউন। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইল যখন তার শক্তি সঞ্চয় করছিল সে সময় যারা ইসরাইলের বিপক্ষতা করেছিল এবং তার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি

দাউদ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হয়েছেন
ও সেনাপতি যোয়াবের মৃত্যু হয়েছে, তখন হদদ
ফেরাউনকে বললেন, আমাকে বিদায় করুন,
আমি স্বদেশে যাই। ২২ ফেরাউন তাঁকে বললেন,
আমার এখানে তোমার কিসের অভাব হয়েছে যে
তুমি স্বদেশে যেতে চাইছো। তিনি বললেন,
অভাব হয় নি, তবুও কোন ভাবে আমাকে বিদায়
করুন।
২৩ আল্লাহ্ সোলায়মানের আর এক জন বিপক্ষ
উৎপন্ন করলেন; তিনি ইলিয়াদার পুত্র রষোণ;
সেই ব্যক্তি সোবার বাদশাহ্ হদদেষর নামক তাঁর
প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ২৪ আর
যে সময়ে দাউদ সোবার লোকদের আক্রমণ
করেন, সেই সময় তিনি নিজের কাছে লোক
সংগ্রহ করে দলপতি হয়েছিলেন। পরে তাঁরা
দামেস্কে গিয়ে সেখানে বাস করলেন এবং
দামেস্কে রাজত্ব করলেন। ২৫ হদদের কৃত
অপকার ছাড়াও তিনি সোলায়মানের সমস্ত
জীবনকাল ইসরাইলের বিপক্ষ ছিলেন এবং
ইসরাইলের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন, আর
অরামে রাজত্ব করলেন।

[১১:২৩] ১বাদশাহ্ ৫:৪।
[১১:২৪] ২শামু ৮:৫।
[১১:২৫] পয়দা ১০:২২; ২শামু ১০:১৯।
[১১:২৬] ২খান্দান ১৩:৬।
[১১:২৭] ১বাদশাহ্ ৯:২৪।
[১১:২৮] মেসাল ২২:২৯।
[১১:২৯] ১বাদশাহ্ ১২:১৫; ১৪:২; ২খান্দান ৯:২৯; ১০:১৫।
[১১:৩০] ১শামু ১৫:২৭।
[১১:৩১] ১শামু ১৫:২৭।
[১১:৩২] ২শামু ৭:১৫।

বাদশাহ্ সোলায়মানের বিরুদ্ধে ইয়ারাবিমের বিদ্রোহ

২৬ আর সরেদা-নীবাসী ইফ্রয়ীমীয় নবাটের
পুত্র ইয়ারাবিম সোলায়মানের গোলাম ছিলেন;
তাঁর মায়ের নাম ছিল সরূয়া; তিনি বিধবা
ছিলেন; সে ব্যক্তিও বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে গেলেন।
২৭ বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে তাঁর যাবার কারণ এই–
সোলায়মান মিল্লো গাঁথছিলেন ও তাঁর পিতা
দাউদের নগরের ভগ্নস্থান মেরামত করে
দিচ্ছিলেন। ২৮ আর ইয়ারাবিম বলবান বীর
ছিলেন এবং সোলায়মান এই যুবকটিকে কর্মদক্ষ
দেখে তাকে ইউসুফ-কুলের সমস্ত কর্মাধীন
লোকের নেতা করেন। ২৯ সেই সময় ইয়ারাবিম
জেরুশালেমের বাইরে গেলে শীলোনীয় অহিয়
নবী পথে তাঁর দেখা পেলেন; অহিয় নতুন
পোশাক পরা ছিলেন এবং মাঠে কেবল তাঁরা
দু'জন ছিলেন। ৩০ তখন অহিয় তাঁর গায়ের
নতুন পোশাকখানি ধরে ছিঁড়ে বারো খণ্ড
করলেন। ৩১ আর তিনি ইয়ারাবিমকে বললেন,
দশ খণ্ড তুমি নাও, কেননা ইসরাইলের আল্লাহ্
মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ আমি সোলায়মানের
হাত থেকে রাজ্য ছিঁড়ে নেব ও দশ বংশ
তোমাকে দেব। ৩২ কিন্তু আমার গোলাম দাউদ

করছিল, মিসর তাদেরকে সাহায্য করেছিল।

১১:২১ আমাকে বিদায় করুন। সম্ভবত সোলায়মানের রাজত্বের শুরু দিকে হদদ ইদোমে ফিরে আসেন।

১১:২২ আমার এখানে তোমার কিসের অভাব হয়েছে ... ? যেহেতু সে সময় ইসরাইলের সাথে মিসরের অপেক্ষাকৃত ভাল সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল (৩:১ আয়াতের নোট দেখুন), সে কারণে ফেরাউন একেবারেই চান নি যে, হদদ ইদোমে ফিরে যান এবং সোলায়মানের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেন।

১১:২৩ সোবা। "হমাতের প্রতিবেশী" (১ খান্দান ১৮:৩; ২ শামু ৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:২৪ রষোণ ... লোক সংগ্রহ করে দলপতি হয়েছিলেন। যে কাজটি দাউদ করেছিলেন (১ শামু ২২:১-২) এবং তার আগে যিপ্তহ করেছিলেন (কাজী ১১:৩)। তাঁরা দামেস্কে গিয়ে সেখানে বাস করলেন এবং দামেস্কে রাজত্ব করলেন। সম্ভবত সোলায়মানের রাজত্বের শুরুর দিকে এই ঘটনা ঘটেছিল (বাদশাহ্ দাউদের রাজত্বকালে দামেস্কের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে ২ শামু ৮:৬ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত রষোণের বিরোধিতার কারণে প্রণোদিত হয়ে হমাথ সোবার বিরুদ্ধে (যে রাজ্য আগে হদ্‌দেষর শাসন করতেন, ২ শামু ৮:৩-৬) সোলায়মান যুদ্ধ যাত্রা করেন (২ শামু ৮:৩)। যদিও সোলায়মান ফোরাত নদীর উত্তরে দামেস্ক অঞ্চলে তাঁর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন (৪:২১, ২৪), তথাপি তিনি রষোণকে দামেস্ক থেকে উৎখাত করতে পারেন নি।

১১:২৬ সে ব্যক্তিও বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে গেলেন। ৪০ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:২৭ মিল্লো। ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:২৮ ইউসুফ-কুলের সমস্ত কর্মাধীন লোক। ৫:১৩-১৮ আয়াত দেখুন। আফরাহীম ও মানাশা গোষ্ঠীর কর্মাধীন গোলামদের উপরে তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইয়ারাবিম উপলব্ধি করতে পারেন যে, সোলায়মানের নীতির প্রতি লোকদের অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে (১২:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:৩১-৩২ দশ বংশ ... এক বংশ। ইতিহাস অনুসারে উত্তরের দশ গোষ্ঠীকে দক্ষিণের গোষ্ঠীগুলো থেকে পৃথক একটি একক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো (এহুদা এবং শিমিয়োন – লেবীয় গোষ্ঠী কোন ভূখণ্ড উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করে নি; ইউসা ২১ আয়াত দেখুন)। এই ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে কাজীগণের বিবরণে (কাজী ৫:১৩-১৮)। কোন সন্দেহ নেই যে, এর কারণ ছিল একটি নির্দিষ্ট সরল রৈখিক ভূখণ্ড জুড়ে ন-ইসরাইলীয়দের ক্রমবর্ধমান আনাগোনা (জেরুশালেম, গিবোনীয় লীগ, গেষর) যা একক ইসরাইল রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল (মানচিত্র দেখুন)। এই সরল রৈখিক ভূখণ্ডে বাদশাহ্ দাউদের রাজত্বের শুরুর দিকে রাজনৈতিক বিভেদ দেখা দিয়েছিল এবং সে সময় দাউদ উত্তর ও দক্ষিণ দুটি অংশকেই তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন (২ শামু ২:৪; ৫:৩ আয়াত দেখুন)। বাদশাহ্ দাউদ জেরুশালেম অধিকার করার পর (২ শামু ৫:৬-৭) এবং সোলায়মানের স্ত্রীকে ফেরাউন কর্তৃক গেষর নগরী দান করার পর (৯:১৬-১৭) সমগ্র ইসরাইল প্রথমবারের মত এক ভূখণ্ডের আওতায় ঐক্যবদ্ধ হয়। এই আয়াতে উল্লিখিত বিভেদের ক্ষেত্রে "এক বংশ" বলতে বোঝানো হয়েছে এহুদা বংশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল (তবে এর মধ্যে শিমিয়োনও অন্তর্ভুক্ত ছিল; ইউসা ১৯:১-৯ আয়াত দেখুন), এবং "দশ বংশ" বলতে বোঝানো হয়েছে পরবর্তী সময়ে দাউদের নিয়ন্ত্রণে আসা ভূখণ্ডকে। এই গোষ্ঠীগুলোর বিভেদের মধ্যে বিন্‌ইয়ামীন গোষ্ঠীর

এবং ইসরাইলের সমস্ত বংশের মধ্য থেকে
আমার মনোনীত জেরুশালেম নগরের জন্য
অবশিষ্ট এক বংশ ওর থাকবে। ৩৩ কারণ তারা
আমাকে ত্যাগ করে সীদোনীয়দের দেবী
অষ্টোরত, মোয়াবের দেব কমোশ ও
অম্মোনীয়দের দেব মিল্‌কমের কাছে ভূমিতে
উবুড় হয়েছে; ওর পিতা দাউদের মত তারা
আমার দৃষ্টিতে যা ভাল, তা করতে এবং আমার
বিধি ও অনুশাসনগুলো পালন করতে আমার
পথে চলে নি। ৩৪ তবুও আমি ওর অধিকার
থেকে সমস্ত রাজ্য নেব না, কিন্তু আমার
মনোনীত গোলাম যে দাউদ আমার হুকুম ও
সমস্ত বিধি পালন করতো, তার জন্য ওকে সারা
জীবন বাদশাহ্‌র পদে রাখবো। ৩৫ কিন্তু ওর
পুত্রের হাত থেকে রাজ্য নেব এবং তোমাকে
দেব, দশ বংশ দেব। ৩৬ আর আমার নাম
স্থাপনার্থে আমার মনোনীত যে জেরুশালেম
নগর, তন্মধ্যে আমার সম্মুখে যেন আমার গোলাম
দাউদের প্রদীপ নিত্য থাকে, এজন্য ওর পুত্রকে
এক বংশ দেব। ৩৭ আর আমি তোমাকে গ্রহণ
করবো, তাতে তুমি তোমার প্রাণের সমস্ত বাসনা
অনুসারে রাজত্ব করবে, ইসরাইলের বাদশাহ্‌
হবে। ৩৮ আর যদি তুমি আমার গোলাম দাউদের
মত আমার সমস্ত হুকুমে কান দাও এবং আমার
বিধি ও হুকুম পালন করার জন্য আমার পথে চল
ও আমার দৃষ্টিতে যা ভাল, তা কর, তবে আমি
তোমার সহবর্তী থাকব এবং যেমন দাউদের
জন্য গেঁথেছি, তেমনি তোমার জন্যও একটি
সুদৃঢ় কুল গাঁথব এবং ইসরাইলকে তোমার হাতে
দেব। ৩৯ আর এই কারণ আমি দাউদের বংশকে
অবনত করবো, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়।
৪০ অতএব সোলায়মান ইয়ারাবিমকে হত্যা
করতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু ইয়ারাবিম মিসর
দেশে মিসরের বাদশাহ্‌ শীশকের কাছে পালিয়ে
গেলেন এবং সোলায়মানের মৃত্যু পর্যন্ত মিসরে
থাকলেন।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মৃত্যু

৪১ সোলায়মানের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত এবং তাঁর
সমস্ত কাজ ও জ্ঞানের বিবরণ কি সোলায়মানের
কর্ম-বৃত্তান্ত কিতাবে লেখা নেই? ৪২ সোলায়মান
জেরুশালেমে চল্লিশ বছর সমস্ত ইসরাইলের
উপর রাজত্ব করলেন। ৪৩ পরে সোলায়মান তাঁর
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন ও তাঁর পিতা
দাউদের নগরে তাঁকে দাফন করা হল এবং তাঁর
পুত্র রহবিয়াম তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

[১১:৩৩] কাজী ২:১৩।
[১১:৩৬] ১বাদশাহ্‌ ১২:১৭।
[১১:৩৭] ১বাদশাহ্‌ ১৪:৭।
[১১:৩৮] দ্বি:বি ১২:২৫; ২শামু ৮:১৫।
[১১:৪০] ১বাদশাহ্‌ ১২:২; ২খান্দান ১০:২।
[১১:৪৩] মথি ১:৭।

অবস্থান সম্পর্কে জানতে ১২:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:৩৩ আমাকে ত্যাগ করে। আয়াত ৫-৭ দেখুন।

আমার বিধি ও অনুশাসনগুলো পালন করতে আমার পথে চলে নি। আয়াত ১-২; ৩:১৪ দেখুন।

১১:৩৪ ওকে সারা জীবন বাদশাহ্‌র পদে রাখবো। আয়াত ১২-১৩।

১১:৩৫ ওর পুত্রের হাত থেকে রাজ্য নেব। রহবিয়ামের কাছ থেকে (১২:১-২৪ আয়াত দেখুন)।

১১:৩৬ আমার মনোনীত যে জেরুশালেম নগর ... প্রদীপ নিত্য থাকে। যে নগরী আল্লাহ্‌ মনোনীত করেছেন সেখানে তাঁর নাম চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাউদীয় রাজবংশের স্থায়ীত্বের কথা এখানে প্রতীকী অর্থে বোঝানো হয়েছে (১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। পাক-কিতাবের অনেক অংশেই কারও প্রদীপ জ্বালানো বা নিভিয়ে ফেলার অর্থ হচ্ছে আরও সমৃদ্ধি লাভ বা কারও জীবন নাশ করা (আইউব ১৮:৬; ২১:১৭; মেসাল ১৩:৯; ২০:২০; ২৪:২৩)। এখানে (এবং সেই সাথে ১৫:৪; ২ বাদশাহ্‌ ৮:১৯; ২ খান্দান ২১:৭; জবুর ১৩২:১৭) দাউদের রাজবংশ সম্পর্কে এই একই বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে (বিশেষ করে জবুর ১৩২:১৭ আয়াত দেখুন, যেখানে "আমি আমার অভিষিক্ত ব্যক্তির জন্য একটি প্রদীপ সাজিয়েছি" কথাটির পাশাপাশি বলা হয়েছে "আমি সেখানে দাউদের জন্য একটি শৃঙ্গ নির্মাণ করবো")। দাউদের রাজবংশের উত্তরাধিকারীরা তথা তাঁর বংশধরেরা এই "প্রদীপ" হয়ে মাবুদের নগরী জেরুশালেমে তাঁর নাম প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন।

১১:৩৭ ইসরাইল। উত্তরের দশটি বংশ।

১১:৩৮ আমার বিধি ও হুকুম পালন করার জন্য আমার পথে চল ... আমি তোমার সহবর্তী থাকব। দাউদ ও সোলায়মানের মত রহবিয়ামকেও একই নিয়মের অধীনে অভিষেক দান করা হয়েছিল (২:৩-৪; ৩:১৪; ৬:১২-১৩ আয়াত দেখুন)।

১১:৩৯ দাউদের বংশকে অবনত করবো। ইসরাইল রাজ্য ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণে দাউদের রাজবংশের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

চিরকালের জন্য নয়। এখানে দাউদের রাজবংশের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে (যা ইয়ার ৩০:৯; ইহি ৩৪:১৫-২৮; হোসিয়া ৩:৫; আমোস ৯:১১-১২ আয়াতের মসীহ্‌ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীতেও উল্লেখ করা হয়েছে), যার মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতি দাউদের রাজবংশের অধীনে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হবে।

১১:৪০ সোলায়মান ইয়ারাবিমকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন। সম্ভবত ইয়ারাবিম নবী অহিয়ের বলা সময়ের আগেই কিছু একটা করার উদ্যোগ নেন (আয়াত ৩৪-৩৫)। তিনি সোলায়মানের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেওয়ার জন্য অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন (আয়াত ২৬ দেখুন)।

বাদশাহ্‌ শীশক। ১৪:২৫-২৬ আয়াত দেখুন এবং ১৪:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। পুরাতন নিয়মে নাম উল্লিখিত প্রথম মিসরীয় ফেরাউন। ২২তম মিসরীয় রাজবংশের এই বাদশাহ্‌ ৯৪৫ থেকে ৯২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। সোলায়মানের সাথে এর পূর্ববর্তী রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল (৩:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:৪১ সোলায়মানের কর্ম-বৃত্তান্ত। বাদশাহ্‌ সোলায়মানের জীবন ও তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বিস্তারিত লিখিত বিবরণ, যা ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের রচয়িতাগণ ব্যবহার করেছিলেন (কিতাব দুটির ভূমিকা দেখুন; এর সাথে ১৫:৭, ২৩ আয়াতও দেখুন)।

১১:৪৩ পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

বাদশাহ্ রহবিয়ামের বিরুদ্ধে ইসরাইলের বিদ্রোহ

১২ [1] রহবিয়াম শিখিমে গেলেন; কেননা
তাঁকে বাদশাহ্ করার জন্য সমস্ত
ইসরাইল শিখিমে উপস্থিত হয়েছিল। [2] আর
যখন নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম এই বিষয় শুনলেন;
[কারণ তিনি তখনও মিসরে ছিলেন, বাদশাহ্
সোলায়মানের সম্মুখ থেকে সেখানে পালিয়ে
গিয়েছিলেন; এবং তিনি মিসরে বাস করছিলেন;
আর লোকেরা দূত পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে
আনলো;] [3] তখন ইয়ারাবিম ও সমস্ত ইসরাইল-
সমাজ রহবিয়ামের কাছে এসে এই কথা বললেন,
[4] আপনার পিতা আমাদের উপর দুঃসহ জোয়াল
চাপিয়ে দিয়েছেন, অতএব আপনার পিতা
আমাদের উপরে যে কঠিন গোলামীর কাজ ও
ভারী জোয়াল চাপিয়েছেন আপনি তা লঘু করুন,
করলে আমরা আপনার গোলামী করবো। [5] তিনি
তাদের বললেন, এখন চলে যাও, তিন দিন পর
আবার আমার কাছে এসো। তাতে লোকেরা চলে
গেল।
[6] পরে বাদশাহ্ রহবিয়াম, তাঁর পিতা
সোলায়মানের জীবনকালে যে প্রাচীন লোকেরা
তাঁর সেবা করতেন, তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন,
বললেন, আমি ঐ লোকদের কি জবাব দেব?
তোমরা কি মন্ত্রণা দাও? [7] তাঁরা তাঁকে বললেন,
যদি আপনি আজ ঐ লোকদের সেবক হয়ে
ওদের সেবা করেন এবং ওদের উত্তর দেন ও
ভাল কথা বলেন, তবে ওরা সব সময় আপনার
সেবক হয়ে থাকবে। [8] কিন্তু তিনি ঐ বৃদ্ধদের
দেওয়া মন্ত্রণা ত্যাগ করে, তাঁর বয়স্য যে
যুবকেরা যারা তাঁর সঙ্গে বড় হয়েছিল এবং তখন
তাঁর সেবা করতো, তাদের সঙ্গে মন্ত্রণা
করলেন। [9] তিনি তাদের বললেন, ঐ লোকেরা
বলছে, আপনার পিতা আমাদের উপরে যে
যোঁয়াল চাপিয়েছেন তা লঘু করুন, এখন আমরা
ওদের কি জবাব দেব? তোমরা কি মন্ত্রণা দাও?
[10] তাঁর বয়স্য যুবকেরা জবাবে বললো, যে
লোকেরা আপনাকে বলছে, আপনার পিতা
আমাদের উপরে ভারী জোয়াল চাপিয়েছেন,
আপনি আমাদের পক্ষে তা লঘু করুন, তাদের
এই কথা বলুন, আমার কনিষ্ঠ আঙ্গুল আমার
পিতার কোমরের চেয়েও মোটা। [11] এখন,
আমার পিতা তোমাদের উপরে ভারী যোঁয়াল
চাপিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের
যোঁয়াল আরও ভারী করবো; আমার পিতা
তোমাদের কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি
তোমাদের বৃশ্চিক দ্বারা শাস্তি দেব।
[12] পরে 'তৃতীয় দিনে আমার কাছে ফিরে
এসো;' বাদশাহ্‌র এই কথানুসারে ইয়ারাবিম
এবং সমস্ত লোক তৃতীয় দিনে রহবিয়ামের কাছে
উপস্থিত হলেন। [13] আর বাদশাহ্ লোকদের
কঠিন জবাব দিলেন; বৃদ্ধ নেতারা তাঁকে যে
মন্ত্রণা দিয়েছিলেন, তিনি তা ত্যাগ করলেন;
[14] আর সেই যুবকদের মন্ত্রণানুযায়ী কথা তাদের

[১২:১] পয়দা ১২:৬; ইউসা ২৪:৩২।
[১২:২] ১বাদশাহ্ ১১:৪০।
[১২:৪] ১শামু ৮:১১-১৮; ১বাদশাহ্ ৪:২০-২৮।
[১২:৬] ১বাদশাহ্ ৪:২।
[১২:৭] মেসাল ১৫:১।
[১২:৮] লেবীয় ১৯:৩২।
[১২:১৪] হিজ ১:১৪।

১২:১ শিখিম। আফরাহীম রাজ্যের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান (পয়দা ১২:৬; ৩৩:১৮-২০; ইউসা ৮:৩০-৩৫; ২০:৭; ২১:২১; ২৪:১-৩৩ আয়াত দেখুন)।

সমস্ত ইসরাইল। অর্থাৎ উত্তরের বংশগুলোর প্রতিনিধি (আয়াত ১৬ দেখুন)। নিয়মের অধীনে উত্তরের বংশগুলোর উপরে দাউদের বাদশাহ্ হওয়াটা (২ শামু ৫:৩ দেখুন) এই ইঙ্গিত দেয় যে, তাদের আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক নতুন বাদশাহ্‌র সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করা এবং তাদের এই আনুগত্য ছিল কিছুটা আপোষের বিষয়।

১২:২ এই বিষয় শুনলেন। সোলায়মানের মৃত্যুর কথা শুনলেন (১১:৪৩)।

লোকেরা দূত পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলো। ২ খান্দান ১০:২ আয়াত দেখুন।

১২:৪ আমাদের উপরে যে কঠিন গোলামীর কাজ ও ভারী জোয়াল চাপিয়েছেন। ইয়ার ২৭:২; ইহি ৩৪:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। সোলায়মান কর্তৃক আরোপিত দুর্বহ কর এবং বাধ্যতামূলকভাবে গোলামী ও সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করানোর কারণে সাধারণ জনগণের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল (৪:৭, ২২-২৩, ২৭-২৮; ৫:১৩-১৪; ৯:২২ দেখুন; সেই সাথে ৯:১৫; ১১:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)। সোলায়মানের রাজত্বের শুরুর দিন থেকেই ধীরে ধীরে পরিস্থিতি খারাপের দিকে এগোচ্ছিল (৪:২০ আয়াত দেখুন)।

১২:৬ তাঁর পিতা সোলায়মানের জীবনকালে যে বৃদ্ধ লোকেরা তাঁর সেবা করতেন। বাদশাহ্ সোলায়মানের অধীনস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ, যেমন অদোনীরাম (৪:৬) এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ (৪:৭-১৯)।

১২:৭ আল্লাহ্‌র রাজ্যে কর্তৃত্ব লাভের অর্থ অন্যকে সেবা করা, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণ নয়।

১২:৮ যুবকেরা। যারা সোলায়মানের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাদের তুলনায় যুবক। রহবিয়াম যখন বাদশাহ্ হন তখন তাঁর বয়স ছিল ৪১ বছর (১৪:২১)।

তখন তাঁর সেবা করতো। সম্ভবত ক্ষমতা লাভের পর পরই রহবিয়াম তাঁর সমবয়সী বন্ধু ও সহযোগীদেরকে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ দেন।

১২:১০ আমার কনিষ্ঠ আঙ্গুল আমার পিতার কোমর হতেও মোটা। এটি একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে রহবিয়ামের সবচেয়ে দুর্বল পদক্ষেপটিও তাঁর পিতা সোলায়মানের সবচেয়ে শক্তিশালী পদক্ষেপের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে দেখা দেবে।

১২:১১ বৃশ্চিক। চামড়ার উপরে লোহার কাঁটা বসানো চাবুক। লোকদের উপরে শুধু যে সরকারি করের বোঝা বাড়বে তা নয়, সেই সাথে সরকারি নির্দেশ অমান্য করার কারণে সব ধরনের শাস্তিও বেড়ে যাবে।

১২:১৪ সেই যুবকদের মন্ত্রণানুযায়ী কথা তাদের বললেন। রহবিয়ামের উত্তর বিবাদপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে, যা

বললেন; তিনি বললেন, আমার পিতা তোমাদের
যোঁয়াল ভারী করেছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের
যোঁয়াল আরও ভারী করবো; আমার পিতা
তোমাদের কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি
তোমাদেরকে বৃশ্চিক দ্বারা শাস্তি দেব। ১৫ এভাবে
বাদশাহ্‌ লোকদের কথায় কান দিলেন না; কেননা
শীলোনীয় অহিয়ের দ্বারা মাবুদ নবাটের পুত্র
ইয়ারাবিমকে যে কথা বলেছিলেন, তা অটল
রাখার জন্য মাবুদ থেকে এই ঘটনা হল।
১৬ যখন সমস্ত ইসরাইল দেখলো, বাদশাহ্‌
তাদের কথায় কান দিলেন না, তখন লোকেরা
বাদশাহ্‌কে এই উত্তর দিল, দাউদে আমাদের কি
অংশ? ইয়াসির পুত্রে আমাদের কোন অধিকার
নেই; হে ইসরাইল তোমাদের তাঁবুতে যাও;
দাউদ! এখন তুমি নিজের কুল দেখ। পরে
ইসরাইল লোকেরা যার যার তাঁবুতে চলে গেল।
১৭ তবুও যে সমস্ত বনি-ইসরাইল এহুদার সকল
নগরে বাস করতো, রহবিয়াম সেসব নগরে
রাজত্ব করতে থাকলেন। ১৮ পরে রহবিয়াম

[১২:১৫] দ্বি:বি ২:৩০; ২খান্দান ২৫:২০।
[১২:১৬] পয়দা ৩১:১৪।
[১২:১৭] ১বাদশাহ্‌ ১১:১৩, ৩৬।
[১২:১৮] ২শামু ২০:২৪।
[১২:১৯] ২বাদশাহ্‌ ১৭:২১।
[১২:২০] ১বাদশাহ্‌ ১১:১৩, ৩২; ইহি ৩৭:১৬।
[১২:২১] ১বাদশাহ্‌ ১৪:৩০; ১৫:৬, ১৬; ২খান্দান ১১:১।

বাদশাহ্‌ তাঁর অধঃস্তন গোলামদের নেতা
অদোরামকে পাঠালেন; কিন্তু সমস্ত ইসরাইল
তাকে পাথর মারল, তাতে তাঁর মৃত্যু হল। আর
বাদশাহ্‌ রহবিয়াম জেরুশালেমে পালাবার জন্য
শীঘ্র গিয়ে রথে উঠলেন। ১৯ এভাবে ইসরাইল
দাউদের কুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো, আজ
পর্যন্ত সেই ভাবেই আছে।

ইয়ারাবিম ইসরাইলের বাদশাহ্‌ হন

২০ যখন সমস্ত ইসরাইল শুনতে পেল যে
ইয়ারাবিম ফিরে এসেছেন, তখন লোক পাঠিয়ে
তাঁকে তাদের সভায় ডেকে আনাল এবং সমস্ত
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ করলো; কেবল এহুদা-বংশ
ছাড়া আর কোন বংশ দাউদ-কুলের অনুগামী
থাকলো না।
২১ জেরুশালেমে উপস্থিত হওয়ার পর রহ-
বিয়াম এহুদার সমস্ত কুল ও বিন্‌ইয়ামীন-
বংশকে, এক লক্ষ আশি হাজার মনোনীত
যোদ্ধাকে ইসরাইল-কুলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য
সোলায়মানের পুত্র রহবিয়ামের অধীনে রাজ্য

ইসরাইলের বাদশাহী পদের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী (দ্বি.বি. ১৭:১৪-২০; ১ শামু ১০:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:২৫ মাবুদ থেকে এই ঘটনা হল। রূত ২:৩ আয়াতের নোট দেখুন। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাদশাহ্‌নামা কিতাবের রচয়িতা রহবিয়ামের হঠকারিতামূলক সিদ্ধান্ত কিংবা উত্তরের গোষ্ঠীগুলোর বিদ্রোহী মনোভাবকে দোষী সাব্যস্ত করেন নি, বরং তিনি তাঁর পাঠকদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল সোলায়মানের প্রতিমা পূজা ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পাদিত নিয়ম ভঙ্গের শাস্তি হিসেবে দাউদের রাজবংশের উপরে আল্লাহ্‌র ভয়ঙ্কর শাস্তি নেমে আসার আভাস হয়ে (১১:৯-১৩)। সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর উপরে আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতা এবং সমস্ত মন্দ কাজের জন্য মানবীয় দায়বদ্ধতার মধ্যবর্তী সম্পর্ক জানার জন্য ২ শামু ২৪:১ আয়াত দেখুন।

অহিয়ের দ্বারা ... ইয়ারাবিমকে যে কথা বলেছিলেন। ১১:২৯-৩৯ আয়াত দেখুন।

১২:১৬ সমস্ত ইসরাইল। উত্তরের গোষ্ঠীসমূহ (১ আয়াতের নোট দেখুন)।

দাউদ। মানে দাউদের রাজবংশ (এই বিশেষ আবেগানুভূতি সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ২ শামু ২০:১)।

১২:১৭ যে সমস্ত বনি-ইসরাইল এহুদার সকল নগরে বাস করতো। উত্তরের গোষ্ঠীগুলোর আদি অধিবাসীরা, যারা এহুদাতে তাদের স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীতে তাদের সাথে উত্তরাঞ্চলের অন্যান্যরা এসে বসবাস করতে শুরু করে, যারা মাবুদের সেবা ও বায়তুল মোকাদ্দসে এবাদত বন্দেগী করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল (২ খান্দান ১১:১৬-১৭)।

১২:১৮ অধঃস্তন গোলামদের নেতা অদোনীরাম। তিনি দাউদ (২ শামু ২০:২৪ আয়াতের নোট দেখুন) এবং সোলায়মানের অধীনে (১ বাদশাহ্‌ ৪:৬; ৫:১৪) একই পদে অধিষ্ঠিত থেকে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১২:১৯ দাউদের কুল। কিতাবুল মোকাদ্দসের বাইরে সেই সময়কার অন্যান্য সাহিত্যকর্মেও "দাউদের কুল" বা দাউদের রাজবংশ কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে টেল দান (Tell Dan) এর একটি পার্বত্য অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত লিপি ফলকে এই কথাটি দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে "দাউদের কুল" কথাটি স্পষ্টভাবে পড়া যায়, কিন্তু বাকি দুটো নাম আংশিক মুছে যাওয়াতে তা অনুমান করে পুনরুদ্ধার করতে হয়েছে। যদি সঠিকভাবে অর্থ উদ্ধার করা হয়ে থাকে তাহলে এই লিপিতে বলা হয়েছে, দামেস্কের বাদশাহ্‌ (সম্ভবত হসায়েল) "আহাবের পুত্র ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যোরাম" এবং "যিহোরামের পুত্র দাউদের কুলের বাদশাহ্‌ অহসিয়ের" উপরে বিজয় লাভ করার কারণে অহঙ্কার প্রকাশ করছেন। যেহেতু যোরাম ৮৫২-৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ইসরাইলের উপরে শাসন করেছিলেন এবং অহসিয় ৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এহুদা শাসন করেছিলেন, সে কারণে এই লিপি ফলকটি নিশ্চয়ই ৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বা তার খুব কাছাকাছি সময়ে তৈরি করা হয়েছিল– সম্ভবত বাদশাহ্‌ দাউদের আমলের দেড়শ বছর পর (১০১০-৯৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

আজ পর্যন্ত। কিতাবটির ভূমিকা, লেখক, উৎস ও সময়কাল দেখুন।

১২:২০-২৪ রাজ্য বিভক্ত হয়ে গেল (মানচিত্র দেখুন; সেই সাথে ১২:২৫ থেকে ২ বাদশাহ্‌ ১৭:৪১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:২১ বিন্‌ইয়ামীন-বংশ। যদিও বিন্‌ইয়ামীন বংশের সমস্ত লোকেরা উত্তরের রাজ্যের বংশগুলোর সাথে হাত মিত্রতা স্থাপন করেছিল (১১:৩১-৩২ আয়াতের নোট দেখুন), তথাপি জেরুশালেমের চারপাশের সমস্ত এলাকা রহবিয়ামের নিয়ন্ত্রণে ছিল (এর পাশাপাশি গিবোনীয় শহরগুলো এবং গেষরও তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল)। এহুদার উত্তর দিকের সীমান্তরেখা বেথেল পর্যন্ত (জেরুশালেমের ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত নগরী) বিস্তৃত ছিল – যা রহবিয়ামের পুত্র অবিয় কিছু দিনের জন্য দখলে রাখতে পেরেছিলেন (২ খান্দান ১৩:১৯)।

এক লক্ষ আশি হাজার মনোনীত যোদ্ধা। সম্ভবত সমস্ত যোদ্ধা বা সৈন্যের পাশাপাশি সহযোগী ব্যক্তিদেরকেও এই তালিকায় আনা হয়েছে।

ফিরিয়ে আনবার জন্য একত্র করলেন। [22] কিন্তু
আল্লাহ্‌র লোক শময়িয়ের কাছে আল্লাহ্‌র এই
কালাম নাজেল হল, [23] তুমি সোলায়মানের পুত্র
এহুদার বাদশাহ্‌ রহবিয়াম, এহুদার ও
বিন্‌ইয়ামীনের সমস্ত কুল এবং অবশিষ্ট
লোকদেরকে বল, [24] মাবুদ এই কথা বলেন,
তোমরা যাত্রা করো না, তোমাদের ভাইদের সঙ্গে
বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না; প্রত্যেকে
যার যার বাড়িতে ফিরে যাও, কেননা এই ঘটনা
আমা থেকে হল। অতএব তারা মাবুদের কালাম
মেনে মাবুদের হুকুম অনুসারে ফিরে গেল।

বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের মূর্তিপূজা

[25] পরে ইয়ারাবিম পর্বতময় আফরাহীম
প্রদেশস্থ শিখিম নির্মাণ করে সেখানে বাস
করলেন; সেই স্থান থেকে যাত্রা করে পনূয়েল
নির্মাণ করলেন। [26] আর ইয়ারাবিম মনে মনে
বললেন, এবার হয়তো রাজ্য আবার দাউদ-
কুলের হাতে ফিরে যাবে। [27] এই লোকেরা যদি
জেরুশালেমে মাবুদের গৃহে কোরবানী করতে
যায়, তবে এদের অন্তর এদের প্রভু এহুদার
বাদশাহ্‌ রহবিয়ামের প্রতি ফিরবে; আর এরা
আমাকে হত্যা করে পুনর্বার এহুদার বাদশাহ্‌
রহবিয়ামের পক্ষ হবে। [28] অতএব বাদশাহ্‌
মন্ত্রণা করে সোনার দু'টি বাছুর তৈরি করালেন;
আর তিনি লোকদেরকে বললেন, জেরুশালেমে
যাওয়া তোমাদের পক্ষে কোন কাজের বিষয় নয়,
হে ইসরাইল, দেখ, এই তোমার দেবতা, যিনি
মিসর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন।
[29] তিনি তাদের একটা বেথেলে স্থাপন করলেন,
আর একটা দানে রাখলেন। [30] এই ব্যাপারটা

[১২:২২] দ্বি:বি ৩৩:১; ২বাদশাহ্‌ ৪:৭।
[১২:২৫] কাজী ৮:৮, ১৭।
[১২:২৭] দ্বি:বি ১২:৫-৬।
[১২:২৮] হিজ ৩২:৪; ২খান্দান ১১:১৫।
[১২:২৯] কাজী ১৮:২৭-৩১; আমোস ৮:১৪।
[১২:৩০] ১বাদশাহ্‌ ১৩:৩৪; ১৪:১৬; ১৫:২৬, ৩০; ১৬:২; ২বাদশাহ্‌

১২:২২ শময়িয়। তিনি রহবিয়ামের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনা করেছিলেন (২ খান্দান ১২:১৫)। তাঁর আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী ২ খান্দান ১২:৫-৮ আয়াতে পাওয়া যায়। তাঁকে আল্লাহ্‌র লোক বলে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তিকে নবী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার প্রচলিত ভঙ্গি ছিল এটি (১৩:১; দ্বি.বি. ১৮:১৮; ৩৩:১; ১ শামু ২:২৭; ৯:৯-১০)।

১২:২৩ অবশিষ্ট লোক। ১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:২৪ মাবুদের হুকুম অনুসারে ফিরে গেল। এতে বড় ধরনের গৃহযুদ্ধ ঠেকানো গেলেও বাদশাহ্‌ রহবিয়াম, অবিয় ও আসার শাসনামল জুড়ে ইসরাইল ও এহুদার মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ ও লড়াই সব সময় লেগেই থাকত। তবে বাদশাহ্‌ বাশার মৃত্যু পর ইসরাইলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দেওয়ার পর এই সংঘর্ষে ছেদ পড়ে। বাদশাহ্‌ আসার পুত্র যিহোশাফট বাদশাহ্‌ আহাবের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন এবং আহাবের কন্যা অথলিয়ার সাথে তার পুত্র যিহোরামের বিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেন (১৪:৩০; ১৫:৬, ১৬; ২২:২, ৪৪; ২ বাদশাহ্‌ ৮:১৮ দেখুন)।

১২:২৫ এই আয়াত থেকে ২ বাদশাহ্‌ ১৭:৪১ আয়াত দেখুন। দুটি পৃথক রাজ্যের সময়কাল (১২:২০-২৪ আয়াতের নোট দেখুন। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের কেন্দ্রস্থিত এই বৃহৎ অংশে মূলত উত্তরের রাজ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে (মোট ৮৩৯টি আয়াতের মধ্যে দাউদীয় রাজবংশের এহুদা রাজ্যকে নিয়ে আয়াত রয়েছে মাত্র ১৫৭টি)। সেখানে তৎকালীন বাদশাহ্‌দের ও নবীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরা হয়েছে। উত্তরের রাজ্যেই আল্লাহ্‌র রাজ্যের উত্থান সবচেয়ে বড় হুমকির মুখে পড়েছিল। সেখানে ধর্মত্যাগের প্রবণতা ছিল সবচেয়ে বেশি এবং লোকদের অন্তরে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব স্থাপন করতে আরও বেশি বেগ পেতে হয়েছিল। আল্লাহ্‌র পবিত্র ধর্ম ত্যাগকারী বাদশাহ্‌দের হাতের পুতুল হয়ে ছিলেন ইমাম ও নবীগণ। সেখানে মাত্র কয়েকজন নবী আল্লাহ্‌র প্রকৃত পরিচর্যাকারী হয়ে তাঁর ধার্মিকতা ও বিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এই সকল বাদশাহ্‌দের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুই নবী হচ্ছেন ইলিয়াস এবং আল-ইয়াসা (১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের ভূমিকা: বিষয়বস্তু দেখুন)। তাদের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের কাছে নিজেকে অনুপমভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যা তৎকালীন অবিশ্বস্ত বাদশাহ্‌ ও তাদের নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সম্ভব হয় নি। প্রথমত নিজ উপস্থিতির মধ্য দিয়ে এবং দ্বিতীয়ত জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দসের ইমামদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ দক্ষিণের রাজ্যে নিজেকে তাঁর লোকদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

১২:২৫ পনূয়েল। জর্ডান অববাহিকায় অবস্থিত একটি নগরী (পয়দা ৩২:৩১; কাজী ৮:৯, ১৭) যা দামেস্কের অরামীয়দের (১১:২৩-২৫) এবং অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিল।

১২:২৬ আবার দাউদ-কুলের হাতে ফিরে যাবে। অহিয়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ ইয়ারাবিমের কাছে যে বেহেশতী ওয়াদা করেছিলেন সেই ওয়াদার প্রতি তাঁর আস্থার অভাব ছিল (১১:৩৮ দেখুন) এবং এ কারণেই তিনি এমন কাজ করেছিলেন যা তাঁর বাদশাহী পদের যোগ্যতা খর্ব করেছিল।

১২:২৮ সোনার দু'টি বাছুর। অরামীয় ও কেনানীয়দের পৌত্তলিক দেবতাগুলোকে অনেক সময় বাছুর ও ষাঁড় হিসেবে উপস্থাপন করা হতো তাদের শক্তি ও উর্বরতার প্রতীক প্রকাশ করার জন্য (কাজী ২:১৩)। হে ইসরাইল, দেখ, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন। ঠিক হারুন যেভাবে বলেছিলেন (হিজ ৩২:৪-৫) সেভাবেই ইয়ারাবিম লোকদেরকে এই পৌত্তলিক বাছুর দেবতার প্রতি আল্লাহ্‌ মাবুদের মত করে এবাদত করতে বলেছিলেন, যদিও তিনি মাবুদের কোন প্রতিকৃতি তৈরি করার চেষ্টা করেন নি, অর্থাৎ বাছুরের পিঠে মাবুদের কোন প্রতিকৃতি তৈরি করেন নি।

১২:২৯ বেথেল। জেরুশালেম নগরীর ১২ মাইল উত্তরে আফরাহীমের সীমান্ত ঘেঁষে বিন্‌ইয়ামীন বংশের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত একটি নগরী (ইউসা ১৮:১১-১৩, ২২)। মাবুদের প্রতি ইসরাইল জাতির এবাদত ও বন্দেগীর এক ঐতিহাসিক ও উল্লেখযোগ্য স্থান এই বেথেল (পয়দা ১২:৮; ২৮:১১-১৯; ৩৫:৬-৭; কাজী ২০:২৬-২৮; ১ শামু ৭:১৬ দেখুন)।

দান। একেবারে উত্তরে হর্মোন পর্বতের কাছে অবস্থিত একটি নগরী। কাজীগণের আমলে এখানে পৌত্তলিক দেবতার পূজা করা হতো (কাজী ১৮:৩০-৩১)। দানে সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকরা একটি উঁচু স্থান তথা উচ্চস্থলী এবং বেদী খুঁজে পেয়েছেন, যা সম্ভবত প্রথম ইয়ারাবিম কর্তৃক নির্মিত উচ্চস্থলীগুলোর মধ্যে

BACIB International Bible CHURCH

তাদের পক্ষে গুনাহ্‌স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল, কেননা
তার একটার পূজা করার জন্য বৈথেল ও অন্যটার
পূজা করার জন্য লোকেরা দান পর্যন্তও যেতে
লাগল। ৩১ পরে তিনি কতকগুলো উচ্চস্থলীতে
বাড়ি নির্মাণ করলেন এবং যারা লেবির সন্তান
নয়, এসব লোকের মধ্য থেকে ইমাম নিযুক্ত
করলেন। ৩২ আর ইয়ারাবিম অষ্টম মাসের
পঞ্চদশ দিনে এহুদাস্থ উৎসবের মত একটি
উৎসব নির্ধারণ করলেন; এবং কোরবানগাহ্‌র
কাছে উঠে গেলেন; তিনি বেথেলেও এরকম
করলেন, নিজের তৈরি বাছুরের মূর্তির কাছে
কোরবানী করলেন এবং তাঁর তৈরি
উচ্চস্থলীগুলোর ইমামদেরকে বেথেলে রাখলেন।
৩৩ তিনি অষ্টম মাসের, যে মাস তিনি পরিকল্পনা
করেছিলেন, সেই মাসের পঞ্চদশ দিনে তাঁর তৈরি
কোরবানগাহ্‌র কাছে গেলেন, আর তিনি
ইসরাইল-সন্তানদের জন্য উৎসব নির্ধারণ করলেন
এবং ধূপদাহের জন্য কোরবানগাহ্‌র কাছে
গেলেন।

এহুদার এক জন নবীর বিবরণ

১৩ ১ আর দেখ, আল্লাহ্‌র এক জন লোক
মাবুদের কালামের দ্বারা এহুদা থেকে
বেথেলে উপস্থিত হলেন; আর ইয়ারাবিম
ধূপদাহের জন্য কোরবানগাহ্‌র কাছে দাঁড়িয়ে
ছিলেন। ২ আর সেই ব্যক্তি কোরবানগাহ্‌র
বিরুদ্ধে মাবুদের কালামের দ্বারা এই কথা
ঘোষণা করলেন, হে কোরবানগাহ্‌, হে
কোরবানগাহ্‌, মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ
দাউদ-কুলে ইউসিয়া নামে একটি বালকের জন্ম
হবে; উচ্চস্থলীগুলোর যে ইমামেরা তোমার
উপরে ধূপ জ্বালায়, তাদেরকে তিনি তোমার
উপরে কোরবানী করবেন ও তোমার উপরে
মানুষের অস্থি পোড়ানো হবে। ৩ আর সেই দিনে
সেই ব্যক্তি একটি চিহ্ন নির্ধারণ করে বললেন,
মাবুদ এই চিহ্নের কথা বলেছেন; দেখ, এই
কোরবানগাহ্‌ ফেটে যাবে ও এর উপরিস্থ ভস্ম
পড়ে যাবে। ৪ আল্লাহ্‌র লোক বৈথেলস্থ
কোরবানগাহ্‌র বিরুদ্ধে যে কথা ঘোষণা করলেন,
তা শুনে বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিম কোরবানগাহ্‌ থেকে
হাত প্রসারিত করে বললেন, ওকে ধর। কিন্তু
তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যে হাত প্রসারিত করলেন তা
শুকিয়ে গেল, তিনি তা আর গুটিয়ে নিতে
পারলেন না। ৫ আর আল্লাহ্‌র লোক মাবুদের
কালামের দ্বারা যে চিহ্ন নির্ধারণ করেছিলেন,
সেই অনুসারে কোরবানগাহ্‌ ফেটে গেল এবং
কোরবানগাহ্‌ থেকে ভস্ম পড়ে গেল। ৬ তখন
বাদশাহ্‌ আল্লাহ্‌র লোককে বললেন, আমার হাত
যেন পুনরায় সুস্থ হয়, এজন্য আপনি আপনার
আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে রহমত যাচ্ঞা করুন,
আমার জন্য মুনাজাত করুন। তাতে আল্লাহ্‌র

৩:৩; ১০:২৯; ১৩:২; ১৭:২১।

[১২:৩১] হিজ ২৯:৯; ১বাদশাহ্‌ ১৩:৩৩; ২বাদশাহ্‌ ১৭:৩২; ২খান্দান ১১:১৪-১৫; ১৩:৯।

[১২:৩২] শুমারী ২৯:১২।

[১২:৩৩] ২বাদশাহ্‌ ২৩:১৫; আমোস ৭:১৩।

[১৩:১] দ্বি:বি ৩৩:১; কাজী ১৩:৬।

[১৩:২] ২বাদশাহ্‌ ২৩:১৫-১৬, ২০; ২খান্দান ৩৪:৫।

[১৩:৩] পয়দা ২৪:১৪; হিজ ৪:৮; ইউ ২:১১।

[১৩:৬] পয়দা ২০:৭; শুমারী ১১:২; ইয়ার ৩৭:৩; প্রেরিত ৮:২৪।

একটি, যা পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরীরাও ব্যবহার করেছেন (আয়াত ৩০-৩১; কাজী ১৮:৭ এবং নোট দেখুন)।

১২:৩০ এই ব্যাপারটা তাদের পক্ষে গুনাহ্‌স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। ইয়ারাবিমের রাজ নীতির কারণে দশ হুকুমনামার দ্বিতীয় হুকুমটি লঙ্ঘন করা খুব সহজ হয়ে উঠেছিল (হিজ ২০:৪-৬)। এর ফলে ইসরাইল জাতি ক্রমেই প্রথম হুকুম অমান্য করার মত দুঃসাহস অর্জন করে (হিজ ২০:৩) এবং ইসরাইলের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে অনু-প্রবেশ ঘটায় (বিশেষ করে বাদশাহ্‌ আহাবের আমলে; ১৬:২৯-৩৪ আয়াত দেখুন)। ইয়ারাবিম তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হঠকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে ধর্মীয় আদর্শ ও নীতি জলাঞ্জলি দেন এবং নবী অহিয়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁকে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন (১১:৩৮ আয়াত দেখুন)।

১২:৩১ তিনি কতকগুলো উচ্চস্থলীতে বাড়ি নির্মাণ করলেন। ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

যারা লেবির সন্তান নয়। উত্তর রাজ্যের অনেক ইমাম ও লেবীয়রা এহুদায় চলে এসেছিলেন, কারণ উত্তর রাজ্যের জন্য ইমাম নিযুক্ত করার সময় তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছিল (২ খান্দান ১১:১৩-১৬)।

১২:৩২ এহুদাস্থ উৎসব। সম্ভবত আবাস তাঁবুর উৎসব বা ঈদ, যা এহুদায় সপ্তম মাসের ১৫ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত পালন করা হতো (৮:২; লেবীয় ২৩:৩৪ আয়াত দেখুন)।

নিজের তৈরি বাছুরের মূর্তির কাছে কোরবানী করলেন। ইয়ারাবিম একজন বাদশাহ্‌ হিসেবে তাঁর দায়িত্বের আওতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেন এবং নিজেকে ইমামের ভূমিকায় অবতীর্ণ করলেন (২ খান্দান ২৬:১৬-২১)।

১৩:১ আল্লাহ্‌র এক জন লোক। ১২:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

এহুদা থেকে বেথেলে। আল্লাহ্‌ দক্ষিণের রাজ্য থেকে একজন নবীকে উত্তরে বেথেলে প্রেরণ করলেন। সম্ভবত তিনি এর মধ্য দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইলেন যে, মাবুদের ইচ্ছা অনুসারে রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত (১১:১১, ২৯-৩৯; ১২:১৫, ২৪) এই দুটি রাজ্যের মধ্যে ধর্মীয় কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। দুই শতাব্দী পরে এহুদার তকোয়া থেকে আগত নবী আমোস বেথেলে উত্তরের রাজ্যের বাদশাহ্‌র কাছে গিয়েছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের উপরে আল্লাহ্‌র আগত শাস্তি ঘোষণা করেছিলেন (আমোস ৭:১০-১৭)।

১৩:২ ইউসিয়া। বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার রাজত্ব সম্পর্কে নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, যিনি রাজ্য বিভক্ত হওয়ার ৩০০ বছর পর এহুদার সিংহাসনে অবতীর্ণ হন।

উচ্চস্থলীগুলোর যে ইমামেরা তোমার উপরে ধূপ জ্বালায়। ২ বাদশাহ্‌ ২৩:১৫-২০ আয়াতে এর পূর্ণতা সাধন হয়েছিল।

১৩:৩ চিহ্ন। স্বল্পকালীন ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা তাৎক্ষণিকভাবে সাধন করার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী ভবিষ্যদ্বাণীর নিশ্চয়তা সম্পর্কে আশ্বাস দান করা হয়েছে (দ্বি.বি. ১৮:২১-২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:৫ কোরবানগাহ্‌ থেকে ভস্ম পড়ে গেল। নবীর কালাম সত্য প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমতা দৃশ্যনীয়ভাবে দেখা গেল (৩ আয়াতের নোট দেখুন) এবং এতে করে স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, ইয়ারাবিমের কোরবানী আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি (লেবীয় ৬:১০-১১ আয়াত দেখুন)।

১৩:৬ আপনার আল্লাহ্‌। এর দ্বারা এটি মনে করা ঠিক হবে না যে, ইয়ারাবিম মাবুদকে আর তাঁর আল্লাহ্‌ বলে স্বীকার করছেন

ইয়ারাবিম

ইয়ারাবিম নামের অর্থ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তিনি নবাটের পুত্র, একজন বেথেলহেমীয়, ইসরাইলের দশ বংশের প্রথম বাদশাহ্‌। তিনি ইসরাইলের উপর ২২ বছর রাজত্ব করেন। যে সমস্ত গোলামদের জোরপূর্বক কাজ করতে বাধ্য করা হত তাদের একটি দলের প্রধান তদারককারী হিসেবে তিনি যুব বয়সেই বাদশাহ্‌ সোলায়মান কর্তৃক পদোন্নতি পান। নবী অহিয়ের কথায় প্রভাবিত হয়ে তিনি সেই দশ জাতির বাদশাহ্‌ হবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেন, কিন্তু তা জানাজানি হবার পর তিনি মিসরে পালিয়ে যান। সেখানে তিনি বাদশাহ্‌ প্রথম শীশকের ছত্রছায়ার দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মৃত্যুর পর সেই দশজাতি বিদ্রোহ করে এবং তাঁকে তাদের বাদশাহ্‌ হবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। রহবিয়ামের নির্দেশনা ইয়ারাবিমের পরি-কল্পনাকে সমর্থন যোগায় এবং সেই অনুসারে তিনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌ হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন (১ বাদশাহ্‌ ১২:১-২০)। তিনি তাঁর রাজ্যের রাজধানী হিসেবে শিখিমকে পুনর্গঠিত এবং সুরক্ষিত করেন। তাঁর সময়ে যেভাবে দু'টি রাজ্যের ভিতর বিভেদ তৈরি হয়েছিল তিনি তা চালিয়ে যাবার পন্থা অবলম্বন করেন। এই সময় তিনি দান এবং বেথেলে মাবুদের প্রতীকস্বরূপ দুইটি স্বর্ণময় গোবৎস স্থাপন করেন যা তাঁর রাজ্যের চরম দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি জনগণকে আর জেরুশালেমে গিয়ে এবাদত করতে দিতেন না, বরং তাদের স্বেচ্ছাদান তাঁর স্থাপিত পূজার স্থানে নিয়ে আসতে বাধ্য করতেন। এভাবে তিনি পরিচিত হন "যিনি বনি-ইসরাইলকে দিয়ে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন" – এই নামে। যখন তিনি বেথেলের উদ্দেশে ধূপ দিয়ে স্বেচ্ছাদান করছিলেন তখন এহুদা থেকে একজন নবী মাবুদের কাছ থেকে সতর্ক বার্তা নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হন। সেই নবীর কাছ থেকে নিজের অবাধ্যতার শাস্তির কথা শুনে যখন তিনি তাঁকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই তাঁর হাত "শুকিয়ে যায়" এবং যে কোরবানগাহের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তা ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। তবে নবীর অনুরোধে তাঁর হাত তৎক্ষণাৎ আবার আগের মত হয়ে যায়। কিন্তু এই আশ্চর্য ঘটনা তাঁর ভিতরে কোন স্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। তাঁর রাজত্বকালে এহুদার সাথে ইসরাইলের অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে। তাঁর পুত্র অবিয়ের মৃত্যুর পর পরই তিনি মারা যান (১ বাদশাহ্‌ ১৪:১-১৮)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- একজন কার্যকর নেতা ও সমন্বয়কারী।
- ইসরাইলের দশ বংশের প্রথম বাদশাহ্‌।
- একজন উজ্জীবিত নেতা যিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- ইসরাইলে মূর্তি স্থাপনকারী ও যিনি দশ বংশকে জেরুশালেমের এবাদতখানায় যেতে দেন নি।
- লেবীয় বংশের বাইরে থেকে তিনি তাঁর মূর্তির জন্য ইমাম নিয়োগ করেছিলেন।
- আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার চেয়েও তিনি তাঁর চালাকীর উপর বেশী নির্ভর করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- অনেক সময় ছোট সিদ্ধান্তের ফলে অনেক বড় সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।
- যত্নহীন প্রচেষ্টা দিয়ে অন্যের ভুল সংশোধন করতে গেলে একই ভুলের পরিণাম দেখা দেয়।
- আল্লাহ্‌ যে কাজ করেন যখন আমরা নিজের উপর সেই ভার তুলে নিই তখন সব সময়ই ভুল হতে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** ইসরাইলের উত্তরের রাজ্য
- **কাজ:** সোলায়মানের প্রধান তদারককারী; ইসরাইলের দশ গোষ্ঠীর বাদশাহ্‌
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা-মাতা: নবাত ও সরূয়া, পুত্র: অবিয় ও নাদব।
- **সমসাময়িক:** সোলায়মান, নবী নাথন, অহিয়, রহবিয়াম

মূল আয়াত: "এই ঘটনার পরেও ইয়ারাবিম তাঁর কুপথ থেকে ফিরলেন না, কিন্তু পুনর্বার লোকসাধারণের মধ্য থেকে লোকদেরকে উচ্চস্থলীর ইমাম নিযুক্ত করলেন; যার ইচ্ছা হত, তিনি তাকেই অভিষেক করতেন, যেন সে উচ্চস্থলীর ইমাম হয়। আর এই ব্যাপারটি ইয়ারাবিমের কুলের পক্ষে গুনাহ্‌স্বরূপ হল, যেন তা উচ্ছিন্ন হয় ও দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যায়" (১ বাদশাহ্‌ ১৩:৩৩,৩৪)।

ইয়ারবিয়ামের কাহিনী ১ বাদশাহ্‌ ১১:২৬-১৪:২০ আয়াতে বর্ণিত আছে। এছাড়া ২ খান্দান ১০-১৩ অধ্যায়ে তাঁর কথা উল্লেখ আছে।

লোক মাবুদের কাছে যাচ্ঞা করলেন, আর
বাদশাহ্‌র হাত পুনরায় সুস্থ হল, আগের মত
হল। ৭ তখন বাদশাহ্‌ আল্লাহ্‌র লোককে
বললেন, আপনি আমার সঙ্গে বাড়িতে এসে
আরাম করুন, আর আমি আপনাকে উপহার
দেব। ৮ আল্লাহ্‌র লোক বাদশাহ্‌কে বললেন, যদি
আপনি আমাকে আপনার বাড়ির অর্ধেকও দিয়ে
দেন তবুও আপনার সঙ্গে প্রবেশ করবো না,
আমি এই স্থানে অন্ন ভোজন বা পানি পান করবো
না; ৯ কেননা মাবুদের কালাম দ্বারা আমি এই
হুকুম পেয়েছি, তুমি অন্ন ভোজন ও পানি পান
করো না এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সেই পথ দিয়ে
ফিরে এসো না। ১০ পরে তিনি যে পথ দিয়ে
বেথেলে এসেছিলেন, সেই পথে না গিয়ে অন্য
পথ ধরে প্রস্থান করলেন।

১১ বেথেলে এক জন প্রাচীন নবী বাস করতেন;
তাঁর এক পুত্র এসে, বেথেলে সেই দিন আল্লাহ্‌র
লোক যা যা করেছিলেন, সমস্তই তাঁকে জানালো;
তিনি বাদশাহ্‌কে যে যে কথা বলেছিলেন, তার
বৃত্তান্তও পুত্রেরা পিতাকে বললো। ১২ তাদের
পিতা জিজ্ঞাসা করলো, তিনি কোন পথে গেলেন?
এহুদা থেকে আগত আল্লাহ্‌র লোক কোন্‌ পথ
ধরে গিয়েছিলেন, তা তাঁর পুত্রেরা দেখেছিল।
১৩ তখন তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, আমার
জন্য গাধা সাজাও; তারা তাঁর জন্য গাধা সাজালে
তিনি তার উপরে চড়লেন। ১৪ আর তিনি
আল্লাহ্‌র লোকের পিছনে গেলেন এবং একটি
এলা গাছের তলে তাঁকে বসে থাকতে দেখে
বললেন, আপনি কি এহুদা থেকে আগত আল্লাহ্‌র
লোক? তিনি বললেন, আমি সেই। ১৫ তখন তিনি
তাঁকে বললেন, আমার সঙ্গে বাড়িতে চলুন,
আহার করুন। ১৬ তিনি বললেন, আমি আপনার
সঙ্গে ফিরে যেতে ও আপনার বাড়িতে প্রবেশ
করতে পারি না; এবং এই স্থানে আপনার সঙ্গে
অন্ন ভোজন বা পানি পান করবো না; ১৭ কেননা
মাবুদের কালাম দ্বারা আমাকে বলা হয়েছে, তুমি
সেই স্থানে অন্ন ভোজন ও পানি পান করো না
এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সেই পথ দিয়ে ফিরে
এসো না। ১৮ তিনি তাঁকে বললেন, আপনি
যেমন, আমিও তেমনি নবী; এক জন ফেরেশতা
আমাকে মাবুদের কালামের মাধ্যমে এই কথা
বলেছেন, তুমি ওকে অন্ন ভোজন ও পানি পান
করাবার জন্য সঙ্গে করে তোমার বাড়িতে
ফিরিয়ে আন। কিন্তু তিনি তাঁকে মিথ্যা কথা
বললেন। ১৯ তখন তিনি তাঁর সঙ্গে ফিরে গিয়ে
তাঁর বাড়িতে অন্ন ভোজন ও পানি পান
করলেন।

২০ তাঁরা ভোজন স্থানে বসে আছেন, এমন
সময়ে যে নবী ওঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁর
কাছে মাবুদের কালাম নাজেল হল; ২১ তখন
তিনি এহুদা থেকে আগত আল্লাহ্‌র লোককে
উচ্চৈঃস্বরে বললেন, মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি
মাবুদের কালামের বিরুদ্ধাচরণ করেছ; তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে যা হুকুম করেছিলেন, তা
তুমি পালন কর নি, ২২ তিনি যে স্থানের বিষয়ে
বলেছিলেন, তুমি অন্ন ভোজন ও পানি পান
করো না, সেই স্থানে ফিরে এসে তুমি অন্ন
ভোজন ও পানি পান করেছ; এই কারণে
তোমার লাশ তোমার পূর্বপুরুষদের কবরে রাখা
হবে না। ২৩ পরে তাঁর অন্ন ভোজন ও পানি পান
শেষ হলে তিনি তাঁর জন্য, অর্থাৎ যাঁকে ফিরিয়ে
এনেছিলেন, সেই নবীর জন্য গাধা সাজালেন।
২৪ পরে তিনি যাত্রা করলে, পথের মধ্যে একটি
সিংহ তাঁকে পেয়ে হত্যা করলো ও তাঁর লাশ

[১৩:৭] ১শামু ৯:৭। [১৩:৮] শুমারী ২২:১৮।
[১৩:১৮] ১বাদশাহ্‌ ২২:৬, ১২; ২খান্দান ৩৫:২১; ইশা ৩৬:১০।
[১৩:২১] ১শামু ১৩:১৪; ১বাদশাহ্‌ ২০:৩৫।
[১৩:২৪] ১বাদশাহ্‌ ২০:৩৬।

না (২:৩; পয়দা ২৭:২০ দেখুন), বরং তিনি এই স্বীকৃতি জানিয়েছেন যে, তাঁর তুলনায় নবী আল্লাহ্‌র কাছে আরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

বাদশাহ্‌র হাত পুনরায় সুস্থ হল। ইয়ারাবিমের এই অনুরোধের প্রতি আল্লাহ্‌ মাবুদের অনুগ্রহপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আরেকটি চিহ্ন দান করা হল (আয়াত ৩ দেখুন) এবং এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা হল যে, নবীর সমস্ত কথা অকাট্য সত্য এবং ইয়ারাবিমকে অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করতেই হবে।

১৩:৭ আমার সঙ্গে বাড়িতে এসে আরাম করুন। লোকদের কাছে ইয়ারাবিম তাঁর সম্মান পুনরুদ্ধার করতে এটা দেখাতে চাইলেন যে, তাঁর সাথে নবীয়তী পদের কোন মৌলিক বিরোধ নেই (এ ধরনের আরেকটি ঘটনা দেখুন ১ শামু ১৫:৩০ আয়াতে)।

১৩:৯ তুমি অন্ন ভোজন ... ফিরে এসো না। আল্লাহ্‌র নবী বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করার কারণ হচ্ছে, এর আগেই আল্লাহ্‌ তাঁকে এ সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে বেথেলে পৌত্তলিক পূজা অর্চণার প্রতি আল্লাহ্‌র চরম বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায়।

১৩:১৮ আপনি যেমন, আমিও তেমনি নবী। কথাটি অর্ধ সত্য। সম্ভবত বেথেলের নবীটি আগে বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্‌র নাজেল করা কালাম তবলিগ করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাথে তার সুসম্পর্কের দিনগুলো অনেক আগেই গত হয়েছে।

১৩:১৯ তিনি তাঁর সঙ্গে ফিরে গিয়ে ... পান করলেন। প্রাচীন নবীর বলা মিথ্যা বা তাঁর নিজের শারীরিক চাহিদা কোনটির কারণেই আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করা সম্ভবপর ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যে বেথেলে যা কিছু বলেছেন ও করেছেন তার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

১৩:২০ যে নবী ওঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁর কাছে মাবুদের কালাম নাজেল হল। প্রকৃত ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর পার্থক্য এখানে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী আসে মানুষের নিজের কল্পনা থেকে (ইয়ার ২৩:১৬; ইহি ১৩:২,৭), অপরদিকে সত্যিকার ভবিষ্যদ্বাণী আসে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে (হিজ ৪:১৬; দ্বি.বি. ১৮:১৮; ইয়ার ১:৯; ২ পিতর ১:২১)।

১৩:২২ তোমার লাশ তোমার পূর্বপুরুষদের কবরে রাখা হবে না। এহুদা থেকে আগত আল্লাহ্‌র লোক তার বাড়ি ও পারিবারিক কবরস্থান থেকে বহু দূরে মারা গেলেন।

১৩:২৪ হত্যা করলো। এর মধ্য দিয়ে ইয়ারাবিমের কাছে আল্লাহ্‌ এই সতর্কবাণী প্রদান করলেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত

পথে পড়ে থাকলো এবং তার পাশে গাধা দাঁড়িয়ে
রইলো; লাশের পাশে সিংহ দাঁড়িয়ে রইলো।
২৫ আর দেখ, লোকেরা পথ দিয়ে যাতায়াত
করতে করতে দেখলো, লাশ পথে পড়ে রয়েছে
এবং লাশের পাশে সিংহ দাঁড়িয়ে আছে; পরে
লোকেরা ঐ প্রাচীন নবীর নিজের নগরে এসে
সংবাদ দিল।
২৬ আর যে নবী তাঁকে পথ থেকে ফিরিয়ে
এনেছিলেন, তিনি ঐ সংবাদ শুনে বললেন, ইনি
আল্লাহ্‌র সেই লোক, যিনি মাবুদের কালামের
বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, তাঁর প্রতি মাবুদের
কথিত কালাম অনুসারে মাবুদ তাঁকে সিংহের
হাতে তুলে দিয়েছেন, আর সিংহ তাঁকে আক্রমণ
করে হত্যা করেছে। ২৭ পরে তিনি তাঁর
পুত্রদেরকে বললেন, আমার জন্য গাধা সাজাও;
তারা তা সাজাল। ২৮ আর তিনি গিয়ে দেখলেন,
লাশ পথে পড়ে রয়েছে এবং লাশের পাশে গাধা
ও সিংহ দাঁড়িয়ে আছে; সিংহ লাশ খায় নি,
গাধাকেও বিদীর্ণ করে নি। ২৯ পরে সেই নবী
আল্লাহ্‌র লোকের লাশ তুলে নিলেন এবং গাধার
উপরে রেখে ফিরিয়ে আনলেন; সেই বৃদ্ধ নবী
তাঁর বিষয়ে মাতম করতে ও তাঁকে দাফন করতে
নিজ নগরে আসলেন। ৩০ আর তিনি তাঁর কবরে
ঐ লাশ রাখলেন এবং তাঁরা হায়, আমার ভাই!
বলে তাঁর জন্য মাতম করলেন। ৩১ এভাবে তাঁকে
কবর দেবার পর তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন,
আমি যখন মারা যাব তখন এই যে কবরে
আল্লাহ্‌র লোককে দাফন করা হল, সেই একই
কবরে আমাকে দাফন করো, এর অস্থির পাশে
আমার অস্থি রেখো। ৩২ কেননা বৈথেলস্থ
কোরবানগাহ্‌র ও সামেরিয়ার নানা নগরে
অবস্থিত উচ্চস্থলীর গৃহের বিরুদ্ধে মাবুদের
কালাম দ্বারা ইনি যে কথা ঘোষণা করেছেন তা
অবশ্য সফল হবে।
৩৩ এই ঘটনার পরেও ইয়ারাবিম তাঁর কুপথ
থেকে ফিরলেন না, কিন্তু পুনর্বার লোক-
সাধারণের মধ্য থেকে লোকদেরকে উচ্চস্থলীর
ইমাম নিযুক্ত করলেন; যার ইচ্ছা হত, তিনি
তাকেই অভিষেক করতেন, যেন সে উচ্চস্থলীর
ইমাম হয়। ৩৪ আর এই ব্যাপারটি ইয়ারাবিমের
কুলের পক্ষে গুনাহ্‌স্বরূপ হল, যেন তা উচ্ছিন্ন
হয় ও দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যায়।

ইয়ারাবিমের বিরুদ্ধে অহিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

১৪ ১ সেই সময়ে ইয়ারাবিমের পুত্র অবিয়
ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো। ২ তাতে
ইয়ারাবিম তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আরজ করি, উঠ,
ছদ্মবেশ ধারণ কর, তুমি যে ইয়ারাবিমের স্ত্রী তা
যেন টের পাওয়া না যায়; তুমি শীলোতে যাও;
দেখ, সেখানে অহিয় নবী আছেন, তিনিই আমার
বিষয় বলেছিলেন যে আমি এই জাতির বাদশাহ্‌
হব। ৩ তুমি দশখানা রুটি, কতকগুলো পিঠা ও
এক ভাড় মধু সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে যাও;
বালকটির কি হবে, তা তিনি তোমাকে
জানাবেন।

[১৩:৩০] ইয়ার ২২:১৮।
[১৩:৩১] ২বাদশাহ্‌ ২৩:১৮।
[১৩:৩২] ১বাদশাহ্‌ ১৬:২৪, ২৮; ২০:১; ২বাদশাহ্‌ ১০:১; ১৫:১৩।
[১৩:৩৩] ১বাদশাহ্‌ ১৫:২৬।
[১৩:৩৪] ১বাদশাহ্‌ ১৪:১০; ১৫:২৯; ২বাদশাহ্‌ ৯:৯; ইয়ার ৩৫:১৭; আমোস ৭:৯।
[১৪:২] ১বাদশাহ্‌ ১১:২৯।
[১৪:৩] ১শামু ৯:৭।
[১৪:৬] ১শামু ২৮:১২।

কথা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করেন। তার পাশে গাধা দাঁড়িয়ে রইলো; লাশের পাশে সিংহ দাঁড়িয়ে রইলো। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, গাধাটি পালিয়ে যায় নি এবং সিংহও গাধাটিকে আক্রমণ করে নি বা লোকটির দেহ বিদীর্ণ করে নি (আয়াত ২৮), কারণ এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বিচার খুব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এই অলৌকিক ঘটনাটির মধ্য দিয়ে এহুদা থেকে আগত আল্লাহ্‌র লোক ইয়ারাবিমের কোরবানগাহে যে কালাম উপস্থাপন করেছিলেন তার নিশ্চয়তা আরও বেশি করে প্রমাণ করলো। কিন্তু তার পরও ইয়ারাবিম তাঁর মন পরিবর্তন করলেন না (আয়াত ৩৩)।

১৩:৩০ তিনি তাঁর কবরে ঐ লাশ রাখলেন। ২২ আয়াত দেখুন। বৃদ্ধ নবী তার ভুল ও ভয়াবহ কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তার একমাত্র সম্ভবপর কাজটি করলেন।

১৩:৩১ যে কবরে আল্লাহ্‌র লোককে দাফন করা হল। এহুদা থেকে আগত আল্লাহ্‌র লোক বেথেলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার সাথে এই বৃদ্ধ নবী নিজের একাত্মতা ঘোষণা করতে চাইলেন।

১৩:৩২ সামেরিয়া। উত্তর রাজ্যের রাজধানী হিসেবে সামেরিয়া উত্তরের দশ বংশের আওতাধীন এলাকা বোঝাতে ব্যবহৃত হতো (১৬:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)। তবে এই ঘটনার ৫০ বছর পর সামেরিয়া রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে (১৬:২৩-২৪)। এখানে উল্লিখিত নাম বাদশাহ্‌নামা কিতাবের রচয়িতার উদ্দেশ্য নিরূপণ করে (এই নামের উল্লেখপূর্বক প্রায় একই ধরনের একটি ঘটনা দেখুন পয়দা ১৪:১৪ আয়াতে, যা ঐতিহাসিকভাবে পরস্পর সংযুক্ত)।

১৩:৩৩ লোকসাধারণের মধ্য থেকে ... ইমাম নিযুক্ত করলেন। ১২:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৩৪ গুনাহ্‌স্বরূপ। ১২:৩০ আয়াতের গুনাহ্‌ সম্ভবত পৌত্তলিক পূজা অর্চণার প্রতিষ্ঠা বোঝানো হয়েছে; এখানে বোঝানো হয়েছে সমস্ত মন্দতা সহকারে সেই দেব-দেবীর পূজায় রত থাকা।

১৪:১ সেই সময়ে। সম্ভবত ১৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত ঘটনা ঘটার খুব কাছাকাছি সময়ে ১৪ অধ্যায়ের ঘটনাগুলো ঘটেছিল।

অবিয়। এই নামের অর্থ "আমাদের বেহেশতী পিতাই মাবুদ," যার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিম অন্তত কিছুটা হলেও মাবুদের এবাদত করার জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

১৪:২ ছদ্মবেশ ধারণ কর। বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিম তাঁর অসুস্থ বালকটিকে সুস্থ করে তোলার মত অনুকূল ভবিষ্যদ্বাণী করতে নবী অহিয়কে অনুরোধ করার পেছনে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। (১) তিনি তাঁর নিজ অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন, (২) ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে তাঁর এই ধারণা ছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণী কোন ধরনের জাদুবিদ্যা, এবং (৩) মাবুদের নবীর ব্যাপারে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হলেও তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল শতভাগ।

শীলো। ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। তিনিই আমার বিষয় বলেছিলেন যে আমি এই জাতির বাদশাহ্‌ হবো। ১১:২৯ -৩৯ আয়াত দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH

৪ ইয়ারাবিমের স্ত্রী তা-ই করলেন, তিনি
শীলোতে গিয়ে অহিয়ের বাড়িতে উপস্থিত
হলেন। ঐ সময়ে অহিয় দেখতে পেতেন না,
কেননা বৃদ্ধ বয়সের দরুন তাঁর দৃষ্টি ক্ষীণ
হয়েছিল। ৫ আর মাবুদ অহিয়কে বললেন, দেখ,
ইয়ারাবিমের স্ত্রী তোমার কাছে তাঁর পুত্রের কথা
জিজ্ঞাসা করতে আসছে, কেননা বালকটি ভীষণ
অসুস্থ; তুমি তাকে অমুক অমুক কথা বলবে;
কেননা সে যখন আসবে, তখন অপরিচিতার ভান
করবে।
৬ পরে দরজায় তাঁর প্রবেশের সময়ে অহিয়
তাঁর পায়ের আওয়াজ শোনামাত্র বললেন, হে
ইয়ারাবিমের স্ত্রী, ভিতরে এসো; তুমি কেন
অপরিচিতার মত ভান করছো? আমি অশুভ
সংবাদ দিতে তোমার কাছে প্রেরিত হলাম।
৭ যাও ইয়ারাবিমকে বল, ইসরাইলের আল্লাহ্‌
মাবুদ এই কথা বলেন, আমি লোকদের মধ্য
থেকে তোমাকে উঁচু করে আমার লোক
ইসরাইলের নেতা করেছি, ৮ এবং দাউদের কুল
থেকে রাজ্য চিরে নিয়ে তোমাকে দিয়েছি; তবুও
আমার গোলাম যে দাউদ আমার হুকুম পালন
করতো এবং আমার দৃষ্টিতে যা ন্যায্য, তা-ই
করার জন্য সর্বান্তঃকরণে আমার অনুগামী ছিল,
তুমি তার মত হও নি। ৯ কিন্তু তোমার আগে
যারা ছিল, তুমি তাদের সকলের চেয়ে বেশি
দুষ্কর্ম করেছ; এবং গিয়ে নিজের জন্য অন্য
দেবতা ও ছাঁচে ঢালা মূর্তিগুলো তৈরি করে
আমাকে অসন্তুষ্ট করেছ এবং আমাকে তোমার
পিছনে ফেলেছ। ১০ এজন্য দেখ, আমি
ইয়ারাবিমের কুলের উপরে অমঙ্গল ঘটাবো;
যারবিয়াম-বংশের প্রত্যেক পুরুষকে মুছে
ফেলব– সে ইসরাইলের মধ্যে কেনা গোলামই
হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক; লোকে যেমন
ঝাঁটি দিয়ে নিঃশেষে মল দূর করে, তেমনি আমি
ইয়ারাবিমের কুলকে একেবারে ঝাঁটি দিয়ে
ফেলবো। ১১ ইয়ারাবিমের যে কেউ নগরে
মৃত্যুবরণ করলে তাকে কুকুরে খাবে ও যার মৃত্যু
মাঠে হবে, তাকে আসমানের পাখিরা খাবে,
কারণ মাবুদ এই কথা বলেছেন। ১২ অতএব
তুমি উঠ, তোমার ঘরে যাও; নগরে তোমার
পদার্পণ করা মাত্র বালকটির মৃত্যু হবে। ১৩ আর
তার জন্য সমস্ত ইসরাইল মাতম করতে করকে
তাকে দাফন করবে; বস্তুত ইয়ারাবিমের কুলে
কেবল সেই কবর পাবে; কেননা ইয়ারাবিমের
কুলের মধ্যে ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের প্রতি
তারই কিঞ্চিৎ সদ্ভাব পাওয়া গেছে। ১৪ আর
মাবুদ নিজের উদ্দেশ্যে ইসরাইলের জন্য এক
জন বাদশাহ্‌ উৎপন্ন করবেন; সে ইয়ারাবিমের
কুলকে সেদিন উচ্ছিন্ন করবে; এমন কি এখনই
করবে।
১৫ বস্তুত মাবুদ ইসরাইলকে আঘাত করে
পানির মধ্যে দুলতে থাকা নল-খাগড়ার সমান

[১৪:৭] ১বাদশাহ্‌ ১৫:২৯।
[১৪:৮] ২শামু ৮:১৫; ১বাদশাহ্‌ ৩:৩; ১৫:৫; ২বাদশাহ্‌ ১৪:৩; ১৫:৩, ৩৪; ১৬:২; ১৮:৩; ২০:৩; ২২:২।
[১৪:৯] ১বাদশাহ্‌ ১৬:৩০, ৩৩; ২১:২৫; ২বাদশাহ্‌ ২১:৯, ১১; ২৪:৩।
[১৪:৯] দ্বি:বি ৩২:১৬; ১বাদশাহ্‌ ১৬:২; জবুর ৭৮:৫৮।
[১৪:১০] ইউসা ২৩:১৫; ১বাদশাহ্‌ ১৩:৩৪।
[১৪:১১] পয়দা ৪০:১৯; দ্বি:বি ২৮:২৬।
[১৪:১৩] ২খান্দান ১২:১২; ১৯:৩।
[১৪:১৫] দ্বি:বি ২৯:২৮; ২খান্দান ৭:২০।

১৪:৫ মাবুদ অহিয়কে বললেন। ১ শামু ৯:১৫-১৭; ২ বাদশাহ্‌ ৬:৩২ আয়াতে আসন্ন কোন সাক্ষাতের বিষয়ে মাবুদ কর্তৃক পূর্বাভাস দানের আরও ঘটনা দেখুন।

১৪:৬ হে ইয়ারাবিমের স্ত্রী, ভিতরে এসো। অহিয় ইয়ারাবিমের স্ত্রীকে চিনতে পারায় এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি যে আগে থেকেই অবহিত আছেন তা প্রকাশ করায় তাঁর মুখের কথা আল্লাহ্‌ কর্তৃক অনুপ্রাণিত কালাম হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হল।

১৪:৭-৮ তোমাকে উঁচু করে ... নেতা করেছি ... রাজ্য চিরে নিয়ে তোমাকে দিয়েছি। মাবুদ ইয়ারাবিমের জন্য যে সমস্ত অনুগ্রহের কাজ করেছেন সেগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল (১১:২৬, ৩০-৩৮ আয়াত দেখুন)।

১৪:৮ আমার গোলাম যে দাউদ ... তুমি তার মত হও নি। ইয়ারাবিম আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রতি যথাযথ প্রতিদান দেন নি এবং তিনি বাদশাহ্‌ হলে পর আল্লাহ্‌ তাঁকে যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে বলেছিলেন সেগুলো তিনি করেন নি (১১:৩৮)।

১৪:৯ তোমার আগে যারা ছিল। ইয়ারাবিমের দুষ্টতা ও মন্দতা তালুত, দাউদ ও সোলায়মানের চেয়ে বহু গুণে বেশি ছিল, কারণ তিনি সমগ্র উত্তর রাজ্যের জনগণের জন্য পৌত্তলিক পূজা অর্চণা করা বাধ্যতামূলক করেছিলেন।

অন্য দেবতা। ১২:২৮,৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১০ গোলামই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক। বাছ বিচার নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষ (২১:২১; ২ বাদশাহ্‌ ৯:৮; ১৪:২৬)।

১৪:১১ যার মৃত্যু মাঠে হবে, তাকে আসমানের পাখিরা খাবে। ১৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। দ্বি.বি. ২৮:২৬ আয়াতে উল্লিখিত বদদোয়া ইয়ারাবিমের পুরুষ বংশধরদের উপরে বর্তেছিল, কারণ তাদের কেউই সম্মানজনকভাবে কবরপ্রাপ্ত হতে পারে নি।

১৪:১২ বালক। হিব্রু ভাষায় এই শব্দটির এক ব্যাপক বিস্তৃত বয়সসীমা নির্দেশ করে (এই একই শব্দ বাদশাহ্‌ রহবিয়ামের যুবক পরামর্শদাতাদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছিল; ১২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

মৃত্যু হবে। যদিও অবিয়ের মৃত্যু বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিম ও তাঁর স্ত্রীর জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক ছিল, তথাপি এই বাদশাহ্‌জাদার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণার নিদর্শনস্বরূপ তাকে তার পিতার বংশের অন্যান্য পুরুষদের মত অসম্মানজনক মৃত্যু ও কষ্ট ভোগ করতে হয় নি (ইশা ৫৭:১-২ দেখুন)।

১৪:১৩ তার জন্য সমস্ত ইসরাইল মাতম করতে করকে তাকে দাফন করবে। সম্ভবত এখানে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অবিয় ছিল পরবর্তী ভবিষ্যৎ বাদশাহ্‌ এবং সমগ্র জাতির কাছে সে সুপরিচিত ও ভালবাসার পাত্র ছিল।

কেবল সেই কবর পাবে। ইয়ারাবিমের সমস্ত বংশধরদের মধ্যে কেবল মাত্র সে একা সম্মানজনক সমাধি লাভ করতে পেরেছিল।

১৪:১৪ এক জন বাদশাহ্‌ ... ইয়ারাবিমের কুলকে সেদিন উচ্ছিন্ন করবে। ইয়ারাবিমের পুত্র নাদবের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকে অতিক্রম করে (১৫:২৫-২৬) অহিয় দৃষ্টি দিয়েছিলেন বাদশাহ্‌ বাসার বিদ্রোহের দিকে (১৫:২৭–১৬:৭)।

১৪:১৫ পানির মধ্যে দুলতে থাকা নল-খাগড়ার সমান করবেন।

বাদশাহ্‌দের জীবনে মূর্তি সমূহের আবেদন

বাদশাহ্‌দের জীবনের বাইরের দিকটা দেখলে তাতে কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও তাদের কাছে আল্লাহর কালাম, নবীগণ ও বাদশাহ্ দাউদের জীবনের উদাহরণ ছিল তবুও তাঁরা কত তাড়াতাড়ি মূর্তির পেছনে দৌড়ে যেত! যেজন্য তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে মূর্তির পেছনে ছুটে যেত তার কিছু কারণ নিচে দেওয়া হল।

	মূর্তি সমূহের আবেদন	আধুনিক সমান্তরালতা
ক্ষমতা	লোকেরা দুই পক্ষের কাছ থেকে– আল্লাহ্ ও ইমামদের শাসন-ক্ষমতা থেকে স্বাধীনতা চাইতো। তারা এমন ধর্ম চাইতো যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের চালচলনের সঙ্গে খাপ খায়– তাদের ধর্মের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের চালচলন খাপ খাবে তা তারা চাইতো না।	লোকেরা কোন উচ্চতর ক্ষমতার কাছে কোন উত্তর দিতে চায় না। অন্যের উপরে ক্ষমতা প্রাপ্ত হতে চাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ চান পাক-রূহের ক্ষমতা আমাদের দান করতে যেন আমরা অন্যকে সাহায্য করতে পারি।
আনন্দ ভোগ-বিলাস	মূর্তিপূজা তাদের কামনা-বাসনাকে এমনভাবে উচ্চে তুলে ধরতো যেখানে তাদের কোন দায়-দায়িত্ব বা দোষ বহন করতে হতো না। যে সমস্ত দেবতাদের তারা উপাসনা করতো লোকেরা তাদের মত করেই যৌনতা ও ব্যক্তিত্বকে উপভোগ করতে চাইতো। তারা তাদের এই পতিত জীবন যাত্রার অনুমোদন পেত বলে তাদের দিকে তারা ধাপিত হতো।	লোকেরা আনন্দ ও সুখকে দেবতার মত করে পেতে চায়, তাদের যা কিছু আছে তার বিনিময়ে তারা তা পেতে চায়। যে আনন্দ ও সুখ আমাদের জীবনের দীর্ঘ সময়ের ধ্বংস ডেকে আনে তার পরিবর্তে আল্লাহ্ চান যেন আমরা এমন আনন্দ ও সুখের সন্ধান করি যার ফলে আমরা দীর্ঘ জীবনের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হই।
আবেগ	মানুষের মানবিকতা এমন এক পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল যে, তাদের মান পশুদের চেয়ে মাত্র খানিকটা উপরে ছিল। মানুষ তার সুন্দর ব্যক্তিত্ব মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠার চেয়ে তারা তাদের যৌনতা, রাজনীতি, অর্থনৈতিক ভাবে বেড়ে ওঠাকে আরও বেশী দাম দিতে চাইতো।	পশুদের মতই লোকেরা তাদের শারিরীক সক্ষমতা ও আবেগকে তাদের জীবন পরিচালিত করতে দেয়। আবেগ দিয়ে অন্যদের নষ্ট করার পরিবর্তে আল্লাহ্ চান আমাদের আবেগকে এমনভাবে ব্যবহার করতে যেন আমরা সেই আবেগকে ব্যবহার করে অন্যদের গড়ে তুলতে পারি।
প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা	আল্লাহ্‌র সুউচ্চ ও পবিত্র স্বভাব তাদের জীবনে প্রতিফলিত হওয়ার চেয়ে দেবতাদের জীবনকে প্রতিফলিত করতে চাইতো কারণ তাদের পতিত স্বভাবের সঙ্গে দেবতাদের স্বভাবের মিল খুঁজে পেত আর সেটাই সংস্কৃতিগত ভাবে উপযুক্ত মনে করতো। এই সব দেব-দেবতারা আর উৎসর্গ চাইতো না, কিন্তু তাদের শুধু প্রশংসা করতেই চলতো।	উৎসর্গকে এখানে দেখা যায় নিজেকে শান্তি দেবার একটি উপায়, যার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের নিজেদেরকে প্রশংসিত হবার পরিবর্তে আল্লাহ্ চান যেন আমরা তাঁকে আমাদের প্রশংসা দিই ও যেসব লোকেরা আল্লাহ্‌কে প্রশংসা দেয় তাদেরও আমরা প্রশংশা করি।

সমাজ যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তারা নিয়ম ও মূল্যবোধকে আর প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য মনে করছে না। একজন ঈমানদারকে সামাজিক উদহারণের বিষয়ে সাবধানতার সঙ্গে এগুতে হবে, বুঝতে হবে এই সব উদাহরণ আল্লাহ্‌র কালামের সঙ্গে বৈপরিত্য সৃষ্টি করছে কি না। সমাজ যখন মূল্যবোধ ও নিয়ম-কানুনের সঙ্গে যায় না তখন ভক্তিহীনতা ও দ্বন্দ্বই বৃদ্ধি পায়।

করবেন এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে এই যে
উত্তম দেশ দিয়েছেন, এই দেশ থেকে
ইসরাইলকে উৎপাটন করে (ফোরাত) নদীর
ওপারে ছিন্নভিন্ন করবেন, কারণ তারা তাদের
জন্য প্রচুর আশেরা মূর্তি তৈরি করে মাবুদকে
অসন্তুষ্ট করেছে। ১৬ ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌
করেছেন এবং যেসব গুনাহ্‌র দ্বারা ইসরাইলকে
গুনাহ্‌ করিয়েছেন, তার দরুন মাবুদ ইসরাইলকে
ত্যাগ করবেন।
১৭ পরে ইয়ারাবিমের স্ত্রী প্রস্থান করলেন এবং
তির্সাতে উপস্থিত হলেন, তিনি বাড়ির দরজার
গোবরাটে আসামাত্র বালকটির মৃত্যু হল। ১৮ আর
মাবুদ তাঁর গোলাম অহিয় নবীর দ্বারা যে কালাম
বলেছিলেন, সেই অনুসারে সমস্ত ইসরাইল তাকে
কবর দিয়ে তার জন্য মাতম করলো।

বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের মৃত্যু

১৯ ইয়ারাবিমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, তিনি কিভাবে
যুদ্ধ করলেন ও কিভাবে রাজত্ব করলেন, দেখ,
তার বিবরণ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-
পুস্তকে লেখা আছে। ২০ ইয়ারাবিমের রাজত্বকাল

[১৪:১৬] ১বাদশাহ্‌ ১২:৩০; ১৫:২৬।
[১৪:১৭] ইউসা ১২:২৪; ১বাদশাহ্‌ ১৫:৩৩।
[১৪:২১] ১বাদশাহ্‌ ১১:১।
[১৪:২২] দ্বি:বি ৩২:২১; জবুর ৭৮:৫৮; ইয়ার ৪৪:৩; ১করি ১০:২২।
[১৪:২৩] হিজ ২৩:২৪; দ্বি:বি ১৬:২২; হোশেয় ১০:১।
[১৪:২৩] দ্বি:বি ১২:২; ইহি ৬:১৩।
[১৪:২৪] ১বাদশাহ্‌ ১১:৫-৭; ২বাদশাহ্‌ ২১:২; ইশা ১:১৩।

বাইশ বছর; পরে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
নিদ্রাগত হলেন; আর তাঁর পুত্র নাদব তাঁর পদে
বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ রহবিয়াম

২১ সোলায়মানের পুত্র রহবিয়াম এহুদা দেশে
রাজত্ব করলেন। রহবিয়াম একচল্লিশ বছর
বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং মাবুদ
নিজের নাম স্থাপনার্থে ইসরাইলের সমস্ত বংশ
থেকে যে নগর মনোনীত করেছিলেন, সেই
জেরুশালেমে তিনি সতের বছর রাজত্ব করেন;
তাঁর মায়ের নাম নয়মা, তিনি অম্মোনীয়া।
২২ আর এহুদা মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই
করতো; তাদের পূর্বপুরুষেরা যা যা করেছিল,
সেই সকলের চেয়ে তারা নিজেদের বেশি গুনাহ্‌-
কর্ম দ্বারা তাঁর অন্তর্জ্বালা জন্মাত। ২৩ তারাও
নিজেদের জন্য অনেক উচ্চস্থলী এবং প্রত্যেক
উঁচু পর্বতে ও প্রত্যেক সবুজ গাছের তলে স্তম্ভ ও
আশেরা-মূর্তি তৈরি করতো; আর দেশে পুংগামী
লোকও ছিল। ২৪ মাবুদ বনি-ইসরাইলদের সম্মুখ
থেকে যে জাতিদের অধিকারচ্যুত করেছিলেন,

এই উপমা কথা মধ্য দিয়ে উত্তর রাজ্যের রাজ পরিবারের অস্থিতিশীলতা বোঝানো হয়েছে, যেখানে ছিল কেবল গুপ্তহত্যা আর বিদ্রোহ (১৫:২৭-২৮; ১৬:১৬; ২ বাদশাহ্‌ ৯:২৪; ১৫:১০,১৪,২৫,৩০ দেখুন)।

ইসরাইলকে উৎপাটন করে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্পর্কে জানতে দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৭:২২-২৩; সেই সাথে দ্বি.বি. ২৮:৬৩-৬৪; ২৯:২৫-২৮ আয়াতে পাওয়া আল্লাহ্‌র নিয়ম ভঙ্গের ঘটনাও দেখুন।

আশেরা মূর্তি। অহিয় এখানে মূলত বুঝিয়েছেন যে, এবাদতের জন্য ইয়ারাবিম সোনার বাছুর ব্যবহার করায় ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগীতে কেনানীয়দের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এই আশেরা মূর্তিগুলো ছিল দেবী আশেরার প্রতিকৃতি সম্বলিত কাঠের মূর্তি (হিজ ৩৪:১৩; কাজী ২:১৩ আয়াত দেখুন)।

১৪:১৬ ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ করেছেন। ১২:২৬-৩৩; ১৩:৩৩-৩৪ আয়াত দেখুন।

ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছেন। এই বাক্যাংশটি ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামায় প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (যেমন ১৫:২৬; ১৬:২, ১৩, ১৯, ২৬)।

১৪:১৭ তির্সা। বাদশাহ্‌ অম্রি সামেরিয়া নগরী ক্রয় করে তা ইসরাইল রাজ্যের রাজধানী করার আগ পর্যন্ত তির্সা ছিল ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের রাজধানী (১৬:২৪)। সম্ভবত তির্সা হচ্ছে বর্তমান টেল আল-ফারাহ্‌ নগরী, যা শিখিম থেকে সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত (সোলায়মানের গজল ৬:৪ আয়াত দেখুন)।

১৪:১৯ তিনি কিভাবে যুদ্ধ করলেন। আয়াত ৩০; ১৫:৬; ২ খান্দান ১৩:২-২০ দেখুন। ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। উত্তরের রাজ্যের বাদশাহ্‌দের শাসনামলের বিবরণ, যা ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের রচয়িতা ব্যবহার করেছেন এবং যারা ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের শাসনামলের ইতিহাস নিয়ে আরও বিস্তারিত লিখেছেন তারাও এই পুস্তকটি ব্যবহার করেছেন। তবে এই পুস্তকটি মোটেও ক্যাননে অন্তর্ভুক্ত ১ ও ২ খান্দাননামা কিতাব নয়, যা ১ ও ২ খান্দাননামা কিতাবের পরে লেখা হয়েছে এবং সেখানে শুধুমাত্র এহুদা রাজ্যের বাদশাহ্‌দের শাসনামলের কথা বলা হয়েছে (কিতাবটির ভূমিকা দেখুন)।

১৪:২০ বাইশ বছর। ৯৩০-৯০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

নাদব। ১৫:২৫-৩২ আয়াত দেখুন।

১৪:২১ সতের বছর। ৯৩০-৯১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

মাবুদ নিজের নাম স্থাপনার্থে ... যে নগর মনোনীত করেছিলেন। ৯:৩; জবুর ১৩২:১৩ আয়াত দেখুন।

১৪:২২ এহুদা মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই করতো। ২ খান্দান ১১-১২ অধ্যায়ে রহবিয়ামের রাজত্বের কথা আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যে সমস্ত ইমাম ও লেবীয়রা এহুদা রাজ্য থেকে উত্তরে এসেছিল তারা রহবিয়ামের রাজত্বের প্রথম তিন বছর দাউদ ও সোলায়মানের মত করে রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন (১২:২৪; ২ খান্দান ১১:১৭ আয়াত দেখুন)। পরবর্তী বছরগুলোতে রহবিয়াম ও তাঁর সাথে এহুদা রাজ্যের সমস্ত জনগণ মাবুদের দিক থেকে মন ফিরিয়ে নিয়েছিল (২ খান্দান ১২:১)।

১৪:২৩ উচ্চস্থলী। ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

উঁচু পর্বত। পাথরের স্তম্ভ, যা ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করত এবং সেগুলো উচ্চস্থলীর বেদীর পাশে বসানো হতো। কেনানীয়দের মধ্যে এই ধরনের পাথরের স্তম্ভের ব্যবহার খুব সাধারণ বিষয় ছিল, কিন্তু মূসার শরীয়তে এগুলোর ব্যবহারের বিষয়ে ইসরাইল জাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছিল (হিজ ২৩:২৪; লেবীয় ২৬:১; দ্বি.বি. ১৬:২১-২২)। সম্ভবত এই স্তম্ভগুলো দিয়ে দেবতাদের প্রতিকৃতি নির্দেশ করা হতো (২ বাদশাহ্‌ ৩:২)। পাথরের স্তম্ভের বৈধ ব্যবহার সম্পর্কে জানতে দেখুন পয়দা ২৮:১৮; ৩১:৪৫; হিজ ২৪:৪।

পুংগামী লোক। কেনানীয়দের যৌনতা নির্ভর আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতায় পতিতাবৃত্তি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

তাদের সমস্ত ঘৃণিত কাজ অনুসারে ওরা কাজ
করতো।
২৫ আর রহবিয়াম বাদশাহ্‌র পঞ্চম বছরে
মিসরের বাদশাহ্‌ শীশক জেরুশালেমের বিরুদ্ধে
আসলেন; ২৬ তিনি মাবুদের গৃহের ও
রাজপ্রাসাদের ধন নিয়ে গেলেন; তিনি সকল
কিছুই নিয়ে গেলেন, এমনকি সোলায়মানের
নির্মিত সোনার ঢালগুলোও নিয়ে গেলেন।
২৭ পরে রহবিয়াম বাদশাহ্‌ তার পরিবর্তে ব্রোঞ্জের
ঢাল তৈরি করিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বারপাল
পদাতিকদের নেতৃবর্গের হাতে তুলে দিলেন।
২৮ বাদশাহ্‌ যখন মাবুদের গৃহে প্রবেশ করতেন
তখন ঐ পদাতিকরা সেসব ঢাল ধরত এবং পরে
পদাতিকদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেত।
২৯ রহবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত
কাজের বিবরণ কি এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস
পুস্তকে লেখা নেই? ৩০ রহবিয়াম ও ইয়ারাবিমের
মধ্যে নিয়ত যুদ্ধ হত। ৩১ পরে রহবিয়াম তাঁর
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন এবং তাঁর
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দাউদ-নগরে সমাহিত হলেন।
তাঁর মায়ের নাম নয়মা, তিনি অম্মোনীয়া। পরে
তাঁর পুত্র অবিয়াম তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ অবিয়াম

১৫ ১ নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম বাদশাহ্‌র
অষ্টাদশ বছরে অবিয়াম এহুদা রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন। ২ তিনি তিন বছর
জেরুশালেমে রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম
মাখা; তিনি অবীশালোমের কন্যা। ৩ তাঁর আগে
তাঁর পিতা যেসব গুনাহ্‌ করেছিলেন তিনিও
সেসব গুনাহ্‌র পথে চলতেন; তাঁর পূর্বপুরুষ
দাউদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল তাঁর অন্তঃকরণ
তেমনি তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে একাগ্র ছিল
না। ৪ তবুও দাউদের জন্য তাঁর পরে তাঁর
সন্তানকে তুলে ধরবার ও জেরুশালেমকে দৃঢ়
করার জন্য তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদ জেরুশালেমে
তাঁকে একটি প্রদীপ দিলেন। ৫ কেননা মাবুদের
দৃষ্টিতে যা ন্যায্য দাউদ তা-ই করতেন; হিট্টিয়
উরিয়ের ব্যাপারটি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তিনি
তাঁর সারা জীবনে মাবুদের হুকুম অমান্য করেন
নি। ৬ রহবিয়ামের ও ইয়ারাবিমের মধ্যে যে যুদ্ধ
শুরু হয়েছিল তাঁর সমস্ত জীবনকালে সেই যুদ্ধ
চলছিল। ৭ অবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত

[১৪:২৫] ২খান্দান ১২:২।
[১৪:২৬] ১বাদশাহ্‌ ১৫:১৫, ১৮।
[১৪:২৭] ২বাদশাহ্‌ ১১:৫।
[১৪:৩০] ২শামু ৩:১; ১বাদশাহ্‌ ১২:২১।
[১৪:৩১] ১বাদশাহ্‌ ১১:১ ১ করহমং ১৫।
[১৫:২] ২খান্দান ১১:২০।
[১৫:৩] ১বাদশাহ্‌ ৮:৬১।
[১৫:৪] ২শামু ২১:১৭।
[১৫:৫] দ্বি:বি ৫:৩২; ১বাদশাহ্‌ ৯:৪।
[১৫:৬] ১বাদশাহ্‌ ১২:২১; ২খান্দান ১৬:৯।

ইসরাইলীয়দেরকে নবী মূসা সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, তারা যেন কোনভাবেই এ ধরনের বিকৃত চর্চায় সম্পৃক্ত হয়ে না পড়ে (দ্বি.বি. ২৩:১৭-১৭; ১ বাদশাহ্‌ ১৫:১২; ২ বাদশাহ্‌ ২৩:৭; হোসিয়া ৪:১৪)।

১৪:২৫ রহবিয়ামের পঞ্চম বছর। ৯২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *শীশক* ১১:৪০ আয়াতের নোট দেখুন।

জেরুশালেমের বিরুদ্ধে আসলেন। শীশকের এই আক্রমণ সম্পর্কে ২ খান্দান ১২:২-৪ আয়াতের আরও বিস্তারিত দেখুন (১২:২ আয়াতের নোট দেখুন)। এছাড়া থিব্‌স নগরীতে দেবতা আমুনের মন্দিরের দেয়ালে শীশকের বিজয় অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে শীশক কর্তৃক ১৫০টির বেশি বিজিত ও ধ্বংসকৃত নগরীর নামের তালিকা আছে। ২ খান্দান ১২:৫-৮ আয়াতে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, শীশকের আক্রমণের ভয়ে এহুদা রাজ্যে সাময়িকভাবে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল।

১৪:২৬ সোলায়মানের নির্মিত সোনার ঢাল। ১০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:২৭ ব্রোঞ্জের ঢাল। বৃহত্তর ইসরাইল রাজ্যের আকৃতি ও সামর্থ বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায় জেরুশালেম নগরীতে বাদশাহ্‌ সোলায়মান যে পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তার সাথে এই নতুন ইসরাইল ও এহুদার সম্পদ তুলনা করার যোগ্য ছিল না (১০:২১,২৩,২৭)।

১৪:২৯ এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পুস্তক। উত্তরের রাজ্যের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস সম্বলিত একটি পুস্তক যেমন ছিল, তেমনি এহুদা রাজ্যের বাদশাহ্‌দের শাসনামলের ইতিহাস বর্ণনা করে একটি পুস্তক লেখা হয়েছিল (১৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর পাশাপাশি কিতাবের ভূমিকায় লেখক, উৎস ও সময়কাল দেখুন)।

১৪:৩০ নিয়ত যুদ্ধ হত। ১৪:১৯; ১২:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৩১ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১ ইয়ারাবিম বাদশাহ্‌র অষ্টাদশ বছরে। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে উত্তরের রাজ্য ও এহুদা রাজ্যের বাদশাহ্‌দের মধ্যকার সামঞ্জস্যতার যে অসংখ্য উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে এটি প্রথম (এছাড়া আরও দেখুন আয়াত ৯, ২৫, ৩৩; ১৬:৮, ১৫, ২৯)।

অবিয়াম। ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। নামটির আরেকটি সংস্করণ হচ্ছে অবিয়। রহবিয়াম ও ইয়ারাবিম উভয় বাদশাহ্‌র এই নামের পুত্র সন্তান ছিল।

১৫:২ তিন বছর। ৯১৩-৯১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

অবীশালোমের কন্যা মাখা। ২ খান্দান ১৩:২ আয়াতে বলা হয়েছে অবিয়ের মা ছিলেন গিবীয় ঊরীয়েলের কন্যা। সম্ভবত মাখা ছিলেন অবশালোমের নাতনী। অবশালোমের কন্যা তামর (২ শামু ১৪:২৭) ও ঊরীয়েলের বিয়ের পর মাখার জন্ম হয়। অবশালোমের মায়ের নামও ছিল মাখা (২ শামু ৩:৩)।

১৫:৩ তাঁর পিতা যেসব গুনাহ্‌ করেছিলেন। ১৪:২২-২৪ আয়াত দেখুন।

তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের অন্তঃকরণ ... মাবুদের উদ্দেশে একাগ্র ছিল না। যদিও দাউদ মহা গুনাহে পতিত হয়েছিলেন, তথাপি তাঁর অন্তর কখনো মাবুদের এবাদত করা এবং কেনানীয়দের দেব-দেবীদের পূজা করার জন্য বিভক্ত হয়ে যায় নি।

১৫:৪ জেরুশালেমে তাঁকে একটি প্রদীপ দিলেন। ১১:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৫ হিট্টিয় উরিয়। ২ শামু ১১ অধ্যায় দেখুন। হিট্টীয় উরিয়ের সাথে দাউদের গুনাহ্‌ তাঁর রাজবংশের জন্য এতটাই ঘৃণ্য ও ধ্বংসাত্মক ছিল যে, বাদশাহ্‌নামা কিতাবের লেখক ঘটনাটিকে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করেছেন।

১৫:৬ অবিয়। এর পাশাপাশি ১২:২৪ আয়াতের নোটও দেখুন।

১৫:৭ অবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত। ২ খান্দান ১৩ অধ্যায়

কর্ম-বিবরণ এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে
কি লেখা নেই? আর অবিয়ামের ও ইয়ারাবিমের
মধ্যে যুদ্ধ হত। ৮ পরে অবিয়াম তাঁর পূর্ব-
পুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন এবং লোকেরা
তাঁকে দাউদ-নগরে কবর দিল; আর তাঁর পুত্র
আসা তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ আসা

৯ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের বিশ বছরে
আসা এহুদার উপর রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন।
১০ তিনি একচল্লিশ বছর জেরুশালেমে রাজত্ব
করেন; তাঁর মায়ের নাম মাখা, তিনি
অবীশালোমের কন্যা। ১১ আসা তাঁর পূর্বপুরুষ
দাউদের মত মাবুদের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য, তা-ই
করতেন। ১২ তিনি দেশ থেকে পুরুষ
সমকামীদের তাড়িয়ে দিলেন এবং তাঁর
পূর্বপুরুষদের তৈরি সমস্ত মূর্তি দূর করে দিলেন।
১৩ আর তাঁর মা মাখা আশেরার জন্য একটি
ঘৃণার যোগ্য মূর্তি তৈরি করেছিলেন বলে তাঁকে
রাণীমাতার পদ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং আসা
তাঁর সেই মূর্তি ধ্বংস করে কিদ্রোণ স্রোতের
ধারে তা পুড়িয়ে দিলেন। ১৪ কিন্তু সমস্ত
উচ্চস্থলী দূরীকৃত হল না; তবুও আসার
অন্তঃকরণ সারা জীবন মাবুদের উদ্দেশে একাগ্র
ছিল। ১৫ আর তিনি তাঁর পিতার পবিত্রীকৃত ও
নিজের পবিত্রীকৃত রূপা, সোনা ও পাত্রগুলো
মাবুদের গৃহে আনলেন।

অরামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

১৬ আসা এবং ইসরাইলের বাদশাহ্‌ বাশার
মধ্যে যুদ্ধ হত। ১৭ আর এহুদার বাদশাহ্‌ আসার
কাছে কাউকেও যাতায়াত করতে না দেবার
উদ্দেশ্যে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ বাশা এহুদার
বিরুদ্ধে যাত্রা করে রামা গাঁথলেন। ১৮ তখন

[১৫:১১] ১বাদশাহ্‌ ৯:৪।
[১৫:১২] ১বাদশাহ্‌ ১৪:২৪।
[১৫:১৩] ১বাদশাহ্‌ ২:১৯।
[১৫:১৪] ২খান্দান ১৪:৫; ১৭:৬।
[১৫:১৫] ২শামু ৮:১১।
[১৫:১৬] ১বাদশাহ্‌ ১২:২১।
[১৫:১৭] ইউসা ১৮:২৫।
[১৫:১৮] ২বাদশাহ্‌

দেখুন। *এহুদার বাদশাহ্‌গণের বিবরণ* ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

অবিয়ামের ও ইয়ারাবিমের মধ্যে যুদ্ধ হত। আয়াত ৬; ১৪:৩০ দেখুন। ২ খান্দান ১৩ অধ্যায় থেকে এ কথাটি স্পষ্ট হয় যে, পূর্ববর্তী বছরগুলোতে যে চরম শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক দুই রাজ্যের মধ্যে বিরাজ করছিল সেটিই যুদ্ধে রূপ নেয় এবং এতে করে বাদশাহ্‌ অবিয় যুদ্ধে বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের উপরে জয় লাভ করে তাঁর কাছ থেকে কয়েকটি নগর ছিনিয়ে নেন, যার মধ্যে বেথেলও ছিল (২ খান্দান ১৩:১৯)।

১৫:৮ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৯ বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের বিশ বছরে। ৯১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১৪:২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:১০ একচল্লিশ বছর। ৯১০-৮৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

মাখা। তিনি অবীশালোমের কন্যা। ২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১২ পুরুষ সমকামী। ১৪:২৪ আয়াতের নোট দেখুন। **তাঁর পূর্বপুরুষদের তৈরি সমস্ত মূর্তি দূর করে দিলেন**। ১৪:২৩ আয়াত দেখুন।

মূর্তি। লেবীয় ২৬:৩০ আয়াত দেখুন।

১৫:১৩ তাঁর মা মাখা ... রাণীমাতার পদ থেকে চ্যুত করলেন। ২ খান্দান ১৪:১ – ১৫:১৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্‌ আসার কয়েক বছরের রাজত্বে বেশ কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। যদিও আসা তাঁর শাসনামলের শুরু বছরগুলোতে পৌত্তলিক মূর্তি ও বেদীগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলেন (২ খান্দান ১৪:২-৩), তথাপি কূশীয় সেরহের উপরে একটি যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর (২ খান্দান ১৪:৮-১৫) বাদশাহ্‌ আসা ওদেদের পুত্র নবী অসরিয়ের বার্তা পান এবং মাবুদের আহ্বানের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজত্বের পনেরতম বছরে জেরুশালেমে মাবুদের নিয়ম পুনঃস্থাপিত করার অনুষ্ঠান আয়োজন করেন (২ খান্দান ১৫:১০)। এই সমাবেশ অনুষ্ঠানের পর বাদশাহ্‌ আসা তাঁর মাতামহকে মূর্তিপূজার দায়ে রাণীমাতার পদ থেকে বিচ্যুত করেন (২ খান্দান ১৫:১৬)। আশেরার জন্য একটি ঘৃণার যোগ্য মূর্তি তৈরি করেছিলেন। ১৪:১৫ আয়াত দেখুন। আসার এই পুনর্জাগরণের অগ্রযাত্রা বন্ধ করার জন্য মাখা উৎকণ্ঠিত হয়ে এই কাজ করেছিল।

কিদ্রোণ স্রোত। ইশা ২২:৭ আয়াত এবং মানচিত্র দেখুন। এহুদা রাজ্যের বাদশাহ্‌দের এ ধরনের পুনর্গঠনমূলক কাজে কিদ্রোণ উপত্যকা ও স্রোতের ব্যবহার সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২৩:৪,৬,১২ (বাদশাহ্‌ ইউসিয়া) এবং ২ খান্দান ২৯:১৬; ৩০:১৪ (বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়)।

১৫:১৪ সমস্ত উচ্চস্থলী দূরীকৃত হল না। এই আয়াতে এবং ২ খান্দান ১৫:১৭ আয়াতে সেই সমস্ত উচ্চস্থলীর কথা বলা হয়েছে যেখানে এক সময় মাবুদের এবাদত কোরবানী করা হতো (উঁচু স্থানে বা উচ্চস্থলীতে মাবুদের এবাদত করার যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানতে ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)। ২ খান্দান ১৪:৩ আয়াতে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, বাদশাহ্‌ আসা উচ্চস্থলী ধ্বংস করে দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে সেই উচ্চস্থলীগুলোর কথাই বলা হয়েছে যেগুলো কেনানীয়দের পৌত্তলিক পূজা ও বলিদানের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো (২ খান্দান ১৭:৬; ২০:৩৩ ঠিক এভাবেই পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে)। বাদশাহ্‌ আসা সম্পর্কে এই আয়াতে যে সমর্থনমূলক উক্তি করা হয়েছে, বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের পূর্ববর্তী এহুদা রাজ্যের পাঁচ জন বাদশাহ্‌ সম্পর্কেও ঠিক এই একই ধরনের ইতিবাচক উক্তি করা হয়েছে (যিহোশাফট, ২২:৪৩; যোয়াশ ২ বাদশাহ্‌ ১২:৩; অমসিয়, ২ বাদশাহ্‌ ১৪:৪; অসরিয়, ২ বাদশাহ্‌ ১৫:৪; যোথম, ২ বাদশাহ্‌ ১৫:৩৫)। আসার অন্তঃকরণ সারা জীবন মাবুদের উদ্দেশে একাগ্র ছিল। ৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১৫ রূপা, সোনা ও পাত্রগুলো। খুব সম্ভবত এগুলো বাদশাহ্‌ অবিয় যুদ্ধে লুট করা দ্রব্য হিসেবে বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের কাছ থেকে এনেছিলেন (২ খান্দান ১৩ অধ্যায় দেখুন) এবং বাদশাহ্‌ আসা সেগুলো কূশীয় সেরহের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিলেন (২ খান্দান ১৪:৮-১৫)।

১৫:১৬ আসা এবং ইসরাইলের বাদশাহ্‌ বাশার মধ্যে যুদ্ধ হতো। রাজ্য দুই ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকে এ ধরনের আকস্মিক যুদ্ধ ও সংঘর্ষ লেগেই থাকত, তবে এগুলো দুই পক্ষের পূর্ণ শক্তি সহকারে সংঘটিত যুদ্ধ নয় (আয়াত ৭; ১২:২৪; ২ খান্দান ১৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:১৭ রামা গাঁথলেন। এর আগে বাদশাহ্‌ অবিয় বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের কাছ থেকে যে নগরগুলো কেড়ে নিয়েছিলেন

আসা মাবুদের গৃহস্থিত ভাণ্ডারের অবশিষ্ট সমস্ত
রূপা ও সোনা এবং রাজ-প্রাসাদের সমস্ত ধন
নিয়ে তাঁর গোলামদের হাতে তুলে দিলেন; এবং
বাদশাহ্ আসা তাদেরকে হিষিয়োনের পৌত্র
টব্রিম্মোণের পুত্র বিনহদদ নামক দামেস্ক-নিবাসী
অরামের বাদশাহ্‌র কাছে এই বলে পাঠালেন,
১৯ আমাতে ও আপনাতে, আমার পিতা ও
আপনার পিতাতে নিয়ম আছে; দেখুন, আমি
আপনার কাছে রূপা ও সোনা উপহার পাঠালাম;
আপনি গিয়ে ইসরাইলের বাদশাহ্ বাশার সঙ্গে
আপনার যে নিয়ম আছে তা ভঙ্গ করুন, তা হলে
সে আমার কাছ থেকে প্রস্থান করবে। ২০ তখন
বিনহদদ্ বাদশাহ্ আসার কথায় কান দিলেন;
তিনি ইসরাইলের নগরগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর
সেনাপতিদেরকে প্রেরণ করলেন এবং ইয়োন,
দান, আবেল-বৈৎ-মাখা ও সমস্ত কিন্নেরৎ এবং
নপ্তালির সমস্ত দেশে আঘাত করলেন। ২১ তখন
বাশা এই সংবাদ পেয়ে রামা নির্মাণ থেকে নিবৃত্ত
হয়ে তির্সাতে রইলেন। ২২ পরে বাদশাহ্ আসা
সমস্ত এহুদাকে আহ্বান করলেন, কাউকেও বাদ

১২:১৮; ১৬:৮; ১৮:১৪-১৬, ১৫; যোয়েল ৩:৫।
[১৫:১৯] হিজ ২৩:৩২; ১বাদশাহ্ ৫:১২।
[১৫:২০] ১বাদশাহ্ ২০:৩৪।
[১৫:২১] ইউসা ১৮:২৫।
[১৫:২২] ইউসা ১৮:২৪; ২বাদশাহ্ ২৩:৮।
[১৫:২৪] মথি ১:৮।
[১৫:২৬] দ্বি:বি ৪:২৫।

দিলেন না; রামায় বাশা যে পাথর ও কাঠ দিয়ে
গেঁথেছিলেন, তারা তার সবকিছু নিয়ে গেল;
আর বাদশাহ্ আসা তা দ্বারা বিন্‌ইয়ামীনের সেবা
ও মিস্পা নগর গাঁথলেন।
২৩ আসার অবশিষ্ট সমস্ত বৃত্তান্ত ও তাঁর সকল
বিক্রমের কাজ, সমস্ত কর্মবিবরণ এবং তিনি যে
যে নগর গাঁথলেন, এই সমস্ত কথা কি এহুদা-
বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পুস্তকে লেখা নেই? কিন্তু
বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পায়ে রোগ হল। ২৪ পরে আসা
তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন এবং
তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের নগরে তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে তাঁকে দাফন করা হল। আর তাঁর পুত্র
যিহোশাফট তাঁর পদে বাদশাহ্ হলেন।

ইসরাইলের বাদশাহ্ নাদব

২৫ এহুদার বাদশাহ্ আসার দ্বিতীয় বছরে
ইয়ারাবিমের পুত্র নাদব ইসরাইলে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন; তিনি দু'বছর ইসরাইলে রাজত্ব
করেন। ২৬ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ তিনি তা-ই
করতেন, তাঁর পিতার পথে, তাঁর পিতা যার দ্বারা
ইসরাইলকে গুনাহ্ করিয়েছিলেন, সেই গুনাহ্-

সেগুলোকে বাদশাহ্ বাশা আবারও পুনরুদ্ধার করলেন (৭ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ২ খান্দান ১৩:১৯ আয়াত দেখুন)। বস্তুত রামার অবস্থান ছিল বেথেলের দক্ষিণে এবং জেরুশালেম থেকে মাত্র পাঁচ মাইল উত্তরে। আসার কাছে কাউকেও যাতায়াত করতে না দেবার উদ্দেশ্যে। ২ খান্দান ১৫:৯-১০ আয়াত দেখুন।

১৫:১৮ অবশিষ্ট সমস্ত রূপা ও সোনা। মিসরের বাদশাহ্ শীশক জেরুশালেম নগরী লুট করে নিয়ে যাওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট ছিল (আয়াত ১৪:২৫ দেখুন)।

হিষিয়োন। এই হিষিয়োনই দামেস্কের রষোন কি না (১১:২৩-২৫ আয়াত দেখুন) অথবা হিষিয়োন নতুন একটি রাজবংশের সূচনা করেছিলেন কি না সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি।

১৫:১৯ আমার পিতা ও আপনার পিতাতে নিয়ম আছে। অবিয় এবং অরামের বাদশাহ্ টব্রিম্মোনের মধ্যে সাধিত একটি চুক্তি বা নিয়মের কথা এখানে বলা হচ্ছে যার কথা আগে উল্লেখ করা হয় নি। টব্রিম্মোণ মারা যাওয়ার পর বাশা তাঁর উত্তরসূরী বিন-হদদের সাথে একটি নিয়ম স্থাপন করতে সক্ষম হন। বাশার বিরুদ্ধে জয় লাভের কোন সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে বাদশাহ্ আসা অরাম রাজ্যের বাদশাহ্‌র সাথে সাধিত পুরাতন একটি চুক্তিকে পুনঃস্থাপন করার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁর পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে সফল ছিল, তথাপি নবী হনানি এই কাজটিকে মূর্খতা এবং মাবুদের প্রতি নির্ভর না করার নিদর্শন বলে আখ্যা দিয়েছেন (২ খান্দান ১৬:৭-১০ আয়াত দেখুন)। যে বাদশাহ্ সত্যিকার অর্থে মাবুদের উপরে নির্ভর করেন তিনি কখনো তাঁর শত্রুদেরকে ভয় করেন না এবং তিনি তাঁর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সব সময় মাবুদের স্থাপিত নিয়মের উপরে নির্ভর করেন (১ শামু ১৭:১১ আয়াত দেখুন)। পরবর্তীতে বাদশাহ্ আহস আসার এই বাজে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং ইসরাইল ও অরামের আক্রমণের শিকার হয়ে তিনি আশেরিয়ার সাহায্য কামনা করেন (২ বাদশাহ্ ১৬:৫-৯; ইশা ৭ অধ্যায়)।

১৫:২০ নপ্তালি। নপ্তালিতে বিন-হদদ যে সমস্ত নগরী জয় করেছিলেন সেগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, দামেস্ক থেকে শুরু করে পশ্চিমে টায়ার পর্যন্ত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে সমগ্র যিষ্রিয়েল সমভূমি জুড়ে উপকূলীয় এলাকা ও মিসর পর্যন্ত যে বাণিজ্য পথ বিস্তৃত ছিল তার অধিকাংশের অবস্থান ছিল এই অঞ্চলে। এই একই অঞ্চল পরবর্তীতে অধিকার করেন আশেরীয় শাসক তৃতীয় তিগ্লৎ-পিলেষর (২ বাদশাহ্ ১৫:২৯)।

১৫:২১ তির্সা। ১৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে মানচিত্র দেখুন।

১৫:২২ সমস্ত এহুদাকে আহ্বান করলেন। বাদশাহ্ সোলায়মান যে আদেশের মধ্য দিয়ে কর্মাধীন গোলামদের সংগ্রহ করেছিলেন, বাদশাহ্ আসা সেই আদেশেরই পুনরাবৃত্তি করলেন (৫:১৩-১৪; ১১:২৮)।

গেবা ও মিস্পা। বাদশাহ্ আসা দুটি দুর্গ নগরী প্রতিষ্ঠা করলেন যেন বাদশাহ্ বাশা তাঁর রাজ্যকে দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত করতে না পারেন। গেবার অবস্থান ছিল রামার পূর্বে এবং মিস্পার অবস্থান ছিল রামার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।

১৫:২৩ আসার অবশিষ্ট সমস্ত বৃত্তান্ত ও তাঁর সকল বিক্রমের কাজ। ২ খান্দান ১৪:২ – ১৬:১৪ আয়াত দেখুন।

এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পুস্তক। ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পায়ে রোগ হল। ২ খান্দান ১৬:১২।

১৫:২৪ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

তাঁর পুত্র যিহোশাফট তাঁর পদে বাদশাহ্ হলেন। যিহোশাফটের শাসনামল সম্পর্কে জানতে দেখুন ২২:৪১-৫০; ২ খান্দান ১৭:১ – ২১:১ আয়াত।

১৫:২৫ এহুদার বাদশাহ্ আসার দ্বিতীয় বছরে। ১ আয়াতের নোট দেখুন। এহুদার বাদশাহ্ আসার রাজত্বের দ্বিতীয় বছর ছিল ইসরাইলের বাদশাহ্ ইয়ারাবিমের রাজত্বের ২২তম ও শেষ বছর (আয়াত ৯; ১৪:২০ দেখুন)।

দু'বছর। ৯০৯-৯০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের সময়কাল এবং তাদের শত্রুগণ

৯৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**ইয়ারাবিম ১** এহুদার বাদশাহ্‌ অবিয়ের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১১:২৬-১৪:২০ ২খান্দান ১০:১২-১৩:২০।
৯০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**নাদব**। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১৪:২০; ১৫:২৫-২৮।
৯০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**বাশা** এহুদার বাদশাহ্‌ আসা এবং অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদের দ্বারা নাজেহালকৃত হয়েছিলেন। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১৫:২৭-১৬:৭; ২খান্দান ১৬:১-৬।
৮৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**এলা** ফিলিস্তিনিরা তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১৬:৬-১৪
৮৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**সিম্রি**। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১৬:৯-২০।
৮৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**তিব্‌নি**। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১৬:২১,২২
৮৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**অম্রি**। ফিলিস্তিনিরা তাঁর শত্রু হয়ে দাড়িয়েছিল। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১৬:১৬-১৮।
৮৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**আহাব** অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ ২ কে দু'বার পরাজিত করেছিলেন এবং পরবর্তীতে দামেস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১৬:২৮-২২:৪০; ২খান্দান ১৮:১-৩৪।
৮৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**অহসিয়**। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ২২:৪০-২বাদশাহ্‌ ১:১৮; ২খান্দান ২০:৩৫-৩৭।
৮৫২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যোরাম** এহুদার সাথে এক হয়ে মোয়াবের বাদশাহ্‌ মেশাকে পরাজিত করেছিলেন এবং আশ্চর্যভাবে অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ ২ এর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। ২বাদশাহ্‌ ১:১৭; ৩:১-৮:২৫; ২খান্দান ২২:৫-৭।
৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যেহু অরামের বাদশাহ্‌** হসায়েলের কাছে ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলের বড় অংশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ৯:১-১০:৩৬; ২খান্দান ২২:৭-৯।
৮১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যিহোয়াস** অরামের বাদশাহ্‌ হসায়েলের কাছে বারবার পরাজিত হয়েছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১০:৩৫; ১৩:১-৯।
৭৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যিহোয়াস**। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৩:১০-১৪:১৬; ২খান্দান ২৫:১৭-২৪; সহ-রাজপ্রতিনিধি ৭৯৩-৭৮২
৭৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**ইয়ারবিয়াম ২** অরাম থেকে ইসরাইলের আগেরকার অঞ্চলগুলো পুনরায় দখল করেছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৪:১৬-২৯।
৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**জাকারিয়া**। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৪:২৯-১৫:১২।
৭৫২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**শল্লুম**। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৫:১০-১৫।
৭৫২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**মনহেম** আসিরিয়ার বাদশাহ্‌ তিগলৎ-পিলেসরকে সম্মান প্রদান করেছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৫:১৪-২২।
৭৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**পকহিয়**। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৫:২২-২৬
৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**পকহিয়** আসিরিয়দের বিজয় লাভের দরুন প্রথমে বেশ ভুগিয়েছিল। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৫:২৫-৩১; ২খান্দান ২৮:৫-৮।
৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**হোসিয়া** আসিরিয়ার বাদশাহ্‌ শালমেনাসারের বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে কষ্ট পেয়েছিল। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৫:৩০; ১৭:১-৬।
৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**বন্দিত্ব**। আসিরিয়ায় বন্দিদশা গিয়েছিল।

পথে চলতেন।
[২৭] আর ইষাখর-কুলজাত অহিয়ের পুত্র বাশা
তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন; এবং বাশা
ফিলিস্তিনীদের অধিকৃত গিব্বথোনে তাঁকে আঘাত
করলেন; ঐ সময়ে নাদব ও সমস্ত ইসরাইল
গিব্বথোন অবরোধ করছিলেন। [২৮] এহুদার
বাদশাহ্ আসার তৃতীয় বছরে বাশা নাদবকে খুন
করে তাঁর পদে বাদশাহ্ হন। [২৯] বাদশাহ্ হয়েই
বাশা ইয়ারাবিমের সমস্ত কুলকে আঘাত করেন।
মাবুদ তাঁর গোলাম শীলোনীয় অহিয়ের দ্বারা যে
কথা বলেছিলেন, সেই অনুসারে বাশা
ইয়ারাবিমের সম্পর্কীয় শ্বাসবিশিষ্ট কাউকেও
অবশিষ্ট রাখলেন না, সকলকেই সংহার করলেন।
[৩০] এর কারণ এই, ইয়ারাবিম অনেক গুনাহ্
করেছিলেন এবং তার দ্বারা ইসরাইলকে গুনাহ্
করিয়েছিলেন; ফলে এই অসন্তোষজনক কাজ
দ্বারা তিনি ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদকে অসন্তুষ্ট
করেছিলেন।

ইসরাইলের বাদশাহ্ বাশা

[৩১] নাদবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত কর্ম-
বিবরণ কি ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-
পুস্তকে লেখা নেই? [৩২] আর আসার ও
ইসরাইলের বাদশাহ্ বাশার মধ্যে সারা জীবন

[১৫:২৭] ১বাদশাহ্ ১৪:১৪।
[১৫:২৯] ১বাদশাহ্ ১৩:৩৪।
[১৫:৩০] ১বাদশাহ্ ১৬:২৬; ২বাদশাহ্ ৩:৩; ১৪:২৪; ১৫:২৮; ২১:১৬।
[১৫:৩১] ১বাদশাহ্ ১১:৪১।
[১৫:৩৩] ১বাদশাহ্ ১৪:১৭; ১৬:৬, ২৩; ২বাদশাহ্ ১৫:১৪; সোলায় ৬:৪।
[১৬:১] ২খান্দান ১৯:২; ২০:৩৪।
[১৬:২] ১শামু ২:৮।
[১৬:৩] ২বাদশাহ্ ৯:৯।
[১৬:৪] ১বাদশাহ্ ১৪:১১।
[১৬:৫] ১বাদশাহ্ ১৫:৩১।

যুদ্ধ হত।
[৩৩] এহুদার বাদশাহ্ আসার তৃতীয় বছরে
অহিয়ের পুত্র বাশা তির্সাতে সমস্ত ইসরাইলে
রাজত্ব করতে আরম্ভ করে চব্বিশ বছর রাজত্ব
করেন। [৩৪] মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তিনি তা-ই
করতেন এবং ইয়ারাবিমের পথে, যার দ্বারা তিনি
ইসরাইলকে গুনাহ্ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই
গুনাহ্ পথে চলতেন।

১৬ [১] পরে হনানির পুত্র যেহূর কাছে বাশার
বিরুদ্ধে মাবুদের এই অভিযোগ
উত্থাপিত হল, [২] আমি তোমাকে ধূলির মধ্য
থেকে উঠালাম ও আমার লোক ইসরাইলের
নেতা করলাম, কিন্তু তুমি ইয়ারাবিমের পথে
চলেছ, আমার লোক ইসরাইলকে গুনাহ্ করিয়ে
তাদের গুনাহ্ দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে।
[৩] দেখ, আমি বাশা ও তার কুলকে মুছে ফেলব
এবং তোমার কুলকে নবাটের পুত্র ইয়ারাবিমের
কুলের সমান করবো। [৪] বাশার যে কেউ নগরে
ইন্তেকাল করবে, কুকুরেরা তাকে খাবে এবং যার
মাঠে মৃত্যু হবে, আসমানের পাখিরা তাকে
খাবে।
[৫] বাশার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, তাঁর কর্মবিবরণ ও
বিক্রমের কাজ কি ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের

১৫:২৬ তাঁর পিতা যার দ্বারা ইসরাইলকে গুনাহ্ করিয়েছিলেন। ইয়ারাবিমের গুনাহ্ (১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। যদিও এহুদার বাদশাহ্ অবিয় বাদশাহ্ ইয়ারাবিমের রাজত্বের সময়ে বেথেল অধিকার করেছিলেন (৭ আয়াতের নোট দেখুন), তথাপি সম্ভবত ইয়ারাবিম যে পৌত্তলিক পূজা অর্চণার রীতি শুরু করেছিলেন তা বাশা কর্তৃক বেথেলের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আগ পর্যন্ত চালু ছিল।

১৫:২৭ গিব্বথোন। জেরুশালেম ও যাফোর মধ্যবর্তী একটি নগরী (সম্ভবত গেষরের কয়েক মাইল পশ্চিমে) যা মূলত দান গোষ্ঠীর অধিকারে ছিল (ইউসা ১৯:৪৩-৪৫)। কাজীগণের শাসনামল চলাকালে ফিলিস্তিনের সম্প্রসারণ চলাকালে লেবীয়দের এই নগরীটি (ইউসা ২১:২৩) সম্ভবত ফিলিস্তিনীদের হাতে অধিকৃত হয়।

১৫:২৮ বাদশাহ্ আসার তৃতীয় বছরে। ৯০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১০ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত বাশা ছিলেন নাদবের সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি, যিনি তাঁর বিদ্রোহের জন্য সামরিক শক্তি নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন।

১৫:২৯ অহিয়ের দ্বারা যে কথা বলেছিলেন। ১৪:১০-১১ আয়াত দেখুন।

১৫:৩০ ইয়ারাবিম অনেক গুনাহ্ করেছিলেন এবং তার দ্বারা ইসরাইলকে গুনাহ্ করিয়েছিলেন। ১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৩১ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৩২ আসার ও ... সারা জীবন যুদ্ধ হত। ১৬ আয়াতের নোট দেখুন। ইয়ারাবিমের মৃত্যুতে তাঁর রাজত্বের অবসানের পরও দুই রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের কোন উন্নতি ঘটে নি।

১৫:৩৩ বাদশাহ্ আসার তৃতীয় বছরে। ৯০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

তির্সা। ১৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

চব্বিশ বছর। ৯০৮-৮৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর রাজত্বকালের সময়সীমা ধরা হয় ২৪ বছর, যদিও তা ছিল প্রকৃতপক্ষে ২৩ বছর (১৬:৮ আয়াত দেখুন; এর পাশাপাশি কিতাবটির ভূমিকা দেখুন)।

১৫:৩৪ যার দ্বারা তিনি (ইয়ারাবিম) ইসরাইলকে গুনাহ্ করিয়েছিলেন। ১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। বাশার রাজত্ব পর্যালোচনা করে তাতে নাদবের রাজত্বকাল থেকে কোন অংশে অগ্রগতির সাক্ষর দেখা যায় নি, যাকে পদচ্যুত করে বাশা ক্ষমতায় এসেছিলেন (আয়াত ২৬ দেখুন)।

১৬:১ যেহূ। তাঁর শাসনামলের আগে তাঁর পিতা যেমন ছিলেন (২ খান্দান ১৬:৭-১০), সেভাবে যেহূও বাদশাহ্‌র কাছে মাবুদের অভিযোগ উপস্থাপন করলেন। এর আগে এহুদা আল্লাহ্‌র লোক এসেছিলেন (১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন) এবং পরবর্তীতে নবী আমোসের উত্থান ঘটেছিল, ঠিক একই ভাবে যেহূও দক্ষিণ থেকে উত্তরের রাজ্যের বাদশাহ্‌র কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। এহুদার বাদশাহ্ যিহোশাফটের শাসনামল পর্যন্ত মোট ৫০ বছর যেহূ তাঁর পরিচর্যা কাজ চালিয়েছিলেন (২ খান্দান ১৯:২; ২০:৩৪)।

১৬:২ আমি তোমাকে ধূলির মধ্য থেকে উঠালাম। ১৪:৭ আয়াত দেখুন। তুমি ইয়ারাবিমের পথে চলেছ। ১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৩ বাশা ও তার কুলকে মুছে ফেলব। ১৪:১০ আয়াত দেখুন (ইয়ারাবিমের কুল); ২১:২১ (ওম্রি ও আহাবের কুল)। ১৬:৪ ১৪:১১ ইয়ারাবিমের প্রতি ঠিক এ ধরনের শাস্তি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

১৬:৫ অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ... বিক্রমের কাজ। বাদশাহ্‌নামা

ইতিহাস-পুস্তকে লেখা নেই? ৬ পরে বাশা তাঁর
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন ও তির্সাতে
তাঁকে দাফন করা হল এবং তাঁর পুত্র এলা তাঁর
পদে বাদশাহ্‌ হলেন। ৭ আবার হনানির পুত্র যেহূ
নবী দ্বারা বাশার ও তাঁর কুলের বিরুদ্ধে মাবুদের
কালাম উপস্থিত হয়েছিল, তার কারণ একে তো
বাশা মাবুদের সাক্ষাতে তাঁর কৃত যেসব দুষ্কর্ম
দ্বারা তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন, সেই সবের দ্বারা
ইয়ারাবিমের কুলের সমান হয়েছিলেন, আবার
সেই কুলকে আঘাত করেছিলেন।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ এলা

৮ এহুদার বাদশাহ্‌ আসার ষড়বিংশ বছরে
বাশার পুত্র এলা তির্সাতে ইসরাইলের উপর
রাজত্ব করতে আরম্ভ করে দু'বছর রাজত্ব করেন।
৯ পরে তাঁর অর্ধসংখ্যক রথের নেতা সিম্রি নামে
তাঁর গোলাম তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। এলা
তির্সাতে রাজপ্রাসাদের নেতা অর্সার বাড়িতে পান
করে মাতাল হলেন, ১০ আর সিম্রি ভিতরে গিয়ে
এহুদার বাদশাহ্‌ আসার সপ্তবিংশ বছরে তাঁকে
আক্রমণ করে হত্যা করলেন ও তাঁর পদে
বাদশাহ্‌ হলেন।
১১ রাজত্বের আরম্ভকালে তিনি সিংহাসনে
উপবিষ্ট হওয়ামাত্র বাশার সমস্ত কুলকে আঘাত
করলেন; তাঁর কুলে কোন পুরুষ, তাঁর জ্ঞাতি

[১৬:৬] ১বাদশাহ্‌ ১৫:৩৩।
[১৬:৭] ১বাদশাহ্‌ ৬:১১।
[১৬:৯] ১বাদশাহ্‌ ২০:১২, ১৬; মেসাল ৩১:৪-৫।
[১৬:১০] ২বাদশাহ্‌ ৯:৩১।
[১৬:১৩] দ্বিঃবি ৩২:২১।
[১৬:১৫] ইউসা ১৯:৪৪।

কিংবা বন্ধু কাউকেও অবশিষ্ট রাখলেন না।
১২ ফলত মাবুদ যেহূ নবী দ্বারা বাশার বিরুদ্ধে যে
কথা বলেছিলেন, সেই অনুসারে সিম্রি বাশার
সমস্ত কুল সংহার করলেন। ১৩ এর কারণ বাশার
সমস্ত গুনাহ্‌ ও তাঁর পুত্র এলার গুনাহ্‌-কাজ;
তাঁরা নিজেরা গুনাহ্‌ করেছিলেন এবং
ইসরাইলকেও গুনাহ্‌ করিয়ে ইসরাইলের আল্লাহ্‌
মাবুদকে তাদের অসার মূর্তির দ্বারা অসন্তুষ্ট
করেছিলেন। ১৪ এলার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাঁর
সমস্ত কাজের বিবরণ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের
ইতিহাস-কিতাবে কি লেখা নেই?

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ সিম্রি

১৫ এহুদার বাদশাহ্‌ আসার সপ্তবিংশ বছরে
সিম্রি সাত দিন তির্সাতে রাজত্ব করেন; সেই
সময়ে লোকেরা ফিলিস্তিনীদের অধিকৃত
গিব্বথোনের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করেছিল।
১৬ পরে সেই শিবিরস্থ লোকেরা শুনতে পেল যে,
সিম্রি চক্রান্ত করেছে ও বাদশাহ্‌কে আঘাত
করেছে; তখন সমস্ত ইসরাইল সেদিন শিবিরের
মধ্যে অম্রি নামক সেনাপতিকে ইসরাইলের
বাদশাহ্‌ বলে ঘোষণা করলো। ১৭ পরে অম্রি ও
তাঁর সঙ্গে সমস্ত ইসরাইল গিব্বথোন থেকে যাত্রা
করে তির্সা অবরোধ করলেন। ১৮ আর নগর
অধিকৃত হল দেখে সিম্রি রাজপ্রাসাদের দুর্গে

কিতাবটি রচনার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এর রচয়িতার (ভূমিকা: বিষয়বস্তু দেখুন) বাশার কোন ধরনের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে নি। তবে আপাতদৃষ্টিতে তিনি সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত সফল একজন শাসক ছিলেন।

ইসরাইল বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৬ পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৭ তাঁর হস্তকৃত যেসব দুষ্কর্ম দ্বারা ... ইয়ারাবিমের কুলের সমান হয়েছিলেন। আয়াত ২; ১৫:৩৪ দেখুন।

সেই কুলকে আঘাত করেছিলেন। যদিও বাশা ইয়ারাবিমের কুল ধ্বংস করে দিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন (১৪:১০, ১৪), তথাপি তিনি তাঁর নৃশংস ও অন্যায্য সমস্ত কাজের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন (পয়দা ৫০:২০; ইশা ১০:৫-৭, ১২ আয়াত দেখুন)।

১৬:৮ বাদশাহ্‌ আসার ষড়বিংশ বছরে। ৮৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ভূমিকা: বংশতালিকা দেখুন)।

দু'বছর। ৮৮৬-৮৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

১৬:৯ মাতাল হলেন। লোকেরা যখন গিব্বথোনে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিল সে সময় বাদশাহ্‌ এলা আমোদ স্ফূর্তি করছিলেন (আয়াত ১৫), যা থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি বাদশাহ্‌ হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট অসচেতন ছিলেন।

১৬:১০ বাদশাহ্‌ আসার সপ্তবিংশ বছরে। ৮৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

১৬:১১ বাশার সমস্ত কুলকে আঘাত করলেন। ১৫:২৯; ২ বাদশাহ্‌ ১০:১-৭; ১১:১ আয়াত দেখুন।

বন্ধু। সম্ভবত বাদশাহ্‌ প্রধান উপদেষ্টা (২ শামু ১৫:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:১২ মাবুদ যেহূ নবী দ্বারা বাশার বিরুদ্ধে যে কথা বলেছিলেন। আয়াত ১-৪ দেখুন। সিম্রি জেনে শুনে নবী যেহূর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন নি, বরং তিনি তাঁর নিজের অজান্তেই নবী যেহূর ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা সাধনে অন্যতম প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন (৭ আয়াতের নোট দেখুন), যখন তিনি এলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং বাশার কুলের সমস্ত লোককে মেরে ফেলেন।

১৬:১৩ বাশার সমস্ত গুনাহ্‌ ও তাঁর পুত্র এলার গুনাহ্‌-কাজ। ১৫:৩৪ আয়াত দেখুন।

অসার মূর্তি। ইসরাইলীয়রা তাদের এবাদত ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় সোনার তৈরি বাছুর সহ অন্যান্য যে সমস্ত মূর্তি ও প্রতিমার প্রচলন ঘটিয়েছিল সেগুলোর ব্যাপারে এখানে বলা হয়েছে (১২:২৮; ১৪:৯)।

১৬:১৪ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-কিতাব। ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:১৫ বাদশাহ্‌ আসার সপ্তবিংশ বছরে। ৮৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১৫:১, ১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

গিব্বথোন। আয়াত ৯; ১৫:২৭ দেখুন।

১৬:১৬ সিম্রি চক্রান্ত করেছে ও বাদশাহ্‌কে আঘাত করেছে। ৯-১২ আয়াত দেখুন।

অম্রি নামক সেনাপতি। এলার অধীনে সিম্রি যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার চাইতে ওম্রি আরও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (আয়াত ৯)।

১৬:১৭ তির্সা। এখানে রাজকীয় বাসভবনের অবস্থান ছিল (আয়াত ৮-১০ এবং ১৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

গিয়ে তাঁর উপরে রাজপ্রাসাদ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে
দিলেন ও নিজেও আগুনে পুড়ে মরলেন। ১৯ এর
কারণ তাঁর গুনাহ্‌-কাজ, ফলত মাবুদের দৃষ্টিতে
যা মন্দ তিনি তা-ই করতেন, ইয়ারাবিমের পথে
চলতেন, তিনি নিজে গুনাহ্‌ করে ইসরাইলকে
দিয়েও গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন। ২০ সিম্রির অবশিষ্ট
বৃত্তান্ত ও তাঁর কৃত চক্রান্তের বিষয় ইসরাইলের
বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-কিতাবে কি লেখা নেই?

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ অম্রি

২১ সেই সময় ইসরাইলের লোকেরা দুই দল
হল: অর্ধেক লোক গীনতের পুত্র তিব্‌নিকে
বাদশাহ্‌ করতে তার অনুগামী হল, আর অর্ধেক
লোক অম্রির অনুগামী হল। ২২ কিন্তু অম্রির
অনুগামী লোকেরা গীনতের পুত্র তিব্‌নির
অনুগামীদের পরাজিত করলো; আর তিব্‌নি মারা
গেল এবং অম্রি বাদশাহ্‌ হলেন।
২৩ এহুদার বাদশাহ্‌ আসার একত্রিংশ বছরে
অম্রি ইসরাইলে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে বারো
বছর রাজত্ব করেন; তিনি ছয় বছর তির্সাতে
রাজত্ব করেন।

ইসরাইলের নতুন রাজধানী সামেরিয়া

২৪ পরে তিনি দুই তালন্ত রূপা মূল্য দিয়ে
সামেরের কাছ থেকে সামেরিয়া পাহাড় ক্রয়
করলেন, আর সেই পাহাড়ের উপরে নগর নির্মাণ
করলেন; এবং যে নগর নির্মাণ করলেন, ঐ
পাহাড়ের অধিকারী সামেরের নাম অনুসারে সেই
নগরের নাম সামেরিয়া রাখলেন।
২৫ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ অম্রি তা-ই
করতেন এবং তাঁর আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের
সকলের চেয়ে বেশি দুষ্কর্ম করলেন। ২৬ বাস্তবিক
ইনি নবাটের পুত্র ইয়ারাবিমের সমস্ত পথে
চলতেন এবং তিনি যেসব গুনাহ্‌ দ্বারা
ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়ে ইসরাইলের আল্লাহ্‌
মাবুদকে তাদের অসার মূর্তিগুলো দিয়ে অসন্তুষ্ট
করেছিলেন, ইনিও সেসব গুনাহ্‌র পথে
চলতেন। ২৭ অম্রির অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও যে
সমস্ত বিক্রমের কাজ তিনি দেখিয়েছিলেন তা
ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে কি

[১৬:২৩] ইউসা ১২:২৪; ১বাদশাহ্‌ ১৫:৩৩।
[১৬:২৪] ১বাদশাহ্‌ ১৩:৩২; মথি ১০:৫।
[১৬:২৫] দ্বি:বি ৪:২৫; মীখা ৬:১৬।
[১৬:২৬] ১বাদশাহ্‌ ১৫:৩০।

১৬:১৯ ইয়ারাবিমের পথে চলতেন। ১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:২০ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-কিতাব। ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:২২ তিব্‌নি মারা গেল। এটি স্পষ্ট নয় যে, তিব্‌নি স্বাভাবিক কোন কারণে মারা গিয়েছিলেন না কি ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য সামরিক অভিযান চালাতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন।

১৬:২৩ বাদশাহ্‌ আসার একত্রিংশ বছরে। ৮৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ভূমিকা। খান্দাননামা দেখুন)।

রাজত্ব করতে আরম্ভ ... করেন। অম্রি ইসরাইলের একচ্ছত্র বাদশাহ্‌ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। উত্তরের রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য অম্রি ও তিব্‌নির মধ্যে যুদ্ধ চার বছর ব্যাপৃত ছিল (এই আয়াতের সাথে ১৫ আয়াতের তুলনা করুন)।

বারো বছর। ৮৮৫-৮৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অম্রির বারো বছরের রাজত্বের মধ্যে অম্রি ও তিব্‌নির মধ্যকার চার বছরের সংঘাত অন্তর্ভুক্ত (আয়াত ১৫, ২৯ দেখুন)।

তির্সা। ১৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। অম্রি ক্ষমতা লাভের কয়েক দিনের মধ্যেই তির্সা দখল করতে পেরেছিলেন (১৫-১৯ আয়াত দেখুন)।

১৬:২৪ সামেরিয়া। শিখিম থেকে সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে উর্বর উপত্যকা বেষ্টিত ৩০০ ফিট উঁচু পর্বতের উপরে সামেরিয়া নগরীর অবস্থান ছিল (ইশা ২৮:১ আয়াতে এই নগরীকে "মাতালদের অহংকারের মুকুট" বলা হয়েছে)। নগরীটির প্রকৃত মালিককে সম্ভবত বল প্রয়োগ করে এটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল (২১:৩ আয়াত দেখুন) কিংবা হয়তো এই শর্তে তিনি বিক্রি করেছিলেন যে, নগরীটি তার নামে নামকরণ করা হবে (রূত ৪:৫ আয়াত দেখুন)। উত্তরের রাজ্যের অপ্রতিরোধ্য ও দুর্ভেদ্য রাজধানী গড়ে তোলার জন্য এই স্থানটি অত্যন্ত আদর্শ (২০:১-২১; ২ বাদশাহ্‌ ৬:২৫; ১৮:৯-১০ আয়াত দেখুন)। এই রাজকীয় নগরী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উত্তরের বাদশাহ্‌গণ দাউদীয় রাজবংশের মত এক রাজকীয় নগরী গড়ে তোলার ও তাতে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেছিলেন (২ শামু ৫:৬-১২)। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আবিষ্কার করেছেন যে, জেরুশালেমে বাদশাহ্‌ সোলায়মান যে সুনিপুণ ও সুশোভিত অবকাঠামো নির্মাণ করেছিলেন তার সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য বাদশাহ্‌ অম্রি ও বাদশাহ্‌ আহাব এই নগরী নির্মাণে প্রচুর অলঙ্করণ ও জমকালো কারুকার্য করেছিলেন। এই সময় থেকে উত্তরের রাজ্য তার রাজধানীর নামে পরিচিত হতে শুরু করে, যেভাবে দক্ষিণের রাজ্য তার রাজধানী জেরুশালেমের নামে পরিচিত ছিল (২১:১; ইশা ১০:১০; আমোস ৬:১ আয়াত দেখুন)।

১৬:২৫ আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের চেয়ে বেশি দুষ্কর্ম করলেন। টায়ার ও সীদোনের বাদশাহ্‌ ইৎবালের সাথে অম্রির সন্ধি স্থাপন (এই সন্ধি স্থায়ী করার জন্য অম্রির পুত্র আহাব ইৎবালের কন্যা ঈষেবলকে বিয়ে করেন) করার কারণে উত্তরের রাজ্যে বাল দেবতার উপাসনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে পড়ে (আয়াত ৩১-৩৩ দেখুন) এবং ফলশ্রুতিতে দক্ষিণের রাজ্যের প্রায় বিলুপ্ত দাউদীয় রাজবংশও এই সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হয় (২ বাদশাহ্‌ ১১ অধ্যায় দেখুন; ২ বাদশাহ্‌ ৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত অম্রির রাজত্বের শুরুর দিকেই এই বিয়ের মধ্য দিয়ে ইৎবালের সাথে সন্ধি স্থাপিত হয় (২৩ আয়াতের নোট দেখুন), যেন তিব্‌নির বিরুদ্ধে অম্রি তাঁর হাত আরও শক্তিশালী করতে পারেন (আয়াত ২১-২২ দেখুন)।

১৬:২৬ ইয়ারাবিমের সমস্ত পথে ... ইনিও সেসব গুনাহ্‌র পথে চলতেন। ১২:২৬-৩৩ আয়াত দেখুন; ১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

অসার মূর্তিগুলো। ১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:২৭ যে সমস্ত বিক্রমের কাজ তিনি দেখিয়েছিলেন। অম্রির সামরিক ও রাজনৈতিক সফলতাগুলোর বর্ণনা দেওয়া অম্রির উদ্দেশ্য ছিল না (ভূমিকা: বিষয়বস্তু দেখুন)। তিনি সামেরিয়াতে উত্তরের রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ঘটনা ব্যতীত কিতাবুল মোকাদ্দসে তাঁর সম্পর্কে অন্য আর যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হচ্ছে, উত্তরের রাজ্যে তিনি একটি সরকার ব্যবস্থা

লেখা নেই? ২৮ পরে অম্রি তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন ও সামেরিয়াতে তাঁকে
দাফন করা হল এবং তাঁর পুত্র আহাব তাঁর পদে
বাদশাহ্‌ হলেন।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাব

২৯ এহুদার বাদশাহ্‌ আসার আটত্রিশ বছরে
অম্রির পুত্র আহাব ইসরাইলে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন; আর অম্রির পুত্র আহাব বাইশ বছর
সামেরিয়াতে ইসরাইলে উপর রাজত্ব করেন।
৩০ তাঁর আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সকলের
চেয়ে অম্রির পুত্র আহাব মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ
তা-ই বেশি পরিমাণে করতেন।

বাল দেবতার পূজারী ঈষেবলকে বিয়ে করা

৩১ নবাটের পুত্র ইয়ারাবিমের গুনাহ্‌-পথে গমন
করা যেন তাঁর পক্ষে লঘু বিষয় বলে মনে হত,
তাই তিনি সীদোনীয়দের ইৎবাল বাদশাহ্‌র কন্যা
ঈষেবলকে বিয়ে করলেন, আর গিয়ে বালের
সেবা ও তাঁর কাছে সেজ্‌দা করতে লাগলেন।

[১৬:২৮] ১বাদশাহ্‌ ১৩:৩২।
[১৬:৩০] ১বাদশাহ্‌ ১৪:৯।
[১৬:৩১] কাজী ৩:৬; ২বাদশাহ্‌ ৯:৩৪।
[১৬:৩২] ২বাদশাহ্‌ ১০:২১, ২৭; ১১:১৮; ইয়ার ৪৩:১২।
[১৬:৩৩] কাজী ৩:৭; ২বাদশাহ্‌ ১৩:৬।
[১৬:৩৪] ইউসা ৬:২৬ ১ করহমং ১৭।
[১৭:১] দ্বি:বি ১১:১৭; ২৮:২৪; ২শামু ১:২১; ১বাদশাহ্‌ ৮:৩৬;

৩২ আর তিনি সামেরিয়াতে যে বাল-মন্দির
নির্মাণ করেছিলেন, তার মধ্যে বালের জন্য
একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন। ৩৩ আর
আহাব আশেরা-মূর্তি তৈরি করলেন। তাঁর আগে
ইসরাইলে যত বাদশাহ্‌ ছিলেন, সেই সকলের
চেয়ে আহাব ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের
অসন্তোষজনক কাজ আরও বেশি করলেন।
৩৪ তাঁর সময়ে বৈথেলীয় হীয়েল জেরিকো নগর
নির্মাণ করলো; তাতে মাবুদ নূনের পুত্র ইউসার
দ্বারা যে কালাম বলেছিলেন, সেই অনুসারে
তাকে ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ নিজের জ্যেষ্ঠ
পুত্র অবীরামকে এবং দ্বার স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ
নিজের কনিষ্ঠ পুত্র সগূবের প্রাণ দিতে হল।

দাঁড়কাকের দেওয়া হযরত ইলিয়াসের খাবার

১৭ ১ আর গিলিয়দ-প্রবাসীদের মধ্যবর্তী
তিশ্‌বীয় ইলিয়াস আহাবকে বললেন,
আমি যাঁর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, ইসরাইলের

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা তাঁর পুত্র আহাবের শাসনামলেও বহাল ছিল (২০:১৪-১৫)। অম্রি শাসনামল ৪০ বছর স্থায়ী ছিল। এর প্রায় দেড় শতাব্দী পরে (৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ তৃতীয় তিগ্লৎ-পিলেষর তাঁর কর্ম বৃত্তান্তে ইসরাইলকে "অম্রির কুল" বলে অভিহিত করেন। ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:২৮ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:২৯ বাদশাহ্‌ আসার আটত্রিশ বছরে। ৮৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১৫:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

বাইশ বছর। ৮৭৪-৮৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

১৬:৩০ তাঁদের সকলের চেয়ে ... বেশি পরিমাণে করতেন। অম্রির আগে যাঁরা বাদশাহ্‌ ছিলেন তাদের চেয়েও তিনি বেশি গুনাহ্‌ করেছেন (আয়াত ১৫) এবং আহাব তাঁর পিতা অম্রির চেয়েও বেশি গুনাহ্‌ করেছেন। উত্তরের রাজ্যের রাজপরিবারে মন্দতা ক্রমেই যেন বেড়ে চলছিল। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের এক তৃতীয়াংশ জুড়েই রয়েছে কেবল আহাব এবং তাঁর দুই পুত্র, অহসিয় ও যোরামের ৩৪ বছর ব্যাপী শাসনামলের নেতিবাচক বিবৃতি। এই সময়কালে আল্লাহ্‌র রাজ্য (যার নেতৃত্ব সে সময় ছিলেন নবী ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা) এবং শয়তানের রাজ্যের মধ্যে সংঘাত চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।

১৬:৩১ ইৎবাল বাদশাহ্‌র কন্যা ঈষেবলকে বিয়ে করলেন। প্রথম শতাব্দীর ইহুদী ঐতিহাসিক যোসেফাস ইৎবালকে একজন ইমাম-বাদশাহ্‌ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, যিনি ৩২ বছর টায়ার ও সীদোন শাসন করেছিলেন। আহাব তাঁর পিতার শাসনামলেই ঈষেবলকে বিয়ে করেছিলেন (আয়াত ২৫ দেখুন)।

বাল। সম্ভবত মেলকার্ট, টায়ারে বাল দেবতার স্থানীয় পরিবর্তিত সংস্করণ। ইসরাইলে ঈষেবল এই দেবতার উপাসনা করা শুরু করে। সম্ভবত বাদশাহ্‌ আহাব তাঁর বিয়ের সময় থেকেই এই দেবতার উপাসনা করতে শুরু করেন। বাদশাহ্‌ আহাবের দুই পুত্রের নাম (অহসিয়, অর্থাৎ "মাবুদ ধারণ করেন"; যোরাম, অর্থাৎ "মাবুদ উচ্চীকৃত") এই ইঙ্গিত দেয় যে, আহাব মাবুদের এবাদত বিলুপ্ত করে বাল দেবতার উপাসনা করতে শুরু করেন নি, বরং তিনি একই সাথে উভয়ের সেবা করেছিলেন।

১৬:৩২ তিনি সামেরিয়াতে যে বাল-মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সামেরিয়াতে বাল দেবতার মন্দির নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাদশাহ্‌ আহাব আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর স্ত্রী ঈষেবলের অনুসৃত এই ফিনিশীয় দেবতার উপাসনার প্রচলন ঘটান, ঠিক যেভাবে বাদশাহ্‌ সোলায়মান জেরুশালেমে মাবুদের এবাদতখানা নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে বাদশাহ্‌ যেহূ এই মন্দির ও তার সমস্ত পবিত্র প্রস্তর (১৪:২৩ আয়াতের নোট দেখুন) ধ্বংস করে দিয়েছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ১০:২১-২৭)।

১৬:৩৩ আশেরা-মূর্তি। ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

ইসরাইলে যত বাদশাহ্‌ ছিলেন ... আরও বেশি করলেন। ৩০ আয়াতের নোট দেখুন। বাদশাহ্‌ আহাব তাঁর শাসনামলের শুরুতেই বাল দেবতার উপাসনা করাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দান করেছিলেন।

১৬:৩৪ জেরিকো নগর নির্মাণ করলো। এর অর্থ এই নয় যে, ইউসা কর্তৃক জেরিকো নগরী ধ্বংস হওয়ার পর তা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল (ইউসা ১৮:২১; কাজী ১:১৬; ৩:১৩; ২ শামু ১০:৫ আয়াত দেখুন), তবে নগরীটি দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না। আহাবের রাজত্বের সময়ে হীয়েল নগরীটির দেয়াল ও দ্বার পুনর্নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে নগরীটিকে সুরক্ষিত করেন (এ ধরনের পুনর্নির্মাণের আরও একটি ঘটনা দেখুন ৯:১৭ আয়াতে)। এতে করে কেনানীয়দের হাত থেকে ইসরাইলীয়দের হাতে কেনান দেশ তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে জেরিকোর ধ্বংসস্তূপ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মাবুদের ইচ্ছার লঙ্ঘন করা হল। ফলশ্রুতিতে হীয়েল ইউসা কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীকৃত বদদোয়ায় আক্রান্ত হল (ইউসা ৬:২৬)।

১৭:১ গিলিয়দ-প্রবাসীদের মধ্যবর্তী তিশ্‌বীয়। গিলিয়দের অবস্থান ছিল জর্ডান উপকূলের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকায়। তিশ্‌বীর সঠিক অবস্থান অজ্ঞাত, তবে মানচিত্র দেখে ধারণা নেওয়া যেতে পারে।

ইলিয়াস। নবী ইলিয়াসের নাম (যার অর্থ "মাবুদই আমার আল্লাহ্‌") ছিল তাঁর বার্তার সারসংক্ষিপ্ত রূপ (১৮:২১, ৩৯)।

BACIB
International Bible
CHURCH

আল্লাহ্‌ সেই জীবন্ত মাবুদের কসম, এই কয়েক
বছর শিশির কি বৃষ্টি পড়বে না; কেবল আমার
কথা অনুসারে পড়বে। ২ পরে তাঁর কাছে
মাবুদের এই কালাম নাজেল হল, ৩ তুমি এই
স্থান থেকে প্রস্থান করে পূর্ব দিকে যাও এবং
জর্ডানের সম্মুখস্থ করীৎ স্রোতের ধারে লুকিয়ে
থাক। ৪ সেই স্থানে তুমি স্রোতের পানি পান
করতে পাবে, আর আমি কাকদেরকে তোমার
খাদ্যদ্রব্য যোগাবার হুকুম দিয়েছি। ৫ তখন তিনি
গিয়ে মাবুদের কালাম অনুসারে কাজ করলেন,
জর্ডানের সম্মুখস্থ করীৎ স্রোতের ধারে গিয়ে
অবস্থিতি করলেন। ৬ আর কাকেরা তাঁর জন্য
খুব ভোরে রুটি ও গোশ্‌ত এবং সন্ধ্যাবেলাও
রুটি ও গোশ্‌ত এনে দিত; আর তিনি স্রোতের
পানি পান করতেন। ৭ কিছুকাল পরে দেশে বৃষ্টি
না হওয়াতে ঐ স্রোত শুকিয়ে গেল।

সারিফতের বিধবা

৮ পরে তাঁর কাছে মাবুদের এই কালাম
নাজেল হল, ৯ তুমি উঠ, সিডনের অন্তর্গত
সারিফতে গিয়ে সেখানে বাস কর; দেখ, আমি

আইউ ১২:১৫; লূক ৪:২৫।
[১৭:৩] ১বাদশাহ্‌ ১৮:৪, ১০; ইয়ার ৩৬:১৯, ২৬।
[১৭:৪] পয়দা ৮:৭।
[১৭:৬] হিজ ১৬:৮।
[১৭:৯] লূক ৪:২৬।
[১৭:১০] পয়দা ২৪:১৭; ইউ ৪:৭।

অত্যন্ত কঠোরভাবে কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে বাল দেবতার উপাসনা ও এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের বিরোধিতা করার জন্য তাঁকে আল্লাহ্‌ প্রেরণ করেছিলেন।

আমি যাঁর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান। আক্ষরিক অর্থে “আমি যাঁর সেবা করি”। এই কথার মধ্য দিয়ে সাধারণত কোন বাদশাহ্‌ বা শাসকের সেবা করার কথা বোঝানো হয়ে থাকে। ইসরাইলে বাদশাহ্‌ ও ইমামদেরকে মাবুদেরকে আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিসেবে অভিষেক প্রদান করা হতো; কারণ স্বয়ং মাবুদ আল্লাহ্‌ ছিলেন ইসরাইলের সর্ব মহান শাসনকর্তা। এই অভিষিক্ত ইমাম ও বাদশাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে মাবুদের প্রতি বিশ্বস্ততায় পরিচালনা দান করতেন এবং মাবুদের সাথে সম্পাদিত নিয়মের সমস্ত পরিচর্যা ও তাঁর দোয়া তাদের প্রতি অবিরত রাখতেন। ইয়ারাবিমের সময়কাল থেকে উত্তরের রাজ্যে আর এ ধরনের ইমামগণ ছিলেন না (১২:৩১) এবং এর বাদশাহ্‌গণও প্রত্যেকে মাবুদের প্রতি অবিশ্বস্ত ছিলেন। বাদশাহ্‌ আহাব বাল দেবতার উপাসনার আনুষ্ঠানিক প্রচলন ঘটনার মধ্য দিয়ে এই ধর্মীয় সঙ্কটাবস্থাকে আরও গুরুতর করে তোলার কারণে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য (বাদশাহ্‌ ও ইমামের বদলে) প্রথমে নবী ইলিয়াসকে এবং এর পরে নবী আল-ইয়াসাকে প্রেরণ করেন, যেভাবে তিনি অনেক কাল আগে মূসাকে প্রেরণ করেছিলেন। বাদশাহ্‌নামা কিতাবের রচয়িতা ইলিয়াস ও মূসার পরিচর্যা কাজের মধ্যে বহু সাদৃশ্য চিহ্নিত করেছেন।

শিশির কি বৃষ্টি পড়বে না। এই খরা শুধুমাত্র মাবুদের অবাধ্য হয়ে মূর্তিপূজার দিকে ঝুঁকে পড়া একটি জাতির প্রতি বেহেশতী শাস্তিই ছিল না, বরং সেই সাথে তা প্রকাশ করেছে, যে বাল দেবতাকে উর্বরতার দেবতা ও বৃষ্টিযুক্ত মেঘের প্রভু বলে ভাবা হতো সে বৃষ্টি প্রদানের জন্য আসলে কতটা শক্তিহীন (লেবীয় ২৬:৩-৪; ইয়ার ১৪:২২; হোসিয়া ২:৫; জাকা ১০:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:৩ এই স্থান থেকে প্রস্থান করে। এই আদেশের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর দেশ ও তাঁর জাতির কাছ থেকে তাঁর নবীকে সরিয়ে নিলেন যেন তারা তাঁর কালাম ও তাঁর দোয়া থেকে দূরে সরে যায়। নবীর অনুপস্থিতি আল্লাহ্‌র বিচার ও শাস্তি সুনিশ্চিত করেছিল।

করীৎ স্রোতের ধারে। জর্ডানের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি খাল। সম্ভবত এটি জর্ডান উপত্যকায় গিয়ে মিশেছিল (মানচিত্র দেখুন)।

১৭:৪ কাকদেরকে তোমার খাদ্যদ্রব্য যোগাবার হুকুম দিয়েছি। মাবুদের বিশ্বস্ত গোলাম ইলিয়াস অলৌকিকভাবে জর্ডানের মরুভূমিতে বসবাস করে জীবন ধারণ করেছিলেন (মূসার সময়ে যেভাবে ইসরাইল মরু-প্রান্তরে দিন কাটিয়েছিল), যেখানে ইসরাইল তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছিল – বাল দেবতার প্রতি ইসরাইল জাতির নির্ভর করার শাস্তির এক প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য এই ঘটনা। নবী ইলিয়াস তাঁর নিজ লোকদের মধ্যে বাস না করেও যে অলৌকিকভাবে বেঁচে ছিলেন এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র কালাম মানুষের উপরে নির্ভর করে না, বরং মানুষই আল্লাহ্‌র কালামের উপরে নির্ভর করে।

কাক। এরা মূলত মাঠে বা উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা মৃত পাখি ও পশুর দেহাবশেষ খেয়ে বেঁচে থাকত। যেহেতু তারা যেখানে কোন মৃতদেহ পেত সেখানেই তা খেত, সে কারণে নবী ইলিয়াসের অবস্থানের উপরে এক দল কাক উড়তে থাকার অর্থ স্থানটিকে আরও সুরক্ষিত করে তোলা। কাজেই এ ধরনের স্বভাব বিশিষ্ট পাখির মধ্য দিয়ে খাবার পরিবহন করা অত্যন্ত অলৌকিক একটি ঘটনাই বটে।

১৭:৬ গোশ্‌ত। যেহেতু কাক খাওয়া যেত না (লেবীয় ১১:১৫; দ্বি.বি. ১৪:১৪) এবং তারা যে মাংস খেত সেটা খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ৭:২৪; দ্বি.বি. ১৪:২১; ইহি ৪:১৪), সে কারণে এখানে “গোশ্‌ত” বলতে আসলে কী ধরনের উৎস থেকে আনা মাংস বোঝানো হয়েছে তা আজও রহস্যাবৃত।

খুব ভোরে ... এবং সন্ধ্যাবেলাও। প্রতি দিন মাংস খাওয়া, এমন কি দিনে দুই বেলা মাংস খাওয়া সাধারণ মানুষের কাছে কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। তারা মাংস খেত বিশেষ কোন উৎসব বা ঘটনাকে উদযাপন করার জন্য। অপরদিকে বাদশাহ্‌দের টেবিলে প্রতি দিনই মাংস থাকত (১ বাদশাহ্‌ ৪:২৩)। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, সে সময় মাবুদের গোলাম ইলিয়াস মাবুদের ভোজের টেবিলে বসে প্রতি দিন আহার করেছেন (হিজ ২৯:৩৮-৪১; শুমারী ২৮:৪-৮; ২ বাদশাহ্‌ ৪:৪২ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ১ বাদশাহ্‌ ১৮:১৯ দেখুন যেখানে ইলিয়াস সেই সমস্ত নবীদের কথা বলেছেন যারা ঈষেবলের টেবিলে ভোজন করে), অপরদিকে স্বধর্মত্যাগী ইসরাইলীয়রা ক্ষুধায় কষ্ট পেয়েছে।

১৭:৯ সিডনের অন্তর্গত সারিফত। টায়ার ও সীদোনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি উপকূলীয় নগর, যা শাসন করতেন ঈষেবলের পিতা ইৎবাল (১৬:৩১)। ইলিয়াসকে ইসরাইল দেশ ত্যাগ করে সেই স্থানে গিয়ে বসবাস করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেখানে বাল দেবতার উপাসনার সূত্রপাত এবং যেখান থেকে ইসরাইল দেশে এর প্রসার ঘটেছে। আমি সেখানে এক জন বিধবাকে তোমার খাদ্যদ্রব্য যোগাবার হুকুম দিয়েছি। আল্লাহ্‌র কালামের বাহক হিসেবে ইলিয়াসকে এখন মানুষের হাতের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে, কিন্তু সেই হাত ছিল ক্ষুধায় কষ্ট পেতে থাকা এক গরীব বিধবার (আয়াত ১২)। সে আল্লাহ্‌র নিজের লোকদের মধ্যকার কেউ ছিল না (লূক ৪:২৫-২৬ দেখুন)। বস্তুত সে ছিল তৎকালীন পৌত্তলিক জাতির একজন (আগেকার মিসর এবং পরবর্তী সময়কার ব্যাবিলনের

সেখানে এক জন বিধবাকে তোমার খাদ্যদ্রব্য
যোগাবার হুকুম দিয়েছি। ১০ তখন তিনি
সারিফতে যাত্রা করলেন; আর যখন সেই নগরের
দ্বারে উপস্থিত হলেন, দেখ, সেই স্থানে এক জন
বিধবা কাঠ কুড়াচ্ছে। তিনি তাকে ডেকে
বললেন, আরজ করি, তুমি একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ
পানি আন, আমি পান করবো। ১১ সে স্ত্রীলোকটি
তা আনতে যাচ্ছে, ইতোমধ্যে তিনি তাকে ডেকে
বললেন, আরজ করি, আমার জন্য এক খণ্ড রুটি
হাতে করে এনো। ১২ সে বললো, তোমার
আল্লাহ্‌ জীবন্ত মাবুদের কসম, আমার ঘরে একটি
পিষ্টকও নেই; কেবল জালায় এক মুষ্টি ময়দা ও
ভাঁড়ে কিঞ্চিৎ তেল আছে, আর দেখ, আমি কিছু
কাঠ কুড়াচ্ছি, তা নিয়ে গিয়ে আমার ও আমার
ছেলেটির জন্য তা পাক করবো; পরে আমরা তা
খেয়ে মরবো। ১৩ ইলিয়াস তাকে বললেন, ভয়
করো না; যা বললে, তা কর গিয়ে কিন্তু প্রথমে
তা থেকে আমার জন্য একটি ক্ষুদ্র পিঠা প্রস্তুত
করে আন; পরে তোমার ও ছেলেটির জন্য প্রস্তুত
করো। ১৪ কেননা ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই
কথা বলেন, যেদিন পর্যন্ত মাবুদ ভূতলে বৃষ্টি না
দেন, সেদিন পর্যন্ত তোমার ময়দার জালা শূন্য
হবে না ও তেলের ভাঁড় শুকিয়ে যাবে না।

[১৭:১২] ২বাদশাহ্‌ ৪:২।
[১৭:১৮] লূক ৫:৮।
[১৭:২০] ২বাদশাহ্‌ ৪:৩৩।
[১৭:২১] ২বাদশাহ্‌ ৪:৩৪; প্রেরিত ২০:১০।

১৫ তাতে সে গিয়ে ইলিয়াসের কথা অনুসারে
কাজ করলো; আর সে এবং ইলিয়াস এবং সেই
স্ত্রীলোকের পরিজন অনেক দিন পর্যন্ত ভোজন
করলো। ১৬ মাবুদ ইলিয়াসের মাধ্যমে যে কালাম
বলেছিলেন, সেই অনুসারে ঐ ময়দার জালা শূন্য
হল না ও তেলের ভাঁড়ও শুকাল না।

বিধবার পুত্রের জীবন দান

১৭ এসব ঘটনার পরে সেই স্ত্রীলোকের, সেই
গৃহকর্ত্রীর পুত্র অসুস্থ হল এবং তার অসুস্থতা
এমন ভীষণ হল যে, তার শরীরে আর শ্বাসবায়ু
রইলো না। ১৮ তখন স্ত্রীলোকটি ইলিয়াসকে
বললো, হে আল্লাহ্‌র লোক, আপনার সঙ্গে
আমার কি কাজ? আপনি আমার অপরাধ স্মরণ
করাতে ও আমার পুত্রকে মেরে ফেলতে আমার
এখানে এসেছেন। ১৯ তিনি তাকে বললেন,
তোমার পুত্রটি আমাকে দাও। পরে তিনি তার
কোল থেকে ছেলেটিকে নিয়ে উপরে তাঁর
থাকবার কুঠরীতে গিয়ে তাঁর নিজের বিছানায়
শুইয়ে দিলেন। ২০ আর তিনি মাবুদকে ডেকে
বললেন, হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্‌, আমি যে
বিধবার বাড়িতে প্রবাস করছি তুমি কি তার
পুত্রকে মেরে ফেলে তার উপরে অমঙ্গল উপস্থিত
করলে? ২১ পরে তিনি বালকটির উপরে তিনবার

মত), যারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করেছিল।

১৭:১০ তখন তিনি সারিফতে যাত্রা করলেন। মাবুদের উপরে ইলিয়াসের নির্ভরতা ইসরাইলের সেই কাঙ্ক্ষিত ঈমান প্রকাশ করেছিল, যা তাদের জীবনে দেখা দেওয়াটা খুব প্রয়োজন ছিল।

১৭:১২ তোমার আল্লাহ্‌ জীবন্ত মাবুদের কসম। মাবুদের নাম উচ্চারণ করে কসম খাওয়ার অর্থ হচ্ছে, হয় সে ইলিয়াসকে দেখে একজন ইসরাইলীয় হিসেবে চিনতে পেরে সাধারণভাবে তাঁকে এই সম্বোধন করেছিল (৫:৭; ১০:৯ আয়াতের নোট দেখুন), কিংবা ইসরাইলের আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সে আগে থেকেই জানত এবং তাঁর প্রতি সে এভাবেই ভক্তি প্রদর্শন করেছিল।

১৭:১৩ প্রথমে তা থেকে আমার জন্য একটি ক্ষুদ্র পিঠা ... পরে তোমার ও ছেলেটির জন্য প্রস্তুত করো। একজন নবী হিসেবে ইলিয়াসের মুখের কথা ছিল স্বয়ং আল্লাহ্‌র হুকুম। বিধবা মহিলাটির বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন ছিল তার সবটুকু আল্লাহ্‌র কালামের বাহককে দিতে আদেশ করা হয়েছিল। যা কিছু আছে তা সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করা ছিল ইসরাইল জাতির সাথে সম্পাদিত নিয়মের মূল বিষয়বস্তু, যা পালন করতে ইসরাইল জাতি ব্যর্থ হয়েছিল।

১৭:১৪ ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা বলেন। নবী ইলিয়াস বিধবা মহিলাটিকে বলতে পেরেছিলেন "ভয় করো না" (আয়াত ১৩), কারণ আল্লাহ্‌র সাথে স্থাপিত নিয়মের ওয়াদা ব্যতিত কখনোই নিয়মের অধীন রহমত পূর্ণ করা হয় না। মাবুদ যতটুকু দেওয়ার জন্য ওয়াদা করেন তার চেয়ে বেশি মানুষের কাছ থেকে চান না।

১৭:১৫ সে গিয়ে ইলিয়াসের কথা অনুসারে কাজ করলো। ঈমানের কাজের মধ্য দিয়ে এই নারী তার প্রতি ওয়াদাকৃত দোয়ার চেয়ে আরও বেশি দোয়া ও রহমত লাভ করল। ইসরাইল জাতি মাবুদের নিয়ম ত্যাগ করে তাদের সমৃদ্ধির জন্য বাল দেবতা ও আশেরা দেবীকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু এই পৌত্তলিক জাতির মধ্যেও একজন বিধবা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি বাধ্য থাকাটাই জীবনের প্রধান পাথেয়।

১৭:১৬ ময়দার জালা শূন্য হল না। আল্লাহ্‌ অলৌকিকভাবে এই ন-ইসরাইলীয় নারীর জন্য খাবার যুগিয়েছিলেন, কারণ তিনি মাবুদের কালাম অনুসারে বিশ্বস্ত থেকেছেন এবং সে অনুসারে তার জীবন পরিচালনা করেছেন। প্রতিজ্ঞাত দেশে অবস্থানরত তাঁর অবিশ্বস্ত লোকদেরকে আল্লাহ্‌ দুর্ভিক্ষ ও খরার মধ্যে রেখে কষ্ট দিলেও এই বিশ্বস্ত ও ঈমানদার বিধবাটিকে তিনি বেহেশত থেকে "মান্না" দিয়েছিলেন। দ্বি.বি. ৩২:২১ আয়াতের সাবধানবাণী এখানে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে (রোমীয় ১০:১৯; ১১:১১,১৪)।

১৭:১৮ আপনি আমার অপরাধ স্মরণ করাতে ও আমার পুত্রকে মেরে ফেলতে আমার এখানে এসেছেন। বিধবা মহিলাটি এই কথা ভেবেছিল যে, ইলিয়াস তার গৃহে অবস্থান করার কারণে আল্লাহ্‌ তার সমস্ত গুনাহ্‌ নজরে এনেছেন এবং সে কারণে এই গুনাহ্‌র শাস্তি হিসেবে এখন তার ছেলেটি মারা যাবে। যদিও তার গুনাহ্‌র প্রতি অনুশোচনার পেছনে পৌত্তলিক চিন্তা চেতনা কাজ করেছেন, তথাপি সেই মহিলা ও নবী ইলিয়াসের মনে একই প্রশ্ন জেগেছিল: যে আল্লাহ্‌ জীবন দানের ওয়াদা করেছেন তিনিই কেন মৃত্যু নিয়ে আসছেন?

১৭:২১ বালকটির উপরে তিনবার তাঁর শরীর লম্বমান করে। এখানে শরীরের সংস্পর্শে আসার কারণ হচ্ছে নবী ইলিয়াসের দেহ থেকে বালকটির দেহে উত্তাপ ও শক্তি প্রবাহিত করা। তবে ইলিয়াসের মুনাজাতে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি তাঁর মুনাজাতের উত্তর হিসেবে বালকটির জীবন ফিরে পেতে চান, তাঁর এই স্পর্শের ফল হিসেবে নয়।

BACIB International Bible CHURCH

ইলিয়াস

ইলিয়াস নামের অর্থ, ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ যার আল্লাহ্‌। তাঁকে তিশ্‌বীয় ইলিয়াস নামেও ডাকা হয় (১ বাদশাহ্‌ ১৭:১)। তিনি মাবুদের কালাম বাদশাহ্‌ আহাবকে জানান। আহাবের কাছে এই সংবাদটি দেওয়ার সময় তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত জর্ডানের তীরে ছোট করীৎ নদীর পাশে একটি গোপন স্থানে ছিলেন, যেখানে দাঁড়কাক তাঁকে খাবার এনে দিত। যখন নদীটি শুকিয়ে যায় তখন মাবুদ তাঁকে সিডনের সারিফত গ্রামের এক বিধবার কাছে পাঠান। সেই দরিদ্র বিধবার ঘরের অবশিষ্ট খাবারে আল্লাহ্‌ বরকত দান করার ফলে তিনি দুই বছর সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে কাটান। সেই সময় বিধবাটির পুত্র মারা গেলে হযরত ইলিয়াস তাকে জীবন দান করেন (১ বাদশাহ্‌ ১৭:২-২৪)। এই দুই বছরের খরায় সে দেশে চরম দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ওবদিয় ছিলেন বাদশাহ্‌ আহাবের একজন রাজকর্মচারী, তিনি পশুচারণ ভূমিতে হযরত ইলিয়াসের খোঁজ করেন। হযরত ইলিয়াস তার সাথে দেখা করে তাকে বাদশাহ্‌ আহাবের কাছে তাঁর খোঁজ পাওয়ার খবর দিতে বলেন। বাদশাহ্‌ আহাব ইলিয়াসকে অভিযোগ করে বলেন যে, তিনি ইসরাইলে দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছেন। তখন এই প্রস্তাব করা হলঃ তারা উভয়ে লোকদের সামনে কোরবানী উৎসর্গ করে দেখাবেন মাবুদ কে, বাদশাহ্‌র বাল-দেবতা নাকি হযরত ইলিয়াসের আল্লাহ্‌ এবং কার কোরবানী মাবুদ গ্রহণ করেন। যার কোরবানী গৃহীত হবে তার মাবুদ সত্য। কিন্তু কর্মিল পাহাড়ে প্রমাণ হয় যে, ইলিয়াসের মাবুদই সত্য আল্লাহ্‌। সেই সময়ে লোকেরা বাল-দেবতার পুরোহিতদের হত্যা করে। তাঁর এই কাজের জন্য তাঁকে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়। তিনি রাণী ঈষেবলের হুমকিতে সেখান থেকে পালিয়ে একা একা সারাদিন হেঁটে প্রান্তরে চলে যান এবং একটি জলপাই গাছের নিচে নিরাশ হয়ে বসে পড়েন। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে এক ফেরেশতা তাঁকে ডেকে বলেন, "ওঠো, খেয়ে নাও।" খাবারগুলো খেয়ে তিনি নির্জন প্রান্তরে ৪০ দিন ও ৪০ রাত হাঁটার পর হোরেব, যাকে আল্লার পর্বত বলে, সেই পর্বতের গুহায় থাকলেন। মাবুদ সেখানে তাঁর কাছে এসে বলেন, "কি করছো ইলিয়াস?" তাঁর নিরাশা ভরা উত্তর শুনে মাবুদ তাঁকে দামেস্কে ফিরে গিয়ে সিরিয়ার বাদশাহ্‌ হসায়েল, ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যেহূ ও হযরত আল-ইয়াসাকে নবীর পদে অভিষেক করার জন্য নির্দেশ দেন।

এর কয়েক বছর পর তাঁকে বেহেশতে তুলে নেওয়ার সময় এসেছে বলে তিনি জানান (২ বাদশাহ্‌ ২:১-১২)। তিনি গিল্‌গলে নবীদের একটি ধর্মশালায় নেমে যান। হযরত আল-ইয়াসা হযরত ইলিয়াসকে ছেড়ে যেতে চাইলেন না। ফলে তাঁরা দুজনে বেথেল ও জেরিকোর মধ্যবর্তী স্থানে জর্ডান নদী পার হওয়ার জন্য এলে নদীর পানি সরে দুই ভাগ হয়ে যায়। তারা হযরত ইলিয়াসের পুরানো জায়গা গিলিয়দের সীমান্তে আসেন। তারা কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ করে মাবুদের সৈন্যদের জ্বলন্ত রথ হযরত ইলিয়াসকে তুলে নিলে তাঁরা আলাদা হয়ে যান এবং তিনি সেই ঘূর্ণায়মান বাতাসে বেহেশতে চলে যান। ঘটনাটি আল-ইয়াসার মনে দাগ কাটে, তিনি বুঝতে পারেন হযরত ইলিয়াস আল্লাহ্‌র বিশেষ নবী ছিলেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- বনি-ইসরাইলীয়দের মধ্যে একজন বিখ্যাত ও নাটকীয় নবী ছিলেন।
- তিন বছরের দুর্ভিক্ষের শুরুর ও শেষের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।
- মৃত বালককে জীবন দিয়ে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য আল্লাহ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিলেন।
- ঈসা মসীহের উজ্জ্বল চেহারায় রুপান্তরিত হবার সময়ে মূসার সঙ্গে তিনিও সেখানে ছিলেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তিনি একাকী কাজ করতে পছন্দ করতেন ও সেজন্য পৃথক থাকা ও একাকীত্বই ছিল তাঁর সঙ্গী।
- ইষেবলের হুমকীর কারণে ভয় পেয়ে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আমরা যখন আত্মিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করি তখনই আমরা বড় রকমের পরাজয়ের সম্মুখিন হই।
- আমরা যতই নিজেদের একাকী ভাবি না কেন, আল্লাহ্‌ সব সময়ই আমাদের সঙ্গে থাকেন।
- আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে জোরে কথা বলার চেয়ে কানের কাছে ধীরে ধীরেই বেশী কথা বলেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** গিলিয়দ;
- **কাজ:** আল্লাহ্‌র নবী;
- **সমসাময়িক:** আহাব, ইষেবেল, ওবদিয়, যেহূ, হসায়েল, আল-ইয়াসা।

মূল আয়াত: "পরে বিকাল বেলা কোরবানী সময়ে ইলিয়াস নবী কাছে এসে বললেন, হে মাবুদ, ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইসরাইলের আল্লাহ্‌, আজ জানিয়ে দাও যে, ইসরাইলের মধ্যে তুমিই আল্লাহ্‌ এবং আমি তোমার গোলাম ও তোমার কালাম অনুসারেই এসব কাজ করলাম। হে মাবুদ, আমাকে উত্তর দাও, আমাকে উত্তর দাও; যেন এই লোকেরা জানতে পারে যে, হে মাবুদ, তুমিই আল্লাহ্‌ এবং তুমিই এদের অন্তর ফিরিয়ে এনেছ। তখন উপর থেকে মাবুদের আগুন পড়লো এবং পোড়ানো-কোরবানী, কাঠ, পাথর ও ধূলি গ্রাস করলো এবং প্রণালীস্থিত পানিও চেটে খেল" (১বাদশাহ্‌ ১৮:৩৬-৩৮)।

১ বাদশাহ্‌ ১৭:১ - ২বাদশাহ্‌ ২:১১ আয়াতে তাঁর কাহিনী বর্ণিত আছে। এছাড়া ২ খান্দান ২১:১২-১৫; মালাখী ৪:৫,৬; মথি ১১:১৪; লূক ১:১৭; ইউহোন্না ১:১৯-২৫; রোমীয় ১১:২-৪; ইয়াকুব ৫:১৭, ১৮ আয়াতেও তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

তাঁর শরীর লম্বমান করে মাবুদকে ডেকে বললেন,
হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্‌, আরজ করি, এই
বালকের মধ্যে প্রাণ ফিরে আসুক। ২২ তখন
মাবুদ ইলিয়াসের কথায় কান দিলেন, তাতে
বালকটির প্রাণ তার মধ্যে ফিরে এল, সে
পুনর্জীবিত হল। ২৩ পরে ইলিয়াস বালকটিকে
নিয়ে উপরিস্থ কুঠরী থেকে বাড়ির মধ্যে নেমে
গিয়ে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন; আর
ইলিয়াস বললেন, দেখ, তোমার পুত্র জীবিত।
২৪ তাতে সেই স্ত্রী ইলিয়াসকে বললো, এখন
আমি জানতে পারলাম, আপনি আল্লাহ্‌র লোক
এবং মাবুদের যে কালাম আপনার মুখে আছে,
তা সত্যি।

হযরত ইলিয়াস ও আল্লাহ্‌ভক্ত ওবদিয়

১৮ ১ অনেক দিনের পরে, বৃষ্টি না হওয়ার
তৃতীয় বছরে, ইলিয়াসের কাছে
মাবুদের এই কালাম উপস্থিত হল, তুমি গিয়ে
আহাবকে দেখা দাও; পরে আমি ভূতলে বৃষ্টি
প্রেরণ করবো। ২ তাতে ইলিয়াস আহাবকে দেখা
দিতে গেলেন। সেই সময় সামেরিয়ায় ভারী
দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ৩ আর আহাব রাজপ্রাসাদের
নেতা ওবদিয়কে ডাকলেন। ওবদিয় মাবুদকে
অতিশয় ভয় করতেন; ৪ আর যে সময়ে ঈষেবল
মাবুদের নবীদেরকে উচ্ছেদ করছিল, সেই সময়ে
ওবদিয় এক শত নবীকে নিয়ে পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন
করে গহ্বরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর

[১৭:২৩] ইব ১১:৩৫।
[১৭:২৪] ইউ ১৬:৩০।
[১৭:২৪] ১বাদশাহ্‌ ২২:১৬; জবুর ১১৯:৪৩; ইউ ১৭:১৭।
[১৮:১] ১বাদশাহ্‌ ১৭:১; লূক ৪:২৫।
[১৮:২] লেবীয় ২৬:২৬।
[১৮:৩] নহি ৭:২।
[১৮:৪] ১বাদশাহ্‌ ১৭:৩; ইশা ১৬:৩; ২৫:৪; ৩২:২; ওব ১:১৪।
[১৮:৫] ইয়ার ১৪:৩।
[১৮:৭] ২বাদশাহ্‌ ১:৮; জাকা ১৩:৪।
[১৮:১০] ১বাদশাহ্‌ ১৭:৩।

তিনি খাবার ও পানি দিয়ে তাদেরকে প্রতিপালন
করতেন। ৫ আহাব ওবদিয়কে বললেন, দেশের
মধ্যে যত পানির ফোয়ারা ও স্রোতমার্গ আছে,
তুমি সেগুলোর কাছে যাও; হয় তো আমরা কিছু
ঘাস পেতে পারি এবং তাতে ঘোড়া ও
খচ্চরগুলোর প্রাণ রক্ষা হবে, নতুবা সমস্ত পশু
হারাতে হবে। ৬ আর তাঁরা দেশে পরিভ্রমণ
করার জন্য তাদের মধ্যে দেশ দু'ভাগ করে
নিলেন; আহাব স্বতন্ত্র এক পথে গেলেন এবং
ওবদিয় স্বতন্ত্র অন্য পথে গেলেন।
৭ ওবদিয় পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে
দেখ, ইলিয়াস তাঁর সম্মুখে উপস্থিত; তখন
ওবদিয় তাঁকে চিনতে পেরে ভূমিতে উবুড় হয়ে
পড়ে বললেন, আপনি কি আমার প্রভু ইলিয়াস?
৮ জবাবে তিনি বললেন, আমি সেই; যাও,
তোমার প্রভুকে বল, দেখুন ইলিয়াস উপস্থিত।
৯ তিনি বললেন, আমি কি গুনাহ্‌ করলাম যে,
আপনি আপনার গোলাম আমাকে হত্যা করার
জন্য আহাবের হাতে তুলে দিতে চান?
১০ আপনার আল্লাহ্‌ জীবন্ত মাবুদের কসম, এমন
কোন জাতি কি রাজ্য নেই, যার কাছে আমার
প্রভু আপনার সন্ধানে দূত পাঠান নি; আর যখন
তারা বললো, সে ব্যক্তি নেই; তখন তারা
আপনাকে পায়নি বলে তিনি সেসব রাজ্যের ও
জাতির লোকদেরকে শপথও করিয়েছেন।
১১ এখন আপনি বলছেন, যাও, তোমার প্রভুকে

এই বালকের মধ্যে প্রাণ ফিরে আসুক। ইব্রাহিমের মত ঈমান অন্তরে ধারণ করে (রোমীয় ৪:১৭; ইব ১১:১৯), ইলিয়াস মুনাজাত করেছেন যেন বালকটির দেহে জীবন ফিরে আসে, যেন এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা ও তাঁর কালামের সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

১৭:২২ বালকটির প্রাণ তার মধ্যে ফিরে এল। পাক-কিতাবে মৃতকে জীবন দানের সর্ব প্রথম ঘটনা। ন-ইসরাইলীয় এই নারীটিকে এমন মহা রহমত লাভের প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তার মৃত ছেলেটিকে জীবন দান করা হয়েছিল, যে ছেলেটি ছিল তার বেঁচে থাকার একমাত্র আশা (২ বাদশাহ্‌ ৪:১৪; রূত ১:১১-১২; ৪:১৫-১৭; লূক ৭:১২)।

১৭:২৪ আপনি আল্লাহ্‌র লোক। ১ শামু ২:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। এর আগেও বিধবা মহিলাটি নবী ইলিয়াসকে আল্লাহ্‌র লোক বলে সম্বোধন করেছিল (আয়াত ১৮), কিন্তু এবার সে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছে যে, তিনি সত্যিই আল্লাহ্‌ কাছ থেকে আগত একজন নবী (১২:২২ আয়াতের নোট দেখুন)। মাবুদের যে কালাম আপনার মুখে আছে, তা সত্যি। আল্লাহ্‌ এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ফিনিশীয় মহিলাটিকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করলেন যে, তাঁর কালাম সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য। মহিলাটি যে কথা নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীকার করেছিল সেই কথাটির আল্লাহ্‌র নিজ মনোনীত জাতির লোকেরা অগ্রাহ্য করেছিল।

১৮:১ তৃতীয় বছরে। বৃষ্টি না হওয়ার, তথা দুর্ভিক্ষের তৃতীয় বছর। পরবর্তী সময়ে ইহুদী জাতির বিভিন্ন ইতিহাস পুস্তক থেকে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষটি সারে তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল (লূক ৪:২৫; ইয়াকুব ৫:১৭), কিন্তু তবে সংক্ষেপে একটি প্রতীকী সংখ্যা উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে এখানে দুর্ভিক্ষের স্থায়িত্ব কমিয়ে বলা হয়েছে (সাত বছরের অর্ধেক; পয়দা ৪১:১৭; ২ বাদশাহ্‌ ৮:১ আয়াত দেখুন)। তুমি গিয়ে আহাবকে দেখা দাও; পরে আমি ভূতলে বৃষ্টি প্রেরণ করবো। ইসরাইলের অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের কারণে ইলিয়াস ফিরে আসেন নি, বরং তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে ফিরে এসেছেন, যিনি তাঁর অসীম অনুগ্রহের দ্বারা নিজেকে নতুন ভাবে তাঁর লোকদের কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

১৮:৩ ওবদিয়। পুরাতন নিয়মের যুগে খুব প্রচলিত একটি নাম, যার অর্থ "মাবুদের গোলাম।"

রাজপ্রাসাদের নেতা। ৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:৫ আহাব ওবদিয়কে বললেন। এই দুর্ভিক্ষের কারণে আহাব অনুতাপ করে নি (এর সাথে বাদশাহ্‌ দাউদের শাসনামলে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের সময় আহাবের অনুতাপের তুলনা করুন, ২ শামু ২১:১)। কিন্তু যখন তাঁর সামরিক শক্তি বিশৃঙ্খল হয়ে ভেঙ্গে যেতে শুরু করল, তখন তিনি খাবার ও পানির জন্য সারা দেশ চষে ফেলতে শুরু করলেন (১০:২৬ আয়াত দেখুন; আশেরীয় বাদশাহ্‌ তৃতীয় শালমানেসারের কর্ম বৃত্তান্ত অনুসারে আহাব তার বিরুদ্ধে ২,০০০ রথ নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন)।

১৮:৮ তোমার প্রভুকে বল, দেখুন ইলিয়াস উপস্থিত। এই ঘটনার মাধ্যমে ওবদিয়ের সাথে ইলিয়াসের প্রত্যক্ষ সংযোগ জন সমক্ষে প্রকাশ পেল। কিন্তু এর আগ পর্যন্ত ঈষেবলের আদেশে ওবদিয় নবীদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করতেন (আয়াত ৪, ১৩ দেখুন)।

বল, দেখুন, ইলিয়াস উপস্থিত। ১২ আর আমি
আপনার কাছ থেকে গেলেই মাবুদের রূহ্‌ আমার
অজ্ঞাত কোন স্থানে আপনাকে নিয়ে যাবেন,
তাতে আমি গিয়ে আহাবকে সংবাদ দিলে যদি
তিনি আপনার উদ্দেশ না পান, তবে আমাকে
হত্যা করবেন; কিন্তু আপনার গোলাম আমি
বাল্যকাল থেকে মাবুদকে ভয় করে আসছি।
১৩ ঈষেবল যখন মাবুদের নবীদেরকে হত্যা
করছিলেন, তখন আমি যা করেছিলাম, তা কি
আমার প্রভু শোনেন নি? আমি পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন
করে মাবুদের এক শত নবীকে গহ্বরে লুকিয়ে
রেখে খাবার ও পানি দিয়ে প্রতিপালন করেছি।
১৪ আর এখন আপনি বলছেন, যাও, তোমার
প্রভুকে বল, দেখুন, ইলিয়াস উপস্থিত; তিনি তো
আমাকে হত্যা করবেন। ১৫ ইলিয়াস বললেন,
আমি যাঁর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, সেই বাহিনীগণের
জীবন্ত মাবুদের কসম, আমি আজ অবশ্য তাঁকে
দেখা দেব।

কর্মিল পর্বতে হযরত ইলিয়াস

১৬ তখন ওবদিয় আহাবের সঙ্গে সাক্ষাত
করতে গেলেন ও তাঁকে সংবাদ দিলেন; তাতে
আহাব ইলিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।
১৭ ইলিয়াসের দেখা পাওয়ামাত্র আহাব তাঁকে
বললেন, হে ইসরাইলের কাঁটা, এ কি তুমি?
১৮ ইলিয়াস বললেন, আমি ইসরাইলের কাঁটা নই,
কিন্তু আপনি ও আপনার পিতৃকুল ইসরাইলের
কাঁটা; কেননা আপনারা মাবুদের সমস্ত হুকুম
ত্যাগ করেছেন এবং আপনি বালদেবদের
অনুগামী হয়েছেন। ১৯ এখন লোক পাঠিয়ে সমস্ত
ইসরাইলকে কর্মিল পর্বতে আমার কাছে
জমায়েত করুন এবং বালের নবী সেই চার শত
পঞ্চাশজন ও আশেরার নবী সেই চারশো-
জনকেও উপস্থিত করুন, যারা ঈষেবলের সঙ্গে
একই মেজে ভোজন করে থাকে।
২০ তাতে আহাব সমস্ত বনি-ইসরাইলের কাছে
লোক পাঠালেন এবং সেই নবীদেরকে কর্মিল
পর্বতে একত্র করলেন। ২১ পরে ইলিয়াস সমস্ত
লোকের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা
কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে থাকবে? মাবুদ
যদি আল্লাহ্‌ হন, তবে তাঁর অনুগামী হও; আর
বাল যদি আল্লাহ্‌ হয়, তবে তাঁর অনুগামী হও।
কিন্তু লোকেরা তাঁকে কোন জবাব দিল না।
২২ তখন ইলিয়াস লোকদেরকে বললেন, আমি,
কেবল একা আমিই, মাবুদের নবী অবশিষ্ট
আছি; কিন্তু বালের নবীরা চার শত পঞ্চাশ জন
আছে। ২৩ আমাদেরকে দু'টি ষাঁড় দেওয়া হোক;
তারা তাদের জন্য একটি ষাঁড় মনোনীত করুক
ও খণ্ড খণ্ড করে কাঠের উপরে রাখুক, কিন্তু
তাতে আগুন না দিক; পরে আমি অন্য ষাঁড়টি
প্রস্তুত করে কাঠের উপরে রাখবো, কিন্তু তাতে
আগুন দেব না। ২৪ পরে তোমরা তোমাদের
দেবতার নামে ডেকো এবং আমি মাবুদের নামে

[১৮:১২] ২বাদশাহ্‌ ২:১৬; ইহি ৩:১৪; প্রেরিত ৮:৩৯।
[১৮:১৭] ইউসা ৭:২৫; ১শামু ১৪:২৯; ১বাদশাহ্‌ ২১:২০; ইয়ার ৩৮:৪।
[১৮:১৮] ১বাদশাহ্‌ ১৬:৩১, ৩৩; ২১:২৫।
[১৮:১৯] ২বাদশাহ্‌ ১০:১৯।
[১৮:২০] ২বাদশাহ্‌ ২:২৫; ৪:২৫।
[১৮:২১] ইউসা ২৪:১৫; ২বাদশাহ্‌ ১৭:৪১; জবুর ১১৯:১১৩; মথি ৬:২৪।
[১৮:২২] ইয়ার ২:৮; ২৩:১৩।
[১৮:২৪] ১শামু ৭:৮।

১৮:১২ মাবুদের রূহ্‌ আমার অজ্ঞাত কোন স্থানে আপনাকে নিয়ে যাবেন। এর আগে ইলিয়াসের আকস্মিক অন্তর্ধান এবং এখন এই আকস্মিক আবির্ভাবের কারণে ওবদিয় ধরে নিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র রূহ ইলিয়াসকে অলৌকিকভাবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন (২ বাদশাহ্‌ ২:১৬; ইহি ৩:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:১৩ ঈষেবল যখন মাবুদের নবীদেরকে হত্যা করছিলেন। সম্ভবত যেন বৃষ্টি হয় সে কারণে বাল দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে এই কাজ করেছিল।

মাবুদের নবী। সম্ভবত নবীদের সংঘবদ্ধ সমাজের সদস্যরা যারা ইসরাইলের এই স্বধর্মত্যাগের কালে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত হয়েছিলেন (২০:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:১৭ হে ইসরাইলের কাঁটা। এই দুর্ভিক্ষের জন্য আহাব ইলিয়াসকে দায়ী করলেন এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করলেন (ইউসা ৭:২৫ আয়াত দেখুন)।

১৮:১৮ আপনারা মাবুদের সমস্ত হুকুম ত্যাগ করেছেন এবং আপনি বালদেবদের অনুগামী হয়েছেন। ইসরাইল জাতির এই দুর্দশা এবং এই দুর্ভিক্ষের কারণ নবী ইলিয়াস ছিলেন না, বরং এর মূলে ছিল আল্লাহ্‌র সাধিত নিয়মের প্রতি আহাবের বিশ্বাসঘাতকতা ও ঈমানহীনতা।

১৮:১৯ কর্মিল পর্বত। ভূমধ্য সাগরের পার্শ্ববর্তী একটি উঁচু গিরিশ্রেণী, যেখানে দুর্ভিক্ষের প্রভাব ছিল সবচেয়ে কম (আমোস ১:২ আয়াত দেখুন) এবং বাল দেবতার সঞ্জীবনী শক্তি ও ক্ষমতা প্রমাণের জন্য স্থানটি যথেষ্ট উপযোগী ছিল।

বালের নবী ... আশেরার নবী। ২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

আশেরা। ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। ঈষেবলের সঙ্গে একই মেজে ভোজন করে থাকে। ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:২১ দুই নৌকায় পা দিয়ে থাকবে? এই কথাটির জন্য যে হিব্রু প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয় তার আরেকটি অর্থ "নৃত্য করা" যা ২৬ আয়াতে দেখা যায় (২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। নবী ইলিয়াস তিক্ত প্রহসনের সুরে বলছেন: পবিত্র আল্লাহ্‌র ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে ইসরাইল জাতি এখন এক বন্য ও নাপাক ধর্মের উন্মাদনায় "নৃত্য করছে"। যদিও মাবুদই আল্লাহ্‌ হন, তবে তাঁকে অনুসরণ কর; যদি বাল দেবতা আল্লাহ্‌ হয়, তবে তাকে অনুসরণ কর। নবী ইলিয়াস মানুষের সামনে খুব সহজ করে পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ তুলে ধরেছেন। তিনি মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদত এবং বাল দেবতার উপাসনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, যেন মানুষ উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের আল্লাহ্‌কে চিনে নিতে পারে।

১৮:২২ কেবল একা আমিই ... অবশিষ্ট আছি। তিনি একা হলেও তিনিই একমাত্র বাদশাহ্‌ এবং বাল দেবতার পুরোহিতদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র পক্ষে প্রকাশ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন (আয়াত ৪; ১৯:১০,১৪; ২০:১৩,২৮,৩৫; ২২:৬,৮ দেখুন; সেই সাথে ১৯:১৮; রোমীয় ১১:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২৪ আমি মাবুদের নামে ডাকব ... উত্তর দেবেন। জবুর ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন। যে আল্লাহ্‌ আগুনের দ্বারা উত্তর দেবেন, তিনিই আল্লাহ্‌ হোন। বলা হয়েছিল মাবুদ আল্লাহ্‌ এবং

ডাকব; আর যে আল্লাহ্ আগুনের দ্বারা উত্তর
দেবেন, তিনিই আল্লাহ্ হোন। সকলে জবাবে
বললো, বেশ ভাল কথা। ২৫ পরে ইলিয়াস
বালের নবীদেরকে বললেন, তোমরা তো অনেকে
আছ, প্রথমে তোমরাই তোমাদের জন্য একটা
ষাঁড় নির্বাচন করে প্রস্তুত কর এবং তোমাদের
দেবতার নামে ডাক, কিন্তু আগুন দিও না।
২৬ পরে তাদেরকে যে ষাঁড় দেওয়া হল, তা নিয়ে
তারা প্রস্তুত করলো এবং সকাল থেকে
মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত এই বলে বালের নামে ডাকতে
লাগল, হে বাল, আমাদেরকে উত্তর দাও। কিন্তু
কোন বাণী হল না এবং কেউই উত্তর দিল না।
আর তারা যে কোরবানগাহ্ তৈরি করেছিল তার
কাছে খোঁড়ার মত নাচতে লাগল। ২৭ পরে
মধ্যাহ্নকালে ইলিয়াস তাদেরকে বিদ্রূপ করে
বললেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাক; কেননা সে দেবতা;
সে ধ্যান করছে, বা কোথাও গেছে, বা পথে
চলছে, কিংবা হয়তো ঘুমিয়ে গেছে, তাকে
জাগানো চাই। ২৮ তখন তারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকল
এবং তাদের রীতি অনুসারে শরীর রক্তের ধারা
বহন পর্যন্ত ছুরিকা ও শলাকা দ্বারা নিজেদের
ক্ষতবিক্ষত করলো। ২৯ আর মধ্যাহ্নকাল অতীত
হলে তারা বিকাল বেলা কোরবানীর সময় পর্যন্ত
ভাবোক্তি প্রচার করতে থাকল, তবুও কোন
বাণীও হল না, কেউ জবাবও দিল না, কেউ
মনোযোগও করলো না।
৩০ পরে ইলিয়াস সমস্ত লোককে বললেন,
আমার কাছে এসো; তাতে সমস্ত লোক তাঁর
কাছে এল। আর তিনি মাবুদের ভেঙ্গে-পড়া
কোরবানগাহ্ সারালেন। ৩১ কারণ ‘তোমার নাম
ইসরাইল হবে,’ এই বলে মাবুদের কালাম যে
ইয়াকুবের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তাঁর সন্তানদের
বংশ-সংখ্যা অনুসারে ইলিয়াস বারোটি পাথর গ্রহণ
করলেন। ৩২ আর তিনি সেই পাথরগুলো দিয়ে
মাবুদের নামে একটি কোরবানগাহ্ তৈরি
করলেন এবং কোরবানগাহ্‌র চারদিকে দুই কাঠা
বীজ ধরতে পারে, এমন একটি প্রণালী খনন
করলেন। ৩৩ পরে তিনি কাঠ সাজিয়ে ষাঁড়টি খণ্ড
খণ্ড করে কাঠের উপরে রাখলেন। আর বললেন,
চার জালা পানি ভরে এই পোড়ানো-কোরবানীর
ও কাঠের উপরে ঢেলে দাও। ৩৪ পরে তিনি
বললেন, দ্বিতীয় বার সেটি কর; তারা দ্বিতীয় বার
তা করলো। পরে তিনি বললেন, তৃতীয় বার
কর; তারা তৃতীয় বার তা করলো। ৩৫ তখন
কোরবানগাহ্‌র চারদিকে পানি গেল এবং তিনি
ঐ প্রণালীও পানিতে পরিপূর্ণ করলেন।
৩৬ পরে বিকাল বেলা কোরবানী সময়ে
ইলিয়াস নবী কাছে এসে বললেন, হে মাবুদ,

[১৮:২৬] জবুর ১১৫:৪-৫; ১৩৫:১৬; ইশা ৪১:২৬, ২৮; ৪৬:৭; ইয়ার ১০:৫; ১করি ৮:৪; ১২:২।
[১৮:২৭] হবক ২:১৯।
[১৮:২৮] লেবীয় ১৯:২৮।
[১৮:২৯] ২বাদশাহ্ ১৯:১২; ইশা ১৬:১২; ইয়ার ১০:৫।
[১৮:৩০] ১বাদশাহ্ ১৯:১০।
[১৮:৩১] পয়দা ১৭:৫; ২বাদশাহ্ ১৭:৩৪।
[১৮:৩২] দ্বি:বি ১৮:৭; কল ৩:১৭।
[১৮:৩৩] পয়দা ২২:৯।
[১৮:৩৬] ইউসা ৪:২৪; ১শামু

বাল দেবতা উভয়েরই বাহন হচ্ছে বজ্র নির্মিত রথ (জবুর ১০৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন); তাদের কণ্ঠস্বর হচ্ছে বজ্রপাতের তুল্য (জবুর ২৯:৩-৯ আয়াতের নোট দেখুন) এবং বিদ্যুৎ চমক (“আগুন”) হচ্ছে তাদের অস্ত্র (জবুর ১৮:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। ইলিয়াস এখানে সরাসরি বাল দেবতার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। লেবীয় ৯:২৪ আয়াত দেখুন।

১৮:২৬ যে কোরবানগাহ্ ... খোঁড়ার মত নাচতে লাগল। এই হাস্যকর নাচ ছিল পৌত্তলিক উপাসনার অংশ, যার উদ্দেশ্য ছিল দেবতাদেরকে জাগ্রত করে তাদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত কোন বস্তু লাভ করা (২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২৭ সে ধ্যান করছে ... ঘুমিয়ে গেছে। এখানে ইলিয়াস তাদেরকে উপহাস করেছেন বটে, কিন্তু সেই সাথে তিনি এটাও জানেন যে, বাল দেবতার বিভিন্ন কল্প কাহিনী অনুসারে তার স্বভাব চরিত্র একেবারে মানুষের মতই।

কোথাও গেছে। সম্ভবত এখানে প্রতীকী অর্থে মলত্যাগ করার কথা বোঝানো হয়েছে।

১৮:২৮ শরীর রক্তের ধারা বহন পর্যন্ত। ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেকে আঘাত করে ক্ষত সৃষ্টি করা ও তা থেকে রক্ত ঝরানো হচ্ছে আত্ম ত্যাগের এক প্রকার নিদর্শন, যা প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল এবং ধারণা করা হতো এতে করে দেবতারা খুব সহজে আকৃষ্ট হয়। মূসার শরীয়তে নিজের শরীরের প্রতি এ ধরনের কষ্ট দেওয়াকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (লেবীয় ১৯:২৮; দ্বি.বি. ১৪:১)।

১৮:২৯ ভাবোক্তি প্রচার। সাধারণত কোন পৌত্তলিক উপাসনার তীব্র উত্তেজনাকর ক্রান্তিলগ্নে এসে এ ধরনের ভাবোক্তি আওড়ানো হতো (১ শামু ১০:৫; ১৮:১০)।

বিকাল বেলা কোরবানীর সময়। হিজ ২৯:৩৮-৪১; শুমারী ২৮:৩-৮ আয়াত দেখুন।

কেউ জবাবও দিল না। বাল দেবতার অক্ষমতার নাটকীয় নিদর্শন (জবুর ১১৫:৫-৮; ১৩৫:১৫-১৮; ইয়ার ১০:৫ দেখুন)।

১৮:৩০ মাবুদের ভেংগে-পড়া কোরবানগাহ্। সম্ভবত রাজ্য ভাগ হয়ে যাওয়ার পর উত্তরের দশ গোষ্ঠী এই কোরবানগাহ্ নির্মাণ করেছিল (৩:২ আয়াতের নোট দেখুন) এবং ঈষেবলের লোকেরা তা ভেঙ্গে দিয়েছিল (আয়াত ৪, ১৩; ১৯:১০, ১৪ দেখুন)।

১৮:৩১ তাঁর সন্তানদের বংশ-সংখ্যা অনুসারে ইলিয়াস বারোটি পাথর গ্রহণ করলেন। এভাবেই নবী ইলিয়াস ইসরাইল জাতির রাজনৈতিক বিভক্ততা উপেক্ষা করে আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি হিসেবে ইসরাইলের একতার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। যে ঘটনা ঘটতে চলেছিল তা সমস্ত জাতির জন্য এক স্মরণীয় ঘটনা ছিল, শুধু ইসরাইলের দশ গোষ্ঠীর জন্য নয়।

১৮:৩৩ পানি। পুরো কোরবাহনগাহ্‌র চারপাশে পানি ঢেলে দিয়ে নবী ইলিয়াস বোঝাতে চাইলেন যে, এতে কোন চালাকি খাটানো হয় নি।

১৮:৩৬ কোরবানী সময়ে ইলিয়াস নবী কাছে এসে বললেন। মূলত তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করলেন। ইলিয়াসের এই মৃদু ও শান্ত স্বরে করা মুনাজাত বাল দেবতার নবীদের কোলাহলযুক্ত চিৎকার ও নাচ এবং নিজেদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করার তুলনায় একেবারে আলাদা মনে হয়েছিল। ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইসরাইলের আল্লাহ্। পূর্বপুরুষদের সাথে আল্লাহ্ যে নিয়ম ও ওয়াদা স্থাপন করেছিলেন এবং সেই পূর্বপুরুষদের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি তাঁর মনোনীত জাতি

BACIB International Bible CHURCH

ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইসরাইলের আল্লাহ্‌, আজ
জানিয়ে দাও যে, ইসরাইলের মধ্যে তুমিই আল্লাহ্‌
এবং আমি তোমার গোলাম ও তোমার কালাম
অনুসারেই এসব কাজ করলাম। ৩৭ হে মাবুদ,
আমাকে উত্তর দাও, আমাকে উত্তর দাও; যেন
এই লোকেরা জানতে পারে যে, হে মাবুদ, তুমিই
আল্লাহ্‌ এবং তুমিই এদের অন্তর ফিরিয়ে এনেছ।
৩৮ তখন উপর থেকে মাবুদের আগুন পড়লো
এবং পোড়ানো-কোরবানী, কাঠ, পাথর ও ধূলি
গ্রাস করলো এবং প্রণালীস্থিত পানিও চেটে
খেল। ৩৯ তা দেখে সমস্ত লোক উবুড় হয়ে পড়ে
বললো, মাবুদই আল্লাহ্‌, মাবুদই আল্লাহ্‌।
৪০ তখন ইলিয়াস তাদেরকে বললেন, তোমরা
বালের নবীদেরকে ধর, তাদের এক জনকেও
পালিয়ে রক্ষা পেতে দিও না। তখন তারা
তাদেরকে ধরলো, আর ইলিয়াস তাদেরকে নিয়ে
কীশোন স্রোতোমার্গে নেমে গেলেন এবং সেখানে
তাদেরকে হত্যা করলেন।

অনাবৃষ্টির অবসান

৪১ পরে ইলিয়াস আহাবকে বললেন, আপনি
গিয়ে ভোজন পান করুন, কেননা ভারী বৃষ্টির
আওয়াজ হচ্ছে। ৪২ তাতে আহাব ভোজন পান
করতে উঠে গেলেন। আর ইলিয়াস কর্মিলের
শৃঙ্গে উঠলেন; এবং ভূমির দিকে নত হয়ে তাঁর
মুখ দুই জানুর মধ্যে রাখলেন। ৪৩ আর তিনি
তাঁর ভৃত্যকে বললেন, তুমি উঠে যাও, সমুদ্রের
দিকে দৃষ্টিপাত কর। তাতে সে গিয়ে দৃষ্টিপাত
করে বললো, কিছুই নেই। এভাবে সাত বার
ইলিয়াস তাকে ফিরে গিয়ে দেখতে বললেন।
৪৪ পরে সপ্তম বারে সে বললো, দেখুন, মানুষের
হাতের মত ক্ষুদ্র একখানি মেঘ সমুদ্র থেকে
উঠছে। তখন ইলিয়াস বললেন, উঠে গিয়ে
আহাবকে বল, রথে ঘোড়া যুড়ে নেমে যান,
নাহলে বৃষ্টিতে আপনার ফিরে যাওয়া বাধা সৃষ্টি
করবে। ৪৫ আর অমনি মেঘে ও বায়ুতে আসমান
ঘোর হয়ে উঠলো ও ভারী বৃষ্টি হল; তাতে
আহাব ঘোড়ার গাড়িতে আরোহণ করে
যিষ্রিয়েলে গমন করলেন। ৪৬ আর মাবুদের হাত
ইলিয়াসের উপরে অবস্থান করছিল, তাই তিনি
কোমরবন্ধনী পরে যিষ্রিয়েলের প্রবেশ-স্থান পর্যন্ত
আহাবের আগে আগে দৌড়ে গেলেন।

হযরত ইলিয়াসের হোরেব পর্বতে পালিয়ে যাওয়া

১৯ ১ আর ইলিয়াস যা যা করেছিলেন এবং
কেমন করে তিনি সমস্ত নবীকে
তলোয়ার দ্বারা হত্যা করেছিলেন তার সবই
আহাব ঈষেবলকে বললেন। ২ তাতে ঈষেবল
ইলিয়াসের কাছে দূত পাঠিয়ে বললো,
আগামীকাল এমন সময়ে যদি আমি তোমার
প্রাণকে তাদের এক জনের প্রাণের সমান না
করি, তবে দেবতারা আমাকে তেমন ও তার
চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। ৩ ইলিয়াস তা দেখে
উঠলেন এবং প্রাণ রক্ষা করবার জন্য চলে
গেলেন, আর এহুদার অন্তর্গত বেরশেবাতে

১৭:৪৬; জবুর ৪৬:১০।
[১৮:৩৭] ইউসা ৪:২৪।
[১৮:৩৮] হিজ ১৯:১৮; লেবীয় ৯:২৪; ২বাদশাহ্‌ ১:১০; ১খান্দান ২১:২৬; ২খান্দান ৭:১; আইউ ১:১৬।
[১৮:৩৯] জবুর ৪৬:১০।
[১৮:৪০] হিজ ২২:২০; দ্বি:বি ১৭:১২; ২বাদশাহ্‌ ১১:১৮।
[১৮:৪২] ১শামু ১২:১৭; ইয়াকুব ৫:১৮।
[১৮:৪৪] ইউসা ৬:১৫।
[১৮:৪৫] ১বাদশাহ্‌ ৮:৩৬; আইউ ৩৭:১৩।
[১৮:৪৬] কাজী ৩:১০; ১শামু ১১:৬; লূক ১:৩৫; ৪:১৪।
[১৯:১] ১বাদশাহ্‌ ১৬:৩১।
[১৯:২] জবুর ১৩:৪; ইয়ার ২০:১০; ২৬:২১; ৩৬:২৬।
[১৯:৩] পয়দা

ইসরাইলের প্রতি যে সকল অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তা তাঁকে স্মরণ করার জন্য এই সকল কথা বলা হয়েছে।

১৮:৩৮ মাবুদের আগুন পড়লো। ২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:৪০ কীশোন স্রোতোমার্গ। কর্মিল পর্বত থেকে কীশোন নদী উৎসারিত হয়েছে (মানচিত্র দেখুন)।

সেখানে তাদেরকে হত্যা করলেন। যে মাবুদ আল্লাহ্‌ ইলিয়াসকে প্রেরণ করেছেন, তাঁরই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যুক্ত হয়ে তিনি মূসার শরীয়ত মোতাবেক এই সকল পৌত্তলিক দেবতার অনুসারী ও নবীদেরকে হত্যা করেছেন (দ্বি.বি. ১৩:১৩-১৮; ১৭:২-৫)।

১৮:৪১ ভারী বৃষ্টির আওয়াজ হচ্ছে। বাল দেবতার উপাসনা ও উপাসকদের প্রতি এক তীব্র ও ভয়ঙ্কর আঘাত হানার পর এখন আল্লাহ্‌ বৃষ্টি দানের ওয়াদা রক্ষা করবেন (১৭:১ আয়াত দেখুন)। তাৎপর্যের বিষয় হচ্ছে, ইলিয়াস এ কথা বলার পরও আহাব কিছুই করলেন না – না তিনি মন পরিবর্তন করে ইলিয়াসের কথা শুনলেন, না তিনি ক্রোধের বশে ইলিয়াসকে হত্যা করলেন। তখনও তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন (২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:৪২ ইলিয়াস ... ভূমির দিকে নত হয়ে তাঁর মুখ দুই জানুর মধ্যে রাখলেন। মাবুদই যে একমাত্র আল্লাহ্‌ এ কথা লোকেরা স্বীকার করার পর ইলিয়াস মুনাজাত করলেন যেন বৃষ্টি প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রতীকী ভাবে (৮:৩৫; ২ খান্দান ৭:১৩-১৪ দেখুন) লোকদের উপর থেকে নিয়মের বদদোয়া তুলে নেওয়া হয় (১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:৪৩ সাত বার। প্রতীকী অর্থে পূর্ণতার সংখ্যা (পয়দা ৫:৫ আয়াত দেখুন)।

১৮:৪৪ সমুদ্র থেকে উঠছে। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম দিগন্তে এই মেঘ দেখা দিয়েছিল।

১৮:৪৬ যিষ্রিয়েলের প্রবেশ-স্থান পর্যন্ত আহাবের আগে আগে দৌড়ে গেলেন। খোদায়ী শক্তিতে এই অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে নবী ইলিয়াস আহাবের রথের আগেই যিষ্রিয়েলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি এভাবে দৌড়ে ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। মাবুদের নবী দৌড়ে বাদশাহ্‌কে অতিক্রম করার এই নাটকীয় ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাঁর নবীকে বজ্র ও মেঘের রথে চড়িয়ে এই পথ অতিক্রম করিয়েছেন (২৪ আয়াত দেখুন), যেন বালের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আহাব শেষ বারের মত সতর্ক হন এবং তিনি যেন নিজেকে মাবুদের একজন গোলাম হিসেবে বিবেচনা করে রাজ্য শাসন করতে শুরু করেন।

১৯:১ ঈষেবল। বাদশাহ্‌ আহাবের স্ত্রী। সে ফিনিশিয়ার অন্তর্গত টায়ারে বাল দেবতার স্থানীয় সংস্করণ মেলকার্টের উপাসনা করতো (১৬:২৫, ৩১-৩২; ১৮:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:২ তবে দেবতারা আমাকে তেমন ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। বদদোয়া দেওয়ার একটি প্রচলিত রীতি (১ শামু ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

তাদের। বাল দেবতার মৃত নবীরা (আয়াত ১)।

১৯:৩ ইলিয়াস ... প্রাণ রক্ষা করবার জন্য চলে গেলেন। কর্মিল পর্বতের উপরে নবী ইলিয়াসের মহা বিজয় লাভ এবং তার মধ্য

আহাব

আহাব নামের অর্থ, পিতার ভাই। উত্তরাধিকারী সূত্রে বনি-ইসরাইলের সপ্তম বাদশাহ্‌ ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ঈষেবল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে দিয়ে সমস্ত মন্দ কাজ করাতেন, অর্থাৎ দেব-দেবীর পূজা বা সেবা করাতেন, আর তিনি বাল-দেবের পূজা করতেন। তাঁর মন্দ কাজের জন্য তাঁকে হযরত ইলিয়াস খুব ভর্ৎসনা করেছিলেন ও সতর্ক করেছিলেন। এই কারণেই তিনি হযরত ইলিয়াসের উপর রাগে উত্তেজিত হয়ে তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। দামেস্কের দ্বিতীয় বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদের বিরুদ্ধে বাদশাহ্‌ আহাব তিন বার যুদ্ধ করেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ প্রতিরোধযোগ্য ছিল এবং তিনি বিন্‌হদদের উপর সম্পূর্ণ জয় লাভ করেন এবং বিন্‌হদদ বাদশাহ্‌ আহাবের হাতে বন্দী হন। পরে বিন্‌হদদের পিতা যেসব নগর দখল করে রেখেছিল সেগুলো বিন্‌হদদ বাদশাহ্‌ আহাবকে ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর সাথে সন্ধি করেন, এতে বাদশাহ্‌ আহাব তাঁকে মুক্তি দেন। তিন বছর শান্তিতে থাকার পর বাদশাহ্‌ আহাব কিছু কারণে আবার রামোৎ-গিলিয়দ নামক জায়গায় বিন্‌হদদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন (১ বাদশাহ্‌ ২২:৩)। নবী মিকাহ্‌ আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এ যুদ্ধে বাদশাহ্‌ আহাব পরাজিত হবেন। ৪০০ ভণ্ড নবী তাঁর ধ্বংস বা পতন আনে। নবী মিকাহ্‌ বাদশাহ্‌ আহাবকে যুদ্ধ করতে বারণ করেছিলেন কিন্তু এই সাহসী কাজের জন্য নবী মিকাহ্‌কে বাদশাহ্‌ আহাব বন্দী করেন। বাদশাহ্‌ আহাব ছদ্মবেশে যুদ্ধে গিয়েছিলেন যেন কেউ তাঁকে চিনতে না পারে এবং তিনি খুবই চেষ্টা করেছিলেন নিজেকে রক্ষা করতে। একজন লোক তাঁর লক্ষ্য স্থির না করেই তার ধনুকে টান দিয়ে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাবের বুক ও পেটের বর্মের মাঝামাঝি ফাঁকে আঘাত করলে তিনি মারা পরেন। হযরত ইলিয়াস তাঁর সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২১:১৯) এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। তিনি তেইশ বছর রাজত্ব করেন। প্রতিমার প্রতি ভালবাসা ও ধন-সম্পদের লোভ ইত্যাদির কারণে আহাবের নাম একজন দুষ্ট বাদশাহ্‌ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, (১ বাদশাহ্‌ ৮:১৮; ২ খান্দান ২২:৩; মিকাহ্‌ ৬:১৬)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ইসরাইলীয়দের ৮ম বাদশাহ্‌ ও একজন সমরবিদ ও সামরিক নেতা ছিলেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তিনি ইসরাইলীদের সবচেয়ে মন্দ বাদশাহ্‌ ছিলেন।
- তিনি একজন অ-ইহুদী স্ত্রীলোক অর্থাৎ ইষেবলকে বিয়ে করেছিলেন, যে বালের পুজা করার বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল।
- তিনি একটি আঙ্গুর ক্ষেত পাবার জন্য তাঁর স্ত্রীর কথা শুনে নাবৎ নামে একজন ধার্মিক লোককে খুন করেছিলেন।
- তিনি তাঁর নিজের পথে চলতেন ও যখন তা করতে পারতেন না তখন তিনি হতাশায় ভুগতেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- জীবনের জন্য একজন স্ত্রী বেছে নেওয়া জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ– এতে শারীরিক, আত্মিক ও আবেগীক জীবনে প্রচুর প্রভাব ফেলে।
- আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা একজন মানুষকে মন্দপথে নিয়ে যাতে সাহায্য করে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** উত্তরের রাজ্য ইসরাইল দেশ
- **কাজ:** ইসরাইলের বাদশাহ্‌
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: অম্রি, স্ত্রী: ইষেবল; পুত্র: অহসিয়, যোরাম
- **সমসাময়িক:** ইলিয়াস, বিনহদদ, যিহোশাফট

মূল আয়াত: “তাঁর আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সকলের চেয়ে অম্রির পুত্র আহাব মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই বেশি পরিমাণে করতেন। নবাটের পুত্র ইয়ারাবিমের গুনাহ্‌-পথে গমন করা যেন তাঁর পক্ষে লঘু বিষয় বলে মনে হত, তাই তিনি সীদোনীয়দের ইৎবাল বাদশাহ্‌র কন্যা ঈষেবলকে বিয়ে করলেন, আর গিয়ে বালের সেবা ও তাঁর কাছে সেজ্‌দা করতে লাগলেন। আর তিনি সামেরিয়াতে যে বাল-মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে বালের জন্য একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন। আর আহাব আশেরা-মূর্তি তৈরি করলেন। তাঁর আগে ইসরাইলে যত বাদশাহ্‌ ছিলেন, সেই সকলের চেয়ে আহাব ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের অসন্তোষজনক কাজ আরও বেশি করলেন” (১ বাদশাহ্‌ ১৬:৩০-৩৩)।

১ বাদশাহ্‌ ১৬:২৮ - ২২:৪০ আয়াতে তাঁর কাহিনী বর্ণিত আছে। এছাড়া ২ খান্দান ১৮ - ২২ অধ্যায়ে তাঁর কথা উল্লেখ আছে।

উপস্থিত হয়ে সেখানে তাঁর ভৃত্যটিকে রাখলেন।
৪ কিন্তু তিনি নিজে একদিনের পথ মরুভূমিতে
অগ্রসর হয়ে একটি রোতম গাছের কাছে গিয়ে
তার তলে বসলেন এবং নিজের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা
করলেন; বললেন, এই যথেষ্ট; হে মাবুদ, এখন
আমার প্রাণ নাও, কেননা আমার পূর্বপুরুষদের
থেকে আমি উত্তম নই। ৫ পরে তিনি একটি
রোতম গাছের তলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন; আর
দেখ, এক জন ফেরেশতা তাঁকে স্পর্শ করে
বললেন, উঠ, আহার কর। ৬ তিনি চেয়ে
দেখলেন, তাঁর শিয়রে উত্তপ্ত পাথরে সেঁকা
একখানি রুটি ও এক পাত্র পানি রয়েছে; তখন
তিনি ভোজন পান করে পুনর্বার শয়ন করলেন।
৭ পরে মাবুদের ফেরেশতা দ্বিতীয় বার তাঁর কাছে
এসে তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, উঠ, আহার কর,
কেননা তোমার শক্তির চেয়েও পথ অনেক বেশি।
৮ তাতে তিনি উঠে ভোজন পান করলেন এবং
সেই খাদ্যের প্রভাবে চল্লিশ দিনরাত গমন করে
আল্লাহ্‌র পর্বত হোরেবে উপস্থিত হলেন।
৯ পরে তিনি সেখানে একটি গহ্বরে উপস্থিত
হয়ে সেই স্থানে রাত যাপন করলেন। আর দেখ,
তাঁর কাছে মাবুদের কালাম নাজেল হল; তিনি

৩১:২১।

[১৯:৪] শুমারী ১১:১৫; আইউব ৬:৯; ৭:১৬; ১০:১; জবুর ৬৯:১৯; ইয়ার ২০:১৮; ইউ ৪:৮।
[১৯:৫] পয়দা ২৮:১১।
[১৯:৮] হিজ ২৪:১৮; মথি ৪:২।
[১৯:৯] হিজ ৩৩:২২।
[১৯:১০] ১বাদশাহ্‌ ১৮:৪, ২২; ইয়ার ৫:১১; ৯:২; রোমীয় ১১:৩*।
[১৯:১১] হিজ ৩৪:২; মথি ১৭:১-৩।
[১৯:১২] ১শামু ১৪:৬; আইউ ৪:১৬; জাকা ৪:৬; ২করি ১২:৯।
[১৯:১৩] হিজ ৩:৬।

বললেন, ইলিয়াস, তুমি এখানে কি করছো?
১০ ইলিয়াস বললেন, আমি বাহিনীগণের
আল্লাহ্‌ মাবুদের পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হয়েছি;
কেননা বনি-ইসরাইল তোমার নিয়ম ত্যাগ
করেছে, তোমার সমস্ত কোরবানগাহ্‌ উৎপাটন
করেছে ও তোমার নবীদেরকে তলোয়ার দ্বারা
হত্যা করেছে; আর আমি, কেবল একা আমিই
অবশিষ্ট রইলাম; আর তারা আমার প্রাণ নিতে
চেষ্টা করছে।

হোরেব পর্বতে আল্লাহ্‌র কাছে হযরত ইলিয়াস

১১ পরে তিনি বললেন, তুমি বের হয়ে এই
পর্বতে মাবুদের সম্মুখে দাঁড়াও। আর দেখ,
মাবুদ সেই স্থান দিয়ে গমন করলেন; এবং
মাবুদের অগ্রগামী প্রবল প্রচণ্ড বায়ু পর্বতমালা
বিদীর্ণ করলো ও সমস্ত শৈল ভেঙে ফেললো;
কিন্তু সেই বায়ুতে মাবুদ ছিলেন না। বায়ুর পরে
ভূমিকম্প হল, কিন্তু সেই ভূমিকম্পে মাবুদ
ছিলেন না। ১২ ভূমিকম্পের পরে আগুন হল,
কিন্তু সেই আগুনে মাবুদ ছিলেন না। আগুনের
পরে কিছুটা শব্দকারী ক্ষুদ্র একটি স্বর শোনা
গেল; ১৩ তা শোনামাত্র ইলিয়াস শাল দিয়ে মুখ
ঢাকলেন এবং বাইরে গিয়ে গহ্বরের মুখে

দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ই যে বেহেশত ও দুনিয়ার মালিক ও ইসরাইলের সমস্ত দোয়া ও অনুগ্রহের উৎস, তা প্রমাণিত হওয়ার পরও ঈষেবল তার অবস্থান থেকে এক চুল নড়ল না। এই হুমকি মোটেও ফাঁপা বুলি ছিল না এবং আহাব নিজেও ঈষেবলকে ঠেকানোর কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। এ কারণে নবী ইলিয়াস বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসরাইলের বর্তমান স্বধর্মচ্যুতির অন্যতম একটি উৎস থেকে এখনো চুইয়ে চুইয়ে বিষ ক্ষরণ হচ্ছে এবং তাঁর জীবন হুমকির মুখে রয়েছে।

বেরশেবা। এহুদার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত একটি নগরী (পয়দা ২১:৩১; আমোস ৫:৫; কাজী ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:৪ রোতম গাছ। মরুভূমিতে পাওয়া যায় এমন এক প্রকার ঝোপালো উদ্ভিদ, অনেক সময় তা ছায়া দেওয়ার মত যথেষ্ট বড় আকারের হতো।

নিজের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করলেন। ইউনুস ৪:৩,৮ আয়াত দেখুন। নবী ইলিয়াস ধরেই নিয়েছিলেন যে, তাঁর সমস্ত কাজ ফলহীন এবং এ কারণে তিনি মাবুদ আল্লাহ্‌র রাজ্য জয়ের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন ও তাঁর প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্র থেকে সরে এসেছিলেন।

১৯:৭ এক জন ফেরেশতা। পয়দা ১৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্‌ তাঁর নিজ পরম মমতা ও সহিষ্ণুতার কারণে তাঁর হতাশাগ্রস্ত গোলামকে রহমত ও সান্ত্বনা প্রদান করেন।

উঠ, আহার কর। নিঃসন্দেহে নবী ইলিয়াস ইতোমধ্যে হোরেব পর্বতে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেছিলেন, যেখানে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের সাথে তাঁর নিয়ম স্থাপন করেছিলেন। তবে মাবুদ এর আগেই তাঁকে করীৎ (১৭:২-৩) এবং সারিফতে (১৭:৮-৯) ও বাদশাহ্‌ আহাবের কাছে (১৮:১) যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন কি না তা জানা যায় না।

১৯:৮ চল্লিশ দিনরাত। সিনাই পর্বতে মূসা যে পরিমাণ সময় মাবুদের সাক্ষাতে অবস্থান করেছিলেন (হিজ ২৪:১৮; ৩৪:২৮) এবং মসীহ্‌ প্রান্তরে যে পরিমাণ সময় অতিবাহিত করেছিলেন (মথি ৪:২, ১১) ঠিক সেই একই পরিমাণ সময়।

আল্লাহ্‌র পর্বত হোরেব। সম্ভবত এটি সিনাই পর্বতের আরেকটি নাম (হিজ ৩:১; ১৯:১-৩), যার অবস্থান ছিল বেরশেবার ২৫০ মাইল দক্ষিণে মরুভূমির মধ্যে।

১৯:৯ ইলিয়াস, তুমি এখানে কি করছো? প্রশ্নটির পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ইলিয়াস সিনাই পর্বতে এসেছিলেন তাঁর নিজের সিদ্ধান্তহীনতার জন্য, মাবুদ তাঁকে পাঠিয়েছেন বলে নয়।

১৯:১০ আমি বাহিনীগণের আল্লাহ্‌ মাবুদের পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হয়েছি। নবী ইলিয়াস সরাসরি মাবুদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তিনি এ কথা বোঝালেন যে, সিনাই পর্বতে স্থাপিত নিয়ম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কয়েক শতাব্দী আগে মাবুদ যে কাজ শুরু করেছিলেন তার ফলাফল এখন শূন্য। ইসরাইল জাতি যখন সোনার তৈরি বাছুর নিয়ে পূজা করছিল তখন মূসা তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে তাদের গুনাহ্‌র জন্য ক্ষমা চেয়ে মুনাজাত করেছেন (হিজ ৩২:১১-১৩), অপরদিকে আল্লাহ্‌র স্থাপিত নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য ইলিয়াস ইসরাইল জাতিকে দোষী করেছেন এবং তাঁর নিজ কাজের বিফলতার জন্য তিক্ততার সুরে অভিযোগ করেছেন যে, কেবল একা তিনি অবশিষ্ট আছেন। ১৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১২ ক্ষুদ্র একটি স্বর। প্রতীকী অর্থযুক্ত এই ঘটনাগুলোতে (আয়াত ১১-১২) মাবুদ আল্লাহ্‌ ইলিয়াসকে বলতে চেয়েছেন যে, যদিও ইসরাইল জাতির প্রতি তাঁর গোলাম ইলিয়াসের এই সকল অভিযোগের উদ্দেশ্য ছিল ইসরাইল জাতি যেন তার গুনাহ্‌ প্রতিফল হিসেবে ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ও অগ্নুৎপাত দ্বারা শাস্তি ভোগ করে, তথাপি মাবুদ আল্লাহ্‌ এখনই তাদেরকে এই সকল শাস্তি দিতে চান না। ইলিয়াসকে অবশ্যই আবারও লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌র পরিচর্যা কাজে ফিরে যেতে হবে এবং

দাঁড়ালেন। আর দেখ, তাঁর প্রতি এই বাণী হল,
ইলিয়াস, তুমি এখানে কি করছো? ১৪ তিনি
বললেন, আমি বাহিনীগণের আল্লাহ্‌ মাবুদের
পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হয়েছি; কেননা বনি-
ইসরাইল তোমার নিয়ম ত্যাগ করেছে, তোমার
সমস্ত কোরবানগাহ্‌ উৎপাটন করেছে ও তোমার
নবীদেরকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করেছে; আর
আমি, কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রইলাম; আর
তারা আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে। ১৫ তখন
মাবুদ তাঁকে বললেন, তুমি যাও, নিজের পথে
ফিরে দামেস্কের মরু-ভূমিতে গমন কর, পরে
গিয়ে হসায়েলকে অরামের উপরে বাদশাহ্‌র পদে
অভিষেক কর, ১৬ এবং নিম্‌শির পুত্র যেহূকে
ইসরাইলের উপরে বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক
কর; আর তোমার পদে নবী হবার জন্য আবেল-
মহোলা নিবাসী শাফটের পুত্র আল-ইয়াসাকে
অভিষেক কর। ১৭ তাতে যে ব্যক্তিই হসায়েলের
তলোয়ার এড়াবে, যেহূ তাকে হত্যা করবে; যে
ব্যক্তিই যেহূর তলোয়ার এড়াবে, আল-ইয়াসা
তাকে হত্যা করবে। ১৮ কিন্তু ইসরাইলের মধ্যে
আমি আমার জন্য সাত হাজার লোককে অবশিষ্ট
রাখবো, তারা বালের সম্মুখে তাদের হাঁটু পাতে
নি ও তাকে চুম্বনও করে নি।

হযরত ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা

১৯ পরে তিনি সেই স্থান থেকে গিয়ে শাফটের
পুত্র আল-ইয়াসার দেখা পেলেন; সেই সময়ে

[১৯:১৪] ১বাদশাহ্‌ ১৮:২২; রোমীয় ১১:৩*।
[১৯:১৫] ২বাদশাহ্‌ ৮:৭-১৫।
[১৯:১৬] ২বাদশাহ্‌ ২:১; ৩:১১।
[১৯:১৭] ২বাদশাহ্‌ ৮:১২, ২৯; ১০:৩২; ১২:১৭; ১৩:৩, ৭, ২২; আমোস ১:৪।
[১৯:১৮] রোমীয় ১১:৪।
[১৯:১৯] পয়দা

পরবর্তী প্রজন্মের পরিচর্যাকারী হিসেবে আল-ইয়াসাকে গড়ে তুলতে হবে (আয়াত ১৬)।

১৯:১৩ ইলিয়াস, তুমি এখানে কি করছো? ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ও আগুনের মধ্য দিয়ে না এসে মৃদু একটি স্বরের মধ্য দিয়ে ইলিয়াসের কাছে মাবুদ তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করার পর তিনি ইলিয়াসকে একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করার মধ্য দিয়ে তাঁকে সুযোগ দিলেন যেন এর আগে তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তা আবারও বিবেচনা করে নতুন করে উত্তর দিতে পারেন (আয়াত ৯-১০)।

১৯:১৪ ইলিয়াসের উত্তর অপরিবর্তিত থাকার কারণে বোঝা যায় যে, এই মাত্র মাবুদের যে প্রত্যাদেশ তাঁর সামনে প্রকাশিত হল তার তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি।

১৯:১৫ মাবুদ তাঁকে বললেন। ইলিয়াসকে দেওয়া নির্দেশনার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও জাতিগণের উপরে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করলেন। যদিও ইসরাইল জাতি হসায়েল, যেহূ ও আল ইয়াসার মধ্য দিয়ে ইসরাইলের প্রতি বেহেশতী শাস্তি বর্ষণ করেছেন, তথাপি আল্লাহ্‌র লোকদের মধ্যে সব সময়ই তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল এবং আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

দামেস্কের মরুভূমিতে গমন কর। আপাতদৃষ্টিতে ইলিয়াসকে মৃত সাগর ও জর্ডানের পূর্ব দিকে অবস্থিত মহা সড়ক ধরে ফিরে যেতে হয়েছিল। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই, তিনটি অভিষেকের ঘটনাই জর্ডানের পূর্ব দিকে সংঘটিত হয়েছিল, যদিও নবী আল-ইয়াসা দুই বাদশাহ্‌কে অভিষেক দান করেছিলেন।

অভিষেক কর। এখানে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে "বেহেশতী অভিষেক দ্বারা পদাধিকার দান করা হবে।" বস্তুত এই অভিষেক দানের কাজটি করেছিলেন ইলিয়াসের উত্তরসূরী আল-ইয়াসা (২ বাদশাহ্‌ ৮:৭-১৫ দেখুন)।

হষায়েল। যোরাম, যেহূ ও যিহোয়াহস বাদশাহ্‌র আমলে তিনি ক্রমান্বয়ে ইসরাইল জাতির জন্য অত্যন্ত হুমকির কারণ হয়ে ওঠেন (২ বাদশাহ্‌ ৮:২৮-২৯; ১০:৩২-৩৩; ১২:১৭-১৮; ১৩:৩,২২)। আর্সলান তাশ (উত্তর সিরিয়া) এবং নিমরূদ (আশেরিয়া) থেকে পাওয়া হাতির দাঁতের তৈরি লিপি ফলকে হষায়েলের কথা পাওয়া যায়। আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ তৃতীয় তিগ্লৎ-পিলেষর দামেস্ক (অরাম) নগরীকে "হষায়েলের আবাসস্থল" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

১৯:১৬ যেহূকে ... অভিষেক কর। বাদশাহ্‌ আহাব ও তাঁর পুত্র যোরামের অধীনে যেহূ সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (২ বাদশাহ্‌ ৯:৫-৬)। নবী আল ইয়াসার নির্দেশে শিষ্য নবীদের মধ্যে এক যুব নবী তাঁকে ইসরাইলের উপরে বাদশাহ্‌ পদে অভিষিক্ত করেন (২ বাদশাহ্‌ ৯:১-১৬), এবং তাঁকে আহাবের বংশ ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মাবুদের হুকুম ব্যক্ত করেন।

আল-ইয়াসা। নবী ইলিয়াসের মত (১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন) আল ইয়াসার নামও (যার অর্থ "আল্লাহ্‌ই নাজাত" বা "আল্লাহ্‌ উদ্ধার করেন") তাঁর পরিচর্যা কাজের পরিচয় বহন করে। তাঁর নামটি অনেকটা ইউসার নাম করিয়ে দেয় ("মাবুদ রক্ষা করেন")। ইলিয়াসের কাজ শেষ করার জন্য একজনকে পাঠানো হল, ঠিক যেভাবে মূসার কাজ শেষ করার জন্য একজনকে পাঠানো হয়েছিল। যেভাবে ইউসা ইসরাইল জাতিকে প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে এসেছিলেন, ঠিক সেভাবে নবী আল-ইয়াসা ইসরাইলের বিশ্বস্তদের প্রতি শরীয়তের দোয়া ও অনুগ্রহ বর্তানোর জন্য পরিচর্যা কাজ করেছিলেন (আল ইয়াসার পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২:১৯–৮:১৫; ৯:১-৩; ১৩:১৪-২০)। ইঞ্জিল শরীফে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার ("ইলিয়াস," মথি ১১:১৪; ১৭:১২-১৩) পরে এসেছিলেন ঈসা মসীহ্‌ ("ইউসা"; মথি ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন) যেন তিনি আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

শাফটের পুত্র। শাফট নামের অর্থ হল "তিনি বিচার করেন," যা আল-ইয়াসার পরিচর্যা কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯:১৭ যে ব্যক্তিই হসায়েলের তলোয়ার এড়াবে, যেহূ তাকে হত্যা করবে। ২ বাদশাহ্‌ ৯:২৪ আয়াত দেখুন।

যে ব্যক্তিই যেহূর তলোয়ার এড়াবে, আল-ইয়াসা তাকে হত্যা করবে। কীভাবে মাবুদের এই বাণী পূর্ণতা লাভ করেছিল সে সম্পর্কে কিতাবে কোন কিছু বলা হয় নি, তবে ২ বাদশাহ্‌ ২:২৪; ৮:১ আয়াত দেখা যেতে পারে (এছাড়া হোসিয়া ৬:৫ আয়াতও দেখুন)।

১৯:১৮ সাত হাজার। একটি পূর্ণ সংখ্যা; সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ্‌ কর্তৃক উদ্ধারকৃত ইসরাইলের অবশিষ্ট ঈমানদারদের বোঝাতে প্রতীকী অর্থে এই পূর্ণ সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে (রোমীয় ১১:২-৪)। কোন কোন ক্ষেত্রে নবী ইলিয়াস এই বিষয়টি বুঝতে ভুল করেছেন এবং তিনি ভেবেছেন একা তিনিই কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত ঈমানদার হিসেবে অবশিষ্ট রয়েছেন (আয়াত ১০, ১৪; ১৮:২২ ও নোট দেখুন)।

তাকে চুম্বনও করে নি। হোসিয়া ১৩:২ আয়াত দেখুন।

১৯:১৯ তাঁর শাল তাঁর গায়ে ফেলে দিলেন। এভাবে নবী

তিনি হাল বইতেছিলেন; বারো জোড়া বলদ তাঁর
আগে ছিল এবং শেষ জোড়ার সঙ্গে তিনি নিজে
ছিলেন। ইলিয়াস তাঁর কাছ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে
তাঁর শাল তাঁর গায়ে ফেলে দিলেন। [20] তাতে
তিনি সমস্ত বলদ ত্যাগ করে ইলিয়াসের পেছন
পেছন দৌড়ে গিয়ে তাঁকে বললেন, আরজ করি,
অনুমতি দিন, আমি আমার মাতা পিতাকে চুম্বন
করে আসি, পরে আপনাকে অনুসরণ করবো।
তিনি তাঁকে বললেন, তুমি ফিরে যাও, বল দেখি,
আমি তোমার কি করলাম? [21] পরে তিনি তাঁকে
ছেড়ে ফিরে গেলেন এবং সেই বলদ জোড়া নিয়ে
কোরবানী করলেন এবং তাদের জোয়ালির কাঠ
দিয়ে গোশ্‌ত রান্না করলেন, পরে লোকদের দিলে
তারা ভোজন করলো। তখন তিনি উঠে
ইলিয়াসের পিছনে চললেন ও তাঁর পরিচর্যা
করতে লাগলেন।

বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদের সামেরিয়া আক্রমণ

২০ [1] আর অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ তাঁর
সমস্ত সৈন্য একত্র করলেন; তাঁর সঙ্গে
বত্রিশ জন বাদশাহ্‌ এবং অনেক ঘোড়া ও রথ
ছিল; তিনি গিয়ে সামেরিয়া অবরোধ করলেন ও
সেই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। [2] তিনি
নগরে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাবের কাছে
দূতদেরকে পাঠিয়ে বললেন, বিন্‌হদদ এই কথা
বলেন, [3] তোমার রূপা ও তোমার সোনা আমার
এবং তোমার সমস্ত স্ত্রী ও তোমার সন্তানদের
মধ্যে যারা উত্তম, তারা আমার। [4] ইসরাইলের
বাদশাহ্‌ জবাব দিয়ে বললেন, হে আমার মালিক
বাদশাহ্‌, আপনার কথা যথার্থ, আমি আপনার
এবং আমার সর্বস্বই আপনার। [5] পরে দূতেরা
আবার এসে বললো, বিন্‌হদদ এই কথা বলেন,
আমি তোমার কাছে দূতদেরকে পাঠিয়ে
বলেছিলাম, তুমি তোমার রূপা ও সোনা এবং স্ত্রী
ও সন্তানদেরকে আমার হাতে তুলে দাও।
[6] কিন্তু আগামীকাল এই সময়ে আমি আমার
গোলামদেরকে তোমার কাছে পাঠাব, তারা
তোমার ও তোমার গোলামদের বাড়িতে
অনুসন্ধান করবে এবং যত দ্রব্য তোমার দৃষ্টিতে
রমণীয়, সেসব হাতে করে নিয়ে আসবে।
[7] তখন ইসরাইলের বাদশাহ্‌ দেশের সমস্ত
প্রাচীন লোকদেরকে ডেকে বললেন, আরজ করি,
বিবেচনা করে দেখ, এই ব্যক্তি কেবল অনিষ্টের
চেষ্টা করছে, কেননা এই লোকটি আমার স্ত্রী ও
পুত্রদের জন্য এবং আমার রূপা ও সোনার জন্য
হুকুম পাঠালে আমি তা দিতে অস্বীকার করি নি।
[8] জবাবে সমস্ত প্রাচীন লোক ও সমস্ত লোক
তাঁকে বললো, আপনি শুনবেন না, সম্মত হবেন
না। [9] তখন তিনি বিন্‌হদদের দূতদেরকে
বললেন, আমার মালিক বাদশাহ্‌কে বল, আপনি
প্রথমে আপনার গোলামের কাছে যা কিছু বলে
পাঠিয়েছিলেন, সেসব আমি করবো; কিন্তু এই
কাজ করতে পারি না। পরে দূতেরা প্রস্থান
করলো এবং বিন্‌হদদকে সংবাদ দিল। [10] তখন
বিন্‌হদদ তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন,
সামেরিয়ার ধূলি যদি আমার পিছনে থাকা সমস্ত
লোক মুষ্টিতে ভরে নিয়ে না আনতে পারে, তবে
দেবতারা আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিন।
[11] তাতে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ জবাবে বললেন,
তোমরা তাঁকে বল, যে ব্যক্তি সাজ-পোশাক
ধারণ করে, সে সাজ-পোশাক ত্যাগীর মত গর্ব

৪১:৪২; ২বাদশাহ্‌ ২:৮, ১৪। [১৯:২০] লূক ৯:৬১।
[১৯:২১] ১শামু ৬:১৪।
[২০:১] ১বাদশাহ্‌ ১৫:১৮।
[২০:৭] ১শামু ১১:৩।
[২০:১১] মেসাল ২৭:১; ইয়ার ৯:২৩; আমোস

ইলিয়াস আল ইয়াসাকে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে নির্বাচন করলেন (১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:২১ কোরবানী করলেন এবং তাদের জোয়ালির কাঠ দিয়ে গোশ্‌ত রান্না করলেন। আল-ইয়াসা তাঁর অতীত জীবনের সাথে সমস্ত সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করলেন, যদিও তিনি অত্যন্ত ধনী পরিবারের মানুষ ছিলেন।

তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। মূসার সাথে ইউসার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিব্রু ভাষায় ঠিক এই শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে ("পরিচারক," হিজ ২৪:১৩; ৩৩:১১)।

২০:১ অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ। বাদশাহ্‌দের বংশতালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বিন্‌হদদ (২ বাদশাহ্‌ ৮:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। তিনি ছিলেন প্রথম বিন্‌হদদের পুত্র কিংবা প্রপৌত্র, যিনি ৮৯৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে অরাম রাজ্য শাসন করতে শুরু করেন (১৫:৯-১০, ১৮-২০, ২৩)। এই অধ্যায়ের ঘটনাবলীর বিস্তৃতি প্রায় ২ বছর (আয়াত ২২-২৬ দেখুন)। ৮৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অরামীয়দের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে আহাব মৃত্যুবরণ করেন এবং তিন বছর ব্যাপী শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির অবসান ঘটে (২২:৩৭)। অর্থাৎ এই ঘটনাবলীর সময়কাল হচ্ছে ৮৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

বত্রিশ জন বাদশাহ্‌। বিভিন্ন গোষ্ঠীর শাসক বা নগর কেন্দ্রিক শাসক, যারা ছিলেন দ্বিতীয় বিন্‌হদদের হাতের পুতুল (রাজত্বকাল ৮৬০-৮৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। সামেরিয়ার এই অবরোধ ১৬:২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হয়েছিল।

২০:৪ আমি আপনার এবং আমার সর্বস্বই আপনার। বিন্‌হদদের দাবীর প্রতি আহাবের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এ কথাই প্রকাশ করে যে, অরামীয় সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য ইসরাইল জাতি কোন সম্ভাবনাই খুঁজে পায় নি। অরামীয়দের সাথে সন্ধি চুক্তি করে আপোষ করলে সামেরিয়ার অবরোধ সরিয়ে নেওয়া হতো, বাদশাহ্‌ আহাবকে প্রাণে বাঁচতে দেওয়া হতো এবং সামেরিয়া নগরীর ধ্বংস এড়ানো যেত।

২০:৬ আমি আমার গোলামদেরকে ... বাড়িতে অনুসন্ধান করবে। বিন্‌হদদের নতুন দাবী ছিল পুরো নগরকে তার শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

২০:৯ সেসব আমি করবো; কিন্তু এই কাজ করতে পারি না। আহাব এমনভাবে জবাব দিয়েছিলেন যাতে করে বিন্‌হদদের শ্রেষ্ঠত্ব তাতে প্রকাশ পায় ("হে আমার প্রভু বাদশাহ্‌, আমি আপনার গোলাম . . ."), কিন্তু তিনি পুরো নগরের আত্মসমর্পণ করার দাবী মেনে নেন নি।

২০:১০ তবে দেবতারা আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিন। বদদোয়া দেওয়ার একটি প্রচলিত ধরন (১ শামু ৩:১৭)।

২০:১১ যে ব্যক্তি সাজ-পোশাক ধারণ করে, সে সাজ-পোশাক ত্যাগীর মত গর্ব না করুক। এই কথার অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে কি

না করুক। ১২ বিন্‌হদদের কাছে এই সংবাদ গিয়ে
যখন পৌঁছাল তখন তিনি ও অন্য বাদশাহ্‌রা
কুটিরে কুটিরে পান করছিলেন; তিনি তাঁর
গোলামদেরকে বললেন, সৈন্য তৈরি করতে বল।
তাতে তারা নগরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রস্তুত করতে
লাগল।

আহাবের হাতে বিন্‌হদদের পরাজয়

১৩ আর দেখ, এক জন নবী ইসরাইলের
বাদশাহ্‌ আহাবের কাছে এসে বললেন, মাবুদ
এই কথা বলেন, তুমি কি ঐ মস্ত বড় সৈন্যদলটা
দেখেছ? দেখ, আজ আমি ওদের তোমার হাতে
তুলে দেব; তাতে তুমি জানতে পারবে যে,
আমিই মাবুদ। ১৪ আহাব বললেন, কার দ্বারা
করবেন? নবী বললেন, মাবুদ এই কথা বলেন,
প্রদেশের শাসনকর্তাদের যুবকদের দ্বারা। বাদশাহ্‌
জিজ্ঞাসা করলেন, যুদ্ধের আরম্ভ কে করবে? তিনি
বললেন, আপনি। ১৫ তখন তিনি বিভিন্ন
প্রদেশের শাসনকর্তাদের যুবকদেরকে সংগ্রহ
করলেন, তারা দুই শত বত্রিশ জন হল; এবং
তাদের পিছনে সমস্ত লোক অর্থাৎ সমস্ত বনি-
ইসরাইলকে সংগ্রহ করলে সাত হাজার জন হল।
১৬ পরে তারা মধ্যাহ্নকালে বের হল। তখন
বিনহ্‌দদ ও অন্য বাদশাহ্‌রা, তাঁর সহায় বত্রিশ
জন বাদশাহ্‌, কুটিরে কুটিরে পান করে মাতাল
হয়েছিলেন। ১৭ প্রদেশের শাসনকর্তাদের সেই
যুবকেরাই প্রথমেই বাইরে গেল, তখন বিন্‌হদদ
লোক পাঠালে তারা তাঁকে সংবাদ দিল,
সামেরিয়া থেকে কয়েক জন লোক বের হয়ে
এসেছে। ১৮ তিনি বললেন, তারা যদি সন্ধির জন্য
এসে থাকে তবে তোমরা তাদেরকে জীবন্ত ধর।

২:১৪।

[২০:১২] ১বাদশাহ্‌ ১৬:৯।

[২০:১৩] কাজী ৬:৮।

[২০:১৪] কাজী ১:১।

[২০:১৬] ১বাদশাহ্‌ ১৬:৯।

[২০:২২] কাজী ৬:৮।

[২০:২৩] ইশা ৩৬:২০; রোমীয় ১:২১-২৩।

যদি যুদ্ধের জন্যও এসে থাকে তবু জীবন্ত ধর।
১৯ ইতোমধ্যে ওরা, প্রদেশের শাসনকর্তাদের
সেই যুবকরা ও তাদের পিছনে থাকা সৈন্যদল
নগর থেকে বের হল। ২০ আর তারা প্রত্যেকে
যার যার বাধাদানকারীকে হত্যা করলো, তাতে
অরামীয়েরা পালিয়ে গেল, আর ইসরাইল তাদের
পিছনে পিছনে তাড়া করে গেল এবং অরামরাজ
বিন্‌হদদ ঘোড়ায় উঠে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার
সৈন্যের সঙ্গে পালিয়ে রক্ষা পেলেন। ২১ পরে
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ বের হয়ে তাদের ঘোড়া ও
সমস্ত রথ বিনষ্ট করলেন এবং মহাবিক্রমে
অরামীয়দেরকে সংহার করলেন।
২২ পরে সেই নবী ইসরাইলের বাদশাহ্‌র কাছে
এসে বললেন, আপনি গিয়ে নিজেকে বলবান
করুন এবং সাবধান হয়ে আপনার কর্তব্য
বিবেচনা করুন, কেননা বছর ফিরলে আবার
অরামের বাদশাহ্‌ আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
আসবেন।

অরামের পরাজয়

২৩ আর অরামের বাদশাহ্‌র গোলামেরা তাঁকে
বললো, ওদের দেবতা পর্বতমালার দেবতা,
এজন্য আমাদের চেয়ে ওরা বলবান হয়েছিল;
কিন্তু চলুন, আমরা সমভূমিতে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ
করি, অবশ্য ওদের চেয়ে আমরা বলবান হবো।
২৪ আপনি এই কাজ করুন, বাদশাহ্‌দেরকে
সরিয়ে দিয়ে তাঁদের স্থানে সেনাপতিদেরকে
নিযুক্ত করুন। ২৫ আর আপনার পক্ষের যত
সৈন্য, যত ঘোড়া ও রথ হারিয়েছেন, তত সৈন্য
তত ঘোড়া ও রথ সংগ্রহ করুন; পরে আমরা
সমভূমিতে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো, করলে

ঘটবে না ঘটবে সে বিষয়ে এতটা নিশ্চিত হয়ে কোন কিছু বলা ঠিক নয়। এ ধরনের একটি পরিচিতি বাগধারা হচ্ছে, "ডিম ফোটার আগেই মুরগি গুনো না।"

২০:১৩ তাতে তুমি জানতে পারবে যে, আমিই মাবুদ। যদিও আহাব শহরের এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করেন নি, তথাপি মাবুদ অনুগ্রহশীল হয়ে আবারও নিজে থেকে তাঁর কাছে দেখা দিয়েছেন (১৮:৩৬-৩৭ আয়াত দেখুন) এবং ইসরাইল জাতি ও তাদের বাদশাহ্‌কে উদ্ধার করেছেন।

২০:১৪ প্রদেশের শাসনকর্তাদের যুবক। ১৬:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। উত্তরের রাজ্যের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

২০:১৫ দুই শত বত্রিশ জন যুবক ... সাত হাজার জন বনি-ইসরাইল। অনেক বড়সড় সামরিক বাহিনী নয় (যদিও একটি অবরুদ্ধ নগরী হিসেবে এই সংখ্যা বেশ ভাল), তবে ইসরাইলের নিজ সামরিক শক্তি প্রদর্শনের বদলে এই ক্ষুদ্র বাহিনীর দ্বারা মাবুদের অসাধারণ বিজয় লাভের জন্য এই সংখ্যক সৈন্যই যথেষ্ট ছিল (কাজী ৭:২ দেখুন)।

২০:২০ তারা প্রত্যেকে যার যার বাধাদানকারীকে হত্যা করলো। সম্ভবত তাদেরকে বাধা দিতে সম সংখ্যক পদাতিক বাহিনী হামলা চালিয়েছিল (২ শামু ২:১৫-১৬)।

বিন্‌হদদ ঘোড়ায় উঠে ... পালিয়ে রক্ষা পেলেন। যেহেতু তখনও ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করার বিদ্যা রপ্ত হয় নি, সে কারণে এখানে ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার বলতে নিশ্চয়ই ঘোড়া চালিত রথ ও রথ চালকদের কথা বলা হয়েছে। এই পরাজয়ের পর অরামীয়রা দামেস্ক থেকে বিতাড়িত হয় বলে ধারণা করা যায়।

২০:২২ আবার অরামের বাদশাহ্‌ আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবেন। নাম না জানা এই নবী (১৩ আয়াত দেখুন) আহাবের দুর্বল প্রতিরক্ষার বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বিন্‌হদদের এই পাল্টা আক্রমণের ব্যাপারে নবীর এই ঘোষণার কারণে বাদশাহ্‌ আহাব মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে আরও বেশি নির্ভর করতে শুরু করলেন, কারণ ইতোমধ্যে আল্লাহ্‌ কর্মিল পর্বতে এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

২০:২৩ পর্বতমালার দেবতা। পৌত্তলিকদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, দেবতাদের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এজন্য আমাদের চেয়ে ওরা বলবান হয়েছিল। অরামীয়দের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে দুই পক্ষের সঙ্গে থাকা দেবতাদের শক্তির উপর, দুই পক্ষের সামরিক শক্তির উপর নয়। এ কারণে তারা পরবর্তী যুদ্ধটি সমভূমিতে সংঘটিত করার পরিকল্পনা করল, যেন তাদের বিপক্ষের দেবতার শক্তি সেখানে কমে যায়

অবশ্য ওদের চেয়ে বলবান হবো। তিনি তাদের
কথা শুনে সেই অনুসারে কাজ করলেন।
২৬ বছর ফিরে আসলে বিন্‌হদদ
অরামীয়দেরকে সংগ্রহ করে ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ
করতে অফেকে গেলেন। ২৭ আর বনি-
ইসরাইলদের সংগ্রহ করা হল এবং তারা
খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করে তাদের বিরুদ্ধে যাত্রা
করলো; আর বনি-ইসরাইল দু'টি ক্ষুদ্র ছাগল
পালের মত তাদের সম্মুখে শিবির স্থাপন করলো;
কিন্তু অরামীয়েরা দেশময় ছেয়ে গেল। ২৮ পরে
আল্লাহ্‌র এক জন লোক এসে ইসরাইলের
বাদশাহ্‌কে বললেন, মাবুদ এই কথা বলেন,
অরামীয়েরা বলেছে, মাবুদ পর্বতমালার দেবতা,
সমভূমির দেবতা নন; এজন্য আমি এ সব
মহাজনতাকে তোমার হাতে তুলে দেব, তখন
তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ। ২৯ আর তারা
সাত দিন পর্যন্ত সম্মুখাসম্মুখি হয়ে শিবিরে
রইলো, পরে সপ্তম দিনে যুদ্ধ শুরু হল; তাতে
বনি-ইসরাইল এক দিনে অরামের এক লক্ষ
পদাতিক সৈন্যকে সংহার করলো; ৩০ কিন্তু
অবশিষ্ট সকলে অফেকে পালিয়ে গেল, নগরে
প্রবেশ করলো আর তার নগরের প্রাচীর সেই
অবশিষ্ট সাতাশ হাজার লোকের উপরে ধ্বসে
পড়লো। আর বিন্‌হদদ পালিয়ে নগরে গিয়ে
একটি ভিতরের কুঠরীতে প্রবেশ করলেন।
৩১ পরে তাঁর গোলামেরা তাঁকে বললো,
দেখুন, আমরা শুনেছি, ইসরাইল-কুলের
বাদশাহ্‌রা দয়ালু বাদশাহ্‌, আরজ করি, আমরা
কোমরে চট পরে মাথায় দড়ি দিয়ে বের হয়ে
ইসরাইলের বাদশাহ্‌র কাছে যাই, হয় তো তিনি
আপনার প্রাণ রক্ষা করবেন। ৩২ পরে তারা
কোমরে চট পরে মাথায় দড়ি দিয়ে ইসরাইলের
বাদশাহ্‌র কাছে এসে বললো, আপনার গোলাম
বিন্‌হদদ বলছেন, আরজ করি, আমার প্রাণ রক্ষা
করুন। তিনি বললেন, তিনি কি এখনও জীবিত
আছেন? তিনি আমার ভাই। ৩৩ সেই লোকেরা
এটি শুভ লক্ষণ বিবেচনা করলো এবং তাঁর
মনের ভাব বুঝে তাড়াতাড়ি করে বললো, হ্যাঁ,
আপনার ভাই বিন্‌হদদ। তিনি বললেন, তোমরা
গিয়ে তাঁকে আন। তাতে বিন্‌হদদ বের হয়ে
তাঁর কাছে আসলেন, আর তিনি তাঁকে রথে
উঠিয়ে নিলেন। ৩৪ তখন বিন্‌হদদ তাঁকে
বললেন, আপনার পিতার কাছ থেকে আমার
পিতা যেসব নগর অধিকার করেছিলেন, সেগুলো
আমি ফিরিয়ে দেব; এবং আমার পিতা যেমন
সামেরিয়াতে বাজার বসিয়েছেন, তেমনি আপনিও
দামেস্কে আপনার জন্য বাজার বসান। আহাব
বললেন, আমি এই নিয়মে আপনাকে ছেড়ে

[২০:২৬] ১শামু ৪:১; ২বাদশাহ্‌ ১৩:১৭।
[২০:২৭] কাজী ৬:৬; ১শামু ১৩:৬।
[২০:২৮] হিজ ৬:৭; ইয়ার ১৬:১৯-২১।
[২০:৩০] জবুর ৬২:৪; ইশা ২৬:২১; ৩০:১৩।
[২০:৩১] আইউ ৪১:৩।
[২০:৩৪] পয়দা ১৪:১৫; ইয়ার ৪৯:২৩-২৭।

ও তাদের দেবতার শক্তি বেড়ে যায়।

২০:২৬ অফেক। সম্ভবত এটি গালীল সাগর থেকে কয়েক পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি নগরী। সম্ভবত যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল যার্মুক ও জর্ডান নদীর সংযোস্থলের কাছে জর্ডান উপত্যকায়।

২০:২৮ আল্লাহ্‌র এক জন লোক। সম্ভবত ইনিই সেই নবী, যার কথা ১৩ ও ২২ আয়াতে বলা হয়েছে।

তখন তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ। ১৩ আয়াতের নোট দেখুন। আবারও আল্লাহ্‌ এ কথা প্রকাশ করলেন যে, সমগ্র প্রকৃতি ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের উপরে তিনিই সার্বভৌম শাসনকর্তা এবং পৌত্তলিকদের প্রাকৃতিক শক্তি নির্ভর সমস্ত দেবতা তাঁর সামনে ক্ষমতাহীন।

২০:২৯ এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যকে সংহার করলো। আপাতদৃষ্টিতে কিতাবুল মোকাদ্দসের অনেক জায়গাতেই এ ধরনের অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত সংখ্যা উল্লেখ করতে দেখা যায়। এ বিষয়ে জানতে দেখুন শুমারী কিতাবের ভূমিকা: বিশেষ সমস্যাসমূহ।

২০:৩০ নগরের প্রাচীর ... ধ্বসে পড়লো। ইসরাইলের আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে যুদ্ধে জয় লাভ করার জন্য শুধু যে একটি সৈন্য বাহিনী দিয়েছিলেন তাই শুধু নয়, সেই সাথে তিনি অরামীয় সৈন্যবাহিনীর উপরে নানা ধরনের দুর্যোগ সৃষ্টি করেছিলেন।

সাতাশ হাজার লোক। ২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৩১ ইসরাইল-কুলের বাদশাহ্‌রা দয়ালু বাদশাহ্‌। অরামীয়রা বুঝতে পেরেছিল যে, ইসরাইলের বাদশাহ্‌রা অন্যদের চেয়ে, অর্থাৎ নিষ্ঠুর আশেরীয় বাদশাহ্‌দের চেয়ে আলাদা।

কোমরে চট পরে মাথায় দড়ি দিয়ে। সম্ভবত এখানে অরামীয়দের প্রতীকী নম্রতা ও আত্মসমর্পণের কথা বোঝানো হয়েছে।

২০:৩২ আপনার গোলাম। তৎকালীন কূটনৈতিক ভাষায় বিন্‌হদদ নিজেকে আহাবের গোলাম হিসেবে সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে আহাবের চেয়ে তার নিচু অবস্থান ও আত্মসমর্পণের কথা তিনি প্রকাশ করেছেন (৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

তিনি আমার ভাই। আহাব বিন্‌হদদের মত করে কথা বলেন নি, বরং তৎকালীন বাদশাহ্‌রা তাদের সমপর্যায়ের অন্যান্য বাদশাহ্‌দেরকে যেভাবে সম্বোধন করতেন তিনিও সেভাবে বিন্‌হদদের প্রতি সম্বোধন করলেন (৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এভাবেই বিন্‌হদদ যেটুকু চেয়েছিলেন আহাব তার চেয়েও বেশি দয়া তাকে দেখালেন।

২০:৩৩ তিনি তাঁকে রথে উঠিয়ে নিলেন। সাধারণত পরাজিত বিপক্ষ বাহিনীর কোন ব্যক্তির প্রতি কখনোই এ ধরনের আচরণ প্রকাশ করা হতো না।

২০:৩৪ আপনার পিতার কাছ থেকে আমার পিতা যেসব নগর অধিকার করেছিলেন। সম্ভবত রামোৎ গিলিয়দ (২২:৩ আয়াত দেখুন) এবং এর সাথে ছিল আরও কয়েকটি নগর যা আরও আগে প্রথম বিন্‌হদদ বাশার কাছ থেকে অধিকার করেছিলেন (১৫:২০)।

আপনার জন্য বাজার বসান। লাভজনক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত প্রদর্শনী কেন্দ্র। এ ধরনের প্রদর্শনী কেন্দ্র বা বাজারের মধ্য দিয়ে বৈদেশিক আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটতো। তবে স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে একচ্ছত্র ব্যবসা করা থেকে ব্যবসায়ীদেরকে বিরত রাখা হতো।

তিনি তার সঙ্গে নিয়ম স্থির করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। এই নিয়ম ছিল মূলত শান্তি চুক্তি, যা সমান শক্তি সম্পন্ন দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হতো, যেখানে উভয় পক্ষের সমান স্বার্থ রক্ষা

দেব। পরে তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ম স্থির করে
তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

এক জন নবী বাদশাহ্ আহাবকে দোষী করলেন

৩৫ পরে সাহাবী-নবীদের মধ্যে এক জন
মাবুদের কালাম দ্বারা তার সহ-সাহাবীকে বললো,
তুমি আমাকে আক্রমণ কর। কিন্তু সে তাকে
আক্রমণ করতে সম্মত হল না। ৩৬ তখন সে
তাকে বললো, তুমি মাবুদের কথা মান্য করলে
না, এই কারণে দেখ, আমার কাছ থেকে যাওয়া
মাত্র একটি সিংহ তোমাকে হত্যা করবে। পরে
সে তার কাছ থেকে যাওয়া মাত্র একটি সিংহ
তাকে দেখতে পেয়ে হত্যা করলো। ৩৭ পরে সে
আর এক জনকে দেখতে পেয়ে বললো, তুমি
আমাকে আক্রমণ কর। এই ব্যক্তি তাকে
আক্রমণ করে ক্ষত করলো। ৩৮ পরে সেই নবী
গিয়ে ছদ্মবেশে চোখের উপরাংশে পাগড়ী বেঁধে
পথে বাদশাহ্‌র অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।
৩৯ পরে যখন বাদশাহ্ কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন,
তখন সে বাদশাহ্‌র কাছে কেঁদে কেঁদে বললো,
আপনার গোলাম আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম, আর
দেখুন, এক ব্যক্তি পাশে ফিরে আমার কাছে
একটা লোককে এনে বললো; এই ব্যক্তিকে
সাবধানে রাখ; একে যদি কোনক্রমে না পাওয়া
যায়, তবে এর প্রাণের পরিবর্তে তোমার প্রাণ
যাবে, নতুবা তোমাকে এক তালন্ত রূপা দিতে
হবে। ৪০ কিন্তু আপনার গোলাম আমি এদিকে
ওদিকে ব্যস্ত ছিলাম, ইতোমধ্যে সে কোথায় চলে
গেল। তখন ইসরাইলের বাদশাহ্ তাকে
বললেন, ঐরূপই তোমার বিচার হবে; তুমি
নিজেই তা স্থির করলে। ৪১ পরে সে শীঘ্র তাঁর
চোখের উপর থেকে পাগড়ীটি উঠিয়ে নিল,
তাতে ইসরাইলের বাদশাহ্ চিনতে পারলেন যে,
সে নবীদের মধ্যে এক জন। ৪২ পরে সে তাঁকে
বললো, মাবুদ এই কথা বলেন, আমি যে
ব্যক্তিকে বিনাশের জন্য বর্জন করেছিলাম, তাকে
তুমি তোমার হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছ; এজন্য
তার প্রাণের পরিবর্তে তোমার প্রাণ ও তার
লোকের পরিবর্তে তোমার লোক বিনষ্ট হবে।
৪৩ তখন ইসরাইলের বাদশাহ্ বিষণ্ন ও রুষ্ট হয়ে
বাড়িতে গেলেন, পরে সামেরিয়াতে উপস্থিত
হলেন।

নাবোতের আঙ্গুরক্ষেত

২১ ১ এর পরে এই ঘটনা হল; যিষ্রিয়েলীয়
নাবোতের একটি আঙ্গুর-ক্ষেত ছিল, তা
ছিল যিষ্রিয়েলে সামেরিয়ার বাদশাহ্ আহাবের

[২০:৩৫] ১শামু ১০:৫; আমোস ৭:১৪।
[২০:৩৬] ১বাদশাহ্ ১৩:২৪।
[২০:৩৯] ইউসা ২:১৪।
[২০:৪০] ২শামু ১২:৫; ১৪:১৩।
[২০:৪২] ইয়ার ৪৮:১০।
[২০:৪৩] ১বাদশাহ্ ২১:৪ ১ করহমং ২১।
[২১:১] ১শামু ২৯:১; ২বাদশাহ্ ১০:১।

করে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও চুক্তি সম্পাদিত হতো। বিন্‌হদদের সাথে এই চুক্তি বা নিয়ম স্থাপনের জন্য আহাব মাবুদের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি।

২০:৩৫ সাহাবী-নবীগণ। ২ বাদশাহ্ ২:৩,৫,৭,১৫; ৪:১,৩৮; ৫:২২; ৬:১; ৯:১। এই নামটিকে সাধারণত বলা হতো "নবীদের সন্তানগণ," কিন্তু এখানে হিব্রু "সন্তান" শব্দটিকে কোন দলের সদস্য হিসেবে বলা হয়েছে, সন্তান নয়। সাহাবী নবীগণ বলতে বোঝানো হয়েছে এক দল নবী যারা জন সাধারণের স্বার্থ বিরোধী ও ধর্ম বিরোধী যে কোন কাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে তা সমাধানের জন্য কাজ করেন। সম্ভবত তারা তাদের কাজের ধরন অনুসারে নবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং কখনো কখনো তারা ভবিষ্যদ্বাণীও বলতেন (১৮:২৯; শুমারী ১১:২৫-২৭; ১ শামু ১০:৫-৬,১০-১১; ১৮:১০; ১৯:২০-২৪ দেখুন)। তবে তাদেরকে মূল ধারার নবীদের সাথে মেলানো ভুল হবে, যাঁরা সরাসরি মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কালাম লাভ করতেন ও ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন। আল্লাহ্‌র মহান নবীদের সাথে (যেমন শামুয়েল, ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা) এই সাহাবী নবীদের দলের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল এবং মাবুদের নবীরা ছিলেন এই সাহাবী নবীদের রূহানিক পরামর্শদাতা।

২০:৩৬ আমার কাছ থেকে যাওয়া মাত্র একটি সিংহ তোমাকে হত্যা করবে। এহুদা থেকে আগত আল্লাহ্‌র লোকটির ভাগ্যে যা ঘটেছিল তেমনই একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা এখানে দেখতে পাই (১৩:২৩-২৪)।

২০:৩৯ তালন্ত। যেহেতু হাতে গোণা মাত্র কয়েকজন সৈন্য হয়তো সে সময় এত বড় অংকের অর্থ পরিশোধ করার সামর্থ রাখত, সে কারণে আহাব বুঝতে পেরেছিলেন সেই লোকটির জীবন খুব সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

২০:৪০ ঐরূপই তোমার বিচার হবে। আহাব কোন ধরনের দয়া দেখাতে চাইলেন না। কিন্তু তিনি এতটুকুও আন্দাজ করতে পারেন নি যে, তিনি আসলে তাঁর নিজের মৃত্যু পরোয়ানাই উচ্চারণ করলেন (ঠিক একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন নবী নাথন, ২ শামু ১২:১-১২)।

২০:৪২ আমি যে ব্যক্তিকে বিনাশের জন্য বর্জন করেছিলাম। লেবীয় ২৭:২৮; ইউসা ৬:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। এটি পরিষ্কার নয় যে, আহাব এর আগের কোন প্রত্যাদেশ লঙ্ঘন করেছিলেন না কি বিন্‌হদদকে ছেড়ে দেওয়ার আগে মাবুদের ইচ্ছা জানতে চান নি বলেই এই শাস্তি। তবে যেটাই হোক না কেন, মাবুদ বিন্‌হদদকে আহাবের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন (আয়াত ২৮ দেখুন) এবং আহাব তাকে বন্দী রাখার জন্য মাবুদের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন।

তার প্রাণের পরিবর্তে তোমার প্রাণ ও তার লোকের পরিবর্তে তোমার লোক বিনষ্ট হবে। যেহেতু আহাব একজন বাদশাহ্ হিসেবে গুনাহ্ করেছিলেন, সে কারণে শুধুমাত্র আহাবের উপরে নয় বরং উত্তর রাজ্যের সমস্ত লোকদের উপরে এই শাস্তি পতিত হয়েছিল। আহাব অরামীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেছিলেন (২২:২৯-৩৯) এবং পরবর্তীতে যেহূ ও যিহোয়াহসের রাজত্ব চলাকালে ইসরাইল জাতি চরমভাবে অবমাননার শিকার হয় (২ বাদশাহ্ ১০:৩২; ১৩:৩)।

২১:১ আহাবের রাজপ্রাসাদের পাশেই। সামেরিয়ার রাজপ্রাসাদের পাশাপাশি যিষ্রিয়েলেও আহাবের একটি প্রাসাদ ছিল (১৮:৪৫; ২ বাদশাহ্ ৯:৩০ দেখুন)।

সামেরিয়া। সমগ্র রাজ্যটিকে এখানে এর রাজধানীর নামে উল্লেখ করা হয়েছে (১৬:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

রাজপ্রাসাদের পাশেই। ২ আহাব নাবোৎকে
বললেন, তোমার আঙ্গুরক্ষেতটি আমাকে দাও;
আমি তা সব্‌জির ক্ষেত করবো, কারণ ওটা
আমার বাড়ির কাছে; ওটার পরিবর্তে তোমাকে
আরও উত্তম একখানি আঙ্গুরক্ষেত দেব; কিংবা
যদি তুমি ভাল মনে কর, তবে তার মূল্য অনুসারে
রূপার মুদ্রা তোমাকে দেব। ৩ নাবোৎ আহাবকে
বললেন, আমি যে আমার পৈতৃক অধিকার
আপনাকে দিই, মাবুদ তা নিবারণ করুন।
৪ তখন, 'আমি পৈতৃক অধিকার আপনাকে দেব
না,' যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের উচ্চারিত এই কথায়
আহাব বিষণ্ন ও রুষ্ট হয়ে তাঁর বাড়িতে আসলেন
এবং বিছানায় শুয়ে রইলেন, মুখ ফিরিয়ে
থাকলেন, খাদ্য গ্রহণ করলেন না।
৫ তখন তাঁর স্ত্রী ঈষেবল তাঁর কাছে এসে
তাঁকে বললো, তোমার মন এমন বিষণ্ন কেন যে,
তুমি আহার কর না? ৬ তিনি তাকে বললেন,
আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎকে বলেছিলাম, টাকা
নিয়ে তোমার আঙ্গুরক্ষেতটি আমাকে দাও; কিংবা
যদি সন্তুষ্ট হও, তবে আমি তার পরিবর্তে আর
একখানি আঙ্গুরক্ষেত তোমাকে দেব; তাতে সে
জবাবে বললো, আমি আমার আঙ্গুরক্ষেত
আপনাকে দেব না। ৭ তখন তাঁর স্ত্রী ঈষেবল
তাঁকে বললো, এখন তুমিই না ইসরাইলে রাজত্ব
করছো? উঠ, আহার কর; তোমার অন্তর প্রফুল্ল
হোক; আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের আঙ্গুরক্ষেত
তোমাকে দেব।
৮ পরে সে আহাবের নাম করে কয়েকটি পত্র
লিখে তাঁর মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত করলো, আর
নাবোতের প্রতিবেশীদের, তাঁর বসতি-নগরের
প্রাচীন ও প্রধান লোকদের কাছে সেসব পত্র
প্রেরণ করলো। ৯ পত্রে সে এই কথা লিখেছিল,
তোমরা রোজা ঘোষণা কর ও লোকদের মধ্যে
নাবোৎকে উঁচু স্থানে বসাও। ১০ আর পাষণ্ড দুই
জন পুরুষকে তার সম্মুখে বসিয়ে দাও; তাঁরা
তার বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিক যে, 'তুমি আল্লাহ্
ও বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে অপমানজনক কথা বলেছ'।
পরে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা
কর। ১১ পরে তার নগরস্থ লোকেরা, নগরবাসী
প্রাচীন ও প্রধানবর্গ, ঈষেবলের প্রেরিত হুকুম
অনুসারে, তার প্রেরিত পত্রের লিখন অনুসারে,
কাজ করলো। ১২ তারা রোজা ঘোষণা করলো
এবং লোকদের মধ্যে নাবোৎকে উঁচু স্থানে
বসালো। ১৩ পরে পাষণ্ড দুই পুরুষ এসে তার
সম্মুখে বসলো; সেই দুই পাষণ্ড পুরুষ লোকদের
সাক্ষাতে নাবোতের বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিল যে,
নাবোৎ আল্লাহ্ ও বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে
অপমানজনক কথা বলেছে। তাতে লোকেরা
তাঁকে নগরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে
হত্যা করলো। ১৪ পরে তারা ঈষেবলের কাছে
এই সংবাদ পাঠাল, নাবোৎকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা
করা হয়েছে।
১৫ নাবোৎকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হয়েছে
শোনামাত্র ঈষেবল আহাবকে বললো, উঠ,
যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎ টাকায় যে আঙ্গুরক্ষেত
আমাকে দিতে অসম্মত ছিল, তা গিয়ে অধিকার

[২১:৩] লেবীয় ২৫:২৩।
[২১:৪] ১বাদশাহ্ ২০:৪৩।
[২১:৭] ১শামু ৮:১৪।
[২১:৮] ২শামু ১১:১৪।
[২১:১০] হিজ ২২:২৮; লেবীয় ২৪:১৫-১৬।
[২১:১২] ইশা ৫৮:৪।
[২১:১৩] লেবীয় ২৪:১৬।
[২১:১৫] ১শামু ৮:১৪।

২১:২ তোমার আঙ্গুরক্ষেতটি আমাকে দাও। যেহেতু শরীয়তী আইন অনুসারে ইসরাইল রাজ্যে রাজকীয় কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ ছিল (দ্বি.বি. ১৭:১৪-২০; ১ শামু ১০:২৫ দেখুন), সে কারণে বাদশাহ্ আহাব কারও ব্যক্তিগত ভূমি বা সম্পত্তি অধিকার বলে দখল করে নিতে পারেন না, যে বিষয়টি কেনানীয় বাদশাহ্‌দের ক্ষেত্রে খুব সাধারণ বিষয় ছিল (৭ আয়াতের নোট দেখুন; ১ শামু ৮:৯-১৭ দেখুন)।

২১:৩ নাবোত তার জমি আহাবকে নিতে না দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, এই জমি ছিল মাবুদের, যা প্রত্যেকটি ইসরাইলীয় পরিবার পরম্পরাগত অধিকার হিসেবে এই জমি লাভ করেছিল আর এই অধিকারই প্রতিজ্ঞাত দেশে তাদেরকে স্থায়ী বসবাসের নিশ্চয়তা দান করেছিল।

২১:৭ এখন তুমিই না ইসরাইলে রাজত্ব করছো? ফিনিশীয় ও কেনানীয় বাদশাহ্‌দের ভাবধারায় চালিত ঈষেবল আহাবের প্রতি এই ব্যঙ্গাত্মক উক্তি করেছিল, যার মাঝে ফুটে উঠেছিল ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যার বিপরীতে আমরা দেখি সোলায়মানের ন্যায্য আচরণ ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার (১ শামু ১২:৩-৪)।

২১:৯ তোমরা রোজা ঘোষণা কর। ঈষেবল এ ধরনের একটি পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিল যে, জাতির জীবনে এক ভয়াবহ দুর্যোগ এসে উপস্থিত হয়েছে এবং এই দুর্যোগ একমাত্র তখনই প্রতিরোধ করা যাবে যখন জাতির সমস্ত লোকেরা নিজেদেরকে মাবুদের সামনে অবনত করবে এবং যে ব্যক্তির কারণে এই শাস্তি তাদের উপরে এসে উপস্থিত হয়েছে তার বিচার করা হবে (কাজী ২০:২৬; ১ শামু ৭:৫-৬; ২ খান্দান ২০:২-৪)।

২১:১০ দুই জন। মূসার শরীয়ত অনুসারে কারও বিরুদ্ধে বড় কোন অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য দুই জন সাক্ষীর প্রয়োজন হতো (শুমারী ৩৫:৩০; দ্বি.বি. ১৭:৬; ১৯:১৫)।

পাষণ্ড। দ্বি.বি. ১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন (এর অর্থ "সমস্যা সৃষ্টিকারী")।

তারা তার বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিক। পুরো দৃশ্যপট তৈরির পেছনে উদ্দেশ্য ছিল নাবোতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার পর একটি যুক্তিগ্রাহ্য আইনানুগ প্রক্রিয়ায় তার বিচার সম্পন্ন করা (হিজ ২০:১৬; ২৩:৭; লেবীয় ১৯:১৬)।

'তুমি আল্লাহ্ ও বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে অপমানজনক কথা বলেছ'। এই অপরাধের জন্য মূসার শরীয়তে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে (লেবীয় ২৪:১৫-১৬)।

২১:১৩ নগরের বাইরে। মূসার শরীয়ত অনুসারে তা করা হয়েছিল (লেবীয় ২৪:১৪; শুমারী ১৫:৩৫-৩৬)। নাবোতকে তার নিজ ভূমিতে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছিল (১৯ আয়াতের সাথে ২ বাদশাহ্ ৯:২১,২৬ আয়াতের তুলনা করুন) এবং তার সন্তানদেরকেও তার সাথে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছিল (২ বাদশাহ্ ৯:২৬; আখনের ঘটনা দেখুন, ইউসা

কর; কেননা নাবোৎ জীবিত নেই, তার মৃত্যু
হয়েছে। ১৬ তখন নাবোতের মৃত্যু হয়েছে, এই
কথা শুনে আহাব যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের
আঙ্গুরক্ষেত অধিকার করতে গেলেন।

নবী ইলিয়াস মাবুদের বিচার ঘোষণা করলেন

১৭ আর তিশ্‌বীয় ইলিয়াসের কাছে মাবুদের
এই কালাম উপস্থিত হল, ১৮ উঠ, সামেরিয়া-
নিবাসী ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাবের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে যাও; দেখ সে নাবোতের
আঙ্গুরক্ষেতে রয়েছে, সে তা অধিকার করতে
গেছে। ১৯ তুমি তাকে বলবে, মাবুদ এই কথা
বলেন, তুমি কি হত্যা করে অন্যের অধিকার হরণ
কর নি? আর তাকে বলবে, মাবুদ এই কথা
বলেন, যে স্থানে কুকুরেরা নাবোতের রক্ত চেটে
খেয়েছে, সেই স্থানে কুকুরেরা তোমার রক্তও
চেটে খাবে।
২০ তখন আহাব ইলিয়াসকে বললেন, হে
আমার দুশমন, তুমি কি আমাকে পেয়েছ? তিনি
বললেন, তোমাকে পেয়েছি; কারণ মাবুদের
দৃষ্টিতে যা মন্দ, তুমি তা-ই করার জন্য নিজেকে
বিক্রি করেছ। ২১ দেখ, আমি তোমার অমঙ্গল
উপস্থিত করবো ও তোমাকে নিঃশেষে বিলীন
করবো; এবং আহাব-বংশের প্রত্যেক পুরুষ এবং
ইসরাইলের মধ্যে সমস্ত লোককে উচ্ছেদ
করবো– সে কেনা গোলামই হোক বা স্বাধীন
মানুষই হোক। ২২ আর আমি তোমার কুল
নবাটের পুত্র ইয়ারাবিমের কুলের সমান ও
অহিয়ের পুত্র বাশার কুলের সমান করবো; এর
কারণ তোমার সেই অসন্তোষজনক আচার
ব্যবহার যা দ্বারা তুমি আমাকে অসন্তুষ্ট করেছ,
আর ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছ। ২৩ আবার
ঈষেবলের বিষয়েও মাবুদ বললেন যে, কুকুরেরা
যিষ্রিয়েলের দুর্গপ্রাচীরের কাছে ঈষেবলকে খেয়ে
ফেলবে। ২৪ আহাবের যে কেউ নগরে মারা
যাবে, কুকুরেরা তাকে খাবে; এবং যে কেউ মাঠে
মারা যাবে, আসমানের পাখিরা তাকে খাবে।
২৫ (আহাব, যিনি তাঁর স্ত্রী ঈষেবল কর্তৃক
উত্তেজিত হয়ে মাবুদের সাক্ষাতে কদাচরণ
করতে নিজেকে বিক্রি করেছিলেন, তার মত
আর কেউ কখনও হয় নি। ২৬ আর মাবুদ যে
ইমোরীয়দেরকে বনি-ইসরাইলদের সম্মুখ থেকে
অধিকারচ্যুত করেছিলেন, তাদের সমস্ত কাজ
অনুসারে তিনি প্রতিমা পূজা করে অতিশয় ঘৃণার
কাজ করতেন।)
২৭ আহাব যখন ঐ সমস্ত কথা শুনলেন, তখন
তাঁর কাপড় ছিঁড়লেন এবং গায়ে চট বেঁধে রোজা
করলেন, চটে শয়ন করলেন এবং ধীরে ধীরে
চলাফেরা করলেন। ২৮ পরে তিশ্‌বীয় ইলিয়াসের
কাছে মাবুদের এই কালাম উপস্থিত হল,
২৯ আহাব আমার সাক্ষাতে নিজেকে অবনত
করেছে, তা কি তুমি দেখছ? সে আমার সাক্ষাতে
নিজেকে অবনত করেছে, এজন্য আমি তার
জীবন-কালে ঐ অমঙ্গল ঘটাবো না, কিন্তু তার
পুত্রের জীবনকালে তার কুলে সেই অমঙ্গল
উপস্থিত করবো।

অরামের বিরুদ্ধে ইসরাইল ও এহুদার বাদশাহ্‌

২২ ১ পরে তিন বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষ
ক্ষান্ত রইলো; অরামের ও ইসরাইলের

[২১:১৯] ২বাদশাহ্‌ ৯:২৬; জবুর ৯:১২; ইশা ১৪:২০।
[২১:২০] ২বাদশাহ্‌ ১৭:১৭; রোমীয় ৭:১৪।
[২১:২১] কাজী ৯:৫; ২বাদশাহ্‌ ১০:৭।
[২১:২২] ১বাদশাহ্‌ ১২:৩০।
[২১:২৩] ২বাদশাহ্‌ ৯:১০, ৩৪-৩৬।
[২১:২৪] পয়দা ৪০:১৯; দ্বি:বি ২৮:২৬।
[২১:২৫] ১বাদশাহ্‌ ১৪:৯; ১৬:৩৩।
[২১:২৬] পয়দা ১৫:১৬।
[২১:২৭] পয়দা ৩৭:৩৪; ইয়ার ৪:৮।
[২১:২৯] হিজ ২০:৫; ২বাদশাহ্‌ ৯:২৬; ১০:৬-১০।

৭:২৪-২৫), এভাবে তার বংশধরদেরকেও নিঃশেষ করে দেওয়া হয়েছিল।

২১:১৯ তুমি কি হত্যা করে অন্যের অধিকার হরণ কর নি? ঈষেবলের ষড়যন্ত্রের সাথে আহাব ইচ্ছাকৃতভাবে সংযুক্ত হওয়ার কারণে আহাবও হত্যা ও লুণ্ঠনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

যে স্থানে কুকুরেরা নাবোতের রক্ত চেটে খেয়েছে, সেই স্থানে কুকুরেরা তোমার রক্তও চেটে খাবে। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে আহাবের অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের কারণে (আয়াত ২৯) তার সন্তান যোরামের সময় পর্যন্ত আর এই ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ করা হয় নি। যোরামের দেহ নাবোতের জমিতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ৯:২৫-২৬)। আহাব নিজে রামোৎ গিলিয়দের যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়েছিলেন (২২:২৯-৩৭) এবং তার দেহ সামেরিয়াতে নিয়ে আসা হয়েছিল, যেখানে কুকুরেরা রথ থেকে আহাবের ঝরে পড়া রক্ত চেটে খেয়েছিল (২২:৩৮)।

২১:২১ কেনা গোলামই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক। ১৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:২২ ইয়ারাবিমের কুলের সমান। ১৪:১০; ১৫:২৮-৩০ আয়াত দেখুন।

বাশার কুলের সমান। ১৬:৩-৪,১১-১৩ আয়াত দেখুন।

২১:২৪ দেখুন ১৪:১১; ১৬:৪ আয়াতের নোট।

২১:২৫ ঈষেবল কর্তৃক উত্তেজিত হয়ে। ১৬:৩১; ১৮:৪; ১৯:১-২; ২১:৭ দেখুন।

২১:২৬ প্রতিমা। লেবীয় ২৬:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

ইমোরীয়। এখানে এই নামটির মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতির আগে কেনান দেশে যে জনগোষ্ঠী বসবাস করত সামগ্রিক অর্থে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে (পয়দা ১৫:১৬; দ্বি.বি. ১:৭)।

২১:২৭ গায়ে চট বেঁধে। পয়দা ৩৭:৩৪ দেখুন।

২১:২৯ এজন্য আমি তার জীবনকালে ঐ অমঙ্গল ঘটাবো না। ইউনুস ৩:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

তার পুত্রের জীবনকালে। এই বিচার স্থগিত রাখা হয়েছিল, কিন্তু বিলুপ্ত করা হয় নি (১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:১ তিন বছর। ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

অরামের ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধ হল না। আশেরীয় বাদশাহ্‌ তৃতীয় শালমানেসার (৮৫৯-৮২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এর কর্ম বৃত্তান্তে "ইসরাইলীয় আহাব" এবং দামেস্কের হদ্‌দেষর (বিন্‌হদদ) এর কথা উল্লেখ আছে যারা ১২ জন বাদশাহ্‌র একটি জোটে শরিক হয়ে ৮৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ওরন্টোস নদীর তীরে কারকার অঞ্চলে আশেরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আশেরীয় লিপি অনুসারে এই যৌথ সামরিক বাহিনীতে বাদশাহ্‌ আহাব ২,০০০ রথ এবং ১০,০০০ পদাতিক সৈন্য দিয়েছিলেন। এই লিপিতে আশেরীয়রা যে বিজয় লাভ করেছে বলে দাবী রয়েছে তা অনেকটা বাড়িয়ে বলা হয়েছে বলেই মনে হয়, কারণ কারকার থেকে আশেরীয় বাহিনী পিছ পা হয়ে চলে আসে এবং পরবর্তী

BACIB International Bible CHURCH

মধ্যে যুদ্ধ হল না। [২] তৃতীয় বছরে এহুদার বাদশাহ্‌
যিহোশাফট ইসরাইলের বাদশাহ্‌র কাছে
আসলেন। [৩] আর ইসরাইলের বাদশাহ্‌ তাঁর
গোলামদের বললেন, রামোৎ-গিলিয়দ যে
আমাদের, তা কি তোমরা জান না? কিন্তু আমরা
অরামের বাদশাহ্‌র হাত থেকে তা না নিয়ে চুপ
করে আছি। [৪] আর তিনি যিহোশাফটকে বললেন,
আপনি কি যুদ্ধ করার জন্য রামোৎ-গিলিয়দে
আমার সঙ্গে যাবেন? যিহোশাফট ইসরাইলের
বাদশাহ্‌কে বললেন, আমি ও আপনি, আমার
লোক ও আপনার লোক এবং আমার ঘোড়া ও
আপনার ঘোড়া, সবই এক।
[৫] পরে যিহোশাফট ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে
বললেন, আরজ করি, প্রথমে মাবুদের কালামের
খোঁজ করুন। [৬] তাতে ইসরাইলের বাদশাহ্‌
নবীদেরকে, অনুমান চার শত জনকে একত্র করে
জিজ্ঞাসা করলেন, আমি রামোৎ-গিলিয়দের
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবো, না ক্ষান্ত হব? তখন
তারা বললো, যাত্রা করুন; প্রভু তা বাদশাহ্‌র
হাতে তুলে দিবেন। [৭] কিন্তু যিহোশাফট বললেন,
এই স্থানে কি মাবুদের এমন কোন নবী নেই যে,
আমরা তাঁরই কাছে খোঁজ করতে পারি?
[৮] ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোশাফটকে বললেন,
আমরা যার দ্বারা মাবুদের কাছে খোঁজ করতে
পারি, এমন আর এক জন আছে, সে ইম্লের পুত্র
মীখায়, কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি, কেননা
আমার উদ্দেশে সে মঙ্গলের নয়, কেবল
অমঙ্গলের ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করে। [৯] যিহোশাফট
বললেন, বাদশাহ্‌, এমন কথা বলবেন না। তখন
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ তাঁর এক জন কর্মচারীকে
ডেকে হুকুম দিলেন, ইম্লের পুত্র মীখায়কে শীঘ্র
নিয়ে এসো। [১০] সেই সময়ে ইসরাইলের
বাদশাহ্‌ ও এহুদার বাদশাহ্‌ নিজ নিজ
রাজপোশাক পরে সামেরিয়ার দ্বার-প্রবেশ-স্থানের

[২২:৩] দ্বি:বি ৪:৪৩।
[২২:৪] ২বাদশাহ্‌ ৩:৭।
[২২:৫] হিজ ৩৩:৭; ২বাদশাহ্‌ ৩:১১; আইউ ৩৮:২; জবুর ৩২:৮; ৭৩:২৪; ১০৭:১১।
[২২:৬] কাজী ১৮:৬।
[২২:৭] দ্বি:বি ১৮:১৫; ২বাদশাহ্‌ ৩:১১; ৫:৮।
[২২:৮] ইশা ৫:২০; ৩০:১০; ইয়ার ২৩:১৭।
[২২:১০] কাজী

চার বা পাঁচ বছরে তারা আর কখনো পশ্চিমে অভিযান চালায় নি।

২২:২ এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোশাফট ইসরাইলের বাদশাহ্‌র কাছে আসলেন। সম্ভবত পশ্চিমা যৌথ বাহিনীর সাথে জোট বেঁধে আশেরীয় আক্রমণ প্রতিহত করার সাফল্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন (আয়াত ১; ২ খান্দান ১৮:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:৩ রামোৎ-গিলিয়দ। জর্ডান অববাহিকায় যার্মুক নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগর, যা মূসার সময়কাল থেকে ইসরাইলীয়দের অধিকারে ছিল (৪:১৩; দ্বি.বি. ৪:৪৩; ইউসা ২০:৮ দেখুন)।

আমাদের, তা কি তোমরা জান না? কয়েক বছর আগেই বিন্‌হদদের সাথে ইসরাইলীয়দের শান্তি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে ইসরাইল রামোৎ গিলিয়দের অধিকার দাবী করতেই পারে (২০:৩৪ আয়াত দেখুন)।

২২:৪ তিনি যিহোশাফটকে বললেন। মজার ব্যাপার হল, যে বাদশাহ্‌কে আহাব তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তাঁর সাথে যুদ্ধে যাবার আহ্বান জানালেন তাঁর নাম ছিল যিহোশাফট, যার অর্থ "মাবুদই কর্তৃত্বকারী।" আহাব এ কথা বুঝতেও পারেন নি এবং বিশ্বাসও করতে পারেন নি যে, কর্তৃত্বকারী ও বিচার সাধনকারী আল্লাহ্‌ স্বয়ং তাঁর সাথে যুদ্ধে যাবেন এবং তিনি একটি নির্দিষ্ট তীরকে একটি বিশেষ দিকে পরিচালিত করবেন। তাৎপর্যের বিষয় হচ্ছে, এই পরিচ্ছেদে ইসরাইলের বাদশাহ্‌র নাম মাত্র এক বার উচ্চারিত হয়েছে এবং মাবুদ স্বয়ং এই দৃশ্যে বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন (আয়াত ২০)। কিন্তু রচয়িতা প্রায় ১২ বার যিহোশাফটের নামটি উল্লেখ করেছেন। আরও কয়েকটি নাম এখানে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন মীখায় ("মাবুদের মত আর কে আছে?" আয়াত ৮]), এবং সিদিকিয় ("মাবুদই ন্যায়পরায়ণ" আয়াত ১১])। যদিও আহাব মাত্র কয়েক দিন আগে অরামীয়দের সাথে আশেরীয়দের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিলেন, তথাপি এখন যেহেতু আশেরীয়দের কাছ থেকে বিপদের আশংকা কেটে গেছে, সে কারণে তিনি অরামীয়দের নিয়ন্ত্রণ থেকে রামোৎ গিলিয়দের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিতে দ্বিধা করলেন না।

আমি ও আপনি, আমার লোক ও আপনার লোক এবং আমার ঘোড়া ও আপনার ঘোড়া, সবই এক। এই মৈত্রীতে যিহোশাফট তাঁর পিতা বাদশাহ্‌ আসার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হেঁটেছেন, কারণ আসা অরামীয়দের সাথে জোট বেঁধে উত্তরের রাজ্যের শাসক বাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন (১৫:১৭-২৩ আয়াত দেখুন)। এই দুই পক্ষের মধ্যে কেবল যিহোশাফটই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসরাইলের দুই বাদশাহ্‌ হিসেবে অপর দুই বাদশাহ্‌র প্রতি তাদের কী আচরণ করা প্রয়োজন ছিল: অরামের বাদশাহ্‌ এবং বেহেশতী সিংহাসনের উপরে অধিষ্ঠিত বাদশাহ্‌ (আয়াত ১৯ দেখুন)। পরবর্তীতে যিহোশাফট নবী যেহূর দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন (২ খান্দান ১৯:২) যেহেতু তিনি আহাবের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মাবুদের নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন।

২২:৫ প্রথমে মাবুদের কালামের খোঁজ করুন। মাবুদের সম্মতি না পেয়ে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে যিহোশাফট দ্বিধা বোধ করছিলেন (১ শামু ২৩:১-৪; ২ শামু ২:১)।

২২:৬ নবীদেরকে। নিঃসন্দেহে এরা বেথেলে পৌত্তলিক পূজা ও উপাসনার কাজে নিযুক্ত ছিল (১২:২৮-২৯ আয়াতের নোট দেখুন), যারা বাদশাহ্‌র সন্তুষ্টি মোতাবেক বার্তা ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করত (আমোস ৭:১০-১৩ আয়াত দেখুন)।

২২:৭ এই স্থানে কি মাবুদের এমন কোন নবী নেই ... ? যিহোশাফট বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ৪০০ নবী নির্ভরযোগ্য নয় (ইহি ১৩:২-৩) এবং মাবুদের সত্যিকার একজন নবীর সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন।

২২:৮ কেবল অমঙ্গলের ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করে। একজন নবীর বাণীকে আহাব বিচার করতেন সেই বাণী তাঁর প্রতি কতটা অনুকূল বা প্রতিকূল তার উপর নির্ভর করে (১৮:১৭; ২১:২০ আয়াত দেখুন)।

২২:১০ এখানে দুনিয়ার একটি দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (দুই বাদশাহ্‌ রাজ পোশাক পরে সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন, চারপাশে আহাবের অনুগত ভৃত্যদের ছড়াছড়ি এবং চরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসন্ন যুদ্ধে পরিকল্পনা করা হচ্ছে)। কয়েকটি আয়াত পরেই বেহেশতী আরেকটি দৃশ্যের বর্ণনা রয়েছে, যার কাছে এই দুনিয়াবী দৃশ্য ম্লান হয়ে যায় (ইসরাইলের সর্বমহান বাদশাহ্‌ মাবুদ আল্লাহ্‌ বেহেশতে উপবিষ্ট রয়েছেন, তাঁর

কাছে খোলা জায়গায় যার যার সিংহাসনে
বসেছিলেন এবং তাঁদের সম্মুখে নবীরা সকলে
ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করছিল। ১১ আর কেনানার পুত্র
সিদিকিয় লোহার দু'টি শিং তৈরি করে বললো,
মাবুদ এই কথা বলেন, এর দ্বারা আপনি অরামের
বিনাশ সাধন পর্যন্ত আঘাত করতে থাকবেন।
১২ আর নবীরা সকলেই সেরকম ভবিষ্যদ্বাণী
প্রচার করলো, বললো, আপনি রামোৎগিলিয়দে
যাত্রা করুন, কতকার্য হোন; কেননা মাবুদ তা
বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দেবেন।

আহাবের বিরুদ্ধে হযরত মিখায়ের ভবিষ্যদ্বাণী

১৩ আর যে দূত মীখায়কে ডাকতে গিয়েছিল,
সে তাঁকে বললো, দেখুন, নবীদের সমস্ত কথা
এক মুখে বাদশাহ্‌র পক্ষে মঙ্গল সূচনা করে;
আরজ করি, আপনার কথা তাদের কোন
একজনের কথার সমান হোক; আপনি মঙ্গলসূচক
কথা বলুন। ১৪ মীখায় বললেন, জীবন্ত মাবুদের
কসম, মাবুদ আমাকে যা বলেন, আমি তা-ই
বলবো।
১৫ পরে তিনি বাদশাহ্‌র কাছে আসলে বাদশাহ্‌
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মীখায়, আমরা রামোৎ-
গিলিয়দে যুদ্ধ করতে যাব, না ক্ষান্ত হব? তিনি
তাঁকে বললেন, হ্যাঁ, যাত্রা করুন, কৃতকার্য হোন!
মাবুদ তা বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দেবেন!
১৬ বাদশাহ্‌ তাঁকে বললেন, তুমি মাবুদের নামে

৬:৩৭।
[২২:১১] দ্বি:বি ৩৩:১৭; ইয়ার ২৭:২; ২৮:১০; জাকা ১:১৮-২১।
[২২:১৪] শুমারী ২২:১৮; ১শামু ৩:১৭।
[২২:১৭] শুমারী ২৭:১৭; ইশা ১৩:১৪; মথি ৯:৩৬।
[২২:১৯] আইউ ১:৬; ১৫:৮; ৩৮:৭; জবুর ১০৩:২০-২১; ১৪৮:২; ইয়ার ২৩:১৮, ২২; লূক ২:১৩।
[২২:২২] কাজী ৯:২৩; ২থিষ ২:১১।

আমাকে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবে না, আমি
কতবার তোমাকে এই শপথ করাব? ১৭ তখন
তিনি বললেন, আমি সমস্ত ইসরাইলকে অরক্ষক
ভেড়ার পালের মত পর্বতমালার উপরে ছিন্নভিন্ন
দেখলাম এবং মাবুদ বললেন, ওদের মালিক
নেই; ওরা প্রত্যেকে সহিসালামতে নিজ নিজ
বাড়িতে ফিরে যাক। ১৮ তখন ইসরাইলের
বাদশাহ্‌ যিহোশাফটকে বললেন, আমি কি
আগেই আপনাকে বলি নি যে, এই ব্যক্তি আমার
উদ্দেশে মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলের
ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করে?
১৯ আর মীখায় বললেন, এজন্য আপনি
মাবুদের কালাম শুনুন; আমি দেখলাম, মাবুদ
তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁর ডানে ও বামে
তাঁর কাছে বেহেশতের সমস্ত বাহিনী দণ্ডায়মান।
২০ পরে মাবুদ বললেন, আহাব যেন যাত্রা করে
রামোৎ-গিলিয়দে মারা পড়ে, এজন্য কে তাকে
প্রলুব্ধ করবে? ২১ তাতে কেউ একভাবে, কেউ বা
অন্যভাবে বললো। শেষে একটি রূহ্‌ গিয়ে
মাবুদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো, আমি তাকে
প্রলুব্ধ করবো। ২২ মাবুদ বললেন, কেমন করে?
সে বললো, আমি গিয়ে তার সমস্ত নবীর মুখে
মিথ্যাবাদী রূহ্‌ হবো। তখন তিনি বললেন, তুমি
তাঁকে প্রলুব্ধ করবে, কৃতকার্যও হবে; যাও তা-ই
কর। ২৩ অতএব দেখুন, মাবুদ আপনার এ সব

চারপাশে বেহেশতের সমস্ত বাহিনী দণ্ডায়মান রয়েছে এবং তিনি বাদশাহ্‌ আহাবের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করছেন আয়াত ১৯-২৩])। বলা হয়েছে আহাব এবং যিহোশাফট বসে আছেন "খোলা জায়গায় যেখানে শস্য মাড়াই করে তুষ আলাদা করা হয় (মিকাহ্‌ ৪:১২) এবং শস্য বাছাই করে পৃথক করা হয় (ইয়ার ১৫:৭) সামেরিয়ার দ্বার প্রবেশ স্থানের কাছে যেখানে বিচার সভা বসত (দ্বি.বি. ২১:১৯; রূত ৪:১, ১১)]।" এর মধ্য দিয়ে লেখক ব্যঙ্গাত্মকভাবে আহাবের মহা পরিকল্পনার অসার দিকটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

২১:১১ সিদিকিয়। সম্ভবত সে ছিল ৪০০ নবীর প্রতিনিধিত্বকারী নেতা।

লোহার দু'টি শিং। শক্তির প্রতীক (দ্বি.বি. ৩৩:১৭)।

২২:১৩ আপনার কথা তাদের কোন একজনের কথার সমান হোক। তার এই পরামর্শের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, অন্য সব নবীরা শুধুমাত্র বাদশাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী বলে।

২২:১৫ আমরা। আহাব তাঁর বক্তব্যে কিছুটা পরিবর্তন আনলেন (আয়াত ৬ দেখুন) এবং তিনি যিহোশাফটকে এই অভিযানে তাঁর সমান অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন।

যাত্রা করুন ... বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দেবেন। নবী মীখায় পরিহাসের সুরে ৪০০ নবীর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন (আয়াত ১২ দেখুন)।

২২:১৬ আমাকে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবে না। সম্ভবত মীখায়কে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি আসলে সত্যি কথা বলছেন না এবং সে কারণে আহাব সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝতে পেরেছিলেন।

২২:১৭ অরক্ষক ভেড়ার পালের মত ... ওদের মালিক নেই। মেষপালক ও মেষপালের কাল্পনিক চিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে (শুমারী ২৭:১৬-১৭; জাকা ১৩:৭; মথি ৯:৩৬; ২৬:৩১ দেখুন) নবী মীখায় আসন্ন যুদ্ধে আহাবের মৃত্যুর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

২২:১৯ আমি দেখলাম, মাবুদ তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনিই আল্লাহ্‌র প্রকৃত নবী, যিনি আল্লাহ্‌র বেহেশতী সিংহাসনের সম্মুখে যা ঘটছে তা জানতে পারেন এবং তা অটল ঈমান ও আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করতে পারেন (ইশা ৬:১; ইয়ার ২৩:১৬-২২ আয়াত দেখুন)। মীখায়ের এই বেহেশতী দৃশ্যের বর্ণনায় দুনিয়াবী দৃশ্যটি তার সত্যিকার রূপ খুঁজে পেল (১০ আয়াতের নোট দেখুন), প্রকৃত ক্ষমতা কোথায় নিহিত রয়েছে এবং মানুষ তার নিজ ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে কতটা মূর্খতার পরিচয় দেয় তা প্রকাশ পেল।

২২:২৩ মাবুদ আপনার এ সব নবীর মুখে মিথ্যাবাদী রূহ্‌ দিয়েছেন। অনেকে এই মিথ্যাবাদী রূহ্‌কে শয়তান বা তার কোন প্রতিনিধি বলে মনে করেন। অন্যরা মনে করেন এটি আল্লাহ্‌র একটি রূহ্‌ যা মিথ্যাবাদী রূহ্‌ হিসেবে এই নবীদের মধ্যে কাজ করেছে (তবে ১ শামু ১৫:২৯ আয়াত দেখুন)। অন্যরা মনে করেন এই মিথ্যাবাদী রূহ্‌ হচ্ছে মিথ্যার শক্তির এক প্রতীকী চিত্র। মাবুদ এই ৪০০ নবীকে মিথ্যার শক্তির উপরে কর্তৃত্ব দিয়েছেন যাতে করে তারা সত্যকে ভাল না বাসে এবং তারা যেন নিজেদের অন্তরের চিন্তা অনুসারেই শুধু কথা বলে (ইয়ার ১৪:১৪; ২৩:১৬, ২৬; ইহি ১৩:২-৩, ১৭ দেখুন; আরও দেখুন ২ শামু ২৪:১; এর সাথে তুলনা করুন ২ থিষ ২:৯-১২ এবং ২:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। বাদশাহ্‌ আহাব

BACIB International Bible CHURCH

এহুদার বাদশাহ্‌দের সময়কাল এবং তাদের শত্রুগণ

৯৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**রহবিয়াম** মিসরের বাদশাহ্‌ শীশকের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১১:৪৩-১৪:৩১; ২খান্দান ৯:৩১-১২:১৬।
৯১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**অবিয়** ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ইয়ারবিমের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১৪:৩১-১৫:৮; ২বাদশাহ্‌ ১৩:১-১৪:১।
৯১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**আসা** ইথিয়পীয়ার বাদশাহ্‌ সেরহকে পরাজিত এবং বাশাকে নাজেহাল করেছিলেন। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ১৫:৮-২৪; ২খান্দান ১৪:১-১৬:১৪।
৮৭২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যিহোশাফট** অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ ২ (অরাম) এর দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন, মোয়াব এবং অম্মোনের উপর আশ্চর্যভাবে জয়লাভ করেছিলেন এবং মোয়াবের বাদশাহ্‌ মেশার আনা বিদ্রোহ দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছিলেন। দেখুন ১বাদশাহ্‌ ২২:৪১-৫০; ২খান্দান ১৭:১-২১:১।
৮৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যোরাম** ইদোমের উপর রাজত্ব হারিয়েছিলেন, ফিলিস্তিনি এবং আরবীয়দের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ৮:১৬-২৪; ২খান্দান ২১:১-২০।
৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**অহসিয়** অরামের বাদশাহ্‌ হসায়েল হারিয়ে দিয়েছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ৮:২৪-৯:২৯; ২খান্দান ২২: ১-৯।
৮৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যোয়াস** হসায়েলকে সম্মান প্রদান করার মধ্য দিয়ে তাঁর আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে অরামের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১১:২-১২:২১; ২খান্দান ২২:১১-২৪:২৭।
৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**অথলিয়া (রাণী)**। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১১:১-২০; ২খান্দান ২২:১০-২৩:২১।
৭৯৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**অমৎসিয়** ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোয়াস এবং ইয়ারবিয়াম ২ এর দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৪:১-২০; ২খান্দান ২৪:২৭-২৫:২৮।
৭৯২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**অসরিয়** ফিলিস্তিনে গাতের বিপক্ষে জয়লাভ করেছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৫:১-৭; ২খান্দান ২৬:১ -২৩; রাজপ্রতিনিধি; ৭৫০-৭৪০।
৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যোথাম** অম্মোনীয় এবং আরবীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, এবং ইসরাইলের পেকহ অরামরে রৎসিন দ্বারা লাঞ্চিত হয়েছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৫:৩২-৩৮; ২খান্দান ২৬:২৩-২৭:৯; রাজপ্রতিনিধি।
৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**আহস** ইসরাইলের বাদশাহ্‌ পেকহের দ্বারা লাঞ্চিত হয়েছিলেন, রৎসিনের বিপক্ষে নিরাপত্তার জন্য আসিরিয়কে মূল্য প্রদান করেছিলেন, এছাড়াও ইদোম এবং ফিলিস্তিনির দ্বারা লাঞ্চিত হয়েছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৫:৩৮-১৬:২০; ২খান্দান ২৭:৯-২৮:২৭।
৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**হিষ্কিয়** আসিরিয়ার বাদশাহ্‌ সনহেরিবের আক্রমন থেকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন, ফিলিস্তিনির গাজা জয় করেছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৮:১-২০:২১; ২খান্দান ২৮:২৭-৩২:৩৩; সহ-রাজপ্রতিনিধি; ৬৯৭-৬৮৬।
৬৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**মানেশাকে** আসিরিয়াতে বন্দি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ব্যাবিলনে বন্দি হিসেবে রাখা হয়েছিল, পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ২০:২১-২১:১৮; ২খান্দান ৩২:৩৩-৩৩:২০।
৬৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**আমোন**। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ২১:১৮-২৬; ২খান্দান ৩৩:২০-২৪।
৬৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যোশিয়া** মিসরের বাদশাহ্‌ নখোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ২২:১-২৩:৩০; ২খান্দান ৩৩:২৫-৩৫:২৭।
৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যিহোয়াহস** মিসরের বাদশাহ্‌ তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ২৩:৩০-৩৪; ২খান্দান ৩৬: ১-৪।
৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যিহোয়াকিম**। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ২৩:৩৪-২৪:৬; ২খান্দান ৩৬:৪-৮।
৫৮৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**যিহোয়াখিন** ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং বন্দি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ২৪:৬-১৬, ২৫:২৭-৩০ ২খান্দান ৩৬:৮-১০।
৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	**সিদিকিয়** বিদ্রোহ করেছিলেন, ব্যাবিলনীয়রা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে দখল করেছিল। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ২৪:১৭-২৫:২১; ২খান্দান ৩৬:১০-২০।

নবীর মুখে মিথ্যাবাদী রূহ্‌ দিয়েছেন; আর মাবুদ
আপনার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা বলেছেন।
২৪ তখন কেনানার পুত্র সিদিকিয় কাছে এসে
মীখায়ের গালে চড় মেরে বললো, মাবুদের রূহ্‌
তোর সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমার কাছ থেকে
কোন পথে গিয়েছিলেন? ২৫ মীখায় বললেন,
দেখ, যেদিন তুমি লুকাবার জন্য একটি ভিতরের
কুঠরীতে যাবে সেদিন তা জানবে। ২৬ পরে
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ বললেন, মীখায়কে ধরে
পুনরায় নগরাধ্যক্ষ আমোন ও রাজপুত্র যোয়াশের
কাছে নিয়ে যাও; ২৭ আর বল, বাদশাহ্‌ এই কথা
বলেন, একে কারাগারে আটক করে রাখ এবং যে
পর্যন্ত আমি সহিসালামতে ফিরে না আসি, সে
পর্যন্ত একে আহার করার জন্য কষ্টযুক্ত রুটি ও
পানি দাও। ২৮ মীখায় বললেন, যদি আপনি কোন
মতে সহিসালামতে ফিরে আসেন, তবে মাবুদ
আমার দ্বারা কথা বলেন নি। আর তিনি বললেন,
হে জাতিরা, তোমরা সকলে শোন।

বাদশাহ্‌ আহাবের পরাজয় ও মৃত্যু

২৯ পরে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ও এহুদার
বাদশাহ্‌ যিহোশাফট রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা
করলেন। ৩০ আর ইসরাইলের বাদশাহ্‌
যিহোশাফটকে বললেন, আমি অন্য বেশ ধারণ
করে যুদ্ধে প্রবেশ করবো, আপনি রাজপোশাকই
পরে নিন। পরে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ অন্য বেশ
ধরে যুদ্ধে প্রবেশ করলেন। ৩১ অরামের বাদশাহ্‌
তাঁর রথের বত্রিশ জন সেনাপতিকে এই হুকুম
দিয়েছিলেন, তোমরা কেবল ইসরাইলের বাদশাহ্‌
ছাড়া তোমরা ছোট বা বড় আর কারো সঙ্গে যুদ্ধ
করো না। ৩২ পরে রথের সেনাপতিরা
যিহোশাফটকে দেখে, উনিই অবশ্য ইসরাইলের
বাদশাহ্‌, এই বলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য
এক পাশে গেলেন। তখন যিহোশাফট চেঁচিয়ে
উঠলেন। ৩৩ আর রথের সেনাপতিরা যখন
দেখলেন, ইনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌ নন, তখন
তাঁর পিছনে তাড়া না করে ফিরে গেলেন।
৩৪ কিন্তু একটা লোক লক্ষ্য স্থির না করেই ধনুকে
টান দিয়ে ইসরাইলের বাদশাহ্‌র উদর-রক্ষার ও
বুকপাটার সন্ধিস্থানে তীর দ্বারা আঘাত করলো;
তাতে তিনি তাঁর সারথিকে বললেন, হাত
ফিরিয়ে সৈন্যদলের মধ্য থেকে আমাকে নিয়ে
যাও, আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি। ৩৫ সেই
দিন তুমুল যুদ্ধ হল, আর লোকেরা অরামীয়দের
সম্মুখে বাদশাহ্‌কে রথে দণ্ডায়মান রাখল; কিন্তু
সন্ধ্যাবেলা তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং তাঁর
ক্ষতের রক্ত রথের মেঝেও পড়লো। ৩৬ পরে
সূর্যাস্তকালে সৈন্যদলের মধ্যে সর্বত্র এই কথা
প্রচারিত হল, প্রত্যেক জন যার যার নগরে,
প্রত্যেক জন যার যার দেশে চলে যাক।
৩৭ এভাবে বাদশাহ্‌র মৃত্যুর পর সামেরিয়াতে
আনা হলেন, আর লোকেরা সামেরিয়াতে
বাদশাহ্‌কে দাফন করলো। ৩৮ পরে সামেরিয়ার
পুস্করিণীর ধারে তাঁর রথ ধোয়া হলে মাবুদের
কথিত কালাম অনুসারে কুকুরেরা তাঁর রক্ত চেটে
খেল; পতিতারা সেখানে গোসল করতো।
৩৯ আহাবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত কাজের
বিবরণ এবং তিনি যে হাতির দাঁতের বাড়ি নির্মাণ
করেছিলেন, আর যে সমস্ত নগর নির্মাণ করলেন

[২২:২৩] দ্বিঃবি ১৩:৩।
[২২:২৪] প্রেরিত ২৩:২।
[২২:২৫] ১বাদশাহ্‌ ২০:৩০।
[২২:২৭] ২খান্দান ১৬:১০; ইয়ার ২০:২; ২৬:২১; ৩৭:১৫; ইব ১১:৩৬।
[২২:২৮] দ্বিঃবি ১৮:২২।
[২২:৩০] ১শামু ২৮:৮।
[২২:৩১] পয়দা ১০:২২; ২শামু ১০:১৯।
[২২:৩৪] ২বাদশাহ্‌ ৯:২৪; ২খান্দান ৩৫:২৩।
[২২:৩৬] ২বাদশাহ্‌ ১৪:১২।
[২২:৩৮] ১বাদশাহ্‌ ২১:১৯।
[২২:৩৯] ২খান্দান ৯:১৭; জবুর ৪৫:৮;

মিথ্যার উপর ভর করে বেঁচে থাকতে ভালবাসতেন এবং যে সমস্ত নবী সত্য কথা বলতেন তাদেরকে তিনি ঘৃণা করতেন। এ কারণে তিনি যে মিথ্যাকে বিশ্বাস করেছিলেন সেই মিথ্যার মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌ তার বিচার সাধন করলেন (শুমারী ১১:১৮-২০; জবুর ১৮:২৫-২৬; ইহি ১৪:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:২৪ মাবুদের রূহ্‌ তোর সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমার কাছ থেকে কোন পথে গিয়েছিলেন? এই হাস্যকর প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সিদিকিয় এ কথা বুঝিয়েছিল যে, একজন নবীর মত অন্য যে কোন নবীও মিথ্যাবাদী হতে পারে।

২২:২৫ লুকাবার জন্য একটি ভিতরের কুঠরীতে যাবে। যেখানে সিদিকিয় আশ্রয় খুঁজবে (২০:৩০ আয়াত দেখুন)। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নবী মীখায়ের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হবে।

২২:২৬ রাজপুত্র। সম্ভবত একজন রাজ কর্মচারী (ইয়ার ৩৬:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:২৭ বাদশাহ্‌ এই কথা বলেন। আহাব মাবুদের নবীর বিরুদ্ধে তাঁর রাজকীয় আদেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর ভণ্ড নবীদের বলা মিথ্যা দৈব বাণীগুলোকে বিশ্বাস করেছিলেন (আয়াত ১১)।

২২:৩০ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ... বললেন। আহাব তখনও ভেবে নিয়েছিলেন সব কিছুর নিয়ন্ত্রণে তিনিই রয়েছেন। অন্য বেশ ধারণ করে। এই কৌশল অবলম্বন করে তিনি নিজের উপর থেকে অন্যদের মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার আশা করেছিলেন এবং তাতে করে মীখায় নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে না বলে ভেবেছিলেন। মিথ্যার প্রতি অনুরক্ত এই বাদশাহ্‌ আরেকটি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর প্রত্যাশা করেছিলেন।

২২:৩১ কেবল ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ছাড়া। প্রাচীন যুগে নেতা বা সেনাপতিকে হত্যা করা হলে বা বন্দী করা হলে অবশিষ্ট সমস্ত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ত (আয়াত ৩৫-৩৬ দেখুন)।

২২:৩৪ একটা লোক লক্ষ্য স্থির না করেই ... তীর দ্বারা আঘাত করলো। বেহেশতী বাদশাহ্‌ এই তীরটির লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। একটি যুদ্ধ রথে সাধারণত দুই জন মানুষ থাকত – যোদ্ধা এবং সারথি বা চালক। তবে অনেক ক্ষেত্রে তাতে তিন জন মানুষ থাকত। এই তৃতীয় ব্যক্তিটি ছিল একজন সেনা কর্মকর্তা, যে পুরো রথ বাহিনীর নেতৃত্ব দিত (৯:২২; ২ বাদশাহ্‌ ৯:২৫; হিজ ১৪:৭; ১৫:৪ আয়াত দেখুন, যেখানে এই কর্মকর্তাদেরকে বলা হয়েছে "সেনানী")।

২২:৩৫ সন্ধ্যাবেলা তিনি ইন্তেকাল করলেন। নবী মীখায়ের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হল (আয়াত ১৭, ১৮)।

২২:৩৮ মাবুদের কথিত কালাম অনুসারে। আহাবের মৃত্যু সম্পর্কে ইলিয়াসের করা ভবিষ্যদ্বাণী আংশিকভাবে পূর্ণ হল (২১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:৩৯ তিনি যে হাতির দাঁতের বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সামেরিয়ার বিভিন্ন স্থানে খননকার্য চালিয়ে

BACIB International Bible CHURCH

সেই সমস্ত কথা কি ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের
ইতিহাস-পুস্তকে লেখা নেই? ৪০ এভাবে আহাব
তাঁর পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন, আর
তাঁর পুত্র অহসিয় তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোশাফট

৪১ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাবের চতুর্থ বছরে
আসার পুত্র যিহোশাফট এহুদায় রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন। ৪২ যিহোশাফট পঁয়ত্রিশ বছর
বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে জেরুশালেমে
পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম
অসূবা, তিনি শিল্‌হির কন্যা। ৪৩ যিহোশাফট তাঁর
পিতা আসার সমস্ত পথে চলতেন, সেই পথ
থেকে না ফিরে মাবুদের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য, তা-ই
করতেন, কিন্তু সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন হয় নি,
লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে কোরবানী করতো
ও ধূপ জ্বালাত। ৪৪ আর যিহোশাফট ইসরাইলের
বাদশাহ্‌র সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন।
৪৫ যিহোশাফটের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত এবং তিনি
যে যে বিক্রমের কাজ করলেন ও যেসব যুদ্ধ
করলেন সেই সকল কি এহুদা-বাদশাহ্‌দের
ইতিহাস-কিতাবে লেখা নেই? ৪৬ তাঁর পিতা
আসার সময়ে যে পুরুষ সমকামীরা অবশিষ্ট ছিল,
তাদেরকে তিনি দেশ থেকে দূর করে দিলেন।
৪৭ সেই সময়ে ইদোমে বাদশাহ্‌ ছিল না, এক
জন প্রতিনিধি রাজত্ব করতেন। ৪৮ যিহোশাফট

আমোস ৩:১৫।

[২২:৪৩] ১বাদশাহ্‌ ৮:৬১; ২খান্দান ১৭:৩।

[২২:৪৬] দ্বি:বি ২৩:১৭।

[২২:৪৭] ১বাদশাহ্‌ ১১:১৪-১৮; ২বাদশাহ্‌ ৩:৯; ৮:২০।

[২২:৪৮] ১বাদশাহ্‌ ৯:২৬।

[২২:৫২] ১বাদশাহ্‌ ১৫:২৬।

[২২:৫৩] কাজী ২:১১।

সোনার জন্য ওফীরে প্রেরণ করার জন্য তর্শীশের
কয়েকটি জাহাজ নির্মাণ করলেন, কিন্তু সেগুলো
গেল না, কেননা সেই জাহাজগুলো ইৎসিয়োন-
গেবরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ৪৯ তখন আহাবের
পুত্র অহসিয় যিহোশাফটকে বললেন, আপনার
গোলামদের সঙ্গে আমার গোলামেরা জাহাজে
যাক; কিন্তু যিহোশাফট সম্মত হলেন না।
৫০ পরে যিহোশাফট তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
নিদ্রাগত হলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের
নগরে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাঁকে দাফন করা হল;
আর তাঁর পুত্র যিহোরাম তাঁর পদে বাদশাহ্‌
হলেন।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ অহসিয়

৫১ এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের সতের
বছরে আহাবের পুত্র অহসিয় সামেরিয়াতে
ইসরাইলের উপর রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন
এবং তিনি দু’বছর ইসরাইলে রাজত্ব করেন।
৫২ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই তিনি করতেন,
তাঁর পিতার পথে ও তাঁর মাতার পথে এবং
নবাটের পুত্র যে ইয়ারাবিম ইসরাইলকে গুনাহ্‌
করিয়েছিলেন, তাঁর পথে চলতেন। ৫৩ তিনি
বালের সেবা করতেন, তার কাছে সেজ্‌দা
করতেন এবং ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদকে
অসন্তুষ্ট করতেন, তাঁর পিতা যা যা করতেন,
তিনিও তা-ই করতেন।

ইসরাইলের ইতিহাসের এই সময়কার কিছু ভবনের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন যেগুলো হাতির দাঁত দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। আহাব দাঁতির দাত ব্যবহার করায় এটি প্রকাশ পায় যে, তাঁর শাসনামলে ইসরাইল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল।

যে সমস্ত নগর নির্মাণ করলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করেছেন যে, আহাব মগিদ্দো ও হৎসোর নগর সুরক্ষিত দুর্গ আকারে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৪০ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

অহসিয় তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন। বাদশাহ্‌ অহসিয়ের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে দেখুন আয়াত ৫১-৫৩; ২ বাদশাহ্‌ ১ অধ্যায়।

২২:৪১ আহাবের চতুর্থ বছরে ... যিহোশাফট এহুদায় রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। ৮৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে একক বাদশাহ হিসেবে বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের রাজত্বকাল শুরু করার উল্লেখ হিসেবে এই আয়াতটি এসেছে (আয়াত ৪২; ১৬:২৯ দেখুন)।

২২:৪২ পঁচিশ বছর। ৮৭২-৮৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। যিহোশাফটের পূর্ণ রাজত্বকালের সময়সীমা শুরু হয়েছে বাদশাহ্‌ আসার রাজত্বের ৩৯তম বছর থেকে, যখন তিনি তাঁর পিতার অধীনস্থ হিসেবে রাজ্য শাসন করতেন (১৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২ খান্দান ১৬:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:৪৩ কিন্তু সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন হয় নি। ৩:২; ১৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৪৪ বাদশাহ্‌। সম্ভবত এখানে সমষ্টিগত অর্থে ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের কথা বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন বাদশাহ্‌ আহাব, অহসিয় ও যোরাম, যারা প্রত্যেকে দক্ষিণের রাজ্যে যিহোশাফটের রাজত্বের সময়ে উত্তরের রাজ্য শাসন করেছেন (৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:৪৫ বিক্রমের কাজ। ২ খান্দান ৩ অধ্যায়; ২ খান্দান ১৭:১১; ২০ অধ্যায় দেখুন।

এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-কিতাব। ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৪৬ পুরুষ সমকামী। ১৪:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৪৭ ইদোমে বাদশাহ্‌ ছিল না। সম্ভবত সে সময় ইদোম এহুদা রাজ্যের অধীনস্থ ছিল (২ শামু ৮:১৪; ২ বাদশাহ্‌ ৮:২০)।

২২:৪৮ ওফীর। ৯:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

ইৎসিয়োন-গেবরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। জাহাজগুলির ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছিল যিহোশাফটের প্রতি আল্লাহ্‌র শাস্তি, কারণ তিনি উত্তরের রাজ্যের বাদশাহ্‌ অহসিয়ের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে যাচ্ছিলেন (২ খান্দান ২০:৩৫-৩৭ আয়াত দেখুন)।

২২:৫০ নিদ্রাগত হলেন। ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

তাঁর পুত্র যিহোরাম তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন। যিহোরামের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ৮:১৬-২৪; ২ খান্দান ২১ অধ্যায়।

২২:৫১ যিহোশাফটের সতের বছরে: ৮৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (৪১-৪২ আয়াতের নোট দেখুন)। *দু’বছর* ৮৫৩-৮৫২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২ বাদশাহ্‌ ১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:৫২ তাঁর পিতার পথে ও তাঁর মাতার পথে: ১৬:৩০-৩৩ আয়াত দেখুন। *যে ইয়ারাবিম ... তাঁর পথে চলতেন* ১২:২৮-৩৩ আয়াত দেখুন।

আল্লাহ্‌র নাম– যেসব নামে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন			
আল্লাহ্‌র নাম	**অর্থ**	**রেফারেন্স**	**গুরুত্ব**
এলোহিম	আল্লাহ্‌	পয়দায়েশ ১:১ শুমারী ২৩:১৯ জবুর শরীফ ১৯:১	আল্লাহ্‌র ক্ষমতা এবং শক্তি সম্পর্কে বলে। তিনিই একমাত্র মহিমান্বিত এবং সত্য আল্লাহ্‌।
ইয়াহ্‌ওয়েহ	মাবুদ	পয়দায়েশ ২:৪ হিজরত ৬:২,৩	ঐশ্বরিক ব্যক্তির ব্যক্তিগত নাম।
এল-এলিয়ন	সবচেয়ে মহিমান্বিত আল্লাহ্‌	পয়দায়েশ ১৪:১৭-২০; শুমারী ২৪:১৬; জবুর শরীফ ৭:১৭; ইশাইয়া ১৪:১৩, ১৪	তিনি সকল দেবতার উপরে; এই জীবনে তাঁর চেয়ে পবিত্র আর কিছু নেই।
এল-রই	আল্লাহ্‌ যিনি দেখেন	পয়দায়েশ ১৬:১৩	আল্লাহ্‌ সকল সৃষ্টি এবং মানুষের সকল ব্যাপারসমূহ তত্ত্বাবধান করেন।
এল-সাদ্দাই	সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌	পয়দায়েশ ১৭:১; জবুর শরীফ ৯১:১	আল্লাহ্‌ সর্বক্ষমতার অধিকারী।
ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌-যিরি	মাবুদ যিনি যোগান	পয়দায়েশ ২২:১৩, ১৪	আল্লাহ্‌ আমাদের সত্যিকারের প্রয়োজনগুলোর যোগান দান করেন।
ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌-নিশি	মাবুদই আমার পতাকা	হিজরত ১৭:১৫	আমাদের সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্‌কে আমাদের স্মরণে রাখা উচিত।
আদোনাই	প্রভু	দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪	আল্লাহ্‌ একাই সকল কিছুর কর্তা ও প্রভু
ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌-এলোহে	ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্‌	কাজীগণ ৫:৩; জবুর শরীফ ৫৯:৫; ইশাইয়া ১৭:৬; সফনিয় ২:৯	তিনিই ইসরাইল জাতির আল্লাহ্‌
ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌-শালোম	মাবুদই শান্তি	কাজীগণ ৬:২৪	আল্লাহ্‌ আমাদের শান্তি দান করেন তাই আমাদের ভয় পাবার প্রয়োজন নেই।
কেদোশ ইসরাইল	ইসরাইলের পবিত্রতম	ইশাইয়া ১:৪	আল্লাহ্‌ নৈতিকভাবে আদর্শ।
ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌-সাব্বুথ	আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন (আসমানী সৈন্যবাহিনীদের কথা বলে কিন্তু এছাড়াও বেহেশ্‌তী ক্ষমতাসমূহেরও কথা বলে।)	১ শামুয়েল ১:৩; ইশাইয়া ৬:১-৩	আল্লাহ্‌ আমাদের নাজাতদাতা ও উদ্ধারকর্তা।
এল-ওলাম	চিরস্থায়ী আল্লাহ্‌	ইশাইয়া ৪০:২৮-৩১	আল্লাহ্‌ চিরন্তন। তিনি কখনও শেষ হবেন না।
ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌-সিদকেনু	মাবুদ আমার ধার্মিকতা	ইয়ারমিয়া ২৩:৬; ৩৩:৬	আমাদের সঠিক আচরণের জন্য আল্লাহ্‌ আমাদের আদর্শ। তিনি একাই আমাদের ধার্মিক করতে পারেন।
ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌-শাম্মাহ্‌	মাবুদ এখানে আছেন	ইহিস্কেল ৪৮:৩৫	আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে সবসময় উপস্থিত।
আত্তিক-ইয়োমিন	.... ??	দানিয়াল ৭:৯,১৩	আল্লাহ্‌ই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব করেন। তিনি একদিন সকল জাতির বিচার করবেন।